# মহাদ্বন্দ্বসমূহের
# বাইবেল স্টাডি গাইড

কপিরাইট (সি) ২০০৩
মার্লিন বিয়ারম্যান এবং রিভিলেশন পাবলিকেশন দ্বারা প্রকাশিত।
বিশ্বব্যাপী সমস্ত স্বত্ব সংরক্ষিত।

***বিতরণের অনুমতির শর্তাবলী***

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল আপনি যদি এই পুস্তিকা অনুলিপি করে অন্যদেরকে পড়ার সুযোগ না করে দেন তাহলে আপনি ঈশ্বরের সম্মুখে দায়ী থাকবেন, সেকারণে আমরা আপনাকে অনুপ্রাণিত করতে চাই, নিম্নে দেওয়া শর্তাবলী অনুযায়ী আপনি এগুলি রয়্যালটি ফি ছাড়াই অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে পারবেন। এই স্টাডি গাইড পিডিএফ, প্রতিলিপি করে বা ছাপিয়ে অন্যদের কাছে ভাগ করে নিতে পারেন। ইহা বিক্রয়ের জন্য নয় এবং কোনভাবে পরিবর্তন করা যাবে না ও এই শর্তাবলী অবশ্যই সমস্ত প্রতিলিপিতে উল্লেখ করতে হবে।

প্রশ্নাবলী এবং সংকলন করেছেন মার্লিন বিয়ারম্যান
ব্যাখ্যা – কপিরাইট (সি) লার্স জাস্টিনেন

ই. জি. হোয়াইটের লেখা দ্যা গ্রেট কন্ট্রোভার্সি-র অধ্যায়গুলি থেকে ব্যাখ্যাগুলিকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে

**www.Bible-Lessons.org**
**PublisherForGod@gmail.com**

*প্রশ্নের উত্তরগুলিতে ব্যবহৃত বাইবেলের পদগুলিকে নেওয়া হয়েছে দ্যা বাইবেল সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া সংস্করণ ®থেকে। বি এস আই কপিরাইট © ব্যবহার করার জন্য অনুমতি গ্রহণ করা হয়েছে। সমস্ত স্বত্ব সংরক্ষিত।*

এই পুস্তিকার ব্যাখ্যাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে, দ্যা গ্রেট কন্ট্রোভার্সি নামক পুস্তক থেকে। এই বিষয়গুলিতে আরো অধিক জ্ঞান অর্জনের জন্য আমরা আপনাকে এই সম্পূর্ণ পুস্তকটি পাঠ করতে উৎসাহিত করতে চাই।

## বিষয়সূচী

১) পাপের উৎপত্তি
২) মানুষ এবং শয়তানের মধ্যে শত্রুতা
৩) মন্দ আত্মার এজেন্সী
৪) শয়তানের ফাঁদ বা প্রলোভন
৫) প্রথম সাংঘাতিক প্রবঞ্চনা
৬) মৃতেরা কি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে?
৭) আসন্ন বিবাদ
৮) ঈশ্বরের বাক্য হল একটি সুরক্ষাকবচ
৯) অন্তিম সতর্কবার্তা
১০) দুর্ভোগের সময়
১১) ঈশ্বরের লোকদের উদ্ধার
১২) পৃথিবীর ধ্বংস
১৩) বিতর্কের সমাপ্তি

পরিশিষ্ট
চেতনার স্বাধীনতার ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা
সূচনা

পাপ এবং পাপের ধবংসাত্বক অবস্থার বিষয়ে আপনাকে অবগত করা এই পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য নয়; এই সত্য ইতিমধ্যেই অনেক স্পষ্ট; ভালো ও মন্দ এবং জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে একজন অনিচ্ছাকৃত অংশগ্রহণকারী হিসাবে, আপনি কি কখনও জিজ্ঞাসা করেছেনঃ

*কিভাবে এই মহান যুদ্ধ শুরু হয়েছিল?*
*এর মধ্যে কি কি মূলনীতি অন্তর্ভূক্ত আছে?*
*ইহা কতদিন ধরে চলতে থাকবে?*
*ইহা কিভাবে শেষ হবে?*
*আমি কিভাবে প্রবঞ্চনা থেকে সুরক্ষিত হব?*
*এই যুদ্ধের জন্য আমার হৃদয়কে কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে যেন উত্তমতা জয় লাভ করে?*
*আমরা কি মৃতদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি?*
*আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কি?*
*আমি কি করে জানব যে শেষ সময় সন্নিকট?*
*প্রকৃতপক্ষে কি ক্লেশ, দুঃখভোগ, অন্যায় এবং মৃত্যু-বিহীন ভবিষ্যত লাভ করা সম্ভব?*

সাহস করুন! ঈশ্বর, যিনি আপনার মধ্যে উৎকৃষ্ট অস্তিত্ব এবং সত্যের জন্য স্পৃহা প্রদান করেছেন, তিনি আপনার থেকে জীবন-দায়ী জ্ঞানকে সরিয়ে নেননি।

***মহাদ্বন্দ্ব সমূহের বাইবেল স্টাডি গাইডের মাধ্যমে আপনাকে বাইবেলের একটি অনবদ্য যাত্রায় আহ্বান করা হয়েছে। আপনি যখন উপরোক্ত প্রশ্নাবলী এবং অন্যান্য আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন, আপনি শেষ সময়ের ঘটনাগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন যা আপনাকে প্রস্তুত করবে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এবং ইহা আপনার অনন্ত অদৃষ্টকে নিরূপণ করবে।***

# পাঠ ১

# পাপের উৎপত্তি

**(১) কেন পৃথিবীতে আগত পাপের জন্য ঈশ্বর দায়ী হতে পারেন না?**

***পরীক্ষার সময়ে কেহ না বলুক, ঈশ্বর হইতে আমার পরীক্ষা হইতেছে; কেননা মন্দ বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরের পরীক্ষা করা যাইতে পারে না, আর তিনি কাহারও পরীক্ষা করেন না। (যাকোব ১:১৩)***

পাপের উৎস ব্যাখ্যা করা অসম্ভব এবং একইভাবে ইহার অস্তিত্বের কোন কারণ দেওয়াও অসম্ভব। তবুও পাপের উৎপত্তি এবং চূড়ান্ত স্বভাব উভয়ই সম্পর্কে বোঝা যায় যে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এবং দান সম্পর্কে তাঁর সমস্ত আচরণে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হতে পারে। পাপের প্রবেশের জন্য যে ঈশ্বর দায়ী ছিলেন না এর থেকে স্পষ্টভাবে আর কোন বিষয় ঈশ্বরের বাক্যে শিক্ষা দেওয়া হয়নি; ঈশ্বরের অনুগ্রহ নির্বিচারে প্রত্যাহার করা হয়নি, ঐশ্বরিক পরিচালনাতেও কোন ঘাটতি ছিল না যা থেকে কোন বিদ্রোহের ঘোষনা হতে পারে।

**(২) বাইবেল অনুযায়ী পাপের সংজ্ঞা কি?**

***যে কেহ পাপাচরণ করে, সে ব্যবস্থালঙ্ঘনও করে, আর ব্যবস্থালঙ্ঘনই পাপ। (১ম যোহন ৩:৪)***

পাপ স্বয়ং হস্তক্ষেপকারী, যার উপস্থিতির জন্য কোন কারণ দেওয়া যায় না। ইহা রহস্যময়, হিসাববিহীন; ইহার পক্ষে অজুহাত দেখানোর অর্থ হল ইহার পক্ষ সমর্থন করা। যদি ইহার জন্য কোন অজুহাত খুঁজে পাওয়া যায়, অথবা ইহার অস্তিত্বের কোন কারণ দেখানো হয়, তাহলে কি ইহা সেই পাপ থেকে আমাদের বিরত করবে! আমাদের জন্য পাপের একমাত্র সংজ্ঞা, যা ঈশ্বরের বাক্যে প্রদান করা হয়েছে; ইহা হল "ব্যবস্থার উলঙ্ঘন", ইহা মহান ঐশ্বরিক পরিচালনার ভিত্তি যা ঈশ্বরের প্রেমের মহান আইনের সঙ্গে যুদ্ধের একটি নীতি প্রকাশ করে।

**(৩) কোন চারটি মৌলিক নীতি ঈশ্বরের পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণকে বর্ণিত করে?**

***ধর্মশীলতা ও ন্যায়বিচার তোমার সিংহাসনের ভিত্তিমূল; দয়া ও সত্য তোমার শ্রীমুখের অগ্রগামী। (গীতসংহিতা ৮৯:১৪)***

প্রেমের ব্যবস্থা ঈশ্বরের পরিচালনার ভিত্তি, সমস্ত সৃষ্ট প্রানীর সুখ নির্ভর করে ধার্মিকতার মহান নীতিগুলির সাথে তাদের নিখুঁত চুক্তির উপরে। ঈশ্বর তাঁর সমস্ত সৃষ্টি থেকে প্রেম-শ্রদ্ধার সেবা যাচ্ঞা করেন যা তাঁর চরিত্রের একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রশংসনীয় দিক থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি জোরপূর্ব্বক প্রাপ্ত আনুগত্যে সন্তুষ্ট হন না এবং তিনি প্রত্যেককে নিজেদের ইচ্ছা-স্বাধীনতা প্রদান করেন, যেন তারা স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের সেবা করে। তবে একজন ছিল যে এই স্বাধীনতাকে বিকৃত করার পথ বেছে নিয়েছিল।

**(৪) কে ঈশ্বরের বাক্যকে লঙ্ঘন করেছিল? এবং পাপের প্রবর্তন করেছিল?**

***হে প্রভাতি তারা! ঊষা-নন্দন! তুমি ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছ! হে জাতিগণের নিপাতনকারী, তুমি ছিন্ন ও ভূপাতিত হইয়াছ। (যিশাইয় ১৪:১২)***

পাপের সূত্রপাত তার থেকে হয়েছিল, যে খ্রীষ্টের পার্শে ছিল, যে ঈশ্বরের দ্বারা সর্বাধিক সম্মানিত হয়েছিল এবং যে স্বর্গের বাসিন্দাদের মধ্যে শক্তি ও গৌরবে শীর্ষে দন্ডায়মান ছিলেন।

**(৫) ঈশ্বর কিভাবে লুসিফরকে তৈরি করেছিলেন?**

***তোমার সৃষ্টির দিন অবধি তুমি আপন আচারে সিদ্ধ ছিলেন; শেষে তোমার মধ্যে অন্যায় পাওয়া গেল। (যিহিষ্কেল ২৮:১৫)***

পতনের পূর্বে, লুসিফর ছিল প্রথম রক্ষিত করূব, পবিত্র এবং শুচি।

**(৬) লুসিফর এমন কি শারিরীক বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করেছিল যা পরিশেষে তাকে নিজের বিষয়ে গর্ব্বিত হবার পাপপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল?**

***তোমার চিত্ত তোমার সৌন্দর্য্যে গর্ব্বিত হইয়াছিল; তুমি নিজ দীপ্তি হেতু আপন জ্ঞান নষ্ট করিয়াছ; আমি তোমাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলাম, রাজগণের সম্মুখে রাখিলাম, যেন তাহারা তোমাকে দেখিতে পায়। (যিহিষ্কেল ২৮:১৭)***

লুসিফর হয়ত ঈশ্বরের অনুগ্রহে ছিলেন, সমস্ত স্বর্গদূতদের কাছে তিনি প্রিয় ছিলেন এবং সম্মানিত হয়েছিলেন, অন্যদের আশীর্ব্বাদ করার জন্য এবং নিহের

সৃষ্টিকর্ত্তাকে গৌরবান্বিত করার জন্য নিজের সু-সামর্থ্যের প্রয়োগ করেছিলেন... ধীরে ধীরে, লুসিফর আত্ম-প্রশংসার আকাঙ্ক্ষায় নিজেকে নিমজ্জিত করছিল... নিজের সৃষ্টিকর্ত্তাকে সমস্ত সৃষ্টির সম্মুখে সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা প্রদান করার চেষ্টা না করে সে নিজেই সমস্ত সৃষ্টির থেকে সেবা এবং সম্মান লাভ করার অভিলাষ করেছিল। এবং পিতা তাঁর পুত্রকে যে সম্মান দিয়েছেন, সেই সম্মান লাভ করার লোভ করে দূতগণের মধ্যে এই রাজপূত্র অহংকারী হয়ে উঠেছিল, সেই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হতে চেয়েছিল যার যোগ্য কেবলমাত্র খ্রীষ্ট।

**(৭) পাপ এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থার বিরোধীতা করার ফলাফল কি হল?**

***কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন। (রোমীয় ৬:২৩)***

সমস্ত স্বর্গ সৃষ্টিকর্ত্তার গৌরব প্রতিফলিত করতে এবং তাঁর প্রশংসা প্রদর্শনের জন্য আনন্দ করেছিল। এবং যখন ঈশ্বর এইভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন, প্রত্যেকেই শান্তি এবং আনন্দে জীবন যাপন করত। কিন্তু একটি চিন্তার পরিবর্তন স্বর্গের সেই ঐক্যতানকে বিদ্ধস্ত করেছিল। সৃষ্টিকর্ত্তার পরিকল্পনার বিপরীতে, সেই আত্ম-সেবা এবং আত্ম-প্রশংসা তার মনে মন্দতার জন্ম দিয়েছিল, ইহার পূর্বে যার মনে ঈশ্বরের গৌরব করাই ছিল সর্ব্বোচ্চ অভিপ্রায়।

স্বর্গীয় ব্যক্তিরা লুসিফরের সম্মুখে আবেদন করেছিল। ঈশ্বরের পুত্র লুসিফরের সামনে মহানতা, মঙ্গলতা এবং স্রষ্টার ন্যায়বিচার ও তাঁর আইনের পবিত্র, অপরিবর্তনীয় প্রকৃতি উপস্থাপন করেছিল। ঈশ্বর স্বয়ং স্বর্গের সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছিলেন; এবং এই স্থান থেকে প্রস্থান করার সময়ে লুসিফর নিজের সৃষ্টিকর্তাকে অসম্মানিত করে এবং নিজের ধ্বংস বয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু তাকে অসীম প্রেম ও করুণায়

সতর্ক করা হয়, যা কেবল পুনরায় তার মধ্যে একটি বিরোধীতার আত্মাকে জাগ্রত করে। লুসিফর খ্রীষ্টের প্রতি তার ঈর্ষাকে পরিত্যাগ করেনি, এবং সে ঈশ্বরের বিরোধীতা করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

**(৮) লুসিফরের অহংকার তার মধ্যে কি ধরনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করেছিল?**

***তুমি মনে মনে বলিয়াছিলে, 'আমি স্বর্গারোহণ করিব, ঈশ্বরের নক্ষত্রগণের ঊর্দ্ধে আমার সিংহাসন উন্নত করিব; সমাগম পর্ব্বতে, উত্তরদিকের প্রান্তে, উপবিষ্ট হইব; আমি মেঘরূপ উচ্চস্থলীর উপরে উঠিব, আমি পরাৎপরের তুল্য হইব। (যিশাইয় ১৪:১৩-১৪)***

গর্ব নিজের গৌরবের জন্য আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষাকে বৃদ্ধি করে। লুসিফরকে প্রদত্ত সম্মানগুলিকে ঈশ্বরের প্রদত্ত দান হিসাবে ঈশ্বরের প্রশংসা করা হয়নি এবং স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদান করার কথা বলা হয়নি। সে নিহের ঔজ্জ্বল্যে এবং মহিমায় ঈশ্বরের সমান হবার আকাঙ্ক্ষা করেছিল। সে স্বর্গদূতদের কাছে প্রিয় ছিল এবং তাদের সম্মান লাভ করেছিল। স্বর্গদূতেরা তার আদেশ আনন্দের সঙ্গে পালন করার জন্য প্রস্তুত থাকত এবং সেই সবার ঊর্দ্ধে প্রজ্ঞা এবং গৌরবের বস্ত্র পরিধান করত। তবুও ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন স্বর্গের সার্বভৌম সম্রাট এবং পিতার সমস্ত ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের একমাত্র অধিকারী।

ঈশ্বরের সমস্ত কর্মযজ্ঞের মধ্যে, খ্রীষ্ট ছিলেন একজন অংশগ্রহণকারী, যেখানে লুসিফরের প্রবেশের কোন অনুমতি ছিল না। সেই প্রধান স্বর্গদূত এই বিষয়ে প্রশ্ন করে, "কেন," 'খ্রীষ্টের কি সমস্তকিছুর উপরে কর্তৃত্ব করা উচিত? কেন তাকে লুসিফরের ঊর্দ্ধে সম্মানিত করা হবে?"

**(৯) লুসিফরের প্রবঞ্চনার ষড়যন্ত্রের কারণে সে কিধরনের খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল?**

*তোমরা আপনাদের পিতা দিয়াবলের, এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা; সে আদি হইতেই নরঘাতক, সত্যে থাকে নাই, কারণ তাহার মধ্যে সত্য নাই। সে যখন মিথ্যা বলে, তখন আপনা হইতেই বলে, কেননা সে মিথ্যাবাদী ও তাহার পিতা (যোহন ৮:৪৪)*

ঈশ্বরের উপস্থিতিকে পরিত্যাগ করে, ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ স্বর্গদূতদের মধ্যে অসন্তোষের মনোভাবকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। সে রহস্যজনক গোপনীয়তার সাথে কাজ করে, এবং ঈশ্বরকে সম্মান দেখানোর ভান করে, নিজের আসল উদ্দেশ্যকে আড়াল করে, স্বর্গীয় পরিচালনা পদ্ধতির প্রতি একটি অসন্তুষ্টি উজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা করে, এবং সকলকে অবহিত করে যে তারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেদের সংযম করে রেখেছে। যেহেতু তাদের স্বভাব পবিত্র ছিল, তিনি তাদেরকে প্ররোচিত করেছিলেন যেন তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হয়।

খ্রীষ্টকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করে ঈশ্বর তার সঙ্গে অন্যায় করেছেন বলে তাদের কাছে নিজের প্রতি সহানুভূতি লাভের প্রচেষ্টা করে। সে দাবি করে যে বৃহত্তর শক্তি ও সম্মানের আকাঙ্ক্ষায় সে আত্ম-উত্থানের চেষ্টা করছে না কিন্তু সে স্বর্গের সমস্ত সৃষ্টিকে স্বাধীনতা প্রদানের চেষ্টা করছে, যেন এইভাবে তারা একটি উচ্চতর অস্তিত্ব অর্জন করতে পারে।

**(১০) লুসিফরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে ঈশ্বর কি ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ করেছেন যে বৈশিষ্টগুলি তিনি আমাদের জন্যেও ব্যবহার করেন?**

*অথবা তাঁহার মধুর ভাব ও ধৈর্য্য ও চিরসহিষ্ণুতারূপ ধন কি হেয়জ্ঞান করিতেছ?*

*ঈশ্বরের মধুরভাব যে তোমাকে মন পরিবর্তনের দিকে লইয়া যায়, ইহা কি জান না? (রোমীয় ২:৪)*

ঈশ্বর লুসিফরের ক্ষেত্রেও নিজের করুণা প্রদর্শন করেছিলেন। যখন সে প্রথমবার অসন্তুষ্টির আত্মায় নিমজ্জিত হয়, অথবা যখন সে স্বর্গীয় অনুগত স্বর্গদূতদের সম্মুখে নিজের মিথ্যা দাবি প্রকাশ করে, তৎক্ষণাৎ তিনি লুসিফরকে তার উচ্চ মর্যাদা থেকে অপসারণ করে অবহেলা করেননি। তিনি স্বর্গে দীর্ঘকাল লুসিফরকে রেখেছিলেন। বারংবার তাকে অনুতাপ এবং সমর্পণের শর্তে ক্ষমা প্রদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র অপরিসীম প্রেম এবং প্রজ্ঞা দ্বারা প্রচেষ্টা করা হয়েছে যেন সে নিজের ভূল উপলব্ধি করতে পারে।

অসন্তুষ্টির মনোভাব ইহার পূর্বে স্বর্গে কখনও ছিল না। লুসিফর নিজেও প্রথমে দেখেনি যে সে কোথায় পতিত হচ্ছে, সে স্বয়ং নিজের অনুভূতির আসল প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারে নি।

কিন্তু তার অসন্তুষ্টি কারণহীন প্রমাণিত হওয়ায় সে উপলব্ধি করতে পারে যে সে ভূল করেছে, এবং ঐশ্বরিক দাবিগুলি ন্যায়সঙ্গত ছিল এবং তার উচিত ছিল সেগুলিকে সমস্ত স্বর্গের সামনে স্বীকার করা। সে যদি ইহা করত, তাহলে সে নিজেকে এবং অন্যান্য অনেক স্বর্গদূতের জীবন রক্ষা করতে পারত। সে এই সময়েও ঈশ্বরের প্রতি তার সমস্ত আনুগত্য বাতিল করেনি।

যদিও সে করূবকে আচ্ছাদন করার পদকে প্রত্যাখান করে গেছে, তবুও সে যদি ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে ইচ্ছুক হত, সৃষ্টিকর্ত্তার প্রজ্ঞাকে স্বীকার করত, এবং ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা অনুযায়ী ঈশ্বরের প্রদত্ত স্থানে নিজের দায়িত্ব পালন করে সন্তুষ্ট থাকত, তাহলে সে হয়ত নিজের কাজে বহাল থাকত। কিন্তু তার গর্ব তাকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হতে দেয়নি।

সে অনবরত নিজের পক্ষ সমর্থন করতে থাকে এবং সেই সিদ্ধান্ত নেয় যে তার অনুতাপ করার প্রয়োজন নেই, সে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-অঙ্গীকারবদ্ধ, নিজের স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিতর্ক ঘোষনা করে।

**(১১) ঈশ্বরের সঙ্গে বিরোধীতার সময়ে, শয়তান কতজন স্বর্গদূতকে প্রবঞ্চনা করতে সার্থক হয়েছিল?**

***আর তাহার লাঙ্গুল আকাশের তৃতীয়াংশ নক্ষত্র আকর্ষন করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল। যে স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসব করিতে উদ্যত, সেই নাগ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, যে সে প্রসব করিবামাত্র তাহার সন্তানকে গ্রাস করিতে পারে। (প্রকাশিত বাক্য ১২:৪)***

এখন তার মনের সমস্ত পরিকল্পনা প্রবঞ্চনার দিকে ঝুঁকেছিল, যেন সে তার অধীনে থাকা দূতদের সহানুভূতি লাভ করতে পারে। এমনকি খ্রীষ্ট তাকে যে সতর্ক করেছিল এবং পরামর্শ দিয়েছিল সেগুলিকেও সে নিজের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বিকৃত করেছিল।

তাকে প্রেমযোগে বিশ্বাস করে যারা তার ঘনিষ্ট হয়েছিল, শয়তান তাদের কাছে প্রতিস্থাপন করেছিল যে তার অন্যায়ভাবে বিচার করা হয়েছে ও তার পদমর্যাদাকে সম্মান প্রদান করা হয়নি ও তার স্বাধীনতাকে হ্রাস করা হয়েছে।

খ্রীষ্টের কথিত বাক্যের মিথ্যা ব্যাখ্যা দিয়ে সে বলে খ্রীষ্টের বাক্যগুলি ছিল মিথ্যা এবং স্বর্গের বাসিন্দাদের সম্মুখে তাকে লাঞ্ছিত করার মিথ্যা অভিযোগ দেয় ঈশ্বরের পুত্রের উপরে। সে নিজের অনুগত দাসদের মধ্যে একটি মিথ্যাকে প্রচলন করার চেষ্টা করে। যাদেরকে সে ত্রুটিযুক্ত করে নিজেদের সমর্থনে আনতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের প্রতি সে স্বর্গীয় বিষয়ের উপরে উদাসীনতার অভিযোগ নিয়ে এসেছে। সে যে ভূল করছিল, সেই একই ভূলের দায় সে তাদের প্রতি চাপিয়ে দেয় যারা ঈশ্বরের প্রতি অনুগত ছিল। এবং তার

প্রতি ঈশ্বরের অন্যায়ের দাবিকে দৃঢ় করার জন্য, সে নিজের সৃষ্টিকর্ত্তার বাক্য এবং কাজের মিথ্যা ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চতুর যুক্তি দিয়ে অন্যান্য স্বর্গদূতদের বিচলিত করাই ছিল তার নীতি। প্রত্যেক সহজ বিষয়গুলিকে সে রহস্যময় রূপে আচ্ছাদন করতে শুরু করে, এবং সূক্ষ্মভাবে যিহোবার সরল বাক্যগুলিকে বিকৃত করে, সেগুলির প্রতি অন্যদের মনে সন্দেহ উৎপন্ন করতে থাকে। ঐশ্বরিক পরিচালনার কাজে তার এই ঘনিষ্ট সংযোগে ও তার উচ্চ অবস্থানের ফলে তার প্ররোচনাগুলিকে আরো সবল করেছে এবং অনেকেই তার সাথে স্বর্গীয় কর্তৃত্বের বিরূদ্ধে বিদ্রোহে ঐক্যবদ্ধ হতে প্ররোচিত হয়েছিল।

**(১২) ঈশ্বর সর্বজ্ঞানী হয়েও কেন শয়তানকে তার ইচ্ছানুযায়ী মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দিয়েছেন বা অনুমতি দিয়েছেন?**

***যে সিদ্ধতায় চলে, সে নির্ভয়ে চলে; কিন্তু কুটিলাচারীকে চেনা যাইবে (হিতোপদেশ ১০:৯)***

ঈশ্বর, তাঁর সর্বজ্ঞান সত্বেও, শয়তানকে তার কাজ চালিয়ে যাবার সুযোগ দিয়েছিলেন, যতক্ষণ না তার হতাশার মনোভাবে সম্পূর্ণ বিদ্রোহে পরিণত হয়। লুসিফরের পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হবার প্রয়োজন ছিল যেন সেগুলির আসল প্রকৃতি ও প্রবণতা সবাই দেখতে পায়।

লুসিফর অভিষিক্ত করূব হিসাবে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা পেয়েছিল; স্বর্গের সকলে তাকে পচ্ছন্দ করত এবং তাদের উপরে তার প্রবল প্রভাব ছিল। ঈশ্বরের পরিচালনা কেবলমাত্র স্বর্গীয় বিষয়ে ছিল না, তার পরিচালনা পৃথিবীর সমস্তকিছুতেই ছিল যা তিনি স্বয়ং সৃষ্টি করেছিলেন; শয়তান ভেবেছিল সে যদি স্বর্গদূতদের বিদ্রোহের পথে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে সে অন্যান্য জগতগুলিকেও প্রভাবিত করতে পারবে।

সে নিজের ইচ্ছাকে সুরক্ষিত করার জন্য, কূটতর্ক ও প্রতারণার সাহায্যে নিজের প্রশ্নগুলিকে প্রতিস্থাপন করেছিল। তার প্রতারণা করার ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিল এবং মিথ্যা ভঙ্গিতে ছদ্মরূপ ধারন করে সে কিছু সুবিধা ভোগ করেছিল। এমনকি তার প্রকৃত চরিত্রকে উপলব্ধি করতে বা তার কাজ কোনদিকে পরিচালিত হচ্ছে সেই বিষয়ে অনুগত স্বর্গদূতেরাও সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পারে নি।

**(১৩) কেন ঈশ্বর শয়তানকে বিদ্রোহের সময়েই ধ্বংস করেননি?**

***সর্বশক্তিমান! তিনি আমাদের বোধের অগম্য; তিনি পরাক্রমে মহান, তিনি ন্যায়বিচার ও প্রচুর ধর্মগূণ বিপরীত করেন না। (ইয়োব ৩৭:২৩)***

এমনকি যখন ইহা স্থির করা হয়েছিল যে সে আর স্বর্গে উপবিষ্ট থাকবে না, তবুও তিনি তার অসীম প্রজ্ঞায় শয়তানকে ধ্বংস করেননি। যেহেতু কেবলমাত্র প্রেমের সেবা ঈশ্বরের সম্মুখে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তাই তাঁর সৃষ্টির আনুগত্য, তাঁর ন্যায়বিচার ও দানশীলতার উপরে নির্ভর করে। স্বর্গ এবং অন্যান্য জগতের নিবাসীরা পাপের প্রকৃতি বা পরিণতিগুলি উপলব্ধি করার জন্য অপ্রস্তুত ছিল, তখন শয়তানের ধবংসের সময়ে তারা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও করুণাকে দেখতে পেত না। যদি সেই মুহুর্ত্তে শয়তানের অস্তিত্ব মুছে ফেলা হত, তবে তারা প্রেমেতে নয় কিন্তু ভয়ে ঈশ্বরের সেবা করত। সেই প্রতাড়নাকারীর প্রভাব পুরোপুরো তাদের মধ্যে থেকে নষ্ট হত না ও বিদ্রোহের চিন্তাকেও পুরোপুরি নির্মুল করা যেত না।

দুষ্টতাকে অবশ্যই পরিপক্কতা লাভ করতে অনুমতি দেওয়া উচিত। সমগ্র বিশ্বজগতের কল্যানের জন্য শয়তানকে আরো তার মন্দতা প্রকাশ করতে দেওয়া হবে, যেন সমস্ত সৃষ্টি তার অভিযোগগুলিকে সত্যের আলোয়

দেখতে পায়, যেন ঈশ্বরের করুণা ও ন্যায়বিচার ও তার আইনের অবিচ্ছিন্নতা চিরকাল সমস্ত প্রশ্নের উর্দ্ধে থাকে।

শয়তানের বিদ্রোহটি সমস্ত জগতের কাছে যেন একটি শিক্ষারূপে প্রকাশিত হবে, যা হবে পাপের প্রকৃতি ও ভয়ানক ফলাফলের চিরস্থায়ী সাক্ষ্য। শয়তানের শাসনের প্রভাব, মানবজাতি ও স্বর্গদূত উভয়ের প্রভাবিত হবে এবং ইহা প্রদর্শ্ন করবে যে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বাইরে গেলে কি ফলাফল হতে পারে। ইহা সাক্ষ্য প্রদান করবে যে ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির সুখ নির্ভর করছে তাঁর পরিচালনা ও ব্যবস্থার উপরে। সুতরাং বিদ্রোহের এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ইতিহাস ছিল সমস্ত ধার্ম্মিক বুদ্ধিমান লোকদের জন্য একটি চিরকালের নিরাপত্তা, যেন তারা পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং শাস্তি ভোগ করার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে।

**(১৪) শয়তানের বিদ্রোহ কি ধরনের বিপর্যয় ডেকে এনেছিল?**

***আর স্বর্গে যুদ্ধ হইল; মীখায়েল ও তাঁহার দূতগণ ঐ নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই নাগ ও তাহার দূতগণও যুদ্ধ করিল, কিন্তু জয়ী হইল না, এবং স্বর্গে তাহাদের স্থান আর পাওয়া গেল না। আর সেই মহানাগ নিক্ষিপ্ত হইল; এ সেই পুরাতন সর্প, যাহাকে দিয়াবল [অপবাদক] এবং শয়তান [বিপক্ষ] বলা যায়, সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়; সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহার দূতগণও তাহার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত।(প্রকাশিত বাক্য ১২:৭-৯)***

স্বর্গের বিতর্কের অন্তিম পর্যায় স্বর্গের দখলদার নিজেকে ন্যায্য হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করল। যখন ইহা ঘোষনা করা হল যে তাকে এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল সকলকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করা হবে, তখন সেই বিদ্রোহী নেতা সাহস করে সৃষ্টির মালিকের ব্যবস্থাগুলির প্রতি নিজের

অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিল। সে তার দাবি পুনর্ব্যক্ত করে যে স্বর্গদূতদের কোনভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন নেই, তাদেরকে নিজের ইচ্ছা অনুসরণ করার জন্য অনুমতি দেওয়া উচিত, যা তাদেরকে সর্বদা সঠিক পথে পরিচালনা করবে। সে ঐশ্বরিক বিধিগুলিকে নিজেদের স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা হিসাবে ব্যক্ত করে তীব্র নিন্দা করে এবং সে ঘোষনা করে যে সেই স্বর্গীয় বিধিগুলি বাতিল করাই তার উদ্দেশ্য; সে বলেছিল এই সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেলে, স্বর্গের বাহিনী আরো উচ্চতর এবং গৌরবময় অস্তিত্বের উপরে প্রবেশ করবে।

**(১৫) স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হবার পর, শয়তান কোথায় নিজের রাজত্ব স্থাপন করতে চেয়েছিল?**

***আর সেই মহানাগ নিক্ষিপ্ত হইল; এ সেই পুরাতন সর্প, যাহাকে দিয়াবল [অপবাদক] এবং শয়তান [বিপক্ষ] বলা যায়, সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়; সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহার দূতগণও তাহার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত ।(প্রকাশিত বাক্য ১২:৯)***

স্বর্গে যে আত্মা বিদ্রোহের আত্মা সকলকে প্ররোচিত করেছিল সেই একই আত্মা এখনও পৃথিবীতে বিদ্রোহকে অনুপ্রাণিত করছে। শয়তান যে পদ্ধতিতে স্বর্গদূতদের প্ররোচিত করেছিল একই ভাবে মানুষকেও প্ররোচিত করছে। তার আত্মা এখন অবাধ্যতার সন্তানদের উপরে রাজত্ব করছে। শয়তানের মত তারাও ঈশ্বরের ব্যবস্থার নীতিগুলিকে ভাঙ্গতে চায় এবং মানুষকে পাপের নীতি দ্বারা স্বাধীন করার চেষ্টা করে। পাপ এখনও ঘৃণা এবং প্রতিরোধের মনোভাবকে জাগ্রত করে। যখন ঈশ্বরের বাক্যের সতর্কতা চেতনা ফিরিয়ে নিয়ে আসে, তখন শয়তান মানুষদের নিজেদের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য, তাদেরকে অন্যদের পাপময় জীবন থেকে সহানুভূতি খোঁজার জন্য পরিচালনা করে। তাদের ত্রুটিগুলি সংশোধন করার পরিবর্তে, তারা

নিজেদের তিরষ্কারকারীকে বিরুদ্ধে ক্রোধকে উত্তেজিত করে, যেন সেই তিরস্কারকারীই সমস্যার একমাত্র কারণ। ধার্ম্মিক হেবলের সময় থেকে শুরু করে আমাদের সময় পর্যন্ত এই আত্মাই তাদের উপরে প্রদর্শিত হয়েছে যারা পাপের নিন্দা করার সাহস করেছে।

স্বর্গে ঈশ্বর যেভাবে পরিচালনা করেছিলেন, ঈশ্বরের সেই চরিত্রকে ভুল ব্যাখ্যা করে, তাঁকে ভয়ঙ্কর ও অত্যাচারী হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং শয়তান এভাবেই মানুষকে পাপ করার জন্য প্ররোচিত করেছে। এই পর্যন্ত সফল হবার পরে, সে ঘোষনা কে যে ঈশ্বরের অন্যায় বশত সীমাবদ্ধতার কারণেই মানুষের পতন হয়েছে, এবং তারা নিজেদেরকে বিদ্রোহের পথে পরিচালনা করেছে।

**(১৬) ঈশ্বরের চরিত্রের প্রকৃত রূপ বা ধরন কিরূপ?**

*ফলতঃ সদাপ্রভু তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করতঃ এই ঘোষণা করিলেন, 'সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান্; সহস্র সহস্র [পুরুষ] পর্য্যন্ত দয়ারক্ষক, অপরাধের, অধর্ম্মের ও পাপের ক্ষমাকারী; তথাপি তিনি অবশ্য [পাপের] দণ্ড দেন; পুত্র পৌত্রদের উপরে, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত, তিনি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল বর্ত্তান।' (যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬-৭)*

**(১৭) ঈশ্বর কিভাবে তাঁর মহান প্রেম এবং দয়াকে প্রদর্শিত করেছেন?**

*কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। (যোহন ৩:১৬)*

স্বর্গ থেকে শইয়তানের বিতাড়নের পরে, ঈশ্বর নিজের ন্যায়বিচার ঘোষনা করলেন এবং নিজের সিংহাসনের গৌরবকে বজায় রাখলেন। কিন্তু যখন মানুষ এই ধর্মত্যাগী আত্মার প্ররোচনায় পাপ করেছিল, ঈশ্বর এই পতিত মানুষদের উদ্ধার করতে নিজের একমাত্র পুত্রকে দান করলেন যেন তিনি মানুষের প্রতি নিজের প্রেমের প্রমাণ দিতে পারেন। এই বলিদানের চরিত্র ঈশ্বরের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশিত হয়। ক্রুশের মহান বিতর্ক প্রমাণ করে যে লুসিফর যে পাপের পথ বেছে নিয়েছে তা কখনই জন্য ঈশ্বরের নীতিগুলি কোনমতেই দায়বদ্ধ ছিল না।

**(১৮) কিভাবে দিয়াবল শয়তানের ধবংসাত্বক অভিপ্রায়কে ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন যখন সে যীশুকে তাঁর জাগতিক পরিচর্য্যা কাজের সময়ে ধবংস করতে চেয়েছিল?**

*তাহারা পুনর্বার চিৎকার করিয়া কহিল উহাকে ক্রুশে দেও। (মার্ক ১৫:১৩)*

পরিত্রাতার জাগতিক পরিচর্য্যার সময়ে, খ্রীষ্ট এবং শয়তানের প্রতিযোগীতায়, সেই মহান প্রবঞ্চকের চরিত্রের মুখোশ খুলে গিয়েছিল। স্বর্গদূতদের এবং তার সমস্ত অনুগত জগতের থেকে তাকে অন্য কোন কিছুই সমূলে উৎপাটিত করতে পারত না, যতটা সম্ভব হয়েছিল পৃথিবীর উদ্ধার কর্ত্তার প্রতি তার নিষ্ঠুর যুদ্ধঘোষনার কারণে। সে যেভাবে সাহসিকতার সঙ্গে খ্রীষ্টকে তার সম্মুখে প্রণিপাত করার ব্যক্ত করে ঈশ্বর নিন্দা করেছিল, তার দাম্ভিক সাহসিকতার কারণে সে যীশুকে পর্বতের শীর্ষে এবং মন্দিরের চূড়ায় নিয়ে গিয়েছিল, তার মন্দ অভিপ্রায়ের কারণে সে যীশুকে উচ্চ স্থান থেকে ঝাঁপ দিতে বলেছিল, তার অশুভ কামনা তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল, একইভাবে যাজকদের এবং লোকদের হৃদয়কে তাঁর প্রেম থেকে বঞ্চিত হতে অনুপ্রাণিত করেছিল, এবং সবশেষে তারা চিৎকার করে বলে। “উহাকে

ক্রুশে দাও! উহাকে ক্রুশে দাও! – এই সমস্ত বিষয়গুলি সমগ্র বিশ্বের বিস্ময় ও ক্রোধে উত্তেজিত।”

এখন শয়তান আর কোনরকম অজুহাত দিতে পারছিল না। সে একজন মিথ্যাবাদী এবং খুনী হিসাবে নিজের চরিত্র প্রকাশ করল। দেখা গেল যে ইহা ছিল সেই একই আত্মা যার দ্বারা সে মনুষ্যসন্তানদের উপরে রাজত্ব করত, যারা তার নিয়ন্ত্রণে ছিল, যদি সে ছাড়পত্র পেত, তাহলে সে স্বর্গবাসীদের মধ্যেও সেই একই আত্মার প্রভাব বিস্তার করত। সে দাবি করেছিল যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করা হল স্বাধীনতা ও গৌরবের বিষয়; কিন্তু দেখা গেল ইহার ফলাফল হল পরাধীনতা এবং অধিকারভ্রষ্টতা বা মর্যাদাহানি।

**(১৯) ঈশ্বর নিজের সন্তানের বলিদানের মাধ্যমে কি সাফল্য লাভ করেছেন যা তাঁর চরিত্রকে সমস্ত বিশ্বের সামনে প্রকাশিত করেছিল?**

***আর, সকলই ঈশ্বর হইতে হইয়াছে; তিনি খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার সহিত আমাদের সম্মিলন করিয়াছেন, এবং সম্মিলনের পরিচর্য্যা-পদ আমাদিগকে দিয়াছেন; (২য় করিন্থীয় ৫:১৮)***

ঈশ্বর এই বিদ্রোহের নীতিগুলির বিরুদ্ধে নিজের ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন। সমস্ত স্বর্গ তাঁর ন্যায়বিচারকে প্রকাশিত হতে দেখছিল, শয়তানের দোষারোপ এবং মানুষের উদ্ধার উভয়ক্ষেত্রেই। লুসিফর ঘোষনা করেছিল যে যদি ঈশ্বরের ব্যবস্থা অপরিবর্তনীয় হয়, এবং ইহার বিরুদ্ধে কাজের কোন শাস্তি মুকুব করা সম্ভব নয়, তাহলে প্রত্যেক আজ্ঞা-উলঙ্ঘনকারীকেই অনন্তকালের জন্য স্রষ্টার পক্ষ থেকে অপসারণ করে দেওয়া উচিত। সে দাবি করেছিল যে পাপী প্রজন্ম সর্বদাই উদ্ধারের ব্যবস্থার বাইরে ছিল এবং সেকারণে তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থার শিকার হয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টের মৃত্যু মানুষের পক্ষে এমন একটি যুক্তি ছিল যা অবজ্ঞা করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। ব্যবস্থার শাস্তি তার উপরের

বর্তিত হয় যে ঈশ্বরের সমান ছিল, মানুষ খ্রীষ্টের ধার্মিকতা গ্রহণের মাধ্যমে এবং অনুতাপ ও নম্রতার মাধ্যমে বিজয় লাভ করে ও স্বাধীন হয়, যেভাবে ঈশ্বরের পুত্র শয়তানের উপরে জয়লাভ করেছিলেন। সেকারণে ঈশ্বর ন্যায়সঙ্গত এবং তিনি সেই সকলের ন্যায়বিচারক যারা যীশুকে বিশ্বাস করে।

**(২০) খ্রীষ্টের নির্দিষ্ট মিশন বা উদ্দেশ্য কি ছিল?**

***মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি; (মথি ৫:১৭)***

খ্রীষ্ট কেবলমাত্র মানুষের উদ্ধারকে সম্ভব করার জন্য এই পৃথিবীতে দুঃখভোগ করে মৃত্যুবরণ করতে আসেন নি। তিনি “ব্যবস্থাকে প্রশস্ত করতে” এবং “ব্যবস্থাকে উচ্চীকৃত করতে” এসেছিলেন। কেবলমাত্র পৃথিবীর লোকেরাই যে এই ব্যবস্থার সম্মান করবে এমন নয়; কিন্তু তিনি দেখাতে এসেছিলেন যে সমস্ত সমস্ত জগতের কাছেই ঈশ্বরের ব্যবস্থা অপরিবর্তনীয়। যদি এই দাবিগুলিকে সরিয়ে রাখা হয়, তাহলে ঈশ্বরের পুত্রকে পাপের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার প্রয়োজন ছিল না। খ্রীষ্টের মৃত্যু ইহাকে অপরিবর্তনীয় করে তোলে। এবং যে ত্যাগের প্রতি অসীম ভালোবাসা পিতা এবং পুত্রকে প্ররোচিত করেছিল, যেন পাপীরা উদ্ধার পায়, তা সমস্ত বিশ্বজগতের কাছে প্রদর্শন করেছিল – প্রায়শ্চিত্ত করার এই পরিকল্পনার ছাড়া আর কোন পরিকল্পনা কি করা যেত না যা ইহা প্রমাণ করতে যথেষ্ট হত – যে ন্যায় এবং করুণা ঈশ্বরের ব্যবস্থার এবং পরিচালনার মূল ভিত্তি।

**(২১) এই মহান বিতর্কের পরিশেষে সমস্ত সৃষ্ট জগতের স্বীকারোক্তি কি হবে?**

*যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল-নিবাসীদের "সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে" যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন। (ফিলিপীয় ২:১০-১১)*

বিচারের চূড়ান্ত পর্যায়ে দেখা যাবে যে পাপের অস্তিত্বের কোন কারণই নেই। যখন এই পৃথিবীর বিচারক শয়তানের কাছে দাবি করবেন, "তুমি কেন আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলে, এবং আমার রাজ্যের প্রজাদের থেকে আমাকে লুণ্ঠন করেছ?" সকল মন্দের প্রবর্তক তখন এর উত্তরে কোন অজুহাত দিতে পারবে না। প্রত্যেক মুখ রুদ্ধ হবে, এবং সমগ্র বিরুদ্ধাচারণকারী সেনাদল বাক্‌রুদ্ধ হবে।

**(২২) শয়তানের কোন ক্রন্দন তার আসন্ন ধবংসের বিষয়ে ঘোষনা করে?**

*... যীশু কহিলেন, 'সমাপ্ত হইল'; পরে মস্তক নত করিয়া আত্মা সমর্পণ করিলেন। (যোহন ১৯:৩০)*

কালভেরীর ক্রুশ, যখন নিজের অপরিবর্তনীয়তাকে ঘোষনা করে, একই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বজগতে ঘোষনা করে যে পাপের বেতন হল মৃত্যু। মুক্তিদাতা নিজের অন্তিম ক্রন্দনে বলেছেন, "সমাপ্ত হইল," যা শয়তানের মৃত্যু-ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছিল। সেই সময়েই এই দীর্ঘ মহান বিতর্কের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এবং শয়তানের সমূলে উৎপাটন নিশ্চিত হয়েছিল। ঈশ্বরের পুত্র কবরের প্রবেশদ্বার থেকে বেরিয়ে এলেন, যেন "মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করেন।" ইব্রীয় ২:১৪।

**(২৩) যারা দাম্ভিকতা এবং মন্দতার সঙ্গে যুক্ত এবং তাদের সঙ্গে শয়তানের অন্তিম পরিণতি কি হবে?**

*কারণ দেখ, সেই দিন আসিতেছে, তাহা হাপরের ন্যায় জ্বলিবে, এবং দর্পী ও দুষ্টাচারীরা সকলে খড়ের ন্যায় হইবে; আর সেই যে দিন আসিতেছে, তাহা তাহাদিগকে পোড়াইয়া দিবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন; সে দিন তাহাদের মূল কি শাখা কিছুই অবশিষ্ট রাখিবে না। (মালাখি ৪:১)*

লুসিফরের আত্ম-প্রশংসার অভিপ্রায় তাকে বলতে বাধ্য করেঃ "...ঈশ্বরের নক্ষত্রগণের ঊর্দ্ধে আমার সিংহাসন উন্নত করিব; ... আমি পরাৎপরের তুল্য হইব। "ঈশ্বর বলেন, "আমি তোমাকে দর্শনকারী সকলের সাক্ষাতে ভস্ম করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলাম,··· এবং তুমি কোন কালে আর হইবে না।" যিশাইয় ১৪:১৩, ১৪; যিহিষ্কেল ২৮:১৮-১৯।

**(২৪) মহান বিতর্কের পরিশেষে, উদ্ধারপ্রাপ্ত এবং দ্রষ্টা পৃথিবী কি ধরনের প্রতিজ্ঞার দাবি করবে?**

***তোমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে কি চিন্তা করিতেছ? তিনি একেবারে শেষ করিবেন, দ্বিতীয় বার সঙ্কট উপস্থিত হইবে না। (নহূম ১:৯)***

সমগ্র বিশ্বজগত পাপের প্রকৃতি এবং ফলাফল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করবে। এবং এই পাপের ধবংস, যে পাপ শুরুতে স্বর্গদূতদের মধ্যে ভীতি এবং ঈশ্বরের অসমাদর এনেছিল, এখন সেই পাপের ধ্বংস তার প্রেমকে সত্য হিসাবে প্রমাণ করবে এবং সমস্ত জগতের লোকেদের সামনে তার গৌরবকে প্রকাশ করবে যারা আনন্দে তাঁর ইচ্ছা পালন করবে, এবং যাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের ব্যবস্থা উপস্থিত আছে। ঈশ্বরের বাক্য বলে আর কখনও মন্দতার প্রকাশ ঘটবে নাঃ "দ্বিতীয় বার সঙ্কট উপস্থিত হইবে না"।

ঈশ্বরের ব্যবস্থা, যাকে শয়তান বন্দীত্বের যোয়ালি হিসাবে নিন্দিত করেছে, তাহা স্বাধীনতা লাভের ব্যবস্থা হিসাবে সম্মানিত হবে। একটি পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত সৃষ্টি কখনই

সেই ঈশ্বরের আনুগত্যকে উপেক্ষা করবে না যার অদম্য প্রেম এবং অসীম প্রজ্ঞার চরিত্র সম্পূর্ণভাবে তাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছে।

*আমি উপলব্ধি করেছি কিভাবে, আত্ম-দাম্ভিকতার কারণে, সর্বপ্রথম লুসিফরের হৃদয়ে পাপের প্রবর্তন হয়েছিল। আমি জানি যে সেই মুহুর্ত্তেই ঈশ্বর তাঁকে ধ্বংস করতে পারতেন , কিন্তু সেরূপ করলে, সমস্ত সৃষ্টি হয়ত ভীতির কারণে ঈশ্বরের  বাধ্য হয়ে চলত।*

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ    হ্যাঁ        অনিশ্চিত*

*আমি সেই দুর্দশা অভিজ্ঞতা করেছি যা ঈশ্বরের প্রেম-যুক্ত ব্যবস্থাগুলির লঙ্ঘনের ফলে আমার জীবনে আসতে পারে। সেগুলির বাধ্য থাকার ফলে আমি প্রেম, ন্যায় এবং করুণার প্রদর্শ্ন দেখতে পাই।*

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ    হ্যাঁ        অনিশ্চিত*

*আমি এখন উপলব্ধি করতে পেরেছি যে ঈশ্বর তাঁর জ্ঞানের দ্বারা পাপকে তার মারাত্বক পথে চালনা করার অনুমতি দিয়েছিলেন, যেন সমগ্র মহাবিশ্ব তার ভয়াবহ প্রভাব প্রত্যক্ষ করতে পারে। এবং শয়তানের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশিত হয়।*

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ    হ্যাঁ        অনিশ্চিত*

*ঈশ্বর তাঁর পুত্রের বলিদানের দ্বারা যে মহান দয়া প্রদর্শন করেছেন আমি সেই দয়া লাভ করতে চাই। আমি আনন্দিত যে তাঁর এই দানের দ্বারা ব্যবস্থার আবশ্যিকতা পরিপূর্ণ হয়েছে। তাঁর প্রজ্ঞায় তিনি ন্যায্য এবং তিনি সেই সকলের ন্যায় বিচারক যারা তাঁকে বিশ্বাস করে।*

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ    হ্যাঁ        অনিশ্চিত*

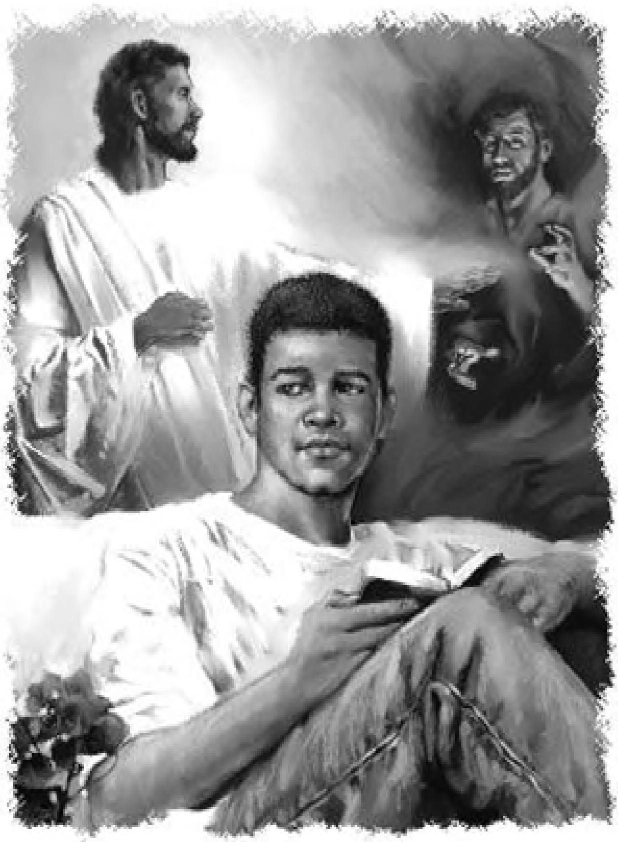

# পাঠ ২

## মানুষ এবং শয়তানের মধ্যে শত্রুতা

**(১) পতিত মানুষকে আশা প্রদানের জন্য ঈশ্বর কোন মহান প্রতিজ্ঞা প্রদান করেছিলেন?**

**আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে। *(আদিপুস্তক ৩:১৫) ।***

মানুষের পতনের পরে শয়তানের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের যে বাক্য ঘোষিত হয়েছিল, সেটিও ছিল একটি ভবিষ্যৎবাণী, যা সমস্ত যুগকে শেষের দিকে নিয়ে যায় এবং একটি মহান সংঘাতের পূর্বাভাস দেয় ও সেই সমস্ত মনুষ্য-প্রজাতিকে

আকর্ষিত করে যারা এই পৃথিবীতে জীবিত থাকবে। ঈশ্বর ঘোষনা করেনঃ “আমি শত্রুতা জন্মাইব।” এই শত্রুতা সাধারনভাবে আমোদজনক নয়।

যখন মানুষ ঈশ্বরের ব্যবস্থার বিরোধীতা করে, তার চরিত্র মন্দতায় পরিপূর্ণ হয়, এবং সে শয়তানের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে, বিরোধীতায় নয়। একজন পাপী মানুষ এবং পাপের প্রবর্তকের সঙ্গে সাধারনভাবেই কোন শত্রুতা থাকে না। উভয়েই ঈশ্বর-ত্যাগ করে মন্দতায় পরিপূর্ণ হয়।

ঈশ্বর-ত্যাগী কখনই বিশ্রাম লাভ করতে পারে না, কারণ সে নিজেকে অনুসরণ করার জন্য অন্যদের প্ররোচিত করে সহানুভূতি এবং সমর্থন লাভ করার চেষ্টা করেছিল। সেই কারণে পতিত স্বর্গদূতেরা এবং মন্দ লোকেরা বেপরোয়া ভাবে একে অপরের সাহচর্য্য লাভ করতে চেয়েছিল। যদি ঈশ্বর বিশেষভাবে বাধা না দিতেন, তাহলে শয়তান এবং মানুষ ঈশ্বরবিরোধী জোট বানিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করত; এবং শয়তানের সঙ্গে নিজেদের শত্রুতা বজায় না রেখে, সমগ্র মনুষ্য পরিবার ঈশ্বরের বিরোধীতায় একত্রিত হতে পারত।

**(২) আদম এবং হবার জন্য ঈশ্বর-প্রদত্ত নির্দিষ্ট আদেশ এবং সতর্কতা কি ছিল?**

***কিন্তু সদসদ্-জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে। (আদিপুস্তক ২:১৭)***

**(৩) কি ধরনের আদেশ পালন করতে অস্বীকার করার ফলে সমস্ত পৃথিবীতে ধ্বংস নেমে আসে এবং সমস্ত মনুষ্যজাতির পতন হয়?**

***নারী যখন দেখিলেন, ঐ বৃক্ষ সুখাদ্যদায়ক ও চক্ষুর লোভজনক, আর ঐ বৃক্ষ জ্ঞানদায়ক বলিয়া বাঞ্ছনীয়, তখন তিনি তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিলেন;***

*পরে আপনার মত নিজ স্বামীকে দিলেন, আর তিনিও ভোজন করিলেন। (আদিপুস্তক ৩:৬)*

**(৪) প্রলোভন কি?**

*হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা যখন নানাবিধ পরীক্ষায় পড়, তখন তাহা সর্ব্বতোভাবে আনন্দের বিষয় জ্ঞান করিও; জানিও, তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা ধৈর্য্যসাধন করে। (যাকোব ১:২-৩)*

**(৫) সমস্ত প্রলোভনের প্রবর্তক কে?**

*তখন দিয়াবল তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরখানিকে বল, যেন ইহা রুটী হইয়া যায়। (লূক ৪:৩)*

শয়তান মানুষকে পাপের পথে প্রলোভিত করেছেন, যেভাবে সে স্বর্গদূতদের বিরোধীতা করতে ব্যবহার করেছিল, যেন সে স্বর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের সহযোগীতা লাভ করতে পারে। খ্রীষ্টের প্রতি ঘৃণা সম্পর্কে শয়তান এবং পতিত স্বর্গদূতদের মধ্যে কোন আলোচনাই হয়নি; যেখানে তাদের সমস্ত বিরোধীতার বিষয় আলোচিত হয়েছিল, তারা সৃষ্টিকর্ত্তার বিরোধীতায় দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু যখন শয়তান সেই ঘোষনা শুনল যে তার সঙ্গে নারীর শত্রুতা বজায় থাকবে, এবং তার বীজের সঙ্গে নারীর বীজের শত্রুতা বজায় থাকবে, সে জানত যে মানুষের চরিত্রকে বিকৃত করার তার প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হবে; এবং যেকোন উপায়ে তাকে মানুষের শক্তিকে প্রতিহত করতে সক্ষম হতে হবে।

**(৬) মানুষ কার প্রতিমূর্ত্তিতে নির্মিত হয়েছিল এবং এটাই কি শয়তানকে প্রণোদিত করেছিল মনুষ্যজাতিকে ধ্বংস করার জন্য?**

*পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। (আদিপুস্তক ১:২৭)*

মনুষ্যজাতির প্রতি শয়তানের শত্রুতা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, খ্রীষ্টের দ্বারা, কারণ তারা ঈশ্বরের প্রেমে ও দয়ায় ঈশ্বরের প্রজা। সে মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঐশ্বরিক পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করতে চায়, যেন ঈশ্বরের গৌরব ক্ষুণ্ন হয়, যেন তাঁর হস্তনির্মিত সৃষ্টি অশুচি ও কলুষিত হয়; সে স্বর্গে দুঃখের জন্ম দিতে চায় এবং পৃথিবীকে হতাশায় ও নির্জনতায় ভরিয়ে দিতে চায়। এবং সে প্রমাণ করতে চায় এই সমস্ত মন্দতার কারণ হল ঈশ্বরের মনুষ্যজাতির সৃষ্টি।

**(৭) খ্রীষ্টের সামর্থ্যের দ্বারা আমরা কোন মহান মুল্যবান প্রতিজ্ঞা দাবি করতে পারি এবং গ্রহণ করতে পারি?**

*আর ঐ গৌরবে ও উৎকর্ষে তিনি আমাদিগকে মহামূল্য অথচ অতি মহৎ প্রতিজ্ঞা সকল প্রদান করিয়াছেন, যেন তদ্দ্বারা তোমরা অভিলাষমূলক সংসারব্যাপী ক্ষয় হইতে পলায়ন করিয়া, ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী হও। (২য় পিতর ১:৪)*

মানুষের আত্মায় খ্রীষ্ট যে অনুগ্রহ রোপণ করেন তাহাই শয়তানের বিরুদ্ধে মানুষের শত্রুতাকে সৃষ্টি করে। এই রুপান্তরকারী অনুগ্রহ এবং পুনর্নবীকরণ শক্তি ব্যতীত, মানুষ শয়তানের কাছে বন্দীদশাতেই আটকে থাকত, এবং একজন দাস সর্বদা তার মালিকের আদেশ পালন করার জন্য প্রস্তুত থাকে। কিন্তু আমাদের আত্মার মধ্যে এই নীতিটি একটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, যে হৃদয়ে এখনও পর্যন্ত শান্তি ছিল।

খ্রীষ্ট প্রদত্ত শক্তি মানুষকে অত্যাচারী ও দখলকারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। যে ব্যক্তি পাপকে

ভালোবাসার পরিবর্তে ঘৃণা করে, যে কেউ নিজের আবেগকে প্রতিরোধ করে এবং আবেগের উপরে জয়লাভ করে, সে প্রদর্শন করে যে তার জীবনে কার্যকরী নীতিগুলি সম্পূর্ণভাবে উর্ধ থেকে নীত।

**(৮) খ্রীষ্টের জীবনের কোন বিষয়গুলি সেই ঈশ্বরবিহীন মানুষগুলির হৃদয়ে খ্রীষ্টের প্রতি শত্রুতাকে জাগিয়ে তুলেছিল, যে তারা খ্রীষ্টকে ক্রুশারোপিত করার জন্যেও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল?**

***আর তোমরা জান, পাপভার লইয়া যাইবার নিমিত্ত তিনি প্রকাশিত হইলেন, এবং তাঁহাতে পাপ নাই। (১ম যোহন ৩:৫)***

খ্রীষ্টের আত্মা এবং শয়তানের আত্মার মধ্যে যে সক্রিয় বিরোধীতা আছে তা অদ্ভুতভাবে প্রকাশিত হয়েছে জগতের যীশুকে গ্রহণ করার ধরন থেকে। ইহা এই কারণে ছিল না যে তিনি অনেক সম্পদ, আড়ম্বর অথবা মহিমা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন যার কারণে যিহূদীরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা দেখেছিল যে যীশুর কাছে অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যার দ্বারা তিনি এই বাহ্যিক সুবিধার বস্তুগুলির অভাবকে অনেক বেশি অংশে ক্ষতিপূরণ করতে পারতেন। কিন্তু ইহা ছিল তাঁর শুচিতা এবং পবিত্রতা যার কারণে সেই ঈশ্বরবিহীন লোকেরা তাঁর বিরোধীতা করতে শুরু করে। তাঁর আত্ম-ত্যাগী ও পাপ-বিহীন ঈশ্বরভক্তির জীবন সেখানকার দাম্ভিক, ভোগ-বিলাসে লিপ্ত লোকদের কাছে তিরষ্কৃত হয়েছিল। ইহাই ছিল যা ঈশ্বরের পুত্রের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতাকে জাগিয়ে তুলেছিল। শয়তান এবং মন্দ দূতেরা মন্দ লোকদের সঙ্গে যুক্ত হয়। ঈশ্বরবিহীন সমস্ত শক্তি সত্যের বিজয়ীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল।

**(৯) খ্রীষ্টের অনুসরণকারী হিসাবে আমরা সমগ্র জগতের থেকে কি ধরনের ব্যবহার প্রত্যাশা করতে পারি?**

***আর যত লোক ভক্তিভাবে খ্রীষ্ট যীশুতে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই সকলের প্রতি তাড়না ঘটিবে। (২য় তিমথীয় ৩:১২)***

খ্রীষ্টের অনুসরণকারীদের প্রতিও সেই একই শত্রুতা কার্যকারী আছে যেভাবে তাদের প্রভু যীশুর প্রতি হয়েছিল। যে কেউ পাপের ঘৃণ্য চরিত্রটি দেখে, এবং নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রলোভনের মোকাবিলা করে, তারা নিশ্চিতভাবে শয়তান এবং তার লোকদের কোপে কবলিত হবে। যতদিন পাপ এবং পাপী অবশিষ্ট থাকবে, সত্যের সঠিক নীতিগুলি ঘৃণিত হবে এবং সত্যের সমর্থকদের নিন্দা ও তাড়নার সম্মুখীন হতে হবে। খ্রীষ্টের অনুসরণকারী এবং শয়তানের দাসেরা কখনই একসাথে মিলে থাকতে পারে না। ক্রুশের অপরাধ এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি।

**(১০) শয়তানের শক্তির উপরে বিজয় লাভ করতে আমাদের কোনদুটি পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে?**

***অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত হও; কিন্তু দিয়াবলের প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে। (যাকোব ৪:৭)***

শয়তান তার সমস্ত বাহিনীকে একত্র করে এবং তার সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়াই করে। কেন সে এই সময়ে আর কোন মহান প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় না? কেন খ্রীষ্টের সৈনিকরা ঘুমন্ত অবস্থায় আছে এবং তারা উদাসীন। কারণ খ্রীষ্টের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ সামান্যতম; কারণ তারা খ্রীষ্টের আত্মা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। পাপ তাদের কাছে নিকৃষ্ট এবং ঘৃণ্য বিষয় নয়, যেরকম তাদের প্রভুর কাছে ইহা নিকৃষ্ট

এবং ঘৃণ্য। তারা খ্রীষ্টের মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে পাপের প্রতিরোধ করে না। তারা পাপের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মন্দতা এবং মারাত্বক পরিনতিকে বুঝতে পারে না, এবং তারা সেই অন্ধকারের রাজপুত্রের চরিত্র ও শক্তি দ্বারা অন্ধ হয়ে গেছে।

শয়তান এবং তার কাজের মধ্যে সামান্যতম শত্রুতা আছে, কারণ সবাই ব্যপকভাবে তার শক্তি এবং মন্দতাকে অবজ্ঞা করে, যা খ্রীষ্ট এবং তাঁর মন্ডলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে শয়তানের আরো সামর্থ্যযুক্ত করে। বহুসংখ্যক মানুষ এভাবেই বিভ্রান্ত হচ্ছে। তারা জানেনা যে তাদের শত্রু একজন শক্তিশালী সেনা-প্রধান যে দুষ্ট দূতদের মনকেও নিয়ন্ত্রণ করে, এবং সে তার কু-পরিপক্ক পরিকল্পনা ও কৌশল দ্বারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছে যেন মানুষের আত্মার পরিত্রাণের কাজকে প্রতিরোধ করতে পারে।

ভবিষ্যদ্বাণী বলা খ্রীষ্টিয়ানরা এবং এমনকি সুসমাচার প্রচারকারী পরিচর্য্যাকারীদের প্রচারেও কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব্যতীত, খুব সময়েই শয়তানের বিষয় শুনতে পাওয়া যায়। তারা শয়তানের প্রাত্যহিক কার্যকারিতা এবং সফলতাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে; তারা তাদের সূক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন সতর্কবার্তাগুলিকে অবহেলা করে; তারা শয়তানের উপস্থিতিকেই উপেক্ষা করার চেষ্টা করে।

## (১১) শয়তানের অপরিবর্তনীয় লক্ষ্যটি কি? শয়তানের লক্ষ্য কি?

***তাহাদের মধ্যে এই যুগের দেব অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করিয়াছে, যেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁহার গৌরবের সুসমাচারদীপ্তি তাহাদের প্রতি উদয় না হয়। (২য় করিন্থীয় 8:8)***

মনুষ্যজাতি শয়তানের কাজগুলিকে অবহেলা করলেও, এই সজাগ শত্রু সর্বদা নিজের কাজে ব্যস্ত। সে আমাদের গৃহের প্রত্যেকটি বিভাগে প্রবেশ করছে, আমাদের শহরের

প্রত্যেকটি রাস্তায়, আমাদের মণ্ডলীগুলিতে, আমাদের অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থায়, বিভ্রান্তি, প্রতারনা, প্রলোভনের মাধ্যমে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পুরুষ, স্ত্রী এবং শিশুদের আত্মাকেও ধ্বংস করছে, যা পরিবারগুলিকে বিচ্ছিন্ন করছে, ঘৃণার বীজ বপন করছে, চারিদিকে কলহ, রাষ্ট্রদ্রোহ, হত্যার পরিবেশ তৈরি করেছে। এবং খ্রীষ্টিয় সমাজ এই বিষয়গুলি দেখে মনে করছে যে এগুলি ঈশ্বর-প্রদত্ত এবং এগুলির উপস্থিতি আবশ্যক।

শয়তান আমাদের এই জগত থেকে পৃথক থাকার বাধাগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে অনবরত ঈশ্বরের লোকদের উপরে জয়লাভ করার চেষ্টা করে চলেছে। প্রাচীন সময়ে ইস্রায়েলীয়রা এইভাবেই পাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল যখন তারা পরজাতীয়দের সাথে মেলামেশা শুরু করেছিল যা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। একইভাবে আধুনিক ইস্রায়েলও বিপথগামী হচ্ছে...যতজন খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে না তারা প্রত্যেকেই শয়তানের দাস। আমাদের অনুতাপহীন হৃদয়ে পাপের প্রতি প্রেম পরিপূর্ণ এবং আমরা সেই প্রেমকে প্রতিপালন করছি এবং অজুহাত দেখিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু একটি নূতনীকৃত হৃদয়ে রয়েছে পাপের প্রতি ঘৃণা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ প্রতিরোধ।

যখন খ্রীষ্টিয়ানরা ঈশ্বরবিহীন এবং অবিশ্বাসী সমাজকে বেছে নেয়, তারা নিজেদের জীবনে প্রলোভনের আসার সুযোগ করে দেয়। শয়তান নিজেকে তাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখে এবং তাদের চোখকে প্রবঞ্চনার আচ্ছাদন দ্বারা ঢেকে রাখে। তারা দেখতে পায় না যে এই ঈশ্বরবিহীন সঙ্গ তাদের ক্ষতিসাধন করার জন্য পরিকল্পিত হয়েছে; এবং সমস্ত সময় ধরে জগতের চরিত্র, বাক্য, এবং জাগতিক কাজ আত্মস্থ করতে করতে তারা আরো বেশি করে অন্ধ হয়ে পড়ছে।

**(১২) আমরা কিভাবে এই জগতের রীতিনীতি থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারব?**

*দুর্জ্জনদের মার্গে প্রবেশ করিও না, দুর্বৃত্তদের পথে চলিও না; (হিতোপদেশ ৪:১৪)*

জাগতিক রীতিনীতিগুলি গ্রহণ করার ফলে আজকে মন্ডলীগুলিও জাগতিক হয়ে উঠছে; মন্ডলী এখন আর এই জগতকে খ্রীষ্টের জন্য পরিবর্তিত করার চেষ্টা করছে না। পাপের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে অনিবার্যভাবে এই বিষয়টিকে কম ত্রুটিপূর্ণ মনে হবে। যে কেউ শয়তানের দাসদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, সে খুব শীঘ্রই ঈশ্বরভীতি থেকে বিরত হবে। দায়িত্ব পালনের সময়ে যখন আমাদেরকে পরীক্ষায় নিয়ে আসা হয়, যেভাবে দানিয়েলকে রাজার বিচারসভায় আনা হয়েছিল, আমাদেরকে নিশ্চিত থাকতে হবে যে ঈশ্বর আমাদের সুরক্ষা দেবেন; কিন্তু যদি আমরা যদি প্রলোভনের ফাঁদে পা দিই, আমরা খুব শীঘ্রই পতিত হব।

**(১৩) কাদেরকে অনুসরণ না করতে অথবা প্রশংসার কেন্দ্রবিন্দু না বানাতে আমাদের সতর্ক করা হয়েছে?**

*তুমি দুর্বৃত্ত লোকদের উপরে ঈর্ষা করিও না, তাহাদের সঙ্গে থাকিতেও বাসনা করিও না; (হিতোপদেশ ২৪:১)*

প্রলোভনকারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকে পাপের পথে ব্যবহার করতে সফল হয় যাদেরকে দেখে মনে হয় না যে তারা প্রলোভনকারীর নিয়ন্ত্রণে আছে। প্রতিভা এবং সুশিক্ষার অধিকারীরা প্রশংসিত ও সম্মানিত হন, তারা মনে করে এই গুণগুলি হয়ত ঈশ্বরভয় না থাকার পরিপূরক হতে পারবে অথবা মানুষকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের যোগ্য করে তুলবে। প্রতিভা এবং সংস্কৃতি, ঈশ্বরের দান হিসাবে বিবেচিত হয়; যখন এই বিষয়গুলিকে ধার্ম্মিকতার কাজে ব্যবহার করা হয়, অন্যথায় সেগুলি আমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের নিকটে না নিয়ে এসে, তার থেকে দূরে নিয়ে চলে যায়, তখন সেগুলি

আমাদের জীবনে একটি ফাঁদ এবং অভিশাপ হিসাবে কাজ করে।

এই মতামত অনেকের মধ্যেই কাজ করে যে যদি কারোর মধ্যে সৌজন্যবোধ দেখা যায় অথবা সংশোধন দেখা যায়, অনেকে মনে করে যে খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কিত। এর থেকে বড় ভূল আর হতে পারে না। এই চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলি প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের জীবনে থাকা প্রয়োজন, কারণ সেগুলি আমাদের সত্য ধর্মের পক্ষে শক্তিশালী প্রভাব ফেলবে; কিন্তু এই গুণগুলি যেন ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকৃত হয়, অথবা সেগুলি দিয়াবলের শক্তিও হতে পারে।

অনেক পরম্পরা পালনকারী, বুদ্ধিমান এবং মনোরম আচরণের মানুষ, যাদেরকে সাধারণত অনৈতিক বলে বিবেচনা করা যায় না, কিন্তু তারা শয়তানের হাতের এক একটি উজ্জ্বল যন্ত্র হতে পারে। তার কুখ্যাত, ছলনাময় চরিত্রের প্রভাব তাকে সেই সমস্ত মানুষদের থেকেও বিপদজন খ্রীষ্টের শত্রু হিসাবে প্রতিপন্ন করে যারা অজ্ঞানতাপূর্ন এবং অপরিশীলিত।

**(১৪) প্রজ্ঞা এবং আত্মিক সামর্থ্যের একমাত্র উৎস কে?**

***ঈশ্বর আমাদের পক্ষে আশ্রয় ও বল। তিনি সঙ্কটকালে অতি সুপ্রাপ্য সহায়। (গীতসংহিতা ৪৬:১)***

আন্তরিক প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের উপরে নির্ভরশীলতা দ্বারা, শলোমন এমন প্রজ্ঞা লাভ করেছিলেন যা এই জগতকে আশ্চর্য করেছিল এবং শলোমন প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু যখন সে তার সামর্থ্যের উৎস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, এবং আত্ম-নির্ভর হয়ে এগোতে শুরু করল, সে প্রলোভনের শিকারে পরিণত হল। এরপরে সেই সবচেয়ে বুদ্ধিমান রাজা যাকে মহান শক্তি প্রদান করা হয়েছিল সে আত্মার শত্রুর এক প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

**(১৫) এই মহান বিতর্কে জয়লাভের প্রচেষ্টায় শয়তান কি কৌশল গ্রহণ করেছে?**

***তোমরা প্রবুদ্ধ হও, জাগিয়া থাক; তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। (১ম পিতর ৫:৮)***

আদমের সময় থেকে শুরু করে আমাদের সময় পর্যন্ত, আমাদের প্রধান শত্রু সর্বদা আমাদের নিপীড়ন করতে ও ধ্বংস করতে নিজের শক্তিকে ব্যবহার করে চলেছে। সে এখন মন্ডলীর বিরুদ্ধে তার অন্তিম আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। যে কেউ যীশুর অনুসরণকারী হতে চায় তাদের প্রত্যেকের বিরোধিতা করবে এই নির্দয় শত্রু। একজন খ্রীষ্টিয়ান যত বেশি করে ঐশ্বরিক পদ্ধতি অনুসরণ করবে, তত নিশ্চিতভাবে সে নিজেকে দিয়াবলের আক্রমণের জন্য এগিয়ে দেবে। যত লোক ঈশ্বরের কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত, দিয়াবলের প্রবঞ্চনাকে জনসমক্ষে আনার চেষ্টা করছে, এবং খ্রীষ্টকে লোকেদের সম্মুখে প্রকাশ করার কাজ করছে, তারা পৌলের সাক্ষ্যের সাথে যুক্ত হবে, যেখানে তিনি বলেছেন সমস্ত মনের নম্রতা, অনেক অশ্রু এবং পরীক্ষা নিয়ে ঈশ্বরের সেবা করতে হবে।

**(১৬) দিয়াবলের চাতুরীতা থেকে আমাদেরকে কি রক্ষা করতে পারে?**

***ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা পরিধান কর, যেন দিয়াবলের নানাবিধ চাতুরীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পার। (ইফিষীয় ৬:১১)***

শয়তান তার সূক্ষ্ম এবং প্রচণ্ড চাতুরিতায় খ্রীষ্টকে আঘাত করেছিল, কিন্তু তিনি সমস্ত সংঘাতের প্রতিরোধ করেছিলেন। তিনি আমাদের পক্ষে এই লড়াই লড়েছিলেন;

তার জয়ের কারণেই আমাদের বিজয়লাভ করা সম্ভব হয়। খ্রীষ্ট তাদের প্রত্যেককে সামর্থ্য প্রদান করবেন যারা ইহা যাচ্ঞা করে। কোন মানুষ নিজের ইচ্ছা ছাড়া শয়তানের উপরে বিজয় লাভ করতে পারে না। পরীক্ষকের কোন সামর্থ্য নেই এ আপনার আত্মাকে জোরপূর্ব্বক নিয়ন্ত্রণ করে পাপের পথে পরিচালিত করবে। সে আপনাকে হতাশ করতে পারে, কিন্তু দূষিত করতে পারে না। সে দুঃখ নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু আপনাকে অপবিত্র করতে পারবে না। প্রকৃত বাস্তব হল খ্রীষ্ট দিয়াবলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে এবং ইহা যেন তাঁর অনুসরণকারীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে যে তারাও পাপ এবং শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভ করবে।

**(১৭) কিভাবে আমরা আমাদের জীবনকে অশুচিতা থেকে দূরে রাখতে পারি?**

*যুবক কেমন করিয়া নিজ পথ বিশুদ্ধ করিবে? তোমার বাক্যানুসারে সাবধান হইয়াই করিবে। (গীতসংহিতা ১১৯:৯)*

**(১৮) ঈশ্বরের কোন প্রতিজ্ঞাকে আমরা দাবি করতে পারি?**

*মনুষ্য যাহা সহ্য করিতে পারে, তাহা ছাড়া অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটে নাই; আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য; তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে দিবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করিয়া দিবেন, যেন তোমরা সহ্য করিতে পার। (১ম করিন্থীয় ১০:১৩)*

*আমি কৃতজ্ঞ কারণ ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের হৃদয়ে শয়তানের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রদান করেছেন।*

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত*

আমি আত্মিক প্রজ্ঞা এবং ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষার ইচ্ছার জন্য প্রার্থনা করি, এবং তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা, আমি শয়তানের সমস্ত কাজকে প্রতিরোধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার দাবি করি যেন তিনি আমাকে সেই প্রলোভনের সামনে না নিয়ে যান, যেটির উপরে আমি জয়লাভ করতে না পারি এবং প্রজ্ঞার জন্য প্রার্থনা করি যেন আমি পলায়ন করার পথ খুঁজে পাই।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি উপলব্ধি করেছি যে যারা খ্রীষ্টের জন্য জীবন যাপন করবে তাদের জীবনে অত্যাচার আসবে এবং আমি খ্রীষ্টের প্রেমের কারণে সমস্তকিছুর সম্মুখীন হতে প্রস্তুত আছি।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

# পাঠ ৩

# মন্দ আত্মার এজেন্সী

**(১) মহান বিতর্কের মধ্যে দিয়াবলের শক্তিকে ঈশ্বরের বাক্য কিভাবে চিহ্নিত করে?**

***কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কর্ত্তৃত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগণের সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে। (ইফিষীয় ৬:১২)***

দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান পৃথিবীর সংযোগ হল, ঈশ্বরের দূতদের পরিচর্য্য, এবং মন্দ আত্মাগুলির কার্যকারিতা, যা সহজাতভাবে ঈশ্বরের বাক্যে দেখতে পাওয়া যায়, এবং ইহা অবিচ্ছিন্নভাবে মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে অন্তর্ভূক্ত। মানুষের মধ্যে একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে তারা অশুভ শক্তির উপস্থিতির প্রতি বিশ্বাস হারাচ্ছে, যেখানে পবিত্র স্বর্গদূতেরা "তাদের পরিচর্য্যাকারী যারা পরিত্রাণের অধিকারী হইবে" (ইব্রীয় ১:১৪) যাদেরকে অনেকে মৃতদের আত্মা হিসাবে বিবেচনা করে। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য কেবলমাত্র

স্বর্গদূতদের অস্তিত্বের বিষয়ে শিক্ষা দেয় না, কিন্তু উত্তম এবং মন্দ উভয় দূতদের বিষয়ে বলেন, কিন্তু বর্তমান সময় নিঃসন্দেহে প্রমাণ দেয় যে এই আত্মাগুলি মৃত নয়।

**(২) মহান বিতর্কের সূত্রপাত হবার আগে সমস্ত স্বর্গদূতেরা কার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল?**

*পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, এবং সেই সিংহাসনের ও প্রাণিবর্গের ও প্রাচীনবর্গের চারিদিকে অনেক দূতের রব শুনিলাম; তাঁহাদের সংখ্যা অযুত গুণ অযুত ও সহস্র গুণ সহস্র। (প্রকাশিত বাক্য ৫:১১)*

**(৩) ঈশ্বরের বাক্যে সেই পতিত দূতের জন্য কি নাম ব্যবহার করা হয়েছে?**

*তুমি বিশ্বাস করিতেছ যে, ঈশ্বর এক, ভালই করিতেছ; ভূতেরাও তাহা বিশ্বাস করে, এবং ভয়ে কাঁপে। (যাকোব ২:১৯)*

**(৪) এখন সেই পতিত দূতেরা কার আজ্ঞা মানে?**

*আর সেই মহানাগ নিক্ষিপ্ত হইল; এ সেই পুরাতন সর্প, যাহাকে দিয়াবল [অপবাদক] এবং শয়তান [বিপক্ষ] বলা যায়, সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়; সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহার দূতগণও তাহার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল। (প্রকাশিত বাক্য ১২:৯)*

**(৫) মানুষকে স্বর্গদূতদের সঙ্গে কতটা সম্পর্কিত করে সৃষ্টি করা হয়েছে?**

*তুমি দূতগণ অপেক্ষা তাহাকে অল্পই ন্যূন করিয়াছ, গৌরব ও প্রতাপের মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ। (গীতসংহিতা ৮:৫)*

মানুষ সৃষ্টি হবার পূর্ব্বেও, স্বর্গদূতদের অস্তিত্ব ছিল; কারণ যখন পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপিত হয়েছিল, "সেই সময়ে প্রভাতীয় নক্ষত্রগণ একত্রে আনন্দরব করিল, এবং ঈশ্বরের পুত্রগণ সকলে জয়ধ্বনি করিল।" ইয়োব ৩৮:৭। মানুষের পাপে পতনের পরে, স্বর্গদূতদের জীবনবৃক্ষের প্রহরার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল, এবং ইহা যখন ঘটেছিল তখন পর্যন্ত একজনও মানুষের মৃত্যু হয়নি। প্রকৃতিগত ভাবে স্বর্গদূতেরা মানুষের থেকে ঊর্দ্ধে, কারণ গীতসংহিতার রচয়িতা লিখেছেন, মানুষকে "দূতগণ অপেক্ষা অল্পই ন্যূন" সৃষ্টি করা হয়েছিল।

**(৬) ঈশ্বর কত জন  দূতকে সৃষ্টি করেছিলেন সে বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্য কি ব্যাখ্যা দেয়?**

***পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, এবং সেই সিংহাসনের ও প্রাণিবর্গের ও প্রাচীনবর্গের চারিদিকে অনেক দূতের রব শুনিলাম; তাঁহাদের সংখ্যা অযুত গুণ অযুত ও সহস্র গুণ সহস্র। (প্রকাশিত বাক্য ৫:১১)***

স্বর্গীয় বাসিন্দাদের সংখ্যা, শক্তি ও গৌরব, ঈশ্বরের ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, এবং পরিত্রাণের কাজের সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক ঈশ্বরের বাক্য আমাদের অবহিত করে। "সদাপ্রভু স্বর্গে আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্য কর্ত্তৃত্ব করে সমস্তের উপরে"। এবং ভাববাদী বলেন, "সিংহাসনের ও প্রাণিবর্গের ও প্রাচীনবর্গের চারিদিকে অনেক দূতের রব শুনিলাম"। রাজাদের রাজার কক্ষে তারা অপেক্ষা করে - "স্বর্গদূতেরা, যারা সামর্থ্যযুক্ত," "তাঁর পরিচারকগণ, তাঁহার অভিমত-সাধক," "তাঁহার বাক্যের রব শ্রবণে নিবিষ্ট"। গীতসংহিতা ১০৩:১৯-২১; প্রকাশিত বাক্য ৫:১১। সেই স্বর্গদূতদের সংখ্যা অযুত গুণ অযুত ও সহস্র গুণ সহস্র, যাদের দানিয়েল ভাববাদী দেখেছিলেন। প্রেরিত পৌল

তাদেরকে "একটি অগণিত দূতদল" হিসাবে ঘোষনা করেছেন। দানিয়েল ৭:১০; ইব্রীয় ১২:২২।

**(৭) কত জন স্বর্গদূত মন্দপথ নির্বাচন করেছিল?**

*আর তাহার লাঙ্গুল আকাশের তৃতীয়াংশ নক্ষত্র আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল। যে স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসব করিতে উদ্যত, সেই নাগ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, যেন সে প্রসব করিবামাত্র তাহার সন্তানকে গ্রাস করিতে পারে। (প্রকাশিত বাক্য ১২:৪)*

**(৮) স্বর্গদূতদের দৈহিক রূপ কি ধরনের?**

*এই আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণীদের আভা প্রজ্বলিত অঙ্গার ও মশালের আভার সদৃশ; [সেই অগ্নি] ঐ প্রাণীদের মধ্যে গমনাগমন করিত, সেই অগ্নি তেজোময়, ও সেই অগ্নি হইতে বিদ্যুৎ নির্গত হইত। আর ঐ প্রাণিগণের দ্রুত যাতায়াত বিদ্যুল্লতার আভার সদৃশ। (যিহিস্কেল ১:১৩-১৪)*

ঈশ্বরের দূত হিসাবে তারা যাতায়াত করে যেমন "একটি বিদ্যুল্লতার আভা যাতায়াত করে"...তাদের গৌরবের উজ্জ্বলতা চোখ ধাধিয়ে দেয়, কারণ তাদের যাত্রা অনেক দ্রুত হয়। মুক্তিদাতার কবরে যে স্বর্গদূত অবতীর্ন হয়েছিল, তার মুখের ভাব ছিল, "বিদ্যুতের মত এবং তার বস্ত্র ছিল হিমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ," কারণ তাদের ভয়ে ভীত হয়ে সবাই কেঁপে ওঠে, এবং তারা "মৃতবৎ হয়ে পড়েছিল"। মথি ২৮:৩, ৪।

**(৯) একজন ঈশ্বরের দূতের মধ্যে কি ধরনের সামর্থ্য থাকে সেই বিষয়ে এই বাক্যাংশের ঘটনাটি কি প্রকাশ করে?**

*পরে সেই রাত্রিতে সদাপ্রভুর দূত যাত্রা করিয়া অশূরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র লোককে বধ করিলেন; লোকেরা প্রত্যূষে উঠিল, আর দেখ, সমস্তই মৃত দেহ। (২য় রাজাবলি ১৯:৩৫)*

যখন সন্‌হেরীব, একজন অহংকারী অশূরীয়, ঈশ্বরের অপমান করে এবং বিরুদ্ধাচরণ করে, এবং ইস্রায়েলকে ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি দেয়, "সেই রাত্রিতে সদাপ্রভুর দূত যাত্রা করিয়া অশূরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র লোককে বধ করিলেন"। সেখানে ছিল সন্‌হেরীব-এর সেনাদলের "বলবান বীরদের, প্রধান লোকদের এবং সেনাপতিদের কাটা মৃতদেহ"। "তখন সে লজ্জিত হয়ে নিজের দেশে ফিরে গেল।" ২য় রাজাবলি ১৯:৩৫; ২য় বংশাবলি ৩২:২১।

**(১০) মানুষের পাপে পতনের পরে ঈশ্বর স্বর্গদূতদের কি দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন?**

*উহাঁরা সকলে কি সেবাকারী আত্মা নহেন? যাহারা পরিত্রাণের অধিকারী হইবে, উহাঁরা কি তাহাদের পরিচর্য্যার জন্য প্রেরিত নহেন? (ইব্রীয় ১:14)*

ঈশ্বরের সন্তানদের প্রতি করুণা প্রদানের মিশনে স্বর্গদূতদের প্রেরণ করা হয়। তারা অব্রাহামের কাছে আশীর্ব্বাদের প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছিল; সদোমের দ্বারে, গন্ধকের আগুন থেকে ধার্ম্মিক লোটকে রক্ষা করার জন্য এসেছিল; এলিয়ের কাছে এসেছিল যখন তিনি ভারগ্রস্ত হয়ে ও ক্ষুধায় প্রান্তরে চলে গিয়েছিলেন; ইলিশায়ের কাছে এসেছিল যখন ছোট একটি নগরের শত্রুরা তাকে ঘিরে রেখেছিল, এবং স্বর্গদূত রথ ও অগ্নিযুক্ত ঘোড়া এসেছিল তাকে সুরক্ষা দেবার জন্য; পরজাতি রাজার রাজ দরবারে যখন দানিয়েল প্রজ্ঞা যাচ্ঞা করেছিলেন অথবা যখন তিনি সিংহের গুহায় শিকার হতে বসেছিলেন তখনও স্বর্গদূত

এসেছিল; হেরোদের কারাগারে অনিবার্য মৃত্যুর মুখে পিতরের কাছে এসেছিল; ফিলিপীতে কারাবন্দীদের কাছে; সমুদ্রের মহাপরীক্ষার রাতে পৌল এবং তার সঙ্গীদের কাছে এসেছিল; তখন স্বর্গদূত এসেছিল যেন কর্ণেলীয়াসের মন উন্মুক্ত হয় এবং সে সুসমাচার গ্রহণ করতে পারে; পরজাতীয় আগন্তুকের কাছে পরিত্রাণের বাক্য প্রচার করার জন্য পিতরকে রওনা করেছিল – সেকারণে পবিত্র দূতেরা সমস্ত যুগে, ঈশ্বরের লোকেদের পরিচর্যা করেছেন।

**(১১) ব্যক্তিগতভাবে স্বর্গদূতেরা আমাদের জন্য কি করেন?**

***সদাপ্রভুর দূত, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের চারিদিকে শিবির স্থাপন করেন, আর তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। (গীতসংহিতা ৩৪:৭)***

খ্রীষ্টের প্রত্যেক অনুসরণকারীর জন্য একজন স্বর্গদূতকে অভিভাবক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই স্বর্গীয় প্রহরীরা মন্দ শক্তি থেকে ধার্মিক লোকদের ঢাল হয়ে তাদের রক্ষা করেন। ইহা শয়তান নিজের অবগত আছে যখন সে বলেছিলঃ “ইয়োব কি বিনা লাভে ঈশ্বরকে ভয় করে? তুমি তাহার চারিদিকে, তাহার বাটীর চারিদিকে ও তাহার সর্ব্বস্বের চারিদিকে কি বেড়া দেও নাই?” ইয়োব ১:৯, ১০। যে দূতগণের দ্বারা ঈশ্বর তাঁর লোকদের রক্ষা করেন, সে বিষয়ে গীতসংহিতায় উল্লেখিত আছেঃ “সদাপ্রভুর দূত, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের চারিদিকে শিবির স্থাপন করেন, আর তাহাদিগকে উদ্ধার করেন”। গীতসংহিতা ৩৪:৭। যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, তাদের বিষয়ে মুক্তিদাতা বলেছেনঃ দেখিও, এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে একটীকেও তুচ্ছ করিও না; কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহাদের দূতগণ স্বর্গে সতত আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ দর্শন করেন।

মথি ১৮:১০। স্বর্গদূতদের নিযুক্ত করা হয়েছে যেন তারা সমস্ত সময়ে ঈশ্বরের সন্তানদের পরিচর্যা করতে পারেন।

সেকারণে যেসমস্ত ঈশ্বরের লোকেরা, অন্ধকারের রাজপুত্রের প্রবঞ্চনাকারী শক্তি এবং কুৎসা প্রকাশিত করে সমস্ত মন্দশক্তির সাথে লড়াই করে, তারা নিশ্চিত যে স্বর্গদূতদের অনিবার্য অভিভাবকত্ব সর্বদা তাদের সঙ্গে বর্তমান। এই প্রতিজ্ঞা প্রয়োজন ছাড়া দেওয়া হয়নি। যদি ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের জন্য অনুগ্রহ এবং সুরক্ষা মঞ্জুর করেছেন, ইহার কারণ হল জগতে মন্দশক্তির এজেন্সী বা দলও কাজ করছে যাদের মুখোমুখী হতে হবে – এই মন্দ দল অসংখ্য, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, এবং ক্লান্তিহীন, যাদের বিদ্বেষ এবং শক্তিকে অবহেলা করে বা উপেক্ষা করে কেউ সুরক্ষিত থাকতে পারে না।

**(১২) কোন বিষয়টি পবিত্র স্বর্গদূতদেরকে পরিবর্তন করে অশুচি শক্তিতে পরিণত করেছিল?**

***কারণ ঈশ্বর পাপে পতিত দূতগণকে ক্ষমা করেন নাই, কিন্তু নরকে ফেলিয়া বিচারার্থে রক্ষিত হইবার জন্য অন্ধকারের কারাকূপে সমর্পণ করিলেন। (২য় পিতর ২:৪)***

মন্দ আত্মা, এরা শুরুতে পাপবিহীন অবস্থাতেই সৃষ্টি হয়েছিল, আজকে যারা ঈশ্বরের দূত তাদের মতই একই প্রকৃতি, শক্তি এবং গৌরবে এরা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তারা পাপের কারণে পতিত হয়, তারা ঈশ্বরের অগৌরব করার জন্য এবং মানুষের ধ্বংসের জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছিল। শয়তানের বিদ্রোহে, তারা শয়তানের সঙ্গে একত্রিত হয়, এবং তার সঙ্গে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়, তারা, সমস্ত যুগে ঐশ্বরিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে শয়তানকে সহযোগিতা করতে থাকে। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের শিক্ষা দেয় তাদের ষড়যন্ত্র ও পরিচালনা, তাদের কুবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এবং মানুষের শান্তি ও সুখের বিরুদ্ধে তাদের কলুষিত পরিকল্পনার বিষয়ে।

**(১৩) মনুষ্যজাতিকে প্রবঞ্চিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য শয়তান কি কি পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল?**

***তাহারা ভূতদের আত্মা, নানা চিহ্ন-কার্য্য করে; তাহারা জগৎ সমুদয়ের রাজাদের নিকটে গিয়া, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সেই মহাদিনের যুদ্ধার্থে তাহাদিগকে একত্র করে। (প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৪)***

পুরাতন নিয়মের ইতিহাস কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদের অস্তিত্ব এবং এজেন্সী সম্পর্কে উল্লেখ করেছে; কিন্তু যখন খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে ছিলেন, মন্দ আত্মা উল্লেখ্যভাবে সবথেকে বেশি নিজের শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করে। খ্রীষ্টকে আসতে হয়েছিল যেন তিনি মানুষের উদ্ধারের পরিকল্পনাটি সফল করতে পারেন, এবং শয়তান সম্পূর্ণ পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল।

**(১৪) যখন একজন পাপী মানুষ অনুমতি দেয় তখন মন্দ শক্তি কার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে?**

***আর সন্ধ্যা হইলে লোকেরা অনেক ভূতগ্রস্থকে তাঁহার নিকটে আনিল, তাহাতে তিনি বাক্য দ্বারাই সেই আত্মাগণকে ছাড়াইলেন, এবং সকল পীড়িত লোককে সুস্থ করিলেন; (মথি ৮:১৬)***

মানুষ যে বাস্তবে মন্দশক্তির নিয়ন্ত্রণে আছে, তা স্পষ্টত নূতন নিয়মে উল্লেখ করা হয়েছে। মন্দ শক্তিতে আক্রান্ত ব্যক্তি কোন প্রাকৃতিক কারনে কোন সাধারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় না। খ্রীষ্টের এই বিষয়ে নিখুঁত ধারনা ছিল, এবং তিনি মন্দশক্তির এজেন্সীর সরাসরি উপস্থিতি উপলব্ধি করেছিলেন।

তাদের সংখ্যা, শক্তি ও মন্দতা, এবং খ্রীষ্টের শক্তি ও দয়ার বিষয়ে গাদারায় ভূতগ্রস্ত লোকটির সুস্থতার ঘটনায় আকর্ষনীয় ভাবে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এই কুৎসিত

ভূতগ্রস্ত লোকগুলি সমস্ত সংযম অতিক্রম করে, মোচড় খেত, মুখ থেকে ফেনা তুলত, নিজেদের কাপড় ছিঁড়ে ফেলত, বাতাস তাদের ক্রন্দনে পরিপূর্ণ থাকত, নিজের উপরে অত্যাচার করত, এবং তাদের কাছে যারা যেত প্রত্যেকের জন্যই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াত। তাদের রক্তপাতযুক্ত দেহ, বিকৃত চেহারা এবং বিভ্রান্ত মনের দৃশ্য দেখে অন্ধকারের রাজপুত্র আনন্দ উপভোগ করত।

**(১৫) গেরাসেনীদের দেশের লোকটির মধ্যে কতগুলি অশুচি আত্মা প্রবেশ করেছিল?**

***তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর করিল, আমার নাম বাহিনী, কারণ আমরা অনেকগুলি আছি; (মার্ক ৫:৯)***

রোমান সেনায় একটি বাহিনীর মধ্যে ৩০০০ থেকে ৫০০০ সৈন্য থাকত। শয়তানের সেনাদলের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেনীতে মার্শাল আছে, এবং এই একটি অশুচি আত্মার বাহিনীতে অনেক সংখ্যক আত্মা থাকতে পারে।

**(১৬) কার নামের শক্তিতে মন্দশক্তি নিশ্চিতভাবে পলায়ন করবে?**

***পরে সেই সত্তর জন আনন্দে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, প্রভু, আপনার নামে ভূতগণও আমাদের বশীভূত হয়। (মার্ক ৫:৯)***

যীশুর আদেশে অশুচি আত্মা তার শিকারের মধ্যে থেকে পলায়ন করে, সেই ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি শান্ত, নিয়ন্ত্রিত ও নম্র হয়ে যীশুর পায়ের কাছে বসে...।

...ইহা তাঁরই ইচ্ছা ছিল যেন সেই অঞ্চলের লোকেরা তার শক্তিকে দেখতে পায় যে তিনি শয়তানের বন্দীত্বকে ভেঙ্গে বন্দীদের মুক্ত করতে পারেন। এবং যদিও যীশু সেই স্থান থেকে প্রস্থান করেছিলেন, যে ব্যক্তি অলৌকিক ভাবে

সুস্থ হয়েছিল, সে সেখানে যীশুর উপকারের করুণা বর্ণনা করার জন্য থেকে গিয়েছিল।

**(১৭) ইলুমার যে পেশা চয়ন করেছিলেন সেটি কি ছিল যা প্রমাণ করে দিয়াবলের বশীভূত হওয়া আমাদের সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করে?**

***কিন্তু ইলুমা, সেই মায়াবী—কেননা অনুবাদ করিলে ইহাই তাহার নামের অর্থ—সেই দেশাধ্যক্ষকে বিশ্বাস হইতে ফিরাইবার চেষ্টায় তাঁহাদের প্রতিরোধ করিতে লাগিল। (প্রেরিত ১৩:৮)***

যারা দিয়াবলের বশীভূত থাকে সাধারণত মনে করা হয় যে তারা অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করছে। তথাপি এই ধারনার কিছু ব্যতিক্রম ছিল। কেবলমাত্র অতিপ্রাকৃত শক্তি লাভের জন্য, অনেকে মন্দশক্তির প্রভাবকেও স্বাগত জানিয়েছে। এগুলি নিশ্চিতভাবে মন্দআত্মার সঙ্গে কোন বিরোধিতা করেনা। এই শ্রেনীর মধ্যে যারা ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা লাভ করেছিল তাদের মধ্যে ছিল, - শিমোন ম্যাগাস, যাদুকর ইলুমা এবং দামসেল যে ফিলিপীয়তে পৌল এবং সীলাসকে অনুসরণ করেছিল।

**(১৮) এই পদটি কিভাবে লুসিফরের শারিরীক রূপের বর্ণনা দেয় – যাকে বর্তমানে শয়তান বলা হয়?**

***তোমার চিত্ত তোমার সৌন্দর্য্যে গর্ব্বিত হইয়াছিল; তুমি নিজ দীপ্তি হেতু আপন জ্ঞান নষ্ট করিয়াছ; আমি তোমাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলাম, রাজগণের সম্মুখে রাখিলাম, যেন তাহারা তোমাকে দেখিতে পায়। (যিহিষ্কেল ২৮:১৭)***

এমন কিছু নেই যা এই ভয়ঙ্কর প্রতারক এতটা ভয় করে যেন আমরা কৌশলগুলি সম্পর্কে পরিচিত হতে পারি। সে নিজের উদ্দেশ্য ও চরিত্রকে লুকিয়ে রাখতে এতটাই

পারদর্শী, যে সে নিজেকে শক্তিশালী আবেগ হিসাবে উপস্থাপিত না করে, নিজেকে উপহাস্য এবং ঘৃণ্য হিসাবে প্রকাশ করেছে। সে নিজেকে হাস্যকর অথবা ঘৃণ্য বস্তু, অর্ধেক পশু ও অর্ধেক মনুষ্য হিসাবে প্রকাশ করতেও প্রস্তুত। যারা নিজেদেরকে বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী মনে করে তাদের দ্বারা সে নিজের নাম খেলার ছলে এবং উপহাসের বিষয়ে ব্যবহার করেও সন্তুষ্ট হয়।

**(১৯) প্রবঞ্চনাকে প্রতিরোধ করার প্রজ্ঞা লাভ করতে বাইবেল কি পদক্ষেপ নিতে শিক্ষা দেয়?**

***ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা পরিধান কর, যেন দিয়াবলের নানাবিধ চাতুরীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পার। (ইফিষীয় ৬:১১)***

***তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর; এমন কার্য্যকারী হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করিতে জানে। (২য় তিমথীয় ২:১৫)***

সে নিজের নিখুঁত দক্ষতায় নিজেকে মুখোশের আড়ালে রেখেছে, সেকারণে অধিকাংশ লোকেরা জিজ্ঞাসা করেঃ "প্রকৃতই কি এই ধরনের কোন সত্বার অস্তিত্ব আছে ?" ইহা তার সফলতার একটি প্রমাণ যে ঈশ্বরের বাক্যে প্রদত্ত সুস্পষ্ট সাক্ষ্যগুলির প্রতি তার মিথ্যাগুলি ধর্মীয় জগতে গৃহীত হয়। এবং ইহার কারণ হল শয়তান খুব দ্রুত সেই সমস্ত মনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম যারা তার প্রভাব সম্পর্কে অসচেতন, ঈশ্বরের বাক্য তার দুষ্কর্মমূলক কাজগুলির অনেক উদাহরণ দেয়, তাঁর গোপন বাহিনীকে আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করেন, এবং তাদেরকে ব্যবহার করেন আমাদের পাহাড়ায় যেন আমরা শয়তানের আঘাত থেকে রক্ষা পাই।

**(২০) যখন আমরা দিয়াবলের শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হই তখন আমরা সুরক্ষার কোন মহান প্রতিজ্ঞাগুলিকে দাবি করতে পারি?**

***হে সদাপ্রভু-প্রেমিকগণ, দুষ্টতাকে ঘৃণা কর; তিনি আপন সাধুবর্গের প্রাণ রক্ষা করেন, দুষ্টগণের হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করেন (গীতসংহিতা ৯৭:১০) ।***

শয়তান এবং তার বাহিনীর শক্তি এবং অশুভ কামনা কেবলমাত্র আমাদের জীবনে আশঙ্কার জন্ম দিতে না পারে, যদি ইহা না ঘটে তাহলে আমরা আমাদের মুক্তিদাতার শ্রেষ্ঠ শক্তিতে আশ্রয় এবং উদ্ধার পেতে পারি। আমরা মন্দ লোকদের হাত থেকে আমাদের সম্পত্তি এবং আমাদের জীবন রক্ষা করার জন্য সযত্নে দরজা এবং তালার ব্যবহার করে থাকি; কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময়েই সেই সমস্ত মন্দ আত্মার বিষয়ে চিন্তা করি না, যারা আমাদের আত্মিক জীবনে আঘাত করার চেষ্টা করে চলেছে, এবং আমরা আমাদের শক্তি ও পদ্ধতি দ্বারা তাদের প্রতিরোধ করতে পারি না। যদি আমরা তাদেরকে প্রবেশের অধিকার দিই, তারা আমাদের মনকে বিভ্রান্ত করে বিশৃঙ্খল জীবন যাপন করতে, আমাদের শরীরের উপরে অত্যাচার করে, আমাদের সম্পত্তি এবং আমাদের জীবনকে ধ্বংস করে। তাদের একমাত্র আনন্দ হল আমাদের দুঃখ এবং ধ্বংস।

যারা ঐশ্বরিক দাবিগুলিকে প্রতিহত করে এবং শয়তানের প্রলোভনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাদের অবস্থা ভয়ঙ্কর হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত খ্রীষ্ট তাদের জীবনকে মন্দ আত্মার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করেন। কিন্তু যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে তারা সর্বদা তাঁর তত্ত্বাবধানে নিরাপদে থাকে। পরম শক্তিযুক্ত দূতদেরকে স্বর্গ থেকে প্রেরণ করা হয় তাদেরকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য যে সুরক্ষা প্রদান করেন তা সেই মন্দশক্তি কখনও ভাঙ্গতে পারে না।

আমি ঈশ্বরের বাক্য থেকে উপলব্ধি করেছি যে আমি উত্তম এবং মন্দের এই মহাজাগতিক লড়াইয়ের মধ্যে আটকে পড়েছি। আমি উপলব্ধি করেছি যে মন্দশক্তিগুলি মৃত মানুষের আত্মা নয় কিন্তু সেগুলি হল সেই পতিত দূতের দল যারা সর্বদা আমার ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষা করে কারণ আমি নিজের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহের দান দাবি করি।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিই যে ঈশ্বর এই মহান বিতর্কের সময়ে আমার প্রয়োজন মেটাতে ও আমাকে সুরক্ষা দিতে তাঁর স্বর্গীয় দূতদের প্রেরণ করেন যারা শয়তানের প্রবঞ্চনায় পতিত হয়নি।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি উপলব্ধি করেছি যে আমি শয়তান বা তার মন্দ আত্মাগুলির বুদ্ধি, শক্তি অথবা সামর্থের সমকক্ষ নই। আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিই কারণ আমি খ্রীষ্টের নামে অলৌকিক শক্তিকে দাবি করতে পারি যেন মন্দ শক্তিগুলি থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারি।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি জানি যে শেষ সময়ে অন্ধকারের শক্তি আমাকে প্রবঞ্চিত করার জন্য অদ্ভুত চিহ্ন-কার্য্য করবে। আমি প্রার্থনা করি যেন পবিত্র আত্মা আমার বাইবেলে অধ্যয়নে আমাকে পরিচালনা করেন যেন আমি প্রবঞ্চিত না হই।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

# পাঠ ৪

## শয়তানের ফাঁদ বা প্রলোভন

**(১) এই মহান বিতর্কে শয়তানের চূড়ান্ত লক্ষ্যটি কি?**

***আর তাহাকে অগাধলোকের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানের মুখ বদ্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলেন; যেন ঐ সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ না হইলে সে জাতিবৃন্দকে আর ভ্রান্ত করিতে না পারে; তৎপরে অল্প কালের নিমিত্ত তাহাকে মুক্ত হইতে হইবে। (প্রকাশিত বাক্য ২০:৩)***

খ্রীষ্ট এবং শয়তানের মধ্যে প্রায় ছয় বছর ধরে চলে আসা এই মহাবিতর্ক, খুব শীঘ্রই শেষ হতে চলেছে; এবং সেই মন্দ আত্মা আমাদের পক্ষে খ্রীষ্টের কাজকে পরাজিত করার জন্য এবং আমাদের আত্মাকে প্রলোভিত করার জন্য দ্বিগুণ শক্তিতে কাজ করতে শুরু করেছে। খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে, সে লোকদের অন্ধকারে এবং অনাদরে আটকে রাখতে চায়, এবং সেখানে আর কোন

পাপের বলিদান নেই, ইহাই তার লক্ষ্য যা সে সম্পূর্ণ করতে চায়।

**(২) আমাদের কোন দ্বি-ভাগ যুক্ত নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যেন আমরা শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে সুরক্ষিত থাকি?**

***অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত হও; কিন্তু দিয়াবলের প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে। (যাকোব ৪:৭)***

যখন শয়তানের শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করা হয়না, যখন মন্ডলীগুলিতে এবং সমগ্র পৃথিবীতে উদাসীনতার মনোভাব দেখা যায়, তখন শয়তান উদ্বিগ্ন হয় না; কারণ যাদেরকে সে নিজের নিয়ন্ত্রণে বন্দী করতে চায়, তাদেরকে হারিয়ে ফেলার কোন আশঙ্কা তার থাকেনা। কিন্তু যখন আমরা অনন্ত বিষয়গুলির প্রতি আহূত হই, এবং আমাদের আত্মা জিজ্ঞাসা করে, "উদ্ধার পাবার জন্য আমাদের কি করতে হবে?" তখন শয়তান কার্যকরী হয়, খ্রীষ্টের শক্তির বিরুদ্ধে নিজের শক্তিকে ব্যবহার করে এবং পবিত্র আত্মার প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করে।

**(৩) বাইবেলের কোন আদেশ আমাদেরকে মাংসের অভিলাষের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে সাহায্য করে?**

***কিন্তু আমি বলি, তোমরা আত্মার বশে চল, তাহা হইলে মাংসের অভিলাষ পূর্ণ করিবে না। (গালাতীয় ৫:১৬)***

আবার, শয়তান দেখে যে ঈশ্বরের দাসেরা আত্মিক অন্ধকারের কারণে ভারগ্রস্ত হয়ে পড়ে যা তাদেরকে আচ্ছাদিত করে। ঐশ্বরিক শক্তি এবং অনুগ্রহ লাভের জন্য ঈশ্বর তাদের আন্তরিক প্রার্থনা শ্রবন করেন যেন তারা উদাসীনতা, অসাবধানতা এবং আলস্য থেকে উদ্ধার লাভ

করতে পারে। তখন শয়তান সতেজতা বৃদ্ধি পায় এবং সে তার দক্ষতাকে ব্যবহার করে। সে মানুষকে ক্ষুধা বা অন্যরকমের আত্ম-তৃপ্তির প্রতি প্রলোভিত করে এবং এইভাবে তাদের সংবেদনশীলতাকে নষ্ট করে দেয়, যেন তারা সেই সমস্ত বিষয় শ্রবণ থেকে বিরত থাকে যা শেখা তাদের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

**(৪) শয়তান কোন তিনটি মনোযোগহরণ বিষয় দ্বারা আমাদের চিন্তাকে অনন্তকালীন বিষয়গুলির উপর থেকে বিক্ষিপ্ত বা ভিন্নমুখী করে দেয়?**

***কিন্তু সংসারের চিন্তা, ধনের মায়া ও অন্যান্য বিষয়ের অভিলাষ ভিতরে গিয়া ঐ বাক্য চাপিয়া রাখে, তাহাতে তাহা ফলহীন হয়। (মার্ক ৪:১৯)***

শয়তান খুব ভালো করে জানে যতজনকে সে প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের বাক্য অন্বেষণ থেকে বিরত রাখতে পারবে, তাদেরকে সে নিজের আক্রমণ দ্বারা পরাজিত করতে সক্ষম হবে। সেকারণে প্রত্যেক সম্ভাব্য বিষয়কে হাতিয়ার করে আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করার জন্য।

**(৫) শয়তান তাদেরকে কিভাবে ব্যবহার করে যারা নিজেদের খ্রীষ্টিয়া ন হিসাবে দাবি করে কিন্তু বাস্তবে তারা খ্রীষ্টিয়ান নন?**

***ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা যে শিক্ষা পাইয়াছ, তাহার বিপরীতে যাহারা দলাদলি ও বিঘ্ন জন্মায়, তাহাদিগকে চিনিয়া রাখ ও তাহাদের হইতে দূরে থাক। (রোমীয় ১৬:১৭)***

ঈশ্বরভক্তিকে দাবি করে একটি শ্রেণী আছে, যারা সত্যের অনুসরণ না করে, ঈশ্বরভক্তিকে তাদের ধর্ম হিসাবে প্রতিপন্ন করে যেন সেই সমস্ত মানুষদের কিছু ত্রুটিপূর্ণ চরিত্র অথবা ভূল বিশ্বাসকে তুলে ধরতে পারে যাদের সঙ্গে তাদের

মতামতের কোন মিল হয় না। এরা হল শয়তানের দক্ষিন-হস্তের সাহায্যকারী। নিজের ভ্রাতার দোষারোপকারীর সংখ্যা কম নয়, এবং এই ধরনের লোকেরা সর্বদা সক্রিয় যখন ঈশ্বর কাজ করেন এবং তাঁর দাসেরা তাঁকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। তারা প্রকৃত বিশ্বাসীদের বাক্য এবং কর্মের প্রতি মিথ্যা রং চড়াবে যারা, যে সমস্ত বিশ্বাসীরা সত্যকে প্রেম করে ও মান্য করে। তারা খ্রীষ্টের আন্তরিক, আত্ম-ত্যাগী দাসদেরকে প্রবঞ্চক হিসাবে প্রতিস্থাপিত করে। তাদের প্রধান কাজ হল প্রত্যেক সত্য এবং উদার কাজগুলির অভিপ্রায়কে ভূল হিসাবে ব্যাখ্যা করা, সুকৌশলে কটাক্ষ করা এবং অনভিজ্ঞ বিশ্বাসীদের মনে সন্দেহ তৈরি করা। তাদের প্রত্যেক অনুমেয় পদ্ধতিতে তারা সেই সমস্ত বিষয়গুলিকে মূর্খামি অথবা প্রবঞ্চনা হিসাবে ব্যক্ত করে যেগুলি বাস্তবে পবিত্র এবং ধার্মিকতাপূর্ণ।

**(৬) ঈশ্বরের বাক্য কিভাবে এই প্রবঞ্চকদের চিহ্নিত করে?**

***তোমরা তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। লোকে কি কাঁটাগাছ হইতে দ্রাক্ষাফল, কিম্বা শিয়ালকাঁটা হইতে ডুমুরফল সংগ্রহ করে? (মথি ৭:১৬)***

কিন্তু তাদের বিষয়ে চিন্তা করে কারোর প্রবঞ্চিত হবার প্রয়োজন নেই। হয়ত স্পষ্টত দেখতে পাওয়া যায়, যে তারা কাদের সন্তান, কাদের উদাহরণ তারা অনুসরণ করে, এবং কাদের পক্ষে তারা কাজ করে…তাদের কাজ শয়তান, সেই বিষপূর্ণ পরনিন্দক, সেই “ভ্রাতৃগণের উপরে দোষারোপকারী”র কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ন। প্রকাশিত বাক্য ১২:১০।

সেই মহাপ্রবঞ্চকের অনেক প্রতিনিধি আছে যারা যেকোন প্রকারে মানুষের আত্মাকে ফাঁদে ফেলার জন্য প্রস্তুত – তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের ভ্রান্ত শিক্ষা

প্রস্তুত করে তাদের জন্য যাদের জীবন তারা ধ্বংস করবে। ইহা শয়তানের পরিকল্পনা মন্ডলীর আন্তরিকতাহীন, অনুতাপশূন্য বিষয়গুলিকে ব্যবহার করে সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, এবং সেই সমস্ত মানুষের জীবনে বাধা সৃষ্টি করা যারা ঈশ্বরের কাজকে বৃদ্ধি করতে চায় এবং নিজেদের আত্মিক জীবনে বেড়ে উঠতে চায়। এমন অনেক মানুষ আছেন যারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে বা ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করে না, কিন্তু কিছু নীতির উপরে নির্ভর করে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে পরিচিত হয়, এবং সেকারণে তারা সক্রিয়ভাবে ঈশ্বরের বাক্যের মতবাদগুলির সাথে ত্রুটি যুক্ত করে।

**(৭) সত্যকে স্বীকার করার ফলাফল কি হয়?**

***আর তোমরা সেই সত্য জানিবে, এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে। (যোহন ৮:৩২)***

মানুষ যা বিশ্বাস করে সেটির কোন গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল নেই – এই ধরনের ধারনা বা অবস্থান শয়তানের অন্যতম সফল প্রতারণা। সে জানে যে সত্য, সত্যের প্রতি প্রেমের কারণে মানুষেরা গ্রহণ করছে, এবং ইহা গ্রহীতার আত্মাকে পরিস্রুত করে; সেকারণে সে অনবরত সত্যের বিকল্প হিসাবে মিথ্যা মতবাদ, দৃষ্টান্ত, এবং অন্য একটি সুসমাচার ব্যবহার করার প্রচেষ্টা করছে। শুরু থেকেই ঈশ্বরের দাসেরা ভ্রান্ত প্রচারকদের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন, তারা কেবলমাত্র এই বিষয়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ন এমন নয়, কিন্তু তারা এই মিথ্যার বিরোধীতা করার জন্য বদ্ধমূল ছিলেন কারণ ইহা মানুষের আত্মার পক্ষে ধবংসাত্বক। এলিয়, যিরমিয়, পৌল সেই সমস্ত মানুষের বিরোধীতা করেছিলেন দৃঢ়ভাবে ও অকুতোভয় হয়ে যারা ঈশ্বরের বাক্য থেকে লোকেদের মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করছিল। সেই উদারতা যা সঠিক ধর্মীয় বিশ্বাসকে গুরুত্বহীন হিসাবে বিবেচনা করে, সেই বিষয়ের সঙ্গে এই বিশ্বাসের রক্ষকরা কোনদিন আপোষ করেননি।

**(৮) তাদের প্রতি কি ঘটবে যারা নিজেদের বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য তৈরি করার জন্য ঈশ্বরের বাক্যকে বিকৃত করে?**

***আর যেমন তাঁহার সকল পত্রেও এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া তিনি এই প্রকার কথা কহেন; তাহার মধ্যে কোন কোন কথা বুঝা কষ্টকর; অজ্ঞান ও চঞ্চল লোকেরা যেমন অন্য সমস্ত শাস্ত্রলিপি, তেমনি সেই কথাগুলিরও বিরূপ অর্থ করে, আপনাদেরই বিনাশার্থে করে। (২য় পিতর ৩:১৬)***

ঈশ্বরের বাক্যের অস্পষ্ট এবং কল্পিত ব্যাখ্যা, এবং ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে বিভিন্ন বিতর্কমূলক মতবাদ, যা সমগ্র খ্রীষ্টীয় জগতে দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি হল সম্পূর্ণভাবে আমাদের মহাশত্রু দিয়াবলের চক্রান্ত যেন সে মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয় এবং মানুষ প্রকৃত সত্য খুঁজে না পায়। এবং খ্রীষ্টিয় জগতের মন্ডলীগুলির মধ্যে যে মতবিরোধ ও বিভাজন রয়েছে তা ঈশ্বরের বাক্য থেকে ব্যক্তিগত পচ্ছন্দকে সমর্থন করার জন্য যা প্রবলভাবে কোন রীতিনীতিকে পরিবেশন করে। নম্র হৃদয়ে, ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রজ্ঞা লাভের জন্য যত্ন সহকারে বাইবেলের অধ্যয়ন না করে, অনেকেই কেবলমাত্র অদ্ভুত অথবা মৌলিক কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টা করে।

**(৯) সেই সমস্ত লোকেদের কি ধরনের সতর্কবার্তা দেওয়া হয় যারা ঈশ্বরের বাক্যের অর্থকে পরিবর্তনের চিন্তা করে?**

***যাহারা এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল শুনে, তাহাদের প্রত্যেক জনের কাছে আমি সাক্ষ্য দিয়া বলিতেছি, যদি কেহ ইহার সহিত আর কিছু যোগ করে, তবে ঈশ্বর সেই ব্যক্তিকে এই গ্রন্থে লিখিত***

*আঘাত সকল যোগ করিবেন; আর যদি কেহ এই ভাববাণী-গ্রন্থের বচন হইতে কিছু হরণ করে, তবে ঈশ্বর এই গ্রন্থে লিখিত জীবন-বৃক্ষ হইতে ও পবিত্র নগর হইতে তাহার অংশ হরণ করিবেন। (প্রকাশিত বাক্য ২২:১৮-১৯)*

ভ্রান্ত মতবাদ অথবা অখ্রীষ্টিয় ধারনাগুলিকে ধরে রাখার জন্য, কিছু মানুষেরা ঈশ্বরের বাক্যেকে তাদের প্রাসঙ্গিকতা থেকে পৃথক করে দেয়, হতে পারে তারা নিজেদের চিন্তাকে প্রমাণ করার জন্য একটি পদের অর্ধেক অংশ ব্যবহার করতে পারে, যেখানে বাকী অর্ধেক অংশ সেই পদের অর্থকে সম্পূর্ণভাবে বিপরীত রূপে করে দেয়। সর্পের ধূর্ততার সাথে তারা নিজেদের জাগতিক ইচ্ছাগুলির সামঞ্জস্য তৈরি করার জন্য ঈশ্বরের বাক্যের এক একটি শব্দ ধরে ব্যাখ্যা করেন। এভাবে অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে বিকৃত করে। অন্যেরা, যাদের সক্রিয় কল্পনাশক্তি আছে, তারা পবিত্র বাক্যের চিহ্ন এবং উদাহরণগুলিকে বাতিল করে, নিজেদের কল্পনার যোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করে, নিজের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ঈশ্বরের বাক্যের সাক্ষ্যগুলিকে কোন গুরুত্ব প্রদান করে না, এবং এর পরে তারা বাইবেলের শিক্ষাদানের নাম করে নিজেদের অস্পষ্ট শিক্ষাকে অন্যদের সামনে তুলে ধরে।

যখন প্রার্থনা, নম্রতা এবং শিক্ষনীয় আত্মা ছাড়াই ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করা হয়, তখন সহজ এবং সরলতম ঈশ্বরের বাক্যের অংশগুলিও তাদের মূল অর্থ থেকে বিকৃত হয়ে যায়।

**(১০) সদাপ্রভুর সাক্ষ্য একজন সরলমনা ব্যক্তির জন্য কি করে?**

*সদাপ্রভুর ব্যবস্থা সিদ্ধ, প্রাণের স্বাস্থ্যজনক; সদাপ্রভুর সাক্ষ্য বিশ্বসনীয়, অল্পবুদ্ধির জ্ঞানদায়ক। (গীতসংহিতা ১১৯:৭)*

বাইবেল সেই সমস্ত লোকদের পথপ্রদর্শক হিসাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল যারা তাদের সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। ঈশ্বর মানুষদের নিশ্চিত ভাববানীর বাক্য প্রদান করেছেন; স্বর্গদূতেরা এবং এমনকি খ্রীষ্ট স্বয়ং নেমে এসেছিলেন যেন দানিয়েল ও যোহনকে আসন্ন সময়ের ঘটনাগুলি সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেগুলি আমাদের পরিত্রাণের জন্য অপরিহার্য সেগুলিকে কোন রহস্যের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়নি। এগুলি এমনভাবে প্রকাশ করা হয়নি যে, যারা সত্যের অনুসন্ধান করে তাদের বিভ্রান্ত বা ভুল পথে পরিচালিত করে। ভাববাদী হবক্কূক-এর দ্বারা সদাপ্রভু কহেনঃ "এই দর্শনের কথা লিখ, সুস্পষ্ট করিয়া ফলকে খুদ, যে পাঠ করে, সে যেন দৌড়িতে পারে।" হবককূক ২:২। ঈশ্বরের সেই সমস্ত লোকদের জন্য সরল যারা প্রার্থনার আত্মা নিয়ে বাক্য পাঠ করে। প্রত্যেক প্রকৃত সচ্চরিত্র আত্মা সত্যের আলোকে আনীত হবে। "দীপ্তি বপন করা গিয়াছে ধার্ম্মিকের জন্য" গীতসংহিতা ৯৭:১১।

**(১১) ঈশ্বর এই জগতের জ্ঞানকে কিভাবে দেখেন?**

***যেহেতুক এই জগতের যে জ্ঞান, তাহা ঈশ্বরের নিকটে মূর্খতা। কারণ লেখা আছে, "তিনি জ্ঞানবান্‌দিগকে তাহাদের ধূর্ত্ততায় ধরেন।" (১ম করিন্থীয় ৩:১৯)***

অনেকের কাছে, বৈজ্ঞানিক গবেষনা অভিশাপে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞান এবং শিল্পের আবিষ্কারগুলির মাধ্যমে ঈশ্বর এই জগতের উপরে আলোক বন্যার অনুমতি দিয়েছেন; কিন্তু এমনকি এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মন, যদি তাদের গবেষনায় ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পরিচালিত না হয়, তাহলে তারা বিজ্ঞান এবং নতুন আবিষ্কারের গবেষনার প্রক্রিয়ায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

**(১২) ঈশ্বর এই জাগতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে কি বিবেচনা করেন?**

***হে তীমথিয়, তোমার কাছে যাহা গচ্ছিত হইয়াছে, তাহা সাবধানে রাখ; যাহা অযথারূপে বিদ্যা নামে আখ্যাত, তাহার ধর্ম্মবিরূপক নিঃসার শব্দাড়ম্বর ও বিরোধবাণী হইতে বিমুখ হও; (১ম তিমথীয় ৬:২০)***

জাগতিক এবং আত্মিক উভয় বিষয় সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান আংশিক এবং ত্রুটিপূর্ণ; সেকারণে অনেকে বিজ্ঞানের চিন্তাধারা এবং ঈশ্বরের বাক্যের উক্তিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে ব্যর্থ হয়। অনেকেই বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে নিছক তথ্য এবং অনুমানকে গ্রহণ করে নেয়, এবং তারা মনে করে ঈশ্বরের বাক্যকে "বিজ্ঞানের মিথ্যা প্রচার" দ্বারা পরীক্ষা করতে হবে। … সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর কাজগুলি তাদের উপলব্ধি ক্ষমতার অতীত; এবং যেহেতু তারা এগুলি প্রাকৃতিক ধারনা দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারে না, তারা বাইবেলের ইতিহাসকে অনির্ভরযোগ্য মনে করে। যারা পুরাতন ও নতুন নিয়মের বিষয়গুলির নির্ভরযোগ্যতার উপরে সন্দেহ করে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং অসীম শক্তিকেও সন্দেহ করে। যারা নিজেদের নোঙ্গর চলে যেতে দেয়, তারা বিশ্বাসঘাতকতার পাথরে আঘাতপ্রাপ্ত হবার জন্য পরিত্যক্ত হয়।

**(১৩) কেন মানুষ কখনও ঈশ্বরকে সম্পূর্নভাবে উপলব্ধি করতে পারে না?**

***আহা! ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা ও প্রজ্ঞা ও জ্ঞান কেমন অগাধ! তাঁহার বিচার সকল কেমন বোধাতীত! তাঁহার পথ সকল কেমন অননুসন্ধেয়! (রোমীয় ১১:৩৩)***

সেকারণে অনেকে বিশ্বাস থেকে ভ্রষ্ট হয় এবং দিয়াবলের দ্বারা প্ররোচিত হয়। মানুষেরা অনেকে তাদের সৃষ্টিকর্ত্তার থেকে অধিক বুদ্ধিমান হবার চেষ্টা করেছে; মানুষ সেই সমস্ত রহস্যগুলির অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে যেগুলি কোন যুগেই প্রকাশিত করা সম্ভব নয়। ঈশ্বর নিজের সম্পর্কে এবং তাঁর উদ্দেশ্যগুলি সম্পর্কে যা কিছু প্রকাশ করেছেন সেগুলি অনুসন্ধান ও উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে যিহোবার মহিমা ও মহানতার সামনে নিজেদের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করবে এবং তাদের জন্য ও তাদের সন্তানদের জন্য যা কিছু প্রকাশ করা হয়েছে, তাতেই তারা পরিতৃপ্ত হবে।

ইহা শয়তানের প্রবঞ্চনার একটি প্রধান কৌশল – মানুষের মনকে সে সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যস্ত রাখা, যেগুলি ঈশ্বর মানুষের কাছে প্রকাশ করেননি এবং ঈশ্বর আগ্রহী নন যে আমরা সেই বিষয়গুলি উপলব্ধি করি। এই কারণেই লুসিফর স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। সে অসন্তুষ্ট হয়েছিল কারণ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের সমস্ত রহস্যগুলি তার কাছে গোপন ছিল, এবং তাকে উর্ধতন পদের যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল, সে বিষয়টিকে সে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছিল। স্বর্গদূতদের মধ্যে সেই একই অসন্তুষ্টি জাগ্রত করে, সে তাদের পতন নিশ্চিত করেছিল। এখন সে সেই একই মনোভাব মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চায় এবং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশগুলিকে উপেক্ষা করার জন্য তাদের নেতৃত্ব দেবার চেষ্টা করে।

**(১৪) এই দৃঢ় প্রবঞ্চনাকে বিশ্বাসের ফলে কে বিপদের মধ্যে আছে?**

***এবং যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে অধার্ম্মিকতার সমস্ত প্রতারণা সহকারে হইবে; কারণ তাহারা পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সত্যের প্রেম গ্রহণ করে নাই। আর সেই জন্য ঈশ্বর তাহাদের কাছে ভ্রান্তির কার্য্যসাধন পাঠান, যাহাতে তাহারা সেই মিথ্যায়***

*বিশ্বাস করিবে; যেন সেই সকলের বিচার হয়, যাহারা সত্যে বিশ্বাস করিত না, কিন্তু অধার্ম্মিকতায় প্রীত হইত। (২য় থিষলনীকীয় ২:১০-১২)*

যারা ঈশ্বরের বাক্যের সহজ, সুস্পষ্ট সত্যকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক তারা অনবরত সেই সমস্ত মনোরম দৃষ্টান্ত খুঁজে বের করার চেষ্টা করে যেগুলি বিবেককে শান্ত রাখবে। যত স্বল্প আধ্যাত্মিক, স্বল্প আত্ম-ত্যাগ এবং স্বল্প নম্রতায় তাদের পচ্ছন্দের মতবাদগুলি প্রকাশ করা হবে, ততই বেশি অনুগ্রহ তারা লাভ করবে। এই ধরনের লোকেরা মাংসিক অভিলাষ পরিপূর্ণ করার জন্য আত্মার অনুশোচনা নিয়ে নিজেদের বোধগম্যতাকে হ্রাস করে এবং ঐশ্বরিক পরিচালনার জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করে, বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পেতে এদের কাছে কোন ঢাল থাকে না। শয়তান তাদের হৃদয়ের ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করার জন্য সমস্তকিছু সরবরাহ করে, এবং তার সত্যের পরিবর্তে তাদের হাতে নিজের বঞ্চনাগুলিকে প্রদান করে। … যারা নিজেদের নীতি প্রণয়নের জন্য ও নিজেদের সুবিধার্থে ঈশ্বরের বাক্যকে অবহেলা করে, তারা এই জগতের থেকে পৃথক নয়, তারা ধর্মীয় সত্যের পরিবর্তে ঘৃণ্য বিভ্রান্তি গ্রহণের জন্য পড়ে থাকবে। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের কাছে প্রত্যেক ভুলের ধরনই গ্রহণযোগ্য। যারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে প্রবঞ্চনার মোকাবিলা করবে তারা খুব দ্রুত আরো একটি প্রবঞ্চনার মুখোমুখী হবে।

মহাপ্রবঞ্চকের এজেন্সীগুলির মধ্যে সবথেকে সফল প্রবঞ্চনা হল আধ্যাত্মিক বিভ্রান্তিমূলক শিক্ষা ও মিথ্যাপূর্ণ আশ্চর্যকাজ। আলোর দূতের ছদ্মবেশে, সে সেই সমস্ত স্থানগুলিতে নিজের জাল ছড়িয়ে দেয়, যে সমস্ত স্থান সম্পর্কে আমরা চিন্তিত থাকি না। যদি মানুষেরা আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করে, তাহলে তারা ইহা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, তারা মিথ্যা ধর্মীয় মতবাদ গ্রহণ করে অন্ধকারে পড়ে থাকবে না। কিন্তু যখন তারা

সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তখনই প্রবঞ্চনার শিকার হয় ও পতিত হয়।

**(১৫) আমাদের কোন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?**

***এইরূপে তোমাদের সমর্পিত পরম্পরাগত বিধি দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের বাক্য নিষ্ফল করিতেছ; আর এই প্রকার অনেক ক্রিয়া করিয়া থাক। (মার্ক ৭:১৩)***

খ্রীষ্টিয় জগতের মন্ডলীর মধ্যে বহু ভ্রান্ত মতবাদ এবং মনগড়া ধারনাগুলি রয়েছে। ঈশ্বরের বাক্যে নির্ধারিত যেকোন একটি পথনির্দেশ অপসারণ করার ফলাফল কতটা মন্দ হতে পারে তা নির্ধারন করা অসম্ভব। কম সংখ্যক মানুষ যারা ইহা সম্ভব করার প্রচেষ্টা করেছে, তারা মাত্র একটি সত্যের প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীণ হয়েই সেই প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষেরাই সত্যের নীতিগুলিকে একের পর এক অবহেলা করতে শুরু করে যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা নাস্তিক হয়ে পড়ে।

লোকপ্রিয় ধর্মতত্ত্বের ত্রুটিগুলি অনেক মানুষকেই সন্দেহের পথে পরিচালিত করে, যারা হয়ত শাস্ত্রের বাক্যের প্রতি বিশ্বস্ত হতে পারত। তার পক্ষে সেই সমস্ত মতবাদগুলি স্বীকার করা অসম্ভব যা ন্যায়বচার, অনুগ্রহ এবং দানশীলতার প্রতি তার ধারনাকে অবমাননা করে; এবং যেহেতু এই বিষয়গুলি বাইবেলের শিক্ষাকে পরিবেশন করে, সে এগুলিকে ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

**(১৬) মানুষের তৈরি মহা শ্রদ্ধেয় রীতিনীতিগুলি ধরে রাখা কেন বিপদজনক?**

***তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, তোমাদের পরম্পরাগত বিধি পালনের নিমিত্ত তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা বিলক্ষণ অমান্য করিতেছ। (মার্ক ৭:৯)***

ইহাই হচ্ছে সেই লক্ষ্য যা শয়তান সম্পন্ন করতে চায়। ঈশ্বর এবং তাঁর বাক্যের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করার থেকে বেশি আরকিছু সে চায় না। শয়তান ভয়ঙ্কর সন্দেহকারী বাহিনীর মস্তক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এবং সে তার সমস্ত শক্তিতে আত্মাগুলিকে প্রতাড়িত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে চলেছে। সন্দেহ করার প্রবণতা এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একটি বৃহৎ শ্রেণী আছে যারা ঈশ্বরের বাক্য এবং সেই বাক্যের রচয়িতাকে সেই একই কারণের জন্য অবিশ্বাসের সাথে দেখে – কারণ ইহা পাপের নিন্দা করে এবং তিরষ্কার করে। যারা ঈশ্বরের বাক্যের প্রয়োজনীয়তাকে মানতে রাজি নয়, তারা চেষ্টা করে ইহার কর্তৃত্বকে উৎখাত করার। পবিত্র স্থান থেকে প্রদত্ত ঈশ্বরের বাক্য তারা শ্রবণ করে এবং বাইবেল পাঠ করে, কেবলমাত্র ঈশ্বরের বাক্যে বা প্রচারের মধ্যে থেকে ত্রুটি খুঁজে বের করার জন্য।

কর্তব্যকে অবহেলা ন্যায্য বলে অজুহাত প্রদান করে এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়। অন্যেরা দাম্ভিকতা এবং উদাসীনতা থেকে সংশয়বাদী নীতি গ্রহণ করে। সম্মানের যোগ্য যেকোন কাজ সম্পাদন করে তারা নিজেদের স্বতন্ত্র করার চেষ্টা করে, যার জন্য প্রচেষ্টা ও আত্ম-ত্যাগের প্রয়োজন, তারা বাইবেলের সমালোচনা করে উচ্চতর জ্ঞানী হবার খ্যাতি অর্জনের জন্য লক্ষ্য নিয়েছে। এমন অনেক কিছুই আছে যা ঐশ্বরিক জ্ঞান দ্বারা উন্মুক্ত করা হয়নি, যা উপলব্ধি করার শক্তি আমাদের নেই, এবং এইবিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই তারা সমালোচনা করার সুযোগ পায়।

এমন অনেক মানুষ আছে যারা মনে করে অবিশ্বাস, সংশয় এবং নাস্তিকতার পক্ষকে সমর্থনা করাকে সদ্‌গুণ হিসবে বিবেচনা করে। কিন্তু তাদের সারল্যপূর্ণ বাহ্যিক রুপের নীচে দেখতে পাওয়া যাবে যে তারা আত্ম-বিশ্বাস এবং অহংকার দ্বারা পরিচালিত হয়। অনেকেই আনন্দিত হয় যখন তারা বাইবেলের মধ্যে দুর্বোধ্য কোন বিষয় খুঁজে পায় যা অন্যদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। কিছু লোকেরা প্রথমে সমালোচনা করে এবং ভুল পক্ষের সমর্থনে যুক্তি প্রদান

করে, কারণ তারা কেবলমাত্র তর্ক-বিতর্ক পচ্ছন্দ করে। তারা বুঝতে পারে না যে এইভাবে তারা নিজেদেরকে ফাঁদে জড়িয়ে ফেলছে। তবে প্রকাশ্যে নিজেদের অবিশ্বাস ব্যক্ত করার পরে, তারা মনে করে যে তাদের অবশ্যই নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে হবে। এইভাবে তারা অসাধু লোকদের সঙ্গে একত্রিত হয় এবং নিজেদের জন্য স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ করে ফেলে।

**(১৭) কারা পবিত্র আত্মার সহায়তা লাভের জন্য যোগ্য?**

***অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা দান করিবেন। (লূক ১১:১৩)***

ঈশ্বর তাঁর বাক্যে নিজের স্বর্গীয় চরিত্র প্রকাশের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। আমাদের উদ্ধার সম্পর্কিত মহান সত্যগুলি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। পবিত্র আত্মার সাহায্যে, ইহা প্রত্যেকে লাভ করতে পারে যারা আন্তরিকভাবে ইহার অন্বেষণ করে, প্রত্যেক মানুষ যেন নিজের জন্য এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে। ঈশ্বরের মানুষের জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তিমূল স্থাপন করেছেন যেন তারা নিজেদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে পারে।

**(১৮) এই পদটি থেকে আমরা কোন মহান প্রতিজ্ঞাটি দাবি করতে পারি?**

***মনুষ্যে নির্ভর করণাপেক্ষা, সদাপ্রভুর শরণ লওয়া উত্তম। (গীতসংহিতা ১১৮:৮)***

অসীম ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যগুলি বোঝার জন্য মানুষের সীমিত মন সম্পূর্ণভাবে অপর্যাপ্ত। আমরা কখনও

ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করে খুঁজে পেতে পারি না। আমরা কখনই অহংকারী হাতে সেই আচ্ছাদন উন্মুক্ত করব না যার দ্বারা তিনি নিজের মহিমাকে আচ্ছাদিত রেখেছেন। …আমরা কিছু অংশে তাঁর কাজগুলি বুঝতে পারি, এবং তাঁর ইচ্ছাগুলি বুঝতে পারি যার দ্বারা তিনি আমাদের প্রেরণা যোগান, যেন আমরা তাঁর অসীম প্রেম ও অনুগ্রহকে উপলব্ধি করি যা তাঁর অসীম শক্তির সঙ্গে একীভূত। আমাদের স্বর্গীয় পিতা সমস্তকিছুই প্রজ্ঞা ও ধার্ম্মিকতায় সম্পূর্ণ করে থাকেন, আমরা যেন সে বিষয়ে অসন্তুষ্ট এবং অবিশ্বাসী না হয়ে পড়ি, কিন্তু যেন সমাদরের সাথে তাঁর কাছে নিজেদেরকে সমর্থন করতে পারি। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ততটাই আমাদের কাছে প্রকাশিত করবেন যতটা জানা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত, এবং এর পরে আমাদের উচিত সে হস্তের উপরে নির্ভরশীল থাকা যে হস্তটি সর্বশক্তিমান, সেই হৃদয়ের প্রতি নির্ভরশীল থাকা যা প্রেমে পরিপূর্ণ।

**(১৯) পাপ এবং অবিশ্বাসের কোন বিপদজনক ফলাফল সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্যে আমাদের সতর্ক করে?**

***ভ্রাতৃগণ, দেখিও, পাছে অবিশ্বাসের এমন মন্দ হৃদয় তোমাদের কাহারও মধ্যে থাকে যে, তোমরা জীবন্ত ঈশ্বর হইতে সরিয়া পড়। বরং তোমরা দিন দিন পরস্পর চেতনা দেও, যাবৎ 'অদ্য' নামে আখ্যাত সময় থাকে, যেন তোমাদের মধ্যে কেহ পাপের প্রতারণায় কঠিনীভূত না হয়। (ইব্রীয় ৩:১২-১৩)***

যদিও ঈশ্বর তাঁকে বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন, তিনি কখনও অবিশ্বাস করার সমস্ত কারণগুলিকেও অপসারণ করবেন না। যে কেউ নিজের সন্দেহ ধরে রাখার জন্য আধার খুঁজবে, তারা তা খুঁজে পাবে। এবং যারা প্রত্যেকটি বাধা ও সন্দেহ অপসারণ না হওয়া

পর্যন্ত ঈশ্বরের বাক্য মেনে চলবে না, তারা কখনও আলোতে জীবন যাপন করতে পারবে না।

**(২০) একটি জগত অভিমুখী মন থেকে সাধারণত কি প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়?**

***তখনই যীশু হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে ধরিলেন, আর তাঁহাকে কহিলেন, হে অল্পবিশ্বাসি, কেন সন্দেহ করিলে? (মথি ১৪:৩১)***

একটি অপরিশোধিত হৃদয়ের প্রাকৃতিক বহিঃপ্রকাশ হল ঈশ্বরের উপরে অবিশ্বাস, যা বাস্তবে ঈশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা। কিন্তু বিশ্বাস পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, এবং ইহা তখনই সমৃদ্ধি লাভ করবে যখন আমরা ইহা প্রতিপালন করব। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রচেষ্টা ব্যতীত কোন মানুষ বিশ্বাসে শক্তিশালী হতে পারে না। অবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় যখন আমরা ইহাকে উৎসাহ প্রদান করি; এবং যদি মানুষ ঈশ্বর প্রদত্ত প্রমাণগুলির উপরে নির্ভর না করে, অকারণে প্রশ্ন করে এবং আপত্তি পোষন করে, তবে তাদের সন্দেহ ক্রমাগতভাবে আরো দৃঢ় হয়ে উঠবে।

**(২১) যারা ঈশ্বরকে সন্দেহ করে ও অবিশ্বাস করে তাদেরকে কোন বাইবেল-ভিত্তিক নীতিগুলি অনুসরণ করে?**

***তোমরা ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না; কেননা মনুষ্য যাহা কিছু বুনে তাহাই কাটিবে। (গালাতীয় ৬:৭)***

কিন্তু যারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় সন্দেহ করে এবং তাঁর অনুগ্রহের আশ্বাসকে অবিশ্বাস করে তারা ঈশ্বরের অনাদর করে; এবং তাদের এইরুপ প্রভাবের কারনে, অন্যেরা খ্রীষ্টের প্রতি আকৃষ্ট হয় না, কিন্তু দূরে সরে যায়। তারা এমন বৃক্ষ যা ফল উৎপন্ন করে না, যা তাদের অন্ধকার শাখাগুলিকে দূরে

বিস্তৃত করে, এবং অন্য বৃক্ষগুলিতে সূর্যের আলো পৌঁছাতে বাধা দেয়, এবং ঠাণ্ডা ছায়ায় তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়ায়। এই ধরনের লোকেদের জীবন-কর্ম তাদের বিরুদ্ধে একটি চিরস্থায়ী সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকবে। তারা সন্দেহ এবং সংশয়ের বীজ বপন করছে যা সেইধরনের ফসলই উৎপন্ন করবে।

**(২২) ভ্রান্ত শিক্ষা থেকে স্বাধীন হবার প্রথম পদক্ষেপ কি?**

***যদি কেহ তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে ইচ্ছা করে, সে এই উপদেশের বিষয়ে জানিতে পারিবে, ইহা ঈশ্বর হইতে হইয়াছে, না আমি আপনা হইতে বলি। (যোহন ৭:১৭)***

যারা প্রকৃতভাবে এই সন্দেহের মনোভাব থেকে উদ্ধার পেতে চায় তাদের জন্য একটি মাত্র পথ আছে। যে বিষয়টি তাদের পক্ষে বোধগম্য হচ্ছে না, সে বিষয়ে প্রশ্ন না করে অথবা আপত্তি প্রকাশ না করে, তাদেরকে সেই বিষয়গুলি শ্রবণ করতে হবে যে বিষয়গুলির আলোক ইতিমধ্যেই তাদের উপরে উদয় করা হয়েছে, এবং তবেই তারা আরো মহান আলোক লাভ করবে। তাদেরকে সেই দায়িত্বগুলি প্রথমে পালন করতে হবে যেগুলি তারা নিজেদের জ্ঞান অনুযায়ী সহজে বোধগম্য করতে পারে, এবং তখন তারা সেই সমস্ত বিষয়গুলি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, যে বিষয়গুলি নিয়ে তারা সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।

**(২৩) দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের জন্য আমাদের কাছে কোনদুটি মূলবিষয় সহজলভ্য?**

***অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা হয়। (রোমীয় ১০:১৭)***

*অমনি সেই বালকের পিতা চেঁচাইয়া অশ্রুপাতপূর্ব্বক বলিয়া উঠিল, বিশ্বাস করিতেছি, আমার অবিশ্বাসের প্রতীকার করুন। (মার্ক ৯:২৪)*

**(২৪) যারা যাচ্ঞা করে তাদের জন্য কি প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে?**

***যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। (মথি ৭:৭)***

শয়তান সত্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ এমন নকল উপস্থাপিত করে সেগুলি সেই সমস্ত লোকদের সঙ্গে প্রতারণা করে যারা প্রতারিত হতে ইচ্ছুক, যে আত্মত্যাগ ও বলিদানের সত্যের দাবিগুলিকে অস্বীকার করে; তবে তার পক্ষে এমন আত্মাকে নিজের অধীনে রাখা অসম্ভব, যে সত্যকে আনার জন্য সৎ ভাবে যেকোন মূল্য প্রদানের জন্য প্রস্তুত। খ্রীষ্ট হলেন সেই সত্য এবং "জ্যোতি, যিনি এই জগতের সমস্ত মানুষের উপরে আলোক উদয় করতে পারেন"। যোহন ১:৯। মানুষকে সমস্ত সত্যের দিকে পরিচালিত করতে সত্যের আত্মাকে প্রেরন করা হয়েছে।

**(২৫) ঈশ্বর কেন আমাদেরকে প্রলোভনের মধ্যে দিয়ে যেতে অনুমতি দেন?**

***তথাচ তিনি আমার অবলম্বিত পথ জানেন, তিনি আমার পরীক্ষা করিলে আমি সুবর্ণের ন্যায় উত্তীর্ণ হইব। (ইয়োব ২৩:১০)***

**একই বিষয় সম্পর্কিত বাক্যাংশঃ ১ম** পিতর ১:৭

শয়তান এবং তার বাহিনী খ্রীষ্টের অনুসরণকারীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ফাঁদ প্রস্তুত করছে, তার সামান্যতম অংশই খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের জানা থাকে। কিন্তু যিনি স্বর্গে উপবিষ্ট

আছেন তিনি তাঁর গভীর পরিকল্পনাগুলিকে সফল করার জন্য এই সমস্ত ফাঁদগুলিকে উচ্ছিন্ন করবে। সদাপ্রভু তাঁর লোকদের প্রলোভনের অগ্নিপরীক্ষার শিকার হবার অনুমতি দিয়েছেন, এই জন্য নয় যে তিনি তাদের দুর্দশা ও ক্লেশ দেখে সন্তুষ্ট হন, কিন্তু কারণ হল তিনি জানেন এই প্রক্রিয়াটি তাদের অন্তিম বিজয়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিনি নিজ গৌরবে তাদেরকে অনবরত প্ররোচনা থেকে রক্ষা করতে পারেননি, কারণ পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল তাদের মন্দ শক্তির সমস্ত প্রলোভনের প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত করা।

**(২৬) প্রলোভনের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমরা কার থেকে লাভ করতে পারি?**

***তখন তিনি উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন, এ সরুব্ববাবিলের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য, 'পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা,' ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। (সখরিয় ৪:৬)***

কোন ব্যক্তি বা দিয়াবল ঈশ্বরের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না, অথবা তাঁর উপস্থিতিকে তাঁর লোকদের থেকে অপসারণ করতে পারে না, তারা যদি ইচ্ছা করে, বশীভূত হয়ে, অনুতপ্ত হৃদয়ে, তাদের পাপ স্বীকার করে এবং পাপকে নিজের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে, বিশ্বাসে তাঁর প্রতিজ্ঞাগুলিকে দাবি করতে পারে। প্রত্যেক প্রলোভন, প্রত্যেক বিপরীত প্রভাব, জানা বা অজানা প্রলোভন, সমস্তই সফলভাবে প্রতিরোধ করার সম্ভব।

**(২৭) কেন আমাদের দিয়াবলের শক্তিকে ভয় পাবার প্রয়োজন নেই?**

***দেখ, আমি তোমাদিগকে সর্প ও বৃশ্চিক পদতলে দলিত করিবার, এবং শত্রুর সমস্ত শক্তির উপরে কর্তৃত্ব***

*করিবার ক্ষমতা দিয়াছি। কিছুতেই কোন মতে তোমাদের হানি করিবে না; (লূক ১০:১৯)*

শয়তান খুব ভালোভাবে জানে যে খ্রীষ্টের মান্যকারী একটি দুর্বল আত্মাও অন্ধকারের বাহিনীর ক্ষমতাকে খর্ব করতে পারে, এবং সেই আত্মা তাকে সকলের সামনে প্রকাশ করবে, এবং তার প্রতিরোধ করবে। সেকারণে সে ক্রুশের সৈন্যদেরকে তাদের দৃঢ় দুর্গ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রাণপন চেষ্টা করে, যখন সে তার বাহিনীর সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন তার জমিতে থাকা সমস্ত লোকদের ধ্বংস করার জন্য সে প্রস্তুত থাকে। কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রতি নম্র নির্ভরতা এবং তাঁর সমস্ত আদেশের অনুগত থাকার ফলে, আমরা নিরাপদে থাকতে পারি।

**(২৮) কোন দুটি উপায় যীশু আমাদের দিয়েছেন যেন আমরা প্রলোভনে পতিত হওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি?**

***জাগিয়া থাক, ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্ব্বল। (মথি ২৬:৪১)***

**একই বিষয় সম্পর্কিত বাক্যাংশঃ** মার্ক ১৩:৩৩

প্রার্থনা ব্যতীত কোন মানুষ একদিন বা এক ঘন্টার জন্যেই সুরক্ষিত থাকতে পারে না। বিশেষত তাঁর বাক্য বোঝার জন্য প্রজ্ঞা লাভ করতে আমাদের প্রার্থনা করা প্রয়োজন। এখানে প্রলোভনকারীর চাতুরিতা এবং সফলভাবে ইহার প্রতিরোধ করার পদ্ধতি প্রকাশ করা হয়েছে। শয়তান ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করতে দক্ষ, সে নিজের ইচ্ছামত ঈশ্বরের বাক্যকে ব্যাখ্যা করে, যার দ্বারা সে আশা করে যেন আমরা উচট খাই। আমরা যেন হৃদয়ের নম্রতায় ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করি, কখনও যেন ঈশ্বরের উপরে আমাদের নির্ভরতা থেকে দৃষ্টি না সরাই। যখন আমরা

অনবরত শয়তানের ফাঁদ থেকে নিজেদের রক্ষা করি, আমাদের উচিত আমরা যেন সর্বদা বিশ্বাসে প্রার্থনা করিঃ “যেন আমরা পরীক্ষায় না পড়ি”।

*আমরা উপলব্ধি করেছি যে শয়তানের লক্ষ্য হল জগতকে প্রলোভিত করা এবং সে তার সমস্ত শক্তিকে ব্যবহার করবে আমাকে ধ্বংস করার জন্য। আমি ঈশ্বরকে তাঁর প্রতিজ্ঞার জন্য ধন্যবাদ দিই যে যদি আমি আন্তরিক ভাবে সত্য এবং প্রজ্ঞা যাচ্ঞা করি আমি সেগুলি লাভ করব এবং প্রলোভনের ফাঁদে পতিত হব না।*

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত*

*আমি বুঝেছি যে আমাকে ধ্বংস করার জন্য শয়তান নামধারী বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী উভয়কে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। আমার প্রার্থনা হলঃ “সদাপ্রভু, দয়া করে আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন যেন আমি শয়তানের এই প্রভাবকে চিহ্নিত করতে পারি”।*

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত*

*আমি অনবরত দৃঢ়সঙ্কল্পের জন্য প্রার্থনা করি যেন খ্রীষ্টের সতর্কবার্তাগুলি অনুসরণ করতে পারি এবং যেন অর্থ প্রেমের প্রলোভনে না পড়ি যা আমাদের ঈশ্বরের সম্পর্ক থেকে দূরে নিয়ে যাবে।*

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত*

*আমি সেই সমস্ত প্রতিজ্ঞার জন্য ধন্যবাদ দিতে চাই যে ঈশ্বর আমাদেরকে শক্তি দেবেন যেন আমরা দিয়াবলের উপরে জয়লাভ করতে সক্ষম হই এবং তিনি আমাকে কখনও এমন প্রলোভন দেবেন না যা আমি সহ্য করতে অসমর্থ্য হব। আমি প্রার্থনা করি যে,*

বিশ্বাসে এবং তাঁর অনুগ্রহে, আমি বিজয় লাভ করব এবং তাঁর নামে গৌরব প্রদান করতে পারব।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

# পাঠ ৫
# প্রথম মহাপ্রবঞ্চনা

মানুষের আদিম ইতিহাসের শুরুতেই, শয়তান মনুষ্যজাতির প্রথম প্রজন্ম থেকেই প্রবঞ্চনা করার প্রচেষ্টা শুরু করে দিয়েছিল। সে, স্বর্গেতে বিদ্রোহের সূচনা করেছিল, তার ইচ্ছা ছিল যেন পৃথিবীর নিবাসীরাও তার এই বিদ্রোহে যোগদান করে এবং ঈশ্বরের পরিচালনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে একত্রিত হয়। ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালনের মাধ্যমে আদম এবং হবা আনন্দের সঙ্গে নিখুঁত জীবন যাপন করছিল, এবং শয়তান সর্বদা এই সত্যটির বিরোধীতা করেছিল, কারণ এই বিষয়টি নিয়েই সে স্বর্গে বিদ্রোহ করেছিল, যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা ছিল দুর্দশাদায়ক এবং তাঁর সৃষ্টির মঙ্গলের বিপরীত। এবং এছাড়াও, শয়তানের ঈর্ষা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে যখন সে দেখে যে একটি সুন্দর বাসস্থান প্রস্তুত করা হয়েছে এই পাপহীন যুগলের জন্য। সে তাদের পতন ঘটানোর জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, যেন তারা ঈশ্বর থেকে পৃথকীকৃত হয় এবং সে যেন তাদেরকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে, যেন সে পৃথিবীতে নিজের অধিকার

কায়েম করতে পারে এবং মহান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিজের রাজ্য স্থাপন করতে পারে।

**(১) কেন কোনরূপ বিলম্ব না করে, দৃঢ়মনা হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার বাধ্য থাকা অতি আবশ্যক?**

***তোমরা কি জান না যে, আজ্ঞা পালনার্থে যাহার নিকটে দাসরূপে আপনাদিগকে সমর্পণ কর, যাহার আজ্ঞা মান, তোমরা তাহারই দাস; হয় মৃত্যুজনক পাপের দাস, নয় ধার্ম্মিকতাজনক আজ্ঞাপালনের দাস? (রোমীয় ৬:১৬)***

শয়তান যদি নিজের আসল চরিত্র প্রকাশ করত তাহলে সে একেবারেই বিতাড়িত হয়ে যেত, কারণ আদম এবং হবা এই বিপজ্জনক শত্রুর বিরুদ্ধে সতর্ক হয়ে যেত; কিন্তু সে অন্ধকারে কাজ করত, নিজের উদ্দেশ্যকে গোপন করে রেখেছিল যেন সে আরো কার্যকারীভাবে নিজের কাজ সম্পন্ন করতে পারে। সর্পের আকর্ষনীয় রুপকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে সে হবার সম্মুখে এসে বললঃ "ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলিয়াছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খাইও না?" আদিপুস্তক ৩:১।

যদি হবা সেই প্রলোভনকারীর সঙ্গে বিতর্কে প্রবেশ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখত, তাহলে হয়ত সে নিরাপদে থাকত; কিন্তু সে তার প্রতিপক্ষের সামনে নিজের সাহসকে প্রকাশ করে এবং তার আঘাতের শিকার হয়ে পড়ে। এভাবেই এখনও অনেকে পরাভূত হয়। তারা ঈশ্বরের প্রয়োজন সম্পর্কে সন্দেহ করে ও তর্ক করে; এবং ঐশ্বরিক আদেশগুলি পালন না করে, তারা মানবিক মতবাদগুলিকে গ্রহণ করে যেগুলি শয়তানের এক একটি ছদ্মবেশী ফাঁদ।

**(২) আদম এবং হবা কোন মহা প্রবঞ্চনাকে সত্য হিসাবে বিশ্বাস করেছিল?**

*তখন সর্প নরীকে কহিল, কোন ক্রমে মরিবে না; (আদিপুস্তক ৩:৪)*

"নারী সর্পকে কহিলেন, আমরা এই উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকলের ফল খাইতে পারি; কেবল উদ্যানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে, তাহার ফলের বিষয় ঈশ্বর বলিয়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিও না, স্পর্শও করিও না, করিলে মরিবে। তখন সর্প নরীকে কহিল, কোন ক্রমে মরিবে না; কেননা ঈশ্বর জানেন, যে দিন তোমরা তাহা খাইবে, সেই দিন তোমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইবে, তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হইয়া সদসদ্-জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।" (২-৫ পদ)। সে ঘোষনা করেছিল যে তারা ঈশ্বরের মত হয়ে যাবে, পূর্বের তুলনায় অধিক জ্ঞানী হবে এবং একটি উচ্চতর অস্তিত্ব লাভ করবে। হবা প্রলোভনে পড়ল' এবং তার প্রভাবের কারনে, আদমও পাপের পথে পরিচালিত হল। তারা শয়তানের সেই বাক্যকে গ্রহণ করল, যা ঈশ্বর কখনও বলেননি; তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্ত্তাকে অবিশ্বাস করল এবং মনে করল যে ঈশ্বর তাদের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে এবং তারা ঈশ্বরের বিধি উলঙ্ঘন করে মহান জ্ঞান ও গৌরব অর্জন করতে পারবে।

**(৩) এই পাপের কারণে তারা তৎক্ষণাৎ কি ফল পেয়েছিল?**

*কিন্তু তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের ঈশ্বরের সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ জন্মাইয়াছে, তোমাদের পাপ সকল তোমাদের হইতে তাঁহার শ্রীমুখ আচ্ছাদন করিয়াছে, এই জন্য তিনি শুনেন না। (যিশাইয় ৫৯:২)*

*আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, দেখ, মনুষ্য সদসদ্-জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার বিষয়ে আমাদের একের মত হইল; এখন পাছে সে হস্ত বিস্তার করিয়া জীবনবৃক্ষের ফলও পাড়িয়া ভোজন করে ও অনন্তজীবী হয়। এই নিমিত্ত*

*সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁহাকে এদনের উদ্যান হইতে বাহির করিয়া দিলেন, যেন, তিনি যাহা হইতে গৃহীত, সেই মৃত্তিকাতে কৃষিকর্ম্ম করেন। (আদিপুস্তক ৩:২২-২৩)*

**(৪) পাপ কি?**

*যে কেহ পাপাচরণ করে, সে ব্যবস্থালঙ্ঘনও করে, আর ব্যবস্থালঙ্ঘনই পাপ। (১ম যোহন ৩:৪)*

**(৫) পাপের চূড়ান্ত ফলাফল কি?**

*কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন। (রোমীয় ৬:২৩)*

তবে আদম তার পাপের পরে, এই শব্দগুলির অর্থ খুঁজে পেয়েছিলঃ "যেদিন তোমরা এই গাছের ফল খাবে, সেদিন মরিবেই মরিবে?" শয়তান যখন তাকে বিশ্বাস করতে প্রলোভিত করেছিল, তখন তাকে কি বোঝাতে চেয়েছিল, যে সে আরো উচ্চতর অস্তিত্বের অধিকারী হবে? ঈশ্বরের বাক্য উলঙ্ঘন করে তারা নিশ্চিতভাবে অনেক উত্তম বিষয় পাচ্ছে বলে তারা আশা করেছিল, এবং শয়তান মনুষ্যজাতির কাছে একটি উপকারী সত্বা হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। কিন্তু আদম ইহাকে ঐশ্বরিক শাস্তির অর্থ হিসাবে মনে করেনি। ঈশ্বর ঘোষনা করেছিলেন যে মানুষের পাপের শাস্তি হিসাবে, মানুষ সেই ধূলিতেই গমন করবে যেখান থেকে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিলঃ "…কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে" (১৯ পদ)। শয়তানের বাক্য ছিলঃ "তোমাদের চোখ খুলে যাবে," যা কেবলমাত্র এই ক্ষেত্রে সত্য হয়েছিলঃ আদম এবং হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হবার পরে, তাদের চোখ তাদের পাপের প্রতি উন্মুক্ত হয়েছিল; তারা মন্দতাকে অভিজ্ঞতা করেছিল, এবং তারা ঈশ্বরের বিধি উলঙ্ঘনের তিক্ত ফল আস্বাদন করেছিল।

এদন উদ্যানের মাঝখানে ছিল জীবন বৃক্ষ বেড়ে উঠেছিল, যার ফলেতে অনন্ত জীবনের শক্তি ছিল। যদি আদম ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকতেন, তিনি অবাধে এই বৃক্ষের ফল ভোগ করতে পারতেন এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হতেন। কিন্তু যখন সে পাপ করেছিলেন তখন তাকে জীবন বৃক্ষের অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, এবং সে মৃত্যুর দাসে পরিণত হয়েছিল। ঐশ্বরিক বাণী ছিল, "কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে," যা জীবনের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির দিকে ইঙ্গিত করে।

**(৬) পুনরায় অমরত্ব অর্জ্জন করার জন্য মানুষের একমাত্র আশা কি?**

***এবং এখন আমাদের ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট যীশুর প্রকাশ প্রাপ্তি দ্বারা প্রকাশিত হইল, যিনি মৃত্যুকে শক্তিহীন করিয়াছেন, এবং সুসমাচার দ্বারা জীবন ও অক্ষয়তাকে দীপ্তিতে আনিয়াছেন। (২য় তিমথীয় ১:১০)***

আনুগত্যের শর্তে মানুষকে অমরত্বের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাদের পাপের কারণে সেই প্রতিশ্রুতি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। আদম তার বংশধরদের এমন কিছু হস্তান্তর করতে পারত না, যা তার নিজের কাছেই ছিল না; ঈশ্বর যদি তাঁর পুত্রের বলিদান হতে অনুমতি না দিতেন, তাহলে এই পতিত মনুষ্যজাতির কাছে আর কোন আশা থাকত না যার দ্বারা তারা অমরত্ব অর্জ্জন করতে সক্ষম হত। ...এবং কেবলমাত্র খ্রীষ্টের অমরত্বের মাধ্যমে ইহা লাভ করা সম্ভব ছিল। যীশু বলেছিলেনঃ "যে কেহ পুত্রে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে; কিন্তু যে কেহ পুত্রকে অমান্য করে, সে জীবন দেখিতে পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার উপরে অবস্থিতি করে।" যোহন ৩:৩৬। প্রত্যেক মানুষ এই বহুমূল্য আশীর্বাদের অধিকারী হতে পারে, যদি তারা ঈশ্বরের শর্ত মেনে চলে। "যারা ধৈর্য সহকারে অনবরত

ঈশ্বরের গৌরব ও সমাদর এবং অনন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে,” তারা “অনন্ত জীবন লাভ করবে।

**(৭) একজন পাপীর হৃদয়ের পরিণতি কি হয়?**

***কিন্তু সদসদ্-জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে। (আদিপুস্তক ২:১৭)***

আদমকে অবাধ্যতার কারণে জীবন লাভের প্রতিজ্ঞা যে করেছিল, সে হল সেই মহা-প্রবঞ্চক। এবং এদন উদ্যানে সর্প হবার কাছে ঘোষনা করেছিল – “তুমি কখনই মরিবে না” – ইহা ছিল আত্মার অমরত্বের বিষয়ে প্রচারিত প্রথম বক্তৃতা। যদিও এই ঘোষনাটি, সম্পূর্ণভাবে শয়তানের কর্তৃত্বের উপরে নির্ভর করে, তথাপি ইহা অনেক ক্ষেত্রে খ্রীষ্টিয় মন্ডলীর বেদী থেকে প্রচারিত হয় এবং অধিকাংশ খ্রীষ্টিয়ানেরা ইহা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে যেভাবে আমাদের আদি পিতামাতা ইহা গ্রহণ করেছিল। ঐশ্বরিক উক্তিটি হল, “যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে…” (যিহিষ্কেল ১৮:২০), ইহার অর্থ হল, যে আত্মা পাপ করে, সে মরে না, কিন্তু অনন্তকালের জন্য জীবিত থাকে। আমরা আশ্চর্য হয়ে বিশ্বাসও করতে পারি না যে কেন মানুষের কাছে শয়তানের বাক্যে এতটা বিশ্বাসযোগ্য যে তারা ঈশ্বরের বাক্যকেও বিশ্বাস না করার বিবেচনা করতে পারে।

**(৮) ঈশ্বর কিভাবে পাপ এবং পাপীর মরনশীলতাকে প্রতিরোধ করবেন?**

***এই প্রকারে ব্যবস্থা খ্রীষ্টের কাছে আনিবার জন্য আমাদের পরিচালক দাস হইয়া উঠিল, যেন আমরা বিশ্বাস হেতু ধার্ম্মিক গণিত হই। (গীতসংহিতা ৩:২৪)***

মানুষের পাপে পতনের পরেও যদি তাদের জীবন বৃক্ষের কাছে যাবার অধিকার দেওয়া হত, তাহলে মানুষ অনন্তজীবি

হয়ে যেত, এবং সেকারণে পাপও অনন্তকালীন অস্তিত্ব লাভ করত। কিন্তু করূবগণ এবং একটি জ্বলন্ত খড়্গ "জীবনবৃক্ষের কাছে যাবার পথকে" সুরক্ষিত রেখেছিল এবং আদমের পরিবারের কোন ব্যক্তির অধিকার ছিল না সেই বাধা অতিক্রম করতে পারে এবং সেই জীবনদায়ী ফল গ্রহণ করতে পারে। সেকারনে এমন কোন পাপী নেই যে অনন্তজীবি।

**(৯) অন্তিম বিচারের ফলে পাপীদের শরীর এবং আত্মার কি পরিণতি হবে?**

*আর যাহারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না; কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট করিতে পারেন, বরং তাঁহাকেই ভয় কর। (মথি ১০:২৮)*

**(১০) যারা ঈশ্বরের পরিত্রাণকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের ধ্বংসের বিষয়ে ঈশ্বরের মনোভাব কিরুপ?**

*তুমি তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, দুষ্ট লোকের মরণে আমার সন্তোষ নাই; বরং দুষ্ট লোক যে আপন পথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে, [ইহাতেই আমার সন্তোষ] । তোমরা ফির, আপন আপন কুপথ হইতে ফির; কারণ, হে ইস্রায়েল-কুল, তোমরা কেন মরিবে? (যিহিষ্কেল ৩৩:১১)*

*প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে দীর্ঘসূত্রী নহেন—যেমন কেহ কেহ দীর্ঘসূত্রিতা জ্ঞান করে—কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু; কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তাঁহার নাই; বরং সকলে যেন মনপরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পায়, এই তাঁহার বাসনা। (২য় পিতর ৩:৯)*

কিন্তু মানুষের পতনের পরে, শয়তান তার দূতদের দ্বারা মানুষের প্রাকৃতিক অমরত্বের প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে তোলার

একটি বিশেষ প্রচেষ্টা করেছিল; এবং এই ভ্রান্ত বিষয় গ্রহণ করতে উৎসাহিত করার পরে, তাদেরকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে প্ররোচিত করা হয় যে পাপীরা সর্বদা চিরন্তন ক্লেশের মধ্যে বেঁচে থাকবে। এখন অন্ধকারের অধিপতি, তার প্রতিনিধিদের ব্যবহার করে, উপস্থাপিত করে যে ঈশ্বর হলেন একজন প্রতিশোধে ইচ্ছুক অত্যাচারী ঈশ্বর, এবং ঘোষনা করে যে, যতজন ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট না করে তাদেরকে তিনি নরকে নিক্ষেপ করেন, এবং তারা ঈশ্বরের ক্রোধের ফলাফল অনুভব করে; এবং তারা যখন অবিশ্বাস্য যন্ত্রনা ভোগ করে এবং অনন্ত অগ্নিশিখায় লিপ্ত হয়, তখন তাদের স্রষ্টা তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এইভাবে সেই দিয়াবল, সৃষ্টিকর্তা এবং মানবজাতির উপকারকারীকে তার নিজের চরিত্রের বস্ত্র পরিধান করায়। নিষ্ঠুরতা হল শয়তানের চরিত্র। ঈশ্বর হলেন প্রেম; এবং তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছিলেন সমস্তই ছিল শুচি, পবিত্র এবং প্রেমপূর্ণ, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই বিদ্রোহী ঈশ্বরের সৃষ্টিতে পাপের প্রবেশ ঘটায়। শয়তান নিজেই হল সেই শত্রু যে মানুষকে পাপের প্রতি প্রলোভিত করে, যদি সম্ভব হয় সেই মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে; এবং যখন সে তার শিখার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন সে তার ধ্বংসযজ্ঞে আনন্দিত হয়। যদি তাকে অনুমতি দেওয়া হয়, সে সমস্ত মনুষ্যজাতিকে তার জালে জড়িয়ে ফেলবে।

**(১১) কোন চারটি গুণ ঈশ্বরের চরিত্র এবং রাজত্বকে ব্যাখ্যা করে?**

***আমি তোমার বংশকে চিরতরে সংস্থাপন করিব, পুরুষে পুরুষে তোমার সিংহাসন গাঁথিব।’ সেলা। (গীতসংহিতা ৮৯:৪)***

শয়তান আজকেও মানুষকে পরাজিত করার জন্য চেষ্টা করে চলেছে, যেভাবে সে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আদি পিতামাতার নির্ভরতাকে ভঙ্গ করে ও তার ব্যবস্থা ও ন্যায়ের

উপরে সন্দেহ তৈরি করে তাদের পরাজিত করেছিল। শয়তান ও তাদের দূতরা নিজেদের মন্দতা ও বিদ্রোহকে ন্যায়সঙ্গত হিসাবে প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বরকে নিজেদের থেকেও নিকৃষ্ট রূপে উপস্থাপিত করেছিল।

এই মহা-প্রবঞ্চক তার ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার চরিত্রকে আমাদের স্বর্গীয় পিতার উপরে আনতে চেয়েছিল, যেন সে প্রমাণ করতে পারে যে তাকে স্বর্গে থেকে বিতাড়ন করার ঘটনায় সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিল কারণ সে একজন ন্যায়বিরুদ্ধ শাসকের কাছে নিজেকে সমর্পন করেনি। সে জগতের সামনে তার নিয়ন্ত্রণে থাকার সহজলভ্য স্বাধীনতাকে প্রকাশ করে, যা যিহোবার কঠিন আইনগুলির বিপরীত। এভাবেই সে মানুষের আত্মাকে প্রলুব্ধ করে ঈশ্বরের আনুগত্য থেকে দূরে নিয়ে যায়।

**(১২) দুষ্টদেরকে ন্যায়বিচারক শাস্তি প্রদানের পরে কি অবশিষ্ট থাকবে?**

***আর তোমরা দুষ্ট লোকদিগকে মর্দ্দন করিবে; কেননা আমার কার্য্য করিবার দিনে তাহারা তোমাদের পদতলের অধঃস্থিত ভস্ম হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। (মালাখি ৪:৩)***

আমাদের প্রত্যেকটি প্রেম ও অনুগ্রহের অনুভূতি, এবং এমনকি আমাদের ন্যায়ের মানসিকতা বিস্বাদ হয়ে যায়, ইহাই হল সেই ধারনা যে দুষ্ট মৃতেরাও অনন্তকাল জ্বলন্ত নরকের আগুনে ও গন্ধকে নির্যাতিত হবে; একটি পার্থিব জগতের সংক্ষিপ্ত জীবনের পাপের কারণে তাদেরকে ততদিন ক্লেশভোগ করতে হবে যতদিন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বজায় থাকবে। যদিও এই ধারনাটি ব্যপকভাবে প্রচার করা হয়েছে এবং খ্রীষ্টিয় জগতের প্রধান ধারনাগুলির মধ্যে এই ধারনাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**(১৩) শয়তানের শেষ পরিণতি কি হবে?**

*তোমার অপরাধের বাহুল্যে তুমি নিজ বাণিজ্যবিষয়ক অন্যায় দ্বারা আপনার পবিত্র স্থান সকল অপবিত্র করিয়াছ; এই জন্য আমি তোমার মধ্য হইতে অগ্নি বাহির করিলাম, সে তোমাকে গ্রাস করিল; এবং আমি তোমাকে দর্শনকারী সকলের সাক্ষাতে ভস্ম করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলাম। (যিহিষ্কেল ২৮:১৮)*

ঈশ্বরের জন্য কি লাভ হবে যদি আমরা স্বীকার করি যে তিনি অনন্ত নির্যাতনের সাক্ষী হয়ে আনন্দিত হবেন; তিনি কি নরকের আগুনে সেই দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের শোক ও আঘাত দিয়ে খুশী হবেন? এই ভয়াবহ শব্দগুলি কি অনন্ত প্রেমিক ঈশ্বরের শ্রবনযোগ্য সঙ্গীত হতে পারে? ইহা মিনতি করা হয় যে দুষ্টদের উপরে এই অনন্ত যন্ত্রনাভোগ পাপের মন্দতার প্রতি ঈশ্বরের ঘৃণাকে প্রকাশ করে যা এই মহাবিশ্বের শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য ক্ষতিকর। কি ভয়ঙ্কর ঈশ্বরনিন্দা! যেন ঈশ্বরের পাপকে ঘৃণা করার কারণেই এই নরকের পরিস্থিতি চিরস্থায়ী হয়েছে। কারণ, ধর্মতত্ত্ববিদ্‌দের শিক্ষা অনুযায়ী, করুণা লাভের আশা ছাড়া এই অব্যাহত নির্যাতন এই হতভাগ্য শয়তানের শিকারদের অতিশয় ক্রুদ্ধ করে তোলে, এবং তারা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেদের অভিশাপ এবং ঈশ্বরনিন্দার বহিঃপ্রকাশ করে, তখন তারা চিরকালের জন্য নিজেদের অপরাধের বোঝা বাড়িয়ে তোলে। এইভাবে সমস্ত যুগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পাপের কারণে ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি পায় না।

অনন্ত যাতনাভোগের এই ভ্রান্তমূলক শিক্ষার আবেগে যেভাবে মন্দতা বৃদ্ধি পেয়েছে তার হিসাব করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বাইবেলের ধর্ম হল, প্রেম এবং উত্তমতাপূর্ণ, এবং ইহা অনুগ্রহে উচ্ছ্বাসিত, যা কুসংস্কার দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং সন্ত্রাসের পোশাকে আচ্ছাদিত। যখন আমরা বিবেচনা করি যে কিভাবে শয়তান মিথ্যার রং দ্বারা ঈশ্বরের চরিত্রকে বিকৃত করেছে, তখনও কি আমরা ইহা ভেবে অবাক হব যে আমাদের অনুগ্রহকারী ঈশ্বর ভীত, সন্ত্রস্ত এবং এমনকি আমাদের ঘৃণা করেন? ঈশ্বরের এই

ভয়াবহ রূপকে বিভিন্ন মন্ডলীর পুলপিট থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ, যার কারণে কোটি কোটি মানুষ সন্দেহবাদী ও নাস্তিক হয়ে গেছে।

**(১৪) বাইবেলের এই পদে কি ব্যক্ত করা হয়েছে যা ভ্রান্ত শিক্ষাকে বর্ণিত করে?**

***পরে তাঁহার পশ্চাৎ দ্বিতীয় এক দূত আসিলেন, তিনি কহিলেন, “পড়িল, পড়িল সেই মহতী বাবিল, যে সমস্ত জাতিকে আপনার বেশ্যাক্রিয়ার রোষমদিরা পান করাইয়াছে।” (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৮)***

অনন্ত যাতনাভোগের তত্ত্বটি সেই মিথ্যা মতবাদগুলির মধ্যে একটি যা ব্যবিলনের রোষমদিরাকে তৈরি করেছে, যার দ্বারা সে সমস্ত জাতিকে পান করায়। খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদের উচিত ছিল এই ভ্রান্তশিক্ষার চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করা এবং মন্ডলীর পুলপিট থেকে এই রহস্যের বিষয়ে ঘোষনা করা। … আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যের সাক্ষ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই, এবং ভ্রান্ত ধারনাকে স্বীকার করি কারণ আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের সেই সমস্ত শিক্ষা দিয়েছেন, তাহলে আমরাও ব্যবিলনের উপরে আগত দোষের ভাগিদার হব; আমরাও তাহলে সেই রোষমদিরা পান করছি।

**(১৫) ধার্ম্মিক এবং পাপী, উভয়কে ঈশ্বর কি প্রদান করবেন?**

***দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি; এবং আমার দাতব্য পুরস্কার আমার সহবর্ত্তী, যাহার যেমন কার্য্য, তাহাকে তেমন ফল দিব। (প্রকাশিত বাক্য ২২:১২)***

একটি বৃহৎ শ্রেণী আছে যাদের কাছে অনন্ত নরক-যাতনার ধারনা হল বিদ্রোহ করা যা তাদেরকে বিপরীত ত্রুটির দিকে পরিচালিত করে। তারা দেখে যে শাস্ত্রের বাক্য ঈশ্বরকে একজন প্রেমিক এবং করুণাবিষ্ট সত্ত্বা হিসাবে

উপস্থাপিত করে, এবং তারা বিশ্বাস করতে পারে না যে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট মানুষকে অনন্ত নরকের আগুনে নষ্ট করবেন। কিন্তু তাদের ধারনা হল আত্মা স্বাভাবিকভাবেই অমর, তাই তাদের এই সিদ্ধান্ত ছাড়া বিকল্প আর কোন সিদ্ধান্ত নেই। তারা চিন্তা করে যে অন্তিম সময়ে সম্পূর্ণ মানবজাতিই রক্ষা পাবে। অনেকে মনে করে বাইবেলের সতর্কবার্তাগুলি কেবলমাত্র মানুষকে ভয় দেখিয়ে বাধ্যতার পথে চালনার জন্য প্রদান করা হয়েছে, এবং সেগুলি আক্ষরিক অর্থে সম্পূর্ণ হবে না। সেকারণে একজন পাপী স্বার্থপর ভোগবিলাসিতায় জীবন যাপন করতে পারে, ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করতে পারে, এবং তথাপি শেষ সময়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রত্যাশা করতে পারে। ঈশ্বরের করুণার বিষয়ে অনুমান করে, এই ধরনের মতবাদ, ঈশ্বরের ন্যায়কে অবহেলা করে জাগতিক ইচ্ছাকে পূর্ণ করে এবং দুষ্ট লোকদের আরো পাপ করতে উৎসাহিত করে।

ঈশ্বর তাঁর বাক্যে সিদ্ধান্তমূলক প্রমাণ দিয়েছেন তিনি তাঁর ব্যবস্থার উলঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দেবেন। যারা নিজেদের তোষামোদ করছে যে তিনি পাপীদের উপরে নিজের ন্যায়বিচার আনবেন না, কারণ তিনি দয়ালু, তাদেকে কেবলমাত্র কালভেরী ক্রুশের দিকে তাকাতে হবে। পাপবিহীন ঈশ্বরের পুত্রের মৃত্যু ইহা প্রমাণ করে যে "পাপের বেতন মৃত্যু," এবং প্রত্যেক ব্যবস্থার উলঙ্ঘনকারী যথাযথ ফল ভোগ করবে। পাপবিহীন খ্রীষ্ট মানুষের জন্য পাপী হলেন। তিনি ব্যবস্থা উলঙ্ঘনের দোষকে বহন করছিলেন এবং যা তাঁর পিতার মুখকে তাঁর থেকে লুকিয়ে রেখেছিল, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁর হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং তাঁর জীবন চূর্ন হয়েছিল। তিনি বলিকৃত হয়েছিলেন যেন পাপীরা উদ্ধার পায়। আর অন্য কোন উপায়ে মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হতে পারত না। এবং যে সমস্ত আত্মা এই বলিদানে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তারা অবশ্যই নিজেদের পাপ ও অপরাধের শাস্তি বহন করবে।

**(১৬) পরিত্রাণ নিশ্চিত হবার পূর্বে কোন অপরিহার্য প্রয়োজনগুলি মেটাতে হবে?**

***পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হইয়াছে; আমি আল্‌ফা এবং ওমিগা আদি এবং অন্ত; যে পিপাসিত, আমি তাহাকে জীবনজলের উনুই হইতে বিনামূল্যে জল দিব। যে জয় করে, সে এই সকলের অধিকারী হইবে; এবং আমি তাহার ঈশ্বর হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে। (প্রকাশিত বাক্য ২১:৬-৭)***

এই প্রতিজ্ঞাটি শুধুমাত্র সেই সমস্ত লোকদের জন্য যারা পিপাসিত। অন্য কেউ নয়, কেবলমাত্র যারা জীবন জলের প্রয়োজন অনুভব করে, এবং যেকোন মুল্যে তা লাভ করার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাদেরকে সেই জল সরবরাহ করা হবে। … সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হবার জন্য, আমাদেরকে পাপের প্রতিরোধ করতে হবে এবং পাপের উপরে জয়লাভ করতে হবে।

যিশাইয় ভাববাদীর দ্বারা সদাপ্রভু ঘোষনা করেন, “তোমরা ধার্ম্মিকের বিষয় বল, তাহার মঙ্গল হইবে; কেননা তাহারা আপন আপন ক্রিয়ার ফলভোগ করিবে। ধিক্ দুষ্টকে! অমঙ্গল ঘটিবে; কেননা তাহার হস্তকৃত কার্য্যের পরিশোধ তাহার প্রতি করা যাইবে।” (যিশাইয় ৩:১১) । “পাপী যদ্যপি শত বার দুষ্কর্ম্ম করিয়া দীর্ঘকাল থাকে, তথাপি আমি নিশ্চয় জানি, ঈশ্বর-ভীত লোকদের, যাহারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভীত হয়, তাহাদের মঙ্গল হইবে; কিন্তু দুষ্ট লোকের মঙ্গল হইবে না, ও সে দীর্ঘকাল থাকিবে না; তাহার আয়ু ছায়াস্বরূপ; কারণ সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভীত হয় না।” (উপদেশক ৮:১২,১৩)। এবং পৌল সাক্ষ্য দেন যে একজন পাপী নিজেকে মূল্যবান রূপে প্রকাশ করে, “কিন্তু তোমার কঠিন ভাব এবং অপরিবর্ত্তনশীল চিত্ত অনুসারে তুমি আপনার জন্য এমন ক্রোধ সঞ্চয় করিতেছ, যাহা ক্রোধের ও ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশের দিনে আসিবে; তিনি ত প্রত্যেক

মনুষ্যকে তাহার কার্য্যানুযায়ী ফল দিবেন,” ‘…কদাচারী মনুষ্যমাত্রের প্রাণের উপরে বর্ত্তিবে।” (রোমীয় ২:৫, ৬, ৯)

**(১৭) ঈশ্বর কিভাবে পাপ এবং বিদ্রোহের বিচার করবেন?**

***ফলতঃ সদাপ্রভু তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করতঃ এই ঘোষণা করিলেন, ‘সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান্; সহস্র সহস্র [পুরুষ] পর্য্যন্ত দয়ারক্ষক, অপরাধের, অধর্ম্মের ও পাপের ক্ষমাকারী; তথাপি তিনি অবশ্য [পাপের] দণ্ড দেন; পুত্র পৌত্রদের উপরে, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত, তিনি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল বর্ত্তান।’ (যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬-৭)***

***যাহারা সদাপ্রভুকে প্রেম করে, তিনি তাহাদের সকলকে রক্ষা করেন, কিন্তু তিনি সমুদয় দুষ্টকে সংহার করিবেন। (গীতসংহিতা ১৪৫:২০)***

ঈশ্বর তাঁর নিজের চরিত্রকে এবং পাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার বিষয়ে তাঁর লোকদের কাছে ঘোষনা করেছেন। …ঐশ্বরিক পরিচালনার শক্তি এবং কর্তৃত্ব ব্যবহার করা শয়তানের বিদ্রোহকে বিনষ্ট করার জন্য; তবুও ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের চরিত্রের সঙ্গে তাঁর করুণাময়, সহনশীল ও দানশীল সত্ত্বার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ন।

**(১৮) প্রত্যেক পাপীর জন্য ঈশ্বরের জবাব কি?**

***সদাপ্রভু কহিতেছেন, আইস, আমরা উত্তর প্রত্যুত্তর করি; তোমাদের পাপ সকল সিন্দূরবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে; লাক্ষার ন্যায় রাঙ্গা হইলেও মেষলোমের ন্যায় হইবে। (যিশাইয় ১:১৮)***

ঈশ্বর কারোর ইচ্ছা বা বিচারের উপরে নিজের জোর প্রদান করেন না। তিনি স্বাতন্ত্রহীন আনুগত্যে আগ্রহী নন। তিনি চান যেন তাঁর সৃষ্ট লোকেরা তাঁকে প্রেম করে কারণ তিনি প্রেম পাবার যোগ্য। তিনি তাদেরকে নিজের অনুগত করতে পারতেন কারণ তারা ঈশ্বরের জ্ঞান, ন্যায় এবং দানশীলতার প্রশংসা করেছিলেন। এবং ঈশ্বরের এই গুণগুলির সঠিক ধারনা যার আছে তারা সকলেই তাঁকে ভালোবাসবে কারণ তারা এই ঈশ্বরের এই গুণগুলির প্রতিই আকৃষ্ট হবে।

দয়া, করুণা এবং প্রেমের নীতিগুলির উদাহরণ আমাদের মুক্তিদাতা দেখিয়েছেন এবং আমাদের শিখিয়েছেন এবং এগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছা চরিত্রের অনুরুপ। ঈশ্বর বলেছেন তিনি আমাদের সেই বিষয়গুলিই শিখিয়েছেন যেগুলি তিনি তাঁর পিতার থেকে গ্রহণ করেছেন। ঐশ্বরিক নীতিগুলি আমাদের মুক্তিদাতার আদেশগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ন, “নিজের শত্রুকে প্রেম কর”।

ঈশ্বর দুষ্টদের বিচার করেন, সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্য এবং এমনকি ইহা তাদের জন্যেও মঙ্গলের বিষয় যাদের উপরে এই বিচার নেমে আসে। তিনি যদি নিজের ব্যবস্থা এবং ন্যায়বিচারের চরিত্রের দ্বারা ইহা করেন তাহলে তিনি তাদেরকে খুশী করতে পারবেন। তিনি তাদেরকে নিজের প্রেমের প্রমাণ দ্বারা ঘিরে রেখেছেন, তিনি তাদেরকে নিজের ন্যায়বিচারের জ্ঞান প্রদান করেন, এবং তাঁর অনুগ্রহের উপহার তাদেরকে অনুসরণ করে; কিন্তু তারা তাঁর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে, তাঁর ব্যবস্থাকে বর্জন করে, এবং তাঁর অনুগ্রহকে ত্যাগ করে। তারা অনবরত তাঁর দানগুলি গ্রহণ করে, কিন্তু তারা সেই দানগুলির দাতাকে অনাদর করে। তারা ঈশ্বরকে ঘৃণা করে কারণ তারা জানে যে তিনি পাপকে ঘৃণা করেন। সদাপ্রভু তাদের বিকৃত জীবনকে দীর্ঘ সময় ধরে বহন করেন; কিন্তু পরিশেষে সিদ্ধান্তের সময় উপস্থিত হবে, যখন তাদের গন্তব্যস্থান স্থির করা হবে। তাহলে তিনি কখন

এই বিদ্রোহীদের বদ্ধ করবেন? তিনি কি তাদেরকে নিজের ইচ্ছা পালন করার জন্য বাধ্য করবেন?

**(১৯) দুষ্টদের মধ্যে থেকে কি ধরনের ক্রন্দনের রব শোনা যাবে যখন তারা ঈশ্বরের উপস্থিতিকে অভিজ্ঞতা করবে?**

***আর পর্ব্বত ও শৈল সকলকে কহিতে লাগিল, আমাদের উপরে পতিত হও, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখ হইতে এবং মেষশাবকের ক্রোধ হইতে আমাদিগকে লুকাইয়া রাখ; (প্রকাশিত বাক্য ৬:১৬)***

যারা শয়তানকে নিজেদের নেতা হিসাবে নির্বাচন করেছে এবং যারা শয়তানের শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তারা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত নয়। গর্ব, প্রবঞ্চনা, কুচরিত্র, নিষ্ঠুরতা তাদের চরিত্রে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। তাদের পক্ষে কি স্বর্গে প্রবেশ করা এবং সেই সমস্ত লোকদের সঙ্গে চিরকাল বসবাস করা সম্ভব যাদেরকে তারা পৃথিবীতে তুচ্ছজ্ঞান করত এবং ঘৃণা করত? একজন মিথ্যাবাদী কখনই সত্যকে স্বীকার করে না; নম্রতা কখনই একজন দাম্ভিক ও অহংকারীকে সন্তুষ্ট করতে পারে না; একজন ভ্রষ্ট ব্যক্তি কখনই শুচিতা গ্রহণ করতে পারে না; আগ্রহহীন প্রেম একজন স্বার্থপরকে কখনই আকর্ষন করতে পারে না। যারা সর্বদা জাগতিক এবং স্বার্থপর বিষয়ে মগ্ন থাকে, স্বর্গ তাদেরকে কোন আনন্দের উৎস প্রদান করতে পারে?

যারা সমস্ত সময় ধরে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের পক্ষে কি হঠাৎ করে স্বর্গে স্থানান্তরিত হয়ে, সর্ব্বোচ্চ ঈশ্বরের সম্মুখে আসা সম্ভব, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সমস্ত কিছুর থেকে অধিক পবিত্রতম, - যেখানে প্রত্যেক আত্মা প্রেমে পরিপূর্ণ, প্রত্যেকটি মুখ আনন্দিত, ঈশ্বরের এবং মেষশাবকের সম্মুখে তাদের সম্মানার্থে সুরময় সঙ্গীত

পরিবেশন করা হচ্ছে, এবং তাঁর মুখ থেকে অবিচ্ছিন্ন আলোর স্রোত বয়ে চলেছে যিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট, - যাদের হৃদয় ঈশ্বর এবং তাঁর সত্য ও পবিত্রতার প্রতি ঘৃণার পরিপূর্ণ, তারা কি সেই স্বর্গীয় জনতার সঙ্গে যোগ দিতে পারবে এবং তাদের প্রশংসার গীতে তাদের সঙ্গে যোগদান করতে পারবে? তারা কি ঈশ্বরের এবং মেষশাবকের গৌরব সহ্য করতে পারবে? না, পারবে না; তাদের পরীক্ষার জন্য বহু বছর অপেক্ষা করা হয়েছে, যেন তারা স্বর্গীয় চরিত্র গঠন করতে পারে; কিন্তু তারা কখনও নিজেদের মনকে প্রস্তুত করেনি যেন তারা পবিত্রকে প্রেম করতে পারে; তারা কখনও স্বর্গের ভাষা শেখার প্রচেষ্টা করেনি, এবং এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী জীবন স্বর্গের জন্য উপযুক্ত নয়। ঈশ্বরের পবিত্রতা, শুচিতা এবং শান্তি অনুভব করে তারা নির্যাতিত হয়; ঈশ্বরের গৌরব হল বিধ্বংসী আগুন। তারা সেই পবিত্র স্থান থেকে পলায়ন করতে চাইবে। তারা ধ্বংসকে স্বাগত জানাবে, যেন তারা তাঁর মুখ থেকে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পারে, যিনি তাদের উদ্ধারের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। দুষ্ট লোকদের সিদ্ধান্তেই তাদের গন্তব্য স্থির করা হয়েছে। স্বর্গ থেকে তারা নিজেদের ইচ্ছাতেই বিতাড়িত হয়েছে, এবং কারণ ঈশ্বর নিজের পক্ষে ন্যায়বিচারক এবং করুণাময়।

**(২০) ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কোন ঘোষনা মানব জাতির ভাগ্যকে অনন্তকালের জন্য সুরক্ষিত করবে?**

***যে অধর্ম্মাচারী, সে ইহার পরেও অধর্ম্মাচরণ করুক; এবং যে কলুষিত, সে ইহার পরেও কলুষিত হউক; এবং যে ধার্ম্মিক, সে ইহার পরেও ধর্ম্মাচরণ করুক; এবং যে পবিত্র, সে ইহার পরেও পবিত্রীকৃত হউক। (প্রকাশিত বাক্য ২২:১১)***

মহাপ্লাবনের জলরাশির মত সেই মহান দিনের আগুন ঈশ্বরের বিচারকে ঘোষনা করে যে দুষ্টলোকেরা অসংশোধনীয়। ঈশ্বরের কর্তৃত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার করার কোন প্রবণতা তাদের নেই। তাদের ইচ্ছাশক্তিতে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ব্যবহার করা হয়েছে; এবং যখন তাদের জীবন শেষ হয়, অনেক দেরী হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের বর্তমান চিন্তার বিপরীত দিকে এগোতে পারে না, পাপের জীবন থেকে বাধ্যতার জীবনে, ঘৃণা থেকে প্রেমের পথে ফিরতে অনেক দেরী হয়ে যায়।

**(২১) হেবলের মৃত্যুর পরে ঈশ্বর কয়িনকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন, তার ফলাফল কি ছিল?**

***আর সদাপ্রভু দেখিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যের দুষ্টতা বড় এবং তাহার অন্তঃকরণের চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ। (আদিপুস্তক ৬:৫)***

নরঘাতক কয়িনকে নিষ্কৃতি দিয়ে, ঈশ্বর এই জগতের কাছে একটি উদাহরণ রেখেছিলেন যে একজন পাপীকে পাপ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবার ফলে কি ক্ষতি হতে পারে। কয়িনের শিক্ষা এবং উদাহরণের কারণে, তার বংশের বহু সন্তানেরা পাপের প্রতি পরিচালিত হয়, যতক্ষন না পর্যন্ত "পৃথিবীতে মানুষের দুষ্টতা ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পায়" এবং "তাদের অন্তঃকরণের সমস্ত চিন্তা সকল নিরন্তর কেবল মন্দতায় পরিপূর্ণ হয়"। "তৎকালে পৃথিবী ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভ্রষ্ট, পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ ছিল।" আদিপুস্তক ৬:৫, ১১।

জগতের প্রতি করুণায়, ঈশ্বরের নোহের সময়ে দুষ্ট বাসিন্দাদের পৃথিবী থেকে মুছে ফেলেন। তাঁর করুণায় তিনি সদোমের ভ্রষ্ট লোকদের কারণে সদোমকে ধ্বংস করেন। শয়তানের প্রতারণকারী শক্তির মাধ্যমে পাপের কর্মচারীরা সহানুভুতি এবং প্রশংসা অর্জন করে, এবং এইভাবে তারা অনবরত অন্যদেরকে বিদ্রোহের পথে পরিচালিত করে। এই অবস্থাই ছিল কয়িন এবং নোহের সময়ে, এবং অব্রাহাম ও

লোটের সময়েও; এবং এই একই অবস্থা আমাদের সময়েও। মহাবিশ্বের প্রতি অনুগ্রহের কারণেই ঈশ্বর অন্তিমে তাদেরকে ধ্বংস করবেন যারা তাঁর অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

**(২২) কিভাবে খ্রীষ্টের বলিদানের ফলে সেই সমস্ত পাপীরা উদ্ধার লাভ করে যারা প্রায়শ্চিত্ত করতে ইচ্ছুক?**

*কারণ সেই একের অপরাধে যখন সেই একের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করিল, তখন সেই আর এক ব্যক্তি দ্বারা, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, যাহারা অনুগ্রহের ও ধার্ম্মিকতাদানের উপচয় পায়, তাহারা কত অধিক নিশ্চয় জীবনে রাজত্ব করিবে।*

*অতএব যেমন এক অপরাধ দ্বারা সকল মনুষ্যের কাছে দণ্ডাজ্ঞা পর্য্যন্ত ফল উপস্থিত হইল, তেমনি ধার্ম্মিকতার একটী কার্য্য দ্বারা সকল মনুষ্যের কাছে জীবনদায়ক ধার্ম্মিক-গণনা পর্য্যন্ত ফল উপস্থিত হইল। কারণ যেমন সেই এক মনুষ্যের অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে পাপী বলিয়া ধরা হইল, তেমনি সেই আর এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে ধার্ম্মিক বলিয়া ধরা হইবে।*

*আর ব্যবস্থা তৎপরে পার্শ্বে উপস্থিত হইল, যেন অপরাধের বাহুল্য হয়; কিন্তু যেখানে পাপের বাহুল্য হইল, সেখানে অনুগ্রহ আরও উপচিয়া পড়িল;*
*(রোমীয় ৫:১৭-২০)*

আদমের পাপের কারণে সমস্ত মনুষ্যজাতির মৃত্যু অবধারিত হয়। প্রত্যেক মানুষই কবরে প্রবেশ করবে। এবং পরিত্রানের পরিকল্পনার সমাধানের কারণে, প্রত্যেককেই কব্র থেকে তুলে আনা হবে।

**(২৩) দুষ্টদের প্রাপ্ত শাস্তি কোন বিষয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে?**

*কেননা মনুষ্যপুত্র আপন দূতগণের সহিত আপন পিতার প্রতাপে আসিবেন, আর তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল দিবেন। (মথি ১৬:২৭)*

"ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক উভয় প্রকার লোকের পুনরুত্থান হইবে।" প্রেরিত ২৪:১৫। ··· কিন্তু এই দুটি শ্রেনীর মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। "ইহাতে আশ্চর্য্য মনে করিও না; কেননা এমন সময় আসিতেছে, যখন কবরস্থ সকলে তাঁহার রব শুনিবে, এবং যাহারা সৎকার্য্য করিয়াছে, তাহারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য, ও যাহারা অসৎকার্য্য করিয়াছে, তাহারা বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বাহির হইয়া আসিবে।" (যোহন ৫:২৮, ২৯)। যারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য "যোগ্য হিসাবে বিবেচিত" তারা "ধন্য এবং পবিত্র"। "তাঁহাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নেই" প্রকাশিত বাক্য ২০:৬। কিন্তু যারা অনুতাপ এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে ক্ষমা লাভ করেননি, তাদেরকে অবশ্যই পাপের শাস্তি পেতে হবে – "পাপের বেতন"। তারা তাদের "কর্ম অনুযায়ী" বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তীব্রতায় শাস্তি ভোগ করবে, যা দ্বিতীয় মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হবে। যেহেতু ন্যায় এবং অনুগ্রহের চরিত্রের কারণে অনবরত পাপ থেকে পাপীদের উদ্ধার করা ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব নয়, তিনি তার অস্তিত্ব থেকে তাকে বঞ্চিত করেছিলেন যেন তার সেই সমস্ত পাপগুলি ক্ষমা হয় যার কারণে সে নিজেকে অযোগ্য হিসাবে প্রমাণ করেছে।

**(২৪) পাপী আত্মার অন্তিম পরিণতি কি হবে?**

*কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন। (রোমীয় ৬:২৩)*

*কেননা আমার পবিত্র পর্ব্বতে তোমরা যেরূপ পান করিয়াছ, তদ্রূপ সমুদয় জাতি নিত্য পান করিবে, পান করিতে করিতে গিলিবে, পরে অজাতের ন্যায় হইবে। (ওবদিও ১:১৬)*

সেকারণে পাপ এবং পাপের দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত দুর্দশা এবং ধ্বংসগুলির সমাপ্তি করা হবে। গীতসংহিতার রচয়িতা বলেনঃ তুমি জাতিগণকে ভর্ৎসনা করিয়াছ, দুষ্টকে সংহার করিয়াছ, তুমি অনন্তকালের জন্য তাহাদের নাম লোপ করিয়াছ। শত্রুরা শেষ হইয়াছে, চিরতরে উৎসন্ন হইয়াছে; তুমি নগর সকল ধ্বংস করিয়াছ; তাহাদের নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। গীতসংহিতা ৯:৫-৬। প্রকাশিত বাক্যে, যোহনঅনন্ত , নির্বিঘ্নে একটি সার্বজনীন প্রশংসার সঙ্গীত ,কালের প্রত্যাশায় শুনলেন যেখানে বিবাদের একটি সুর থাকা সত্ত্বেও অবিতরিত। স্বর্গ এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রাণীকে ঈশ্বরের গৌরব করতে শোনা গিয়েছিল। প্রকাশিত বাক্য ৫:১৩। সেকারণে ঈশ্বরের নিন্দাকারী কোন হারিয়ে যাওয়া আত্মা উপস্থিত থাকবে না কারণ তাদের প্রত্যেককে অনন্ত যন্ত্রনায় নিক্ষেপ করা হবে; নরকে নিক্ষিপ্ত কোন দুরাত্মা চিৎকার করে পরিত্রানের গান গাইতে পারবে না।

**(২৫) যারা মারা যাবে তাদের অবস্থা কিরুপ হবে?**

***কারণ জীবিত লোকেরা জানে যে, তাহারা মরিবে; কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে না, এবং তাহাদের আর কোন ফলও হয় না, কারণ লোকে তাহাদের বিষয় ভুলিয়া গিয়াছে। (উপদেশক ৯:৫)***

প্রাকৃতিক অমরত্বের মৌলিক ত্রুটির উপরে মৃত্যুতে চেতনার মতবাদ স্থির থাকে – একটি মতবাদ, যেমন অনন্ত যন্ত্রনা - শাস্ত্রের শিক্ষার, সাধারন বুদ্ধির নির্দেশ, এবং আমাদের মানবিক অনুভূতির বিরোধীতা করে। জনপ্রিয় বিশ্বাস অনুযায়ী, যারা উদ্ধার লাভ করে স্বর্গে যান তারা

পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া সমস্ত বিষয় এবং সেই সমস্ত বন্ধুদের জীবন সম্পর্কেও পরিচিত থাকেন যাদেরকে তারা পৃথিবীতে ফেলে এসেছে্ন। কিন্তু জীবিতদের জীবনের সমস্যাগুলি জানার পরে, তাদের প্রিয়জনদের পাপগুলি প্রত্যক্ষ করার পরে, তাদের প্রিয়জনেরা কিভাবে দুঃখ, যন্ত্রনা এবং হতাশা সহ্য করছে জানার পরে, সেই মৃতব্যক্তিরা কিভাবে আনন্দের উৎস খুঁজে পেতে পারে? তারা কতটা স্বর্গের আনন্দকে উপভোগ করতে পারবেন যারা পৃথিবীতে নিজের বন্ধুদের উপরে নির্ভর করে সময় কাটাতেন?

এবং ইহা কতটা ঘোর বিদ্রোহীদের বিশ্বাস যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই পাপী মানুষের আত্মাকে নরকের আগুনে নিক্ষেপ করা হয়! তারা কতটা বেদনার মধ্যে ডুবে যাবে যখন তারা দেখবে যে তাদের বন্ধুরা অপ্রস্তুতভাবে কবরে প্রবেশ করছে, তারা দুঃখ ও পাপের অনন্ত উৎসের মধ্যে প্রবেশ করছে! এই যন্ত্রনাদায়ক চিন্তার কারণে অনেকেই উন্মাদনার পথে চালিত হয়েছে।
এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্য কি শিক্ষা দেয়? দায়ুদ বলেন যে মানুষ মৃত্যুতে সচেতন নয়। "তাহার শ্বাস নির্গত হয়, সে নিজ মৃত্তিকায় প্রতিগমন করে; সেই দিনেই তাহার সঙ্কল্প সকল নষ্ট হয়"। গীতসংহিতা ১৪৬:৪।

**(২৬) একজন জীবিত ব্যক্তি কি করতে পারে যা একজন মৃতব্যক্তি করতে পারে না?**

***পাতাল ত তোমার স্তবগান করে না; মৃত্যু তোমার প্রশংসা করে না; গর্ত্তগামীরা তোমার সত্যের অপেক্ষা করে না। জীবিত, জীবিত লোকই তোমার স্তবগান করিবে, আমি যেমন অদ্য করিতেছি; (যিশাইয় ৩৮:১৮-১৯)***

তাঁর প্রার্থনার উত্তরে, যখন হিষ্কিয়ের জীবন আরো ১৫ বছর দীর্ঘায়িত হয়েছিল, তখন সেই কৃতজ্ঞ রাজা ঈশ্বরের মহান করুণার কারণে তাঁকে প্রশংসা জ্ঞাপন করেছিল। এই

সঙ্গীতের মধ্যে তিনি নিজের আনন্দের কারণটি ব্যাখ্যা করেছেনঃ পাতাল ত তোমার স্তবগান করে না; মৃত্যু তোমার প্রশংসা করে না; গর্ত্তগামীরা তোমার সত্যের অপেক্ষা করে না। জীবিত, জীবিত লোকই তোমার স্তবগান করিবে, আমি যেমন অদ্য করিতেছি; (যিশাইয় ৩৮:১৮-১৯)।

জনপ্রিয় ধর্মতত্ত্ব উপস্থাপন করে যে ধার্মিকের মৃত্যুর পরে, সে অনন্ত জিহ্বা নিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসায় স্বর্গসুখে প্রবেশ করে; কিন্তু হিষ্কিয় এই ধরনের কোন গৌরবময় সম্ভাবনা দেখতে পেলেন না। তার বাক্যের সাথে গীতসংহিতার রচয়িতার সাক্ষ্য মিলে যায়ঃ “কেননা মৃত্যুতে তোমাকে স্মরণ করা যায় না, পাতালে কে তোমার স্তব করিবে?” “মৃতেরা সদাপ্রভুর প্রশংসা করে না, যাহারা নিস্তব্ধ স্থানে নামে, তাহারা কেহ করে না। গীতসংহিতা ৬:৫; ১১৫:১৭।

**(২৭) আজকে রাজা দায়ুদ কোথায় আছেন?**

***ভ্রাতৃগণ, সেই পিতৃকুলপতি দায়ূদের বিষয়ে আমি তোমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং কবরপ্রাপ্তও হইয়াছেন, আর তাঁহার কবর আজ পর্য্যন্ত আমাদের নিকটে রহিয়াছে। (প্রেরিত ২:২৯)***

দায়ুদ পুনরুত্থানের আগে পর্যন্ত কবরে আছেন যা প্রমাণ করে যে ধার্ম্মিকরা মৃত্যুর পরেই স্বর্গে যান না। কেবলমাত্র পুনরুত্থানের মাধ্যমে, এবং খ্রীষ্টের উত্থাপিত হবার কারণে, দায়ুদ পরিশেষে ঈশ্বরের দক্ষিণে অধিষ্ঠান করতে সক্ষম হবেন।

**(২৮) পুনরুত্থানের দিনে মৃতেরা কোথা থেকে আসবে?**

***ইহাতে আশ্চর্য্য মনে করিও না; কেননা এমন সময় আসিতেছে, যখন কবরস্থ সকলে তাঁহার রব শুনিবে, এবং যাহারা সৎকার্য্য করিয়াছে, তাহারা***

*জীবনের পুনরুত্থানের জন্য, ও যাহারা অসৎকার্য্য করিয়াছে, তাহারা বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বাহির হইয়া আসিবে। (যোহন ৫:২৮-২৯)*

**(২৯) খ্রীষ্ট তাঁর আগমনের সময়ে কি প্রদান করবেন যার অর্থ তাদের পক্ষে ইহা যুক্তিপূর্ন নয় যারা খ্রীষ্টের আগমনের পূর্বেই স্বর্গ অথবা নরকে যাবার জন্য মৃত্যু বরন করেছে?**

*“দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি; এবং আমার দাতব্য পুরস্কার আমার সহবর্ত্তী, যাহার যেমন কার্য্য, তাহাকে তেমন ফল দিব। (প্রকাশিত বাক্য ২২:১২)*

এবং পৌল বলেছেনঃ “কেননা মৃতগণের উত্থাপন যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও উত্থাপিত হন নাই। আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস অলীক, এখনও তোমরা আপন আপন পাপে রহিয়াছ। সুতরাং যাহারা খ্রীষ্টে নিদ্রাগত হইয়াছে, তাহারাও বিনষ্ট হইয়াছে।” (১ম করিন্থীয় ১৫:১৬-১৮)। যদি বিগত ৪০০০ বছর ধরে ধার্মিকেরা মৃত্যুর পরে সরাসরি স্বর্গে গমন করেছেন, তাহলে পৌল কিভাবে বললেন যে যদি মৃতগণের উত্থাপন না হয়, “যাহারা খ্রীষ্টে নিদ্রাগত হইয়াছে, তাহারাও বিনষ্ট হইয়াছে”? তাহলে কোন পুনরুত্থানের কোন প্রয়োজন নেই।

**(৩০) খ্রীষ্টের স্বর্গারোহনের সময়ে, তিনি লোকদের কাছে কি ধরনের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যারা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে?**

*আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত, তোমাদিগকে বলিতাম; কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্ব্বার আসিব, এবং আমার নিকটে*

*তোমাদিগকে লইয়া যাইব; যেন, আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেই খানে থাক। (যোহন ১৪:২-৩)*

কিন্তু যখন তিনি তাঁর শিষ্যদের ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, যীশু তাদেরকে বলেননি যে তারা শীঘ্রই যীশুর কাছে আসবে। ··· এবং পৌল আমাদের বলেন, “কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে। পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সকসঙ্গে তাহাদের সহিত মেষযোগে নীত হইব; আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব। অতএব তোমরা এই সকল কথা বলিয়া এক জন অন্য জনকে সান্ত্বনা দেও।” ১ম থিষলনীকীয় ৪:১৬-১৮। পৌল তার ভ্রাতাদের কাছে প্রভুর দ্বিতীয় আগমনের ইঙ্গিত প্রকাশ করেছিলেন, যখন কবরের বন্দীত্বকে ভেঙ্গে দেওয়া হবে, এবং “খ্রীষ্টেতে মৃত” সকলে অনন্ত জীবনের জন্য উত্থাপিত হবে।

**(৩১) ধার্ম্মিক এবং দুষ্টরা তাদের পুরষ্কার প্রাপ্তির আগে কোন মহান এবং বিশেষ ঘটনা সম্পন্ন হবে?**

***তিনি উচ্চ রবে এই কথা কহিলেন, ঈশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহাকে গৌরব প্রদান কর, কেননা তাঁহার বিচার-সময় উপস্থিত; যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র ও জলের উনুই সকল উৎপন্ন করিয়াছেন, তাঁহার ভজনা কর। (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৭)***

ধন্যদের বাসস্থানে প্রবেশ করার পূর্বে, তাদের সম্পর্কে নিশ্চয় তদন্ত করা উচিত, তাদের চরিত্র এবং কর্মগুলিকে ঈশ্বরের সম্মুখে পর্যালোচনা করা উচিত। পুস্তকে তাদের বিষয়ে লেখা বৃত্তান্তগুলি সম্পর্কে তাদের বিচার করা উচিত এবং তাদের কর্ম অনুযায়ী পুরষ্কার প্রদান করা উচিত। মৃত্যুর

পরেই এই বিচারের প্রনালী চলে না। পৌলের বাক্য লক্ষ্য করুনঃ "কেননা তিনি একটী দিন স্থির করিয়াছেন, যে দিনে আপনার নিরূপিত ব্যক্তি দ্বারা ন্যায়ে জগৎ-সংসারের বিচার করিবেন; এই বিষয়ে সকলের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়াছেন, ফলতঃ মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠাইয়াছেন।"। প্রেরিত ১৭:৩১। এখানে প্রেরিত পৌল সহজাত ভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলেছেন, ভবিষ্যতের বিষয়ে, যেদিন এই জগতের বিচার দিন হিসাবে নির্ধারিত হবে।

যিহুদা সেই একই সময়ের বিষয়ে উল্লেখ করেছেনঃ "আর যে স্বর্গদূতেরা আপনাদের আধিপত্য রক্ষা না করিয়া নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি মহাদিনের বিচারার্থে ঘোর অন্ধকারের অধীনে অনন্তকালীয় শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়াছেন।" এবং এর পরে তিনি হনোকের বাক্য উদ্ধৃত করে বলেছেনঃ "···দেখ, প্রভু আপন অযুত অযুত পবিত্র লোকের সহিত আসিলেন, যেন সকলের বিচার করেন;··· "। যিহুদা ৬, ১৪, ১৫।

কিন্তু যদি মৃতেরা ইতিমধ্যেই স্বর্গসুখ অনুভব করছে বা নরকের আগুনে যন্ত্রনাভোগ করছে, তাহলে ভবিষ্যতে বিচারদিনের প্রয়োজনীয়তা কি? এই গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষাগুলি অস্পষ্ট বা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ নয়; একজন সাধারন মানুষের মনের পক্ষে ইহা উপলব্ধি করা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু বর্তমান তত্ত্বটিকে কোন বুদ্ধিপূর্ন অথবা ন্যায়বিচারকারী মন উপলব্ধি করতে পারে? বিচারের সময়ে ধার্ম্মিকদের বিষয়ে পর্যালোচনা হবার পরে, তারা কি এই প্রশংসা লাভ করবে, "বেশ, উত্তম ও বিশ্বস্ত দাসঃ··· তুমি আপন প্রভুর আনন্দের সহভাগী হও," যখন তারা সম্ভবত দীর্ঘকাল ধরেই ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বাস করছে? বিচারের সময়ে সৃষ্টির বিচারক কি মন্দলোকদের সেই অনন্ত নরক থেকে ডেকে আনার আদেশ দেবেনঃ "ওহে শাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকট হইতে দূর হও, দিয়াবলের ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে যাও।" মথি ২৫:২১, ৪১। কত নিন্দনীয় বিদ্রূপ! ইহা

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এবং ন্যায়ের উপরে লজ্জাজনক ভাবে সন্দেহ প্রকাশ করা!

**(৩২) পুনরুত্থানের সময় পর্যন্ত মৃতেরা কোন অবস্থায় থাকবে?**

***আর মৃত্তিকার ধূলিতে নিদ্রিত লোকদের মধ্যে অনেকে জাগরিত হইবে—কেহ কেহ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে, এবং কেহ কেহ লজ্জার ও অনন্ত ঘৃণার উদ্দেশে। (দানিয়েল ১২:২)***

পবিত্র শাস্ত্রের কোন অংশে খুঁজে পাওয়া যায় না মৃত্যুর পরেই ধার্মিকেরা তাদের পুরষ্কার পাবে অথবা দুষ্টেরা তাদের শাস্তি পাবে। ধার্ম্মিক পূর্বপুরুষেরা অথবা ভাববাদীরা এই ধরনের কোন আশ্বাস দিয়ে যাননি। খ্রীষ্ট অথবা তাঁর প্রেরিতেরা এই বিষয়ে কোন আভাস দেননি। বাইবেল স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয় যে মৃতেরা তৎক্ষণাৎ স্বর্গে পৌঁছাবে। তারা পুনরুত্থান পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকবে বলে বিবেচনা করা হয়। ১ম থিষলনীকীয় ৪:১৪; ইয়োব ১৪:১০-১২। সেই দিনে যখন রৌপের তার খুলে দেওয়া হবে এবং সুবর্ণের পানপাত্র ভাঙ্গিবে (উপদেশক ১২:৬), মানুষের চিন্তা বিনষ্ট হবে। তারা যারা কবরে প্রবেশ করবে তারা নীরব থাকবে। তারা কখনই জানবে না যে সূর্যের নীচে কি ঘটে চলেছে। ইয়োব ১৪:২১। ক্লান্ত ধার্মিকেরা আশীর্বাদের বিশ্রাম লাভ করবে! সময়, ইহা দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হোক, তাদের কাছে ইহা কেবলমাত্র একটি মুহুর্ত্ত। তাহারা ঘুমন্ত; তাহারা ঈশ্বরের তূরীধ্বনি দ্বারা একটি অনন্ত গৌরবে জাগ্রত হবে। "…কেননা তূরী বাজিবে, তাহাতে মৃতেরা অক্ষয় হইয়া উত্থাপিত হইবে… কারণ এই ক্ষয়ণীয়কে অক্ষয়তা পরিধান করিতে হইবে, এবং এই মর্ত্ত্যকে অমরতা পরিধান করিতে হইবে। আর এই ক্ষয়ণীয় যখন অক্ষয়তা পরিহিত হইবে, এবং এই মর্ত্ত্য যখন অমরতা পরিহিত হইবে, তখন এই যে কথা লিখিত আছে, তাহা

সফল হইবে, মৃত্যু জয়ে কবলিত হইল” ১ম করিন্থীয় ১৫:৫২-৫৫।

**(৩৩) পুনরুত্থিত ধার্মিকদের বিজয়ধ্বনি কি হবে?**

***মৃত্যু তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু তোমার হূল কোথায়? (১ম করিন্থীয় ১৫:৫৫)***

যখন তাদের গভীর নিদ্রা থেকে আহ্বান করা হয়, তারা চিন্তা করতে শুরু করে যে তাদের জীবন কোথায় স্তব্ধ হয়েছিল। তাদের শেষ সংবেদন ছিল মৃত্যুর যন্ত্রনা; অন্তিম চিন্তা ছিল যে তারা কবরের শক্তির নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছিল। যখন তারা কবর থেকে জাগ্রত হয়, তাদের প্রথম আনন্দের চিন্তা বিজয় উল্লাসে প্রতিধ্বনিত হবেঃ “মৃত্যু তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু তোমার হূল কোথায়?”।

***আমি উপলব্ধি করেছি যে মনুষ্যজাতির প্রতি প্রথম প্রবঞ্চনা ছিল, “তুমি মরিবেই মরিবে”। ইহা স্পষ্ট যে বাইবেল শিক্ষা দেয় যে অননুতপ্ত পাপের চূড়ান্ত ফলাফল শরীর এবং আত্মা উভয়ের অন্তিম মৃত্যু ঘটায়।***

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত*

***আমি ঈশ্বরের বাক্য থেকে আবিষ্কার করেছি যে অনন্ত জীবন লাভের জন্য আমাদের একমাত্র আশা হল খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তকারী বলিদানকে স্বীকার করা।***

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত*

***আমি প্রমাণ দেখেছি যে মহাবিতর্ক এবং শয়তানের প্রচেষ্টা হল এই জগতকে ইহা মানতে বাধ্য করা যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা কঠোর এবং অন্যায়পূর্ন। কিন্তু, শাস্ত্রের***

বাক্য প্রমাণ দেয় যে ঈশ্বরের বিচারগুলি ধার্মিক, ন্যায়সঙ্গত এবং দয়াপূর্ন।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি ঈশ্বরের করুণা দেখতে পাই যে তাদের ন্যায়সঙ্গত পুরষ্কার লাভের পরে, দুষ্টদের নরকের আগুনে ক্লেশ ভোগ করতে হবে। তাদের দেহ এবং আত্মা উভয়ই অনন্তকালের জন্য ক্লেশভোগ করবে।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি ঈশ্বরের বাক্যে দেখেছি যে মৃতেরা এখন স্বর্গে ঈশ্বরের প্রশংসা করছে না। তাদের এখন কোন আবেগ ও চিন্তা নেই এবং তারা এখন কোন বিষয়েই অবগত নয়, তারা নিজেদের কবরে ঘুমন্ত ও পুনরুত্থানের জন্য অপেক্ষা করছে।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

ইহা জেনে আমি শান্তি লাভ করি যে তারা পৃথিবীতে তাদের প্রিয়জনদের ক্লেশভোগ এবং তাদের প্রতি জগতের অবিচারকে দেখতে পাচ্ছে না। নিজেদের কবরে ঘুমন্ত ও খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনে নিজেদের পুনরুত্থানের জন্য অপেক্ষা করছে।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

ইহা আমার প্রার্থনা যে আমি যেন সেই বিশ্বস্ত শিষ্যদের মধ্যে থাকতে পারি যারা চিৎকার করবে, "মৃত্যু তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু তোমার হূল কোথায়?"

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

## পাঠ ৬

## মৃতেরা কি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে?

শাস্ত্রে যেভাবে পবিত্র স্বর্গদূতদের বিষয়ে বলা হয়েছে, সেই সত্যটি প্রত্যেক খ্রীষ্টের অনুসরণকারীর কাছে সান্ত্বনার এবং মূল্যবান বাক্য। কিন্তু এই বিষয়ের উপরে বাইবেলের শিক্ষাগুলি জনপ্রিয় ধর্মতত্ত্বগুলির ত্রুটির কারণে অস্পষ্ট ও বিকৃত হয়েছে। স্বাভাবিক অনন্ত জীবনের মতবাদ, প্রথমে পরজাতীয়দের চিন্তাধারা থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল, এবং খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সাথে ইহা মিশ্রিত হয়ে পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষাকে ত্যাগ করে ইহা সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সত্যকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, কারণ শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে "মৃতেরা কিছুই জানে না"। অনেকেই এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছে যে মৃতদের আত্মারা যারা "সকলে কি সেবাকারী আত্মা নহেন? যাহারা পরিত্রাণের অধিকারী হইবে, উহাঁরা কি তাহাদের পরিচর্য্যার জন্য প্রেরিত নহেন?"। এবং ইহা স্বর্গীয় দূতদের অস্তিত্বের

বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্যের সাক্ষ্য, এবং মনুষ্যজাতির মৃত্যুর আগে মানুষের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

**(১) কবরে প্রবেশ করার পরে মৃতেরা কি করবে না?**

***মেঘ যেমন ক্ষয় পাইয়া অন্তর্হিত হয়, তেমনি যে পাতালে নামে, সে আর উঠিবে না। (ইয়োব ৭:৯)***

মৃত্যুর বিষয়ে মানুষের আবেগের মতবাদটি, বিশেষত তারা বিশ্বাস করে যে মৃত ব্যক্তিদের আত্মারা জীবিতদের পরিচর্য্যা করার জন্য ফিরে আসে, যা আধুনিক আধ্যাত্মিকতার পথকে প্রস্তুত করেছে। যদি মৃতেরা ঈশ্বরের এবং পবিত্র দূতদের উপস্থিতিতে থাকে, এবং তারা সেখানে পূর্বের জ্ঞানের থেকে অধিক জ্ঞান অর্জন করে, তাহলে তারা কেন ফিরে আসবে না জীবিতদের আলোকিত করার জন্য এবং নির্দেশ প্রদানের জন্য? যদি, জনপ্রিয় ধর্মতত্ত্ববিদদের দ্বারা শেখানো হয় যে মৃতব্যক্তিদের আত্মাগুলি পৃথিবীতে তাদের বন্ধুদের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাহলে তাদেরকে কেন নিজের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না, যেন তাদের মন্দবিষয়ের বিরুদ্ধে সতর্ক করতে পারে, অথবা তাদের দুখে সান্ত্বনা দিতে পারে? যারা মৃত্যুর পরে মানুষের সক্রিয়তায় বিশ্বাসী তারা কিভাবে গৌরবান্বিত আত্মার দ্বারা প্রাপ্ত ঐশ্বরিক জ্যোতির বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে? এখানে একটি প্রণালী পবিত্র হিসাবে বিবেচিত হয় যার মাধ্যমে শয়তান তার পরিপূর্ন করার জন্য কাজ করে।

পতিত দূতেরা যারা এই আদেশগুলি বয়ে নিয়ে আসে তারা আত্মিক জগতের বার্তাবাহক হিসাবে উপস্থিত হয়। একজন জীবিতকে মৃত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের আওতায় আনার কথা বলার সময়, মন্দতার রাজপুত্র তাদের মনের উপরে নিজের মায়াময় প্রভাবকে ব্যবহার করে।

**(২) মন্দশক্তির কাছে কি ধরনের সামর্থ্য থাকে এবং সেই সামর্থ্য তারা এই জগতকে প্রবঞ্চনা করার চেষ্টায় ব্যবহার করে?**

***তাহারা ভূতদের আত্মা, নানা চিহ্ন-কার্য্য করে; তাহারা জগৎ সমুদয়ের রাজাদের নিকটে গিয়া, সর্ব্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের সেই মহাদিনের যুদ্ধার্থে তাহাদিগকে একত্র করে। (প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৪)***

মানুষের সামনে তার মৃত বন্ধুদের চেহারায় মন্দ শক্তিকে প্রেরণ করার শক্তি তার কাছে আছে। তার প্রতারণা নিখুঁত; মানুষের পরিচিত মৃত ব্যক্তির চেহারা, স্বর, শব্দ সমস্ত কিছুই সে সহজেই পুনরুৎপাদন করতে পারে। অনেকেই এই আশ্বাসে সান্ত্বনা পায় যে তার প্রিয়জন স্বর্গসুখে জীবন কাটাচ্ছে, এবং কোনরকম ঝুঁকির আশঙ্কা না করে, তারা “প্ররোচনাকারী আত্মা ও মন্দশক্তির বিচারধারাগুলি” শ্রবণ করে। যখন তাদেরকে ইহা বিশ্বাস করতে পরিচালনা করা হয় যে মৃতেরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ সংযোগ করতে আসে, শয়তান সেই সমস্ত মৃতব্যক্তির চেহারার ছদ্মবেশে আসে যারা অপ্রস্তুত হয়ে কবরে প্রবেশ করেছে। তারা দাবি করে যে তারা স্বর্গে খুব আনন্দে আছে, এমনকি তারা সেখানে প্রশংসিত স্থান লাভ করেছে, এবং এইভাবেই ভ্রান্তির শিক্ষা প্রদান করা হয় যে স্বর্গে ধার্ম্মিক এবং পাপীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

মন্দ আত্মার জগত থেকে আসা সেই প্রবঞ্চক আত্মা কোন কোন সময়ে কিছু সতর্কবাণী দিয়ে থাকে যা সত্য হিসাবে প্রমাণিত হয়। এইভাবে যখন জীবিত লোকেদের আস্থা সে অর্জন করে, তখন এমন ধারনার মতবাদ প্রকাশ করে যা সরাসরিভাবে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয়। পৃথিবীতে তাদের বন্ধুদের উত্তম জীবন যাপ্নের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করে, তারা সবচেয়ে বিপজ্জনক ত্রুটিগুলি তাদের জীবনে প্রবেশ করিয়ে দেয়।

ইহা বাস্তব যে তারা কিছু সত্য প্রকাশ করে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণীও করে, যেন তাদের বিবৃতিগুলি মানুষের কাছে নির্ভরযোগ্য হয়; এবং তাদের মিথ্যা শিক্ষাগুলি গ্রহণ করার জন্য বহুসংখ্যক মানুষ প্রস্তুত থাকে, নিঃসন্দেহে তা বিশ্বাস করে, মনে করে সেগুলিই বাইবেলের সবথেকে পবিত্র সত্য।

ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে পৃথক করে রাখা হয়েছে, অনুগ্রহের আত্মাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে, ক্রুশের রক্তকে অপবিত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। সেই আত্মাগণ খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করে এবং সৃষ্টিকর্তাকে তাদের সমতুল্য রূপে প্রকাশ করে। একটি নতুন ছদ্মবেশে সেই ঈশ্বর-বিদ্রোহী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিজের যুদ্ধ চালিয়ে যায়, যা স্বর্গে শুরু হয়েছিল এবং প্রায় ছয় হাজার বছর ধরে এই যুদ্ধ পৃথিবীতে চলে আসছে।

**(৩) এই বাইবেলের উদাহরণে, মন্দআত্মা কার ছদ্মবেশ ধারন করেছিল?**

***শৌল জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার আকার কেমন? সে কহিল, এক জন বৃদ্ধ উঠিতেছেন, তিনি পরিচ্ছদে আবৃত। তাহাতে শৌল বুঝিতে পারিলেন, তিনি শমূয়েল, আর মস্তক নমনপূর্ব্বক ভূমিতে অধোমুখ হইয়া প্রণিপাত করিলেন। (১ম শমূয়েল ২৮:১৪)***

মন্দশক্তির সম্পূর্ণ প্রতারণা এবং হাতছানিতে আবদ্ধ হয়ে অনেকে আধ্যাত্মিক প্রকাশের বিবৃতি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহা সত্য যে মন্দশক্তির চালাকির ফলে অনেক সময়ে প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হয়, যার মধ্যে অলৌকিক শক্তিরও প্রদর্শন হয়। আধুনিক আধ্যাত্মিকতা যার সাথে শুরু হয়েছিল সেই রহস্যময় আঘাতটি মানুষের চালাকি বা ধূর্ততার ফলাফল ছিল না, কিন্তু ইহা ছিল সরাসরিভাবে মন্দ আত্মার কাজ, যে এইভাবে আত্মা-বিনষ্টকারী প্রবঞ্চনাগুলি ব্যবহার করতে সফল হয়েছে। অনেকেই এই জালে জড়িয়ে

পড়বে ইহা বিশ্বাস করে, যে আধ্যাত্মিকতা কেবলমাত্র মানুষের ভন্ডামি; যখন ইহা মুখোমুখি প্রকাশিত হয় তারা ইহাকে অলৌকিক বিষয় হিসাবে বিবেচনা করতে সক্ষম হয় না, তারা প্রবঞ্চিত হবে, এবং সেগুলিকে ঈশ্বরের মহান শক্তি হিসাবে গ্রহণ করতে পরিচালিত হবে।

**(৪) কোন তিনটি বিষয় শয়তানের শক্তির প্রকাশনার ব্যাখ্যা দেয়?**

***সেই ব্যক্তির আগমন শয়তানের কার্য্যসাধন অনুসারে মিথ্যার সমস্ত পরাক্রম ও নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ সহকারে হইবে, এবং যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে অধার্ম্মিকতার সমস্ত প্রতারণা সহকারে হইবে; কারণ তাহারা পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সত্যের প্রেম গ্রহণ করে নাই। (২য় থিষলনীকীয় ২:৯-১০)***

এই লোকেরা শয়তান এবং তার প্রতিনিধিদের আশ্চর্য কাজের বিষয়ে শাস্ত্রের সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করে। শয়তানের সাহায্যের কারনেই ফ্যারাও-এর যাদুকরেরা ঈশ্বরকৃত অলৌকিক কাজের নকল করতে সক্ষম হয়েছিল। পৌল সাক্ষ্য দিয়েছেন যে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে এই ধরনের মন্দশক্তি পুনরায় প্রদর্শিত হবে। ... এবং প্রেরিত পৌল, শেষ সময়ের অলৌকিক কাজের শক্তির বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেনঃ "আর সে মহৎ মহৎ চিহ্ন-কার্য্য করে; এমন কি মনুষ্যদের সাক্ষাতে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অগ্নি নামায়। এইরূপে সেই পশুর সাক্ষাতে যে সকল চিহ্ন-কার্য্য করিবার ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সে পৃথিবীনিবাসীদের ভ্রান্তি জন্মায়; সে পৃথিবীনিবাসীদিগকে বলে, 'যে পশু খড়গ দ্বারা আহত হইয়াও বাঁচিয়া ছিল, তাহার এক প্রতিমা-নির্ম্মাণ কর।'" প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৩-১৪। কোন সাধারন প্রতারণার বিষয়ে এখানে ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়নি। শয়তানের প্রতিনিধিরা যে অলৌকিক কাজ করার

ভান করে সেগুলি দ্বারা নয়, কিন্তু তারা সম্পূর্ন করার ক্ষমতা রাখে এমন অলৌকিক কাজ দ্বারা মনুষ্যজাতি প্রবঞ্চিত হয়।

**(৫) প্রতাড়না করার জন্য শয়তানের সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র কোনটি?**

***কেননা এরূপ লোকেরা ভাক্ত প্রেরিত, প্রতারক কর্ম্মকারী, তাহারা খ্রীষ্টের প্রেরিতদের বেশ ধারণ করে। আর ইহা আশ্চর্য্য নয়, কেননা শয়তান আপনি দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ করে। ২য় করিন্থীয় ১১:১৩-১৪)***

অন্ধকারের রাজপুত্র, যে নিজের প্রবঞ্চনার কাজের জন্য নিজের বুদ্ধিকে ব্যবহার করে, সমস্ত শ্রেনীর ও পরিস্থিতির মানুষকে খুব দক্ষতার সাথে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে। সংস্কৃতিবান এবং পরিমার্জিত লোকদের কাছে পরিশুদ্ধ ও বুদ্ধিপূর্ণ উপায়ে আধ্যাত্মিকতাকে উপস্থাপিত করে, এবং সেকারণে সে অনেককে তার ফাঁদে ফেলতে সফলতা লাভ করে।

আধ্যাত্মিকতা থেকে যে প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয় সেটিকে প্রেরিত যাকোব বর্ণনা দিয়েছেন, “সেই জ্ঞান এমন নয়, যাহা উপর হইতে নামিয়া আইসে, বরং তাহা পার্থিব, প্রাণিক, পৈশাচিক।” যাকোব ৩:১৫। তবে, সেই মহাপ্রবঞ্চক এই গোপন বিষয়টিকে গোপন রাখে যখন ইহা তার উদ্দেশ্য পূরণের উপযুক্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রলোভনের প্রান্তরে খ্রীষ্টের সামনে স্বর্গীয় উজ্জ্বলতার পোষাকে পরিহিত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, সে নিজেকে একজন আলোর দূতের মত সবচেয়ে আকর্ষনীয় রূপে মানুষের সামনে তুলে ধরে। উন্নীত বিষয়গুলি উপস্থাপনের মাধ্যমে সে বুদ্ধিবৃত্তির পুনর্বিচার প্রার্থনা করে; সে কল্পিত আনন্দদানকারী দৃশ্যগুলিতে আনন্দ উপভোগ করে। সে অহংকারী কৌশলে সেই কল্পনাগুলিকে উত্তেজিত করে, মানুষদের পরিচালনা

করে যেন তারা নিজেদের প্রজ্ঞায় গর্ববোধ করে, যার কারণে তারা অনন্ত জীবনকে অবজ্ঞা করে।

সেই ক্ষমতাশালী শক্তি যে পৃথিবীর পরিত্রাতাকে উচ্চ পর্বতে নিয়ে যেতে পারে ও তাঁর সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীকে এবং পৃথিবীর সমস্ত গৌরবময় বিষয়কে উপস্থিত করতে পারে, সে সেই সমস্ত মানুষের সামনে নিজের প্রলোভনগুলিকে এমনভাবে নিয়ে আসবে যারা ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত নয়, যেন তাদের অনুভূতিগুলি বিকৃত হয়ে যায়।

**(৬) নিষিদ্ধ জ্ঞানের উৎস এবং আত্ম-উত্থানের ইচ্ছার উৎস কি যেগুলির আকাঙ্ক্ষা মন্দ লোকেরা করে থাকে?**

***সেই জ্ঞান এমন নয়, যাহা উপর হইতে নামিয়া আইসে, বরং তাহা পার্থিব, প্রাণিক, পৈশাচিক। (যাকোব ৩:১৫)***

শয়তান মানুষের সাথে ছলনা করে যেভাবে নিজের চাতুবাদিতা ব্যবহার করে এদন উদ্যানে হবার সাথে ছলনা করেছিল, তার মধ্যে নিষিদ্ধ জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে, তার মধ্যে আত্ম-উত্থানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রদান করে। মানুষের পতন এই মন্দশক্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এবং তাদের পতনের দ্বারা সে সমগ্র মানবজাতির পতনের দিকনির্দেশ করার চেষ্টা করেছিল। দিয়াবল সেদিন বলেছিল, “সদাসদ জ্ঞান লাভের মাধ্যমে” “তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হবে” আদিপুস্তক ৩:৫। আধুনিক আধ্যাত্মিকতা শেখায়, “যে মানুষ অগ্রগতির জীব; তার জন্ম থেকে শুরু করে অনন্ত কাল পর্যন্ত, অগ্রগতিই হল তার অনন্ত নিয়তি।”...

সেকারণে, অসীম ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতার ও সিদ্ধতার পরিবর্তে; তাঁর ব্যবস্থার নিখুঁত ধার্ম্মিকতার পরিবর্তে, প্রকৃত মানবিক আদর্শের পরিবর্তে, শয়তান মানুষের পাপপূর্ন ও ভ্রান্ত প্রকৃতি ব্যবহার করে নিজেকে একমাত্র উপাসনার

বস্তুরূপে, বিচারের একমাত্র নিয়ম বা চরিত্রের মান হিসাবে স্থান দিয়েছে। ইহাই অগ্রগতি, উর্দ্ধমুখী নয়, কিন্তু নিম্নমুখী।

**(৭) মনুষ্যজাতি কিভাবে উচ্চ-প্রশংসিত হতে পারে?**

***বরং তিনি আরও অনুগ্রহ প্রদান করেন; এই কারণ শাস্ত্র বলে, "ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন।" (যাকোব ৪:৬)***

এটি বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক স্বভাব উভয়েরই একটি নিয়ম যা দেখে আমরা পরিবর্তিত হতে পারি। মন নিজের মধ্যে যে বিষয়গুলিকে বাস করতে দেয়, ধীরে ধীরে ইহা সেই বিষয়গুলির সঙ্গে আপোষ করে নেয়। ইহা যার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয় যাহা প্রেম ও শ্রদ্ধার সাথে অভ্যস্ত। মানুষ কখনই তার শুচিতা অথবা উত্তমতা অথবা সত্যের চেয়ে উচ্চীকৃত হতে পারে না। যদি আত্মকেন্দ্রীকতা তার সবচেয়ে উচ্চ আদর্শ হয়, তবে সে আর কখনও উচ্চতর কিছু অর্জন করতে পারবে না। বরং, সে ক্রমাগত নীচে ডুবতে থাকবে। তার পথ অবশ্যই অনিবার্যভাবে নিম্নমুখী হতে থাকবে।

**(৮) আত্ম-তোষনের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের সহযোগীতায় মানুষের অংশ কি?**

***অন্য সকল প্রেরিত ও প্রভুর ভ্রাতৃগণ ও কৈফা, ইহাঁদের ন্যায় কোন ধর্ম্মভগিনীকে বিবাহ করিয়া সঙ্গে লইয়াই নানা স্থানে যাইবার অধিকার কি আমাদের নাই? (১ম করিন্থীয় ৯:৫)***

আত্ম-প্রশ্রয়ী, আনন্দদায়ক, ভোগবিলাসী, আধ্যাত্মিকতার কাছে নিজেকে পরিশ্রুত ও বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে কম ছদ্মবেশে উপস্থিত করে; তাদের সম্পূর্ণরূপে তারা ইহাকে খুঁজে পায় যা তাদের প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ন। শয়তানের মানুষের দুর্বলতার প্রত্যেকটি দিককে অধ্যয়ন করে, সে সেই সমস্ত পাপগুলিকে চিহ্নিত করে যার প্রতি সেই ব্যক্তির ঝোঁক

থাকে, তারপরে সে সাবধানতা অবলম্বন করে সুযোগ খোঁজে। সে মানুষকে এমনকিছুকে প্রচুর রূপে করতে প্রলোভিত করে যা আদতে ব্যবস্থায় আছে, কিন্তু সে সেগুলি অতিরিক্ত করতে বাধ্য করে, অমিতাচারের মাধ্যমে মানুষের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক শক্তিকে দুর্বল করে তোলে।

সে আবেগ-জনিত প্রকৃতির দ্বারা হাজার হাজার মানুষকে ধ্বংস করেছে এবং প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে চলেছে, এইভাবে মানুষের সম্পূর্ন প্রকৃতিকে বর্বর করে তুলেছে। এবং তার কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য, আত্মার মাধ্যমে সে ঘোষনা করেছে যে, "প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে সমস্ত ব্যবস্থার ঊর্ধে নিয়ে যায়;" যে "যা আছে, তাহাই সঠিক;" যে "ঈশ্বর এই ধারনার নিন্দা নিন্দা করেন না" এবং "যে সমস্ত পাপ করা হয় সেগুলি সমস্তই নিষ্পাপ"। যখন মানুষকে এইভাবে বিশ্বাস করতে পরিচালিত করা হয় যে তাদের আকাঙ্ক্ষাই হল সর্বাধিক আইন, যে স্বাধীনতাই তাদের কাছে সমস্ত কিছুর লাইসেন্স, এবং একজন মানুষ কেবলমাত্র নিজের প্রতি দায়বদ্ধ, তাহলে এখানে অবাক করার কিছুই নেই যে প্রত্যেকের হাত দুর্নীতি এবং অবজ্ঞায় পরিপূর্ণ। বহুসংখ্যক মানুষ আগ্রহের সাথে এই ধরনের শিক্ষাগুলি গ্রহণ করে যা তাদেরকে স্বাধীনতায় ছেড়ে যায় যেন তারা তাদের জাগতিক হৃদয়ের কথা শুনে চলতে পারে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের লাগামগুলি লালসার ঘাড়ে চাপান থাকে, মন এবং আত্মার শক্তিগুলি পাশবিক প্রবণতায় পরিণত হয়, এবং শয়তান আনন্দের সাথে হাজার হাজার মানুষকে নিজের জালে বন্দী করে যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টের অনুগামী হিসাবে দাবি করে।

**(৯) আধ্যাত্মিকতায় সম্পৃক্ত হবার বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের কিভাবে সতর্ক করে?**

***তোমরা ভূতড়িয়াদের ও গুণীদের অভিমুখ হইও না, তাহাদের কাছে অন্বেষণ করিও না, করিলে***

*আপনাদিগকে অশুচি করিবে; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর। (লেবীয় ১৯:৩১)*

কিন্তু আধ্যাত্মিকতার মিথ্যা দাবির দ্বারা কোন ব্যক্তির প্রতারিত হবার দরকার নেই। ঈশ্বর এই জগতে যথেষ্ট জ্যোতি প্রদান করেছেন যেন তারা সহজেই তাদের সম্মুখবর্তী ফাঁদগুলিকে আবিষ্কার করতে পারে। যেমন ইতিমধ্যেই দেখানো হয়েছে, যে তত্ত্ব আধ্যাত্মবাদের মূল ভিত্তি গঠন করে তা ঈশ্বরের বাক্যের সুস্পষ্ট বিবৃতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। বাইবেল ঘোষনা করে যে মৃতেরা কিছুই জানে না, এবং তাদের চিন্তাধারা বিনষ্ট হয়েছে; এবং সূর্য্যের নীচে যাকিছু ঘটে তাতে তাদের কোন অধিকার নেই; যারা পৃথিবীতে তাদের সবচেয়ে প্রিয় ছিল তাদের আনন্দ অথবা দুঃখের বিষয়েও তারা কিছুই জানে না। (উপদেশক ৯:৫)

**(১০) আধ্যাত্মবাদের প্রভাবের গম্ভীরতাকে প্রকাশ করার জন্য, ঈশ্বর সেই সমস্ত লোকদের জন্য কোন শাস্তির বিধান দিয়েছেন যারা এই আধাত্মিকতায় অন্তর্ভূক্ত হবে?**

***আর পুরুষের কিম্বা স্ত্রীর মধ্যে যে কেহ ভূতড়িয়া কিম্বা গুণী হয়, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; লোকে তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে; তাহাদের রক্ত তাহাদের প্রতি বর্ত্তিবে।(লেবীয় ২০:২৭)***

সর্বোপরি, ঈশ্বর মন্দ আত্মার সঙ্গে ভ্রান্ত যোগাযোগের চেষ্টাকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। ইব্রীয়দের সময়ে সেখানে একটি শ্রেনীর লোক ছিল যারা আজকের আধ্যাত্মবাদীদের মতই দাবি করেছিল, যে তারা মৃতদের সাথে যোগাযোগ রাখে। কিন্তু অন্য জগত থেকে আগত এই "পরিচিত আত্মাদেরকে" বাইবেল "দিয়াবলের আত্মা" হিসাবে ঘোষনা করে। (গণনাপুস্তক ২৫:১-৩; গীতসংহিতা ১০৬:২৮; ১ম করিন্থীয় ১০:২০; প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৪)।

পরিচিত এই আত্মাগুলির সাথে যোগাযোগ রাখার কাজ প্রভুর কাছে ঘৃণিত রূপে ঘোষিত হয়েছিল, এবং মৃত্যুর শাস্তির বিধান প্রয়োগ করে ইহাকে সম্পুর্নভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। যাদুবিদ্যার মহান নাম এখন ঘৃণিত। মানুষেরা মন্দ আত্মার সঙ্গে মিলিত হতে পারে সেই দাবিকে অন্ধকার যুগের একটি কল্পিত কাহিনী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা, যাদের সংখ্যা হাজার হাজার থেকে লক্ষে পরিবর্তিত হচ্ছে, যা বৈজ্ঞানিক বৃত্তগুলির মধ্যেও প্রবেশ করেছে, যা মন্ডলীগুলিকে আক্রমণ করছে, এমনকি বিচার ব্যবস্থা ও রাজাদের আদালতেও পালিত হচ্ছে – এই বিশাল প্রবঞ্চনা একটি নতুন ছদ্মবেশে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

যদি আধ্যাত্মিকতার আসল পরিবর্তনের কোন প্রমাণ না পাওয়া যেত, তাহলে ইহাই খ্রীষ্টিয়ানদের পক্ষে যথেষ্ট হত যে যে এই আত্মাগুলি পাপ ও ধার্ম্মিকতার মধ্যে কোন পার্থক্য তৈরি করতে পারে না এবং খ্রীষ্টের প্রেরিতদের শুদ্ধ অন্তঃকরণ ও শয়তানের দাসদের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্তের মধ্যেও কোন পার্থক্য করতে পারে না। যেমন স্বর্গে, তেমনি মানুষের ভিত্তি উপস্থাপন করে, এবং সেখানে অতি উচ্চে প্রশংসিত হয়ে, শয়তান এই জগতকে বলেঃ "তোমরা যতই মন্দ হও না কেন; তোমরা ঈশ্বর এবং বাইবেলকে বিশ্বাস কর বা না কর; নিজের খুশীমত জীবন যাপন কর; স্বর্গ তোমাদের বাসস্থান হবেই"। আধাত্মবাদী শিক্ষকেরা কার্যত ঘোষনা করেঃ "যে কেহ দুষ্কর্ম্ম করে, সে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে উত্তম; তিনি তাহাদিগেতে প্রীত; অথবা, বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর কোথায়?" মালাখি ২:১৭। ঈশ্বরের বাক্য বলে, "ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা মন্দকে ভাল, আর ভালকে মন্দ বলে, আলোকে আঁধার, ও আঁধারকে আলো বলিয়া ধরে, মিষ্টকে তিক্ত, আর তিক্তকে মিষ্ট মনে করে!" (যিশাইয় ৫:২০)।

**(১১) আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত বিষয়ে কাউন্সেলিং করার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস বাইবেল কেন?**

*তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ। ( যোহন ১৭:১৭)*

এই মিথ্যাবাদী আত্মাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, প্রেরিতরা যখন পৃথিবীতে পবিত্র আত্মার পরিচালনায় লিখছিলেন, তাদেরকে অসত্য বা বিপরীত বিষয় লেখার জন্য পরিচালনা করা হচ্ছিল। তারা বাইবেলের ঐশ্বরিক উৎসকে প্রত্যাখ্যান করে, এবং খ্রীষ্টিয়ানদের আশার ভিত্তিকে ছিন্ন করে এবং সেই আলোকে নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যা স্বর্গে যাবার পথ প্রদর্শন করে। শয়তান এই জগতকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করতে যে বাইবেল কেবলমাত্র নিছক কাহিনী, যা শৈশবকালের উপযুক্ত একটি পুস্তক, ইহা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় নয়, অথবা যা সহজেই অপ্রচলিত করে দেওয়া সম্ভব।

এবং আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের স্থান দখল করার জন্য সে আমাদের আধ্যাত্মিক বিকাশকে অবরুদ্ধ করে করেছে। এখানে পুরোপুরি তার নিয়ন্ত্রাধীন একই গতিপথ আছে; ইহার মাধ্যমে সে সমস্ত জগতকে সেই সমস্ত বিষয়ের উপরে বিশ্বাস করতে বাধ্য করবে যে বিষয়গুলি সে আগামী দিনে করতে চলেছে। যে পুস্তক তার এবং তার অনুসরণকারীদের বিচার করবে, সে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সেই পুস্তকে ছায়ায় লুকিয়ে রেখেছে; এই পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তাকে সে একজন সাধারন মানুষ হিসাবে উপস্থাপন করে। যেভাবে যীশুর কবরের সেই রোমীয় প্রহরী যাজক ও প্রবীনদের শিখিয়ে দেওয়া বাক্য অনুযায়ী মিথ্যা প্রচার করতে থাকে যা যীশুর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, একইভাবে আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে বিশ্বাসীরা ইহা প্রমান করার চেষ্টা করে যে আমাদের উদ্ধারকর্ত্তার জীবনে অলৌকিক কিছুই নেই। এইভাবে যীশুকে পিছনদিকে সরিয়ে দিয়ে, তারা তাদের নিজেদের অলৌকিক কাজের দিকে মন দেয় এবং ঘোষনা করে যে এগুলি খ্রীষ্টের কাজের চেয়ে অধিক।

**(১২) আধ্যাত্মিকতার দাবি অনুযায়ী তাদের শক্তির উৎস কি?**

*কিন্তু শিমোন নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে পূর্ব্ববাবধি সেই নগরে যাদুক্রিয়া করিত ও শমরীয় জাতিকে চমৎকৃত করিত, আপনাকে এক জন মহাপুরুষ বলিত; তাহার কথায় ছোট বড় সকলে অবধান করিত, বলিত, এ ব্যক্তি ঈশ্বরের সেই শক্তি, যাহা মহতী নামে আখ্যাত। (প্রেরিত ৮:৯-১০)*

ইহা সত্য যে এখন আধ্যাত্মিকতা নিজের গঠনকে পরিবর্তন করছে এবং, আরো কিছু আপত্তিজনক বৈশিষ্টকে পর্দার আড়ালে নিয়ে যাচ্ছে, নিজেকে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে অনুধাবন করার জন্য। কিন্তু তার প্রকৃত বাহ্যিক রূপ বহু বছর ধরেই মানুষের সামনে ছিল এবং তার আসল চরিত্র প্রকাশিত হয়ে আছে। এই শিক্ষাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করার সম্ভব নয় বা লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

এমন কি ইহার বর্তমান আকারে, পূর্বের তুলনায় সহ্য করার যোগ্য হওয়া থেকে দূরে, ইহা আরো অধিক বিপদযুক্ত, কারণ ইহা আরো সূক্ষ্ম প্রতাড়না। যদিও ইহা পূর্বে বাইবেল ও খ্রীষ্টের নিন্দা করেছিল, এখন ইহা উভয়কে গ্রহণ করার দাবি করে। কিন্তু সে বাইবেলকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করে যা অনূতনীকৃত হৃদয়কেও সন্তুষ্ট করে, কিন্তু বাইবেলের গৌরবময় ও প্রয়োজনীয় সত্যগুলি তাদের জীবনে কোন প্রভাব ফেলে না।

প্রেম হল ঈশ্বরের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট, কিন্তু ইহাকে দুর্বল আবেগ রূপ প্রকাশ করে, ইহার গুরুত্বের পতন ঘটানো হয়, এবং উত্তমতা ও মন্দতার মধ্যে সামান্যতম পার্থক্য প্রদর্শন করা হয়। ঈশ্বরের বিচার, পাপের প্রতি তাঁর ঘৃণা, পবিত্র ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সমস্তকিছুকেই আমাদের দৃষ্টির বাইরে রাখা হয়েছে। মানুষকে মোশির দশ আজ্ঞাকে একটি মৃত চিঠি হিসাবে বিবেচনা করতে শেখান হয়েছে। আনন্দদায়ক, যাদুময়ী কল্পিত কাহিনী ইন্দ্রিয়কে মোহিত করে এবং মানুষদের তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসাবে বাইবেলকে প্রত্যাখ্যান করতে পরিচালিত করে। খ্রীষ্টের

সত্যকে এখানে পূর্বের ন্যায় অস্বীকার করা হয়েছে; কিন্তু শয়তান লোকেদের চোখ এমনভাবে অন্ধ করে রেখেছে যে তারা সেই প্রতাড়নাকে উপলব্ধি করতে পারছে না।

**(১৩) প্রবঞ্চনা থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার জন্য ঈশ্বরের বাক্য আমাদের কোন বিষয়ে নির্দেশ দেয়?**

***তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর; এমন কার্য্যকারী হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করিতে জানে।(২য় তিমথীয় ২:১৫)***

আধ্যাত্মবাদের বিভ্রান্তিকর শক্তি এবং তার প্রভাবের ফলে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সঠিক ধারনা খুব কম সংখ্যক মানুষেরই আছে। অনেকেই নিজেদের কৌতূহল মেটানোর জন্য ইহার সঙ্গে খেলা করে। তাদের এই বিষয়ের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস নেই এবং আত্মার নিয়ন্ত্রণে নিজেদেরকে রক্ষা করার চিন্তায় তারা ভয়াবহতায় পরিপূর্ণ হবে। কিন্তু তারা নিষিদ্ধ ভূমিতে চলাফেরা করে, এবং সেই শক্তিশালী ধ্বংসকারী তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের উপরে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করে। তারা একবার শয়তানের নির্দেশে নিজেদের মনকে সমর্পন করে এবং শয়তান তাদেরকে বন্দী করে রাখে। তার মোহনীয় এবং লোভনীয় ফাঁদ থেকে নিজেদের রক্ষা করা, তাদের শক্তিতে ইহা অসম্ভব। বিশ্বাসের আন্তরিক প্রার্থনায়, ঈশ্বরের শক্তি ব্যতীত আর কোন কিছুই তাদের ফাঁদে পড়া প্রাণকে উদ্ধার করতে পারবে না।

**(১৪) জেনে বুঝে কোন পাপে পতিত হবার ফলাফল কি হবে?**

***কিন্তু তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের ঈশ্বরের সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ জন্মাইয়াছে, তোমাদের পাপ***

***সকল তোমাদের হইতে তাঁহার শ্রীমুখ আচ্ছাদন করিয়াছে, এই জন্য তিনি শুনেন না। (যিশাইয় ৫৯:২)***

যারা পাপপূর্ণ চরিত্র নিজেদেরকে জড়িয়ে রাখবে, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জানা পাপকে নিজেদের জীবনে বৃদ্ধি হতে দেবে, তারা সকলেই শয়তানের প্রলোভনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। তারা ঈশ্বরের থেকে এবং স্বর্গদূতদের সজাগ পাহাড়া থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে, যখন মন্দশক্তি তাদের প্রবঞ্চনাকে উপস্থাপন করে, তাদের কোন সুরক্ষা থাকে না এবং তারা সহজ শিকারে পরিণত হয়। এইভাবে যারা নিজেদেরকে তাদের স্বল্প ক্ষমতায় রাখে, তারা উপলব্ধি করতে পারে যে তাদের শেষ পথ কোথায় হবে। এরপরে শয়তান তাদেরকে নিজের এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করে প্ররোচিত করবে অন্যদেরকে ধ্বংসের দিকে পরিচালনা করার জন্য।

**(১৫) কেন অনেকেই এই "দৃঢ় প্রতাড়নাকে" বিশ্বাস করবে?**

***এবং যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে অধার্ম্মিকতার সমস্ত প্রতারণা সহকারে হইবে; কারণ তাহারা পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সত্যের প্রেম গ্রহণ করে নাই। আর সেই জন্য ঈশ্বর তাহাদের কাছে ভ্রান্তির কার্য্যসাধন পাঠান, যাহাতে তাহারা সেই মিথ্যায় বিশ্বাস করিবে; (২য় থিষলনীকীয় ২:১০-১১)***

যিশাইয় ভাববাদী বলেনঃ "আর যখন তাহারা তোমাদিগকে বলে, তোমরা ভূতড়িয়া ও গুণীদিগের নিকটে, যাহারা বিড় বিড় ও ফুসফুস করিয়া বকে, তাহাদের নিকটে অন্বেষণ কর, [তখন তোমরা বলিবে,] প্রজাগণ কি আপনাদের ঈশ্বরের কাছে অন্বেষণ করিবে না? তাহারা জীবিতদের জন্য কি মৃতদের কাছে [অন্বেষণ করিবে]? ব্যবস্থার কাছে ও সাক্ষ্যের কাছে [অন্বেষণ কর]; ইহার

অনুরূপ কথা যদি তাহারা না বলে, তবে তাহাদের পক্ষে অরুণোদয় নাই।” যিশাইয় ৮:১৯, ২০।

যদি মানুষেরা এই সত্যটি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল যা মানুষের প্রকৃতি ও মৃতদের অবস্থার বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্যে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, তারা আধ্যাত্মিকতার দাবি ও প্রকাশে শক্তিও লক্ষণ ও মিথ্যা বিস্ময়ের দ্বারা শয়তানের কাজ দেখতে পেত।

**(১৬) আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যের সত্যের উপরে নির্ভর করে দন্ডায়মান হই, তখন আমরা কার বিরোধীতা করি?**

***কেননা আমি নিশ্চয় জানি, কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি আধিপত্য সকল, কি উপস্থিত বিষয় সকল, কি ভাবী বিষয় সকল, কি পরাক্রম সকল, কি ঊর্দ্ধ স্থান, কি গভীর স্থান, কি অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে পৃথক্ করিতে পারিবে না। (রোমীয় ৮:৩৮-৩৯)***

যারা এই আধ্যত্মিকতার শিক্ষার বিরোধীতা করে তারা কেবল মানুষের নয় কিন্তু শয়তান এবং তার দূতদেরও আক্রমণ করে। তারা উচ্চস্থানে এই মন্দ আত্মা এবং শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। শয়তান এক ইঞ্চি জমিও প্রস্তুত করতে পারবে না, সে কেবলমাত্র স্বর্গদূতদের দ্বারা আক্রান্ত হবে। ঈশ্বরের লোকদের উচিত ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা শয়তানের মুখোমুখী দ্বারা যেভাবে আমাদের পরিত্রাতা তার মুখোমুখী হয়েছিলেনঃ “ইহা লেখা আছে”। শয়তানও এখনও ঈশ্বরের বাক্যকে উদ্ধৃত করতে সক্ষম যেভাবে সে খ্রীষ্টের পরীক্ষার সময়েও করেছিল, এবং তার প্রতারনাকে বজায় রাখার জন্য সে ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষাগুলিকে বিকৃত করে। যারা এই বিপদের সম্মুখীন হবেন তাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের সাক্ষ্যগুলিকে বুঝতে হবে।

**(১৭) যদি আমরা মন্দশক্তির মুখোমুখী হই যারা মৃতব্যক্তিদের রূপ ধরে আসে, তাহলে কোন সত্য আমাদেরকে সেই প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা করবে?**

***কারণ জীবিত লোকেরা জানে যে, তাহারা মরিবে; কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে না, এবং তাহাদের আর কোন ফলও হয় না, কারণ লোকে তাহাদের বিষয় ভুলিয়া গিয়াছে। (উপদেশক ৯:৫)***

অনেকেই মন্দ আত্মার মুখোমুখী হবে যারা তাদের প্রিয় আত্মীয় অথবা বন্ধুদের রূপ ধরে আসবে এবং তাদের কাছে বিপজ্জনক ভ্রান্তিমূলক শিক্ষা প্রকাশ করবে। এই আগন্তুক আত্মাগুলি আমাদের সহানুভূতি লাভের আবেদন জানাবে এবং তাদের মিথ্যাভিমানকে বজায় রাখতে অলৌকিক কাজও করবে। আমাদেরকে অবশ্যই বাইবেলের সত্যের সাথে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে যে মৃতেরা কিছুই জানে না যে আত্মাগুলি এইভাবে উপস্থিত হয় তারা শয়তানের আত্মা।

**(১৮) যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্য মেনে চলি, তাহলে আমাদের "পরীক্ষার সময়ে" আমরা কোন মহান প্রতিজ্ঞাকে দাবি করতে পারি?**

***তুমি আমার ধৈর্য্যের কথা রক্ষা করিয়াছ, এই কারণ আমিও তোমাকে সেই পরীক্ষাকাল হইতে রক্ষা করিব, যাহা পৃথিবীনিবাসীদের পরীক্ষা করিবার জন্য সমস্ত জগতে উপস্থিত হইবে। (প্রকাশিত বাক্য ৩:১০)***

আমাদের সম্মুখেই রয়েছে "পরীক্ষার সময়," যা সমগ্র পৃথিবীর উপরে আসতে চলেছে, যারা পৃথিবীতে বাস করে তাদের পরীক্ষিত করার চেষ্টা করা হবে"। যতজন নিজেদের বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরের বাক্যের উপরে রাখেনি তারা প্রবঞ্চিত হবে এবং পরাজিত হবে। শয়তান মনুষ্যসন্তানদের

উপরে নিয়ন্ত্রণ পেতে “সমস্ত অন্যায় কাজ করবে” এবং তার প্রতারনা আরো বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু সে তখনও নিজের প্রজা অর্জন করতে সক্ষম হবে যখন মানুষ স্বেচ্ছায় তার প্রলোভনে পতিত হবে।

যারা প্রকৃতভাবে সত্যের প্রজ্ঞাকে খুঁজে চলেছে এবং আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেদের আত্মাকে পবিত্র করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, তারা সেই দ্বন্দ্বের জন্য প্রস্তুত হতে যা কিছু করার করে চলেছেন, তারা সত্যের ঈশ্বরের কাছে নিশ্চিত সুরক্ষা লাভ করবে। “তুমি আমার ধৈর্য্যের কথা রক্ষা করিয়াছ, এই কারণ আমিও তোমাকে সেই পরীক্ষাকাল হইতে রক্ষা করিব,” ইহাই হল মুক্তিদাতার প্রতিজ্ঞা। তিনি শীঘ্রই স্বর্গ থেকে প্রত্যেক স্বর্গদূতদের প্রেরণ করবেন যেন তাঁর লোকদের রক্ষা করতে পারেন, এমন এক আত্মাকে ছেড়ে যে তার উপরে বিশ্বাস করে যে শয়তান দ্বারা পরাস্ত হতে পারে।

**(১৯) যদি আমরা নিজেরা অনুসন্ধান না করে যেকোন জনপ্রিয় সাধারন বিশ্বাসকে অন্ধের মত গ্রহণ করি তাহলে আমাদের জীবনে কোন বিপদের আশংকা হতে পারে?**

***জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত আমার প্রজাগণ বিনষ্ট হইতেছে; তুমি ত জ্ঞান অগ্রাহ্য করিয়াছ, এই জন্য আমিও তোমাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করিলাম, তুমি আর আমার যাজক থাকিবে না; তুমি আপন ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভুলিয়া গিয়াছ, আমিও তোমার সন্তানগণকে ভুলিয়া যাইব। (হোশেয় ৪:৬)***

ভাববাদী যিশাইয় দৃশ্যমান করেন যে দুষ্টলোকদের উপরে কি ভয়ঙ্কর প্রতারনা ঘটবে, যেন তারা ঈশ্বরের বিচারের প্রকোপ থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখেঃ “তোমরা বলিয়াছ, ‘আমরা মৃত্যুর সহিত নিয়ম করিয়াছি, পাতালের সহিত সন্ধি স্থির করিয়াছি; জলপ্রলয়রূপ কশা যখন উপনীত হইবে,

তখন আমাদের কাছে আসিবে না, কেননা আমরা অলীকতাকে আপনাদের আশ্রয় করিয়াছি, ও মিথ্যা ছলের আড়ালে লুকাইয়াছি”। (যিশাইয় ২৮:১৫)। এখানে সেই শ্রেনীর লোকদের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যারা তাদের একগুঁয়ে চিন্তা নিয়ে নিজেকে আশ্বাস দেয় যে পাপীদের কোন শাস্তি হবে না; যে সমস্ত মনুষ্যজাতি, যতই দুর্নীতিগ্রস্ত হোক না কেন, প্রত্যেকেই স্বর্গে উন্নীত হবে, এবং স্বর্গদূতে রুপান্তরিত হবে। কিন্তু ইহা তাদের জন্য আরো জোরালো হবে যারা মৃত্যুর সাথে চুক্তি স্থাপন করবে এবং নরকের সাথে নিয়ম স্থান করছে, যারা নির্যাতনের দিনে স্বর্গে ধার্মিকদের সুরক্ষার জন্য প্রদত্ত সত্যগুলিকে ত্যাগ করে এবং তার পরিবর্তে শয়তানের দ্বারা প্রদত্ত মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে – ইহাই আধ্যাত্মিকতার বিভ্রান্তিকর প্রবণতা।

**(২০) শয়তান এদন উদ্যানে কোন মিথ্যা বলেছিলেন যা সমস্ত আধ্যাত্মিকতার মূল ভিত্তি?**

***তখন সর্প নরীকে কহিল, কোন ক্রমে মরিবে না; আদিপুস্তক ৩:৪)***

শয়তান দীর্ঘকাল ধরে জগতের সঙ্গে চূড়ান্তভাবে প্রতাড়না করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার কাজের ভিত্তি হল এদন উদ্যানে হবাকে দেওয়া তার আশ্বাসঃ “তুমি কোনমতেই মরিবে না।” “যে দিন তোমরা তাহা খাইবে, সেই দিন তোমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইবে, তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হইয়া সদসদ্-জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।” ধীরে ধীরে তার আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধির মাধ্যমে সে চূড়ান্তভাবে জগতকে প্রতাড়নার পথকে প্রস্তুত করেছে।

সে এখনও তার পরিকল্পনার সম্পূর্ণ সাফল্যে পৌঁছায়নি; তবে সময়ের সর্বশেষে ইহা পৌঁছাবে। ভাববাদী বলেনঃ “পরে আমি দেখিলাম, সেই নাগের মুখ ও পশুর মুখ ও ভাক্ত ভাববাদীর মুখ হইতে ভেকের ন্যায় তিনটি অশুচি আত্মা বাহির হইল। 14তাহারা ভূতদের আত্মা, নানা চিহ্ন-

কার্য্য করে; তাহারা জগৎ সমুদয়ের রাজাদের নিকটে গিয়া, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সেই মহাদিনের যুদ্ধার্থে তাহাদিগকে একত্র করে।" (প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৩-১৪)। সমগ্র পৃথিবী এই বিভ্রান্তির মধ্যে চলে যাবে কেবলমাত্র তারা রক্ষা পাবে যারা ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা সুরক্ষিত, এবং যারা ঈশ্বরের বাক্যের উপরে নির্ভরশীল থাকে। লোকেরা প্রাণনাশক সুরক্ষার দিকে ঝুঁকছে, তারা জাগ্রত হবে যখন ঈশ্বরের ক্রোধ তাদের উপরে নেমে আসবে।

**(২১) যখন এই মহাবিতর্কের সমাপ্তি ঘটবে তখন শয়তানের এই "মিথ্যার আশ্রয়ের" কি ঘটবে?**

***আর আমি ন্যায়বিচারকে মানরজ্জু, ও ধার্ম্মিকতাকে ওলোন সূত্র করিব; শিলাবৃষ্টি ঐ অলীকতারূপ আশ্রয় ফেলিয়া দিবে, এবং বন্যা ঐ লুকাইবার স্থান ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। (যিশাইয় ২৮:১৭)***

*আমার অধ্যয়নের মাধ্যমে আমি অবগত হয়েছি যে অন্তিম সময়ে শয়তানের রাজপুত্র আমাদের মনের উপরে মায়াবী প্রভাব চালানোর চেষ্টা করবে যে ইহা বিশ্বাস করে যে মৃত ও জীবিত লোকদের মধ্যে যোগাযোগ বিদ্যমান হয়েছে।*

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ   হ্যাঁ      অনিশ্চিত*

*হয়েছে।*

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ   হ্যাঁ      অনিশ্চিত*

*আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ তিনি শয়তানের দুইটি প্রধান প্রবঞ্চনাকে অনাবৃত করেছেন- আত্মার অমরত্ব, এবং মৃত্যুতে সুবুদ্ধি, যেন শয়তানের বাক্যে আমি প্রতারিত না হই।*

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি। আমি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে দাবি করি যেন আমার সম্মুখে সত্য প্রকাশিত হয় যখন আমি সত্যের খোঁজ করি যেন আমি শয়তানের প্রবঞ্চনার ফাঁদে পা না দিই।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি উপলব্ধি করেছি যে বাইবেল আমাদেরকে সতর্ক করেছে কারণ আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের শেষে বিপদজনক সময়ের মুখোমুখী হতে চলেছি এবং আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই কারণ আমি যদি তাঁর বাক্য পালন করি, তিনি আমাকে সুরক্ষিত রাখবেন। তাঁর শক্তির দ্বারা আমি অনন্ত জীবনের প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হব।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

# পাঠ ৭

# আসন্ন বিবাদ

**(১)** ***ঈশ্বরের ব্যবস্থার একটি মাত্র বিষয় উলঙ্ঘন করার তাৎপর্য কি?***

***কারণ যে কেহ সমস্ত ব্যবস্থা পালন করে, কেবল একটী বিষয়ে উছোট খায়, সে সকলেরই দায়ী হইয়াছে। (যাকোব ২:১০)***

স্বর্গে মহাবিতর্ক শুরু হবার সময় থেকেই শয়তানের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে উৎখাত করা। ইহা সম্পূর্ণ করার জন্যেই সে সৃষ্টিকর্ত্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেছিল, এবং যদিও তাকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল সে পৃথিবী থেকে তার যুদ্ধ কায়েম রেখেছিল। মানুষকে প্রতারনা করার জন্য, এবং ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে পাপে তাদের পরিচালিত করার জন্য সে সর্বদা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কাজ করেছে। সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে বা ব্যবস্থার যেকোন একটি বিষয় উলঙ্ঘন করার প্রচেষ্টা করেছে, কারণ উভয়ের চূড়ান্ত পরিণাম একই হবে। যে “এক বিন্দুতে” অপরাধ করে সে সমস্ত ব্যবস্থার প্রতি অবজ্ঞা

প্রকাশ করে; তার প্রভাব এবং উদাহরণ ব্যবস্থা উলঙ্ঘনের পক্ষে; সে "সমস্ত বিষয়ের জন্য দোষী" হয়।

**(২) *ঈশ্বরের ব্যবস্থার মর্যাদাহানির পিছনে শয়তানের উদ্দেশ্য কি?***

***তবে কি বলিব? ব্যবস্থা কি পাপ? তাহা দূরে থাকুক; বরং পাপ কি, তাহা আমি জানিতাম না, কেবল ব্যবস্থা দ্বারা জানিয়াছি; কেননা "লোভ করিও না," এই কথা যদি ব্যবস্থা না বলিত, তবে লোভ কি, তাহা জানিতাম না; (রোমীয় ৭:৭)***

ঐশ্বরিক বিধিগুলির মর্যাদাহানির প্রচেষ্টা করার জন্য, শয়তান বাইবেলের শিক্ষাগুলিকে বিকৃত করেছে, এবং হাজার হাজার মানুষের বিশ্বাসে বিভ্রান্তি প্রবেশ করেছে যারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের বাক্যের বিশ্বাসী বলে দাবি করে। সত্য এবং ভ্রান্তির মধ্যে চূড়ান্ত মহা সংঘাত কিন্তু ইহা ঈশ্বরের ব্যবস্থার বিষয়ে দীর্ঘ বিতর্কিত লড়াইয়ের চূড়ান্ত পর্যায়। এই যুদ্ধের পরে আমরা আরেকটি যুদ্ধে প্রবেশ করছি – মানুষের ব্যবস্থা এবং যিহোবার আদেশের মধ্যে যুদ্ধ, বাইবেলের ধর্ম এবং কল্পিত ও প্রচলিত প্রথার মধ্যের যুদ্ধ।

**(৩) *বাইবেল এবং ইহার মধ্যে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলির উদ্দেশ্য কি?***

***আহা! আমার পথ সকল সুস্থির হউক, যেন আমি তোমার বিধিকলাপ পালন করি। (গীতসংহিতা ১১৯:১০৫)***

এই প্রতিযোগিতায় যে সমস্ত এজেন্সী সত্য এবং ধার্মিকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়বে তারা এখনই সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য, যা আমাদের কাছে পৌঁছাতে খ্রীষ্টের রক্ত ও ক্লেশের মাধ্যমে মূল্য প্রদান করা হয়েছে, তার মূল্য আমাদের কাছে সামান্যতম।

বাইবেল প্রত্যেকেরই নাগালের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু খুব কম সংখ্যক মানুষই আছে যারা ইহাকে জীবনের যাত্রাপথে পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করে।

### (৪) *বিশ্বাসভঙ্গ হবার মূল কারণ কি?*

***জ্ঞানীরা লজ্জিত হইল, ব্যাকুল ও ধৃত হইল; দেখ, তাহারা সদাপ্রভুর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছে, তবে তাহাদের জ্ঞান কি প্রকার? (যিরমিয় ৮:৯)***

বিশ্বাসহীনতা একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে, কেবলমাত্র জগতে নয়, কিন্তু মন্ডলীগুলিতেও। অনেকেই সেই সমস্ত খ্রীষ্টিয় শিক্ষাগুলিকে অস্বীকার করছে যেগুলি খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের এক একটি স্তম্ভ। মহাজগতিক ঘটনাগুলি যে সমস্ত লেখকেরা লিখেছিলেন তারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, মানুষের পাপে পতন, প্রায়শ্চিত্ত, এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থায় অনন্ত স্থায়িত্ব, আংশিকভাবে বা পুরোপুরি ভাবে একটি বৃহৎ সংখ্যার মানুষ কার্যত প্রত্যাখ্যান করেছেন যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান হিসাবে দাবি করে।

হাজার হাজার লোকেরা যারা নিজেদের প্রজ্ঞা এবং স্বাধীনতার উপরে নির্ভর করে গর্বিত বোধ করে তারা বাইবেলের উপরে নিখুঁত আস্থা প্রদান করতে পারে না এবং ইহা দুর্বলতার প্রমাণ হিসাবে গণ্য হয়;

অনেক পরিচর্যাকারী তাদের লোকদের শিক্ষা দিচ্ছেন, এবং অনেক শিক্ষকেরা তাদের ছাত্রদের নির্দেশ দিচ্ছেন, যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে অথবা বাতিল হয়েছে; এবং যারা এই প্রয়োজনীয়তাগুলিকে এখনও বৈধ হিসাবে বিবেচনা করে, আক্ষরিক অর্থে সেগুলি পালন করে, তাদেরকে কেবল উপহাস বা অবজ্ঞার পাত্র হিসাবে মনে করা হয়।

### (৫) *সত্যের প্রত্যাখ্যান করলে আমরা কোন বিপদের সম্মুখীন হতে পারি?*

*তখন পীলাত তাঁহাকে বলিলেন, তবে তুমি কি রাজা? যীশু উত্তর করিলেন, তুমিই বলিতেছ যে আমি রাজা। আমি এই জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও এই জন্য জগতে আসিয়াছি, যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিই। যে কেহ সত্যের, সে আমার রব শুনে। (যোহন ১৮:৩৭)*

সত্যকে প্রত্যাখ্যানের দ্বারা, মানুষ সত্যের স্রষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করে। ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে পদদলিত করে, তারা সেই ব্যবস্থা দানকারীর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। মিথ্যা ধর্মতত্ত্ব এবং চিন্তাধারার মূর্তি নির্মান করা অত্যন্ত সহজ যেমন সহজেই কোন কাঠ বা পাথর দিয়ে মূর্ত্তি বানানো হয়। শয়তান ঈশ্বরের চরিত্রগুলির বিকৃত ব্যাখ্যা করে, এবং এর মাধ্যমে সে মানুষদের পরিচালিত করে যেন তারা ঈশ্বর সম্পর্কে শয়তানের বানানো মিথ্যা চরিত্রকে বিশ্বাস করে।

অনেকেই, যিহোবার পরিবর্তে তাঁর সিংহাসনে একটি কল্পিত মুর্তিকে স্থাপন করেছে; যখন জীবন্ত ঈশ্বর, যিনি তাঁর বাক্যে প্রকাশিত হয়েছেন, খ্রীষ্টের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছেন, এবং তাঁর সৃষ্টির দ্বারা প্রকাশিত হয়েছেন, সেই সত্য ঈশ্বরকে খুব কম সংখ্যক মানুষই আরাধনা করেন। হাজার হাজার মানুষ প্রকৃতির ঈশ্বরকে অস্বীকার করে প্রকৃতিকেই ঈশ্বর হিসাবে আরাধনা করে। যদিও একটি পৃথক রূপে, তথাপি মূর্ত্তিপূজা আজকেও খ্রীষ্টিয় জগতে বিদ্যমান যেভাবে এলিয়ের সময়ে ইস্রায়েলের লোকদের মধ্যে মূর্ত্তিপূজা করা হত।

অনেক মানুষের ঈশ্বর যেসমস্ত মানুষদেরকে বুদ্ধিমান হিসাবে দাবি করা হয়, যেমন দার্শনিক, লেখক, রাজনৈতিকবিদ্, সাংবাদিক – কোন জনপ্রিয় গোষ্ঠী, অনেক কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি কিছু কিছু বাইবেল কলেরজের ঈশ্বর – তারা ফোয়েনিসিয়ার সূর্য-দেবতা, বালের থেকে সামান্যতম উত্তম।

**(৬) *ঈশ্বরের ব্যবস্থা কতদিন কার্যকরী থাকবে?***

***তোমার বাক্যের সমষ্টি সত্য, তোমার ধর্ম্মময় প্রত্যেক শাসন চিরস্থায়ী। (গীতসংহিতা ১১৯:১৬০)***

খ্রীষ্টিয় জগত কর্তৃক স্বীকৃত কোন ত্রুটি স্বর্গের বিরুদ্ধে এত সজোরে আঘাত করতে পারে না, কোনকিছুই সরাসরি যুক্তির আদেশের বিরোধীতা করেনি, আধুনিক মতবাদগুলির ফলাফলের চেয়ে ধবংসাত্বক আর কোনকিছুই হতে পারে না, যা খুব দ্রুত মানুষের মধ্যে নিজের স্থান প্রস্তুত করে নিচ্ছে, কারণ মানুষ এখন ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে আবদ্ধ নয়। প্রত্যেক দেশের নিজের আইন এবং ব্যবস্থা আছে, যা আমাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য দাবি করে; এগুলি ছাড়া কোন সরকারই টিকে থাকতে পারে না; তাহলে ইহা কি ধারনা করা যায় যে স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন আইন বা ব্যবস্থা ন্যস্ত করবেন না?

মনে করুন যে বিশিষ্ট মন্ত্রীরা যদি জনসমক্ষে এই শিক্ষা দেন যে দেশ পরিচালনা করার জন্য এবং নাগরিকদের অধিকার সংক্রান্ত যে সমস্ত নিয়মগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলি বাধ্যতামূলক নয় – যেহেতু সেগুলি জনগণের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে, তাই সেগুলি মান্য করা উচিত নয়? এই ধরনের শিক্ষা দানকারী ব্যক্তিকে কতক্ষণ মানুষ পুলপিটের উপরে সহ্য করবে? তাহলে এই জাগতিক ব্যবস্থা এবং বিধির অমর্যাদা করার থেকে কত অধিক গুরুতর যখন আমরা ঐশ্বরিক বিধিগুলিকে পদতলে দলিত করি যে বিধি-ব্যবস্থাগুলি সমস্তকিছুর মূল ভিত্তি।

**(৭) *ব্যবস্থার উলঙ্ঘন কি?***

***যে কেহ পাপাচরণ করে, সে ব্যবস্থালঙ্ঘনও করে, আর ব্যবস্থালঙ্ঘনই পাপ। (১ম যোহন ৩:৪)***

দেশগুলির পক্ষে তাদের বিধিবিলোপ করা আরো সুসঙ্গত হবে, এবং লোকদের যেমন খুশী তেমন জীবন যাপন করার

অনুমতি দেওয়া সহজ, কিন্তু এই মহাবিশ্বের বিচারকের পক্ষে তাঁর ব্যবস্থাকে বাতিল করে, জগতকে পরিত্যক্ত ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়, যেখানে দোষীকে দোষারোপ করার বা আনুগত লোকদের ন্যায় প্রদান করার কোন নিয়ম বা ব্যবস্থা থাকবে না। আমরা কি জানি যে ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে অকার্যকর করার ফলাফল কি হবে? ইহার অভিজ্ঞতা লাভ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফ্রান্সে আমরা ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছি যখন নাস্তিকরা সমস্ত শক্তির নিয়ন্ত্রণে ছিল। তখন বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণিত হয়েছিল যে ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞানগুলিকে বাতিল করে দেওয়ার ফলে নির্দয় স্বৈরাচারীরা শাসন গ্রহণ করে। যখন ধার্মিকতার মানদণ্ডগুলিকে বাতিল করা হয়, তখন পৃথিবীতে মন্দ রাজকুমারের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

যেখানে ঐশ্বরিক ব্যবস্থাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, তখন পাপ ধার্ম্মিকতার আকাঙ্ক্ষাগুলি বন্ধ করে দেয়। যারা ঈশ্বরের পরিচালনায় নিজেদেরকে সমর্পণ করতে অস্বীকার করে তারা নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে সম্পূর্ণভাবে অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাদের ক্ষতিকারক শিক্ষার মাধ্যমে অবাধ্যতার আত্মা শিশু ও যুবকদের হৃদয়ে রোপণ করা হয়, যারা সাধারণত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকতে অধৈর্য্য হয়ে পড়ে; এবং যার ফলে একটি ব্যবস্থাবিহীন, মন্দচরিত্রের সমাজ দেখতে পাওয়া যায়। যারা ঈশ্বরের আইনগুলি মেনে চলে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতার উপরে উপহাস করার মাধ্যমে অনেকেই সাগ্রহে শয়তানের বিভ্রান্তির ফাঁদকে গ্রহণ করে। তারা মাংসিক অভিলাষকে লাগাম ছাড়া করে দেয় এবং সেই সমস্ত পাপগুলি করতে থাকে যা এই অধার্ম্মিক মানুষগুলির উপরে বিচার ডেকে নিয়ে আসে।

***(৮) যখন ঈশ্বরেরব্যবস্থাগুলিকে বাতিল করা হয় তখন আমরা বাইবেলের কোন নীতিটির ফলাফল চাক্ষুষ করতে পারি?***

*তোমরা ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না; কেননা মনুষ্য যাহা কিছু বুনে তাহাই কাটিবে। (গালাতীয় ৬:৭)*

যারা ঈশ্বরের আদেশগুলিকে গুরুত্বহীন হিসাবে বিবেচনা করতে লোকদের শিক্ষা দেয় তারা অবাধ্যতা বপন করছে এবং তারা অবাধ্যতাই কাটবে। ঐশ্বরিক ব্যবস্থা দ্বারা আরোপিত প্রতিরোধকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হোক, এবং খুব শীঘ্রই মানুষের তৈরি ব্যবস্থাকেও অবজ্ঞা করা হবে। যেহেতু ঈশ্বর অসাধু কার্যকলাপ, লোভ, মিথ্যা কথা এবং প্রতারনাকে নিষিদ্ধ করেছেন, তাই লোকেরা ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে তাদের পার্থিব সমৃদ্ধির পথে বাধা হিসাবে দেখে এবং সেগুলিকে পদদলিত করে; তবে এই ব্যবস্থাকে বাতিল করার ফলাফলগুলি এমন হবে যা তারা প্রত্যাশাও করতে পারবে না।

যদি ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক না হয়, তাহলে আমাদের ইহা উলংঘন করার ভয় থাকাও উচিত নয়? কোন সম্পদ আর নিরাপদে থাকবে না। লোকেরা হিংসার দ্বারা তাদের প্রতিবেশিদের সম্পদ দখল করবে, এবং যে শক্তিশালী সেই সবথেকে ধনী হবে। কেউই জীবনকে আর সমাদর করবে না। পরিবারকে রক্ষা করার জন্য বিবাহের শপথ আর কোন পবিত্র বাধা হিসাবে আমাদের সামনে দাঁড়াবে না। যার ক্ষমতা আছে, সে সহিংসতায় নিজের প্রতিবেশীর স্ত্রীকেও গ্রহণ করত।

পঞ্চম আদেশটিও চতুর্থ আজ্ঞার সাথে সরিয়ে দেওয়া হবে। সন্তানেরা তাদের পিতামাতার জীবন নেওয়া থেকে বিরত থাকবে না যদি তারা এর মাধ্যমে তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে অর্জন করতে পারে। সভ্য পৃথিবী ডাকাতদের এবং ঘাতকদের আস্তানা হয়ে উঠবে; এবং শান্তি, বিশ্রাম ও আনন্দ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

### (৯) *ঈশ্বরের আদেশের বাধ্যতার ফলে আমরা কোন আশীর্ব্বাদ হারিয়ে ফেলি?*

*বৎস, তুমি আমার ব্যবস্থা ভুলিও না; তোমার চিত্ত আমার আজ্ঞা সকল পালন করুক। কারণ তদ্দ্বারা তুমি আয়ুর দীর্ঘতা, জীবনের বৎসর-বাহুল্য, এবং শান্তি, প্রাপ্ত হইবে। (হিতোপদেশ ৩:১-২)*

ইতিমধ্যেই এই মতবাদ প্রকাশ করে যে মানুষ ঈশ্বরের ব্যবস্থার আনুগত্য থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে গেছে এবং ইহা মানুষের নৈতিক দায়বদ্ধতাকে দুর্বল করেছে এবং এই জগতে পাপের প্লাবনের দ্বারকে উন্মুক্ত করেছে। অনাচার, বিলুপ্তি এবং দুর্নীতি এক অপ্রতিরোধ্য জোয়ারের মত আমাদের উপরে ছড়িয়ে পড়ছে। পরিবারগুলির মধ্যেও, শয়তান কার্যরত। শয়তানের পতাকার তরঙ্গ, খ্রীষ্টিয় পরিবারগুলিকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হিংসা, মন্দতা, কপটতা, বিদ্বেষ, কলহ, পবিত্র স্থানগুলির বিশ্বাসঘাতকতা, অভিলাষের প্রবৃত্তি ছড়িয়ে পড়েছে। ধর্মীয় নীতি ও রীতিনীতির সম্পূর্ণ ব্যবস্থা, যা সামাজিক ভিত্তি ও কাঠামো গঠন করে, তা বিশৃংখল হয়ে পড়েছে, এবং ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে

**(১০) *বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবস্থা লঙ্ঘনের আত্মা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে যারা সমাজে লোকদের পরিচালনা করে, এর ফলাফল কি হয়?***

*তাহা অধর্ম্ম ও সদাপ্রভুকে অস্বীকার, আপন ঈশ্বরের অনুগমন হইতে বিমুখ হওয়া, উপদ্রবের ও বিদ্রোহের কথাবার্ত্তা, মিথ্যা কথা গর্ভে ধারণ ও হৃদয় হইতে বাহির করণ। (যিশাইয় ৫৯:১৩)*

ন্যায়বিচারকারী আদালতগুলি দুর্নীতিগ্রস্ত। শাসকেরা কোন কিছু লাভ করার আকাঙ্ক্ষা ও ভোগবিলাসিতা লাভের প্রেম দ্বারা পরিচালিত হয়। অসংযত জীবন যাপন অনেকের ক্ষমতাকে মেঘাচ্ছন্ন করেছে বা হ্রাস করেছে যেন শয়তান তাদের উপরে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারে। বিচারকরা

বিকৃত, ঘুষখোর এবং বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। যারা আইন ব্যবস্থাকে পরিচালনা করে তাদের মধ্যে মাতালতা, আবেগ, হিংসা, অসততা প্রতিনিধিত্ব করছে। "ন্যায়বিচার দূরে দাঁড়িয়ে আছেঃ কারণ সত্য রাস্তায় পড়ে আছে এবং ন্যায়পরায়নতা সেখানে প্রবেশ করতে পারে না।"

### (১১) *ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি নির্ভরতা হারিয়ে যাওয়ার ফলাফল কি হয়?*

***উহাদের অন্তঃকরণ মেদের ন্যায় স্থূল; কিন্তু আমি তোমার ব্যবস্থায় আমোদ করি। (গীতসংহিতা ১১৯:৭০)।***

রোমের আধিপত্যের অধীনে যে পাপ ও আধ্যাত্মিক অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছিল তা ছিল ঈশ্বরের বাক্যকে দমন করার অনিবার্য পরিণতি; কিন্তু এই ব্যপকভাবে নাস্তিকতা বৃদ্ধির কারণ কোথায় খুঁজে পাওয়া যায়, ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রত্যাখ্যানে, এবং তার ফলে আগত দুর্নীতিতে, যা ধর্মীয় স্বাধীনতার যুগে সুসমাচারের আলোতে সম্পূর্ণ উজ্জ্বল হয়েছিল?

এখন যেহেতু শয়তান ঈশ্বরের বাক্যকে আটকে রেখে এই জগতকে আর নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না, সে তার উদ্দশ্যকে সম্পাদন করার জন্য অন্য কোন উপায় অবলম্বন করে। বাইবেলের উপরে বিশ্বাস ধ্বংস করার মাধ্যমে সে বাইবেল ধ্বংস করার নিজের উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হবে। ঈশ্বরের ব্যবস্থাগুলি বাধ্যতামূলক নয় এই বিশ্বাসটি প্রবর্তনের মাধ্যমে সে মানুষকে কার্যত ব্যবস্থা লঙ্ঘনের দিকে পরিচালিত করে যেন ঈশ্বরের বাক্যের বিধিগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে।

এবং এখন, পুরাতন যুগের মত, সে তার নিজের অভিসন্ধি পূর্ণ করার জন্য মন্ডলীগুলির মধ্যেও কাজ করে চলেছে। তৎকালীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ঈশ্বরের বাক্যে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় এরকম অপ্রচলিত সত্যগুলি শুনতে অস্বীকার করেছিল, এবং সেগুলির বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য

তারা যে সমস্ত ব্যাখ্যার অবলম্বন করে অবস্থান গ্রহণ করেছিল যা সন্দেহবাদের বীজ বপন করেছিল এবং সেগুলিকে প্রচার করেছিল

*(১২) ঈশ্বরের বাক্যের স্থিতিশীলতার বিষয়ে কি ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে?*
*মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। (মথি ৫:১৭)*

*(১৩) সেই সমস্ত লোকদের প্রধান চরিত্র কেমন হবে যারা ঈশ্বরকে প্রেম করে এবং যারা শেষ দিনে পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে?*

*এস্থলে সেই পবিত্রগণের ধৈর্য্য দেখা যায়, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ও যীশুর বিশ্বাস পালন করে। (প্রকাশিত বাক্য ১৪:১২)*

*(১৪) যদিও ইহা বহু মানুষদের দ্বারা অবহেলিত, তথাপি কোন দিনে ঈশ্বর আমাদেরকে বিশ্রামদিন পালন করতে বলেছেন?*

*তুমি বিশ্রামদিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও। ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য্য করিও; কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন; সে দিন তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্যা, কি তোমার দাস কি দাসী, কি তোমার পশু, কি তোমার পুরদ্বারের মধ্যবর্ত্তী বিদেশী, কেহ কোন কার্য্য করিও না; কেননা সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্ম্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন; এই জন্য সদাপ্রভু বিশ্রামদিনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, ও পবিত্র করিলেন। (যাত্রাপুস্তক ২০:৮-১১)*

এবং যেমন চতুর্থ আদেশের দাবিগুলি যেমন লোকদের প্রতি জানানো হয়েছে, ইহা দেখে গেছে যে সপ্তম দিনে বিশ্রামবার পালন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে; এবং তাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবার একমাত্র পথ, যে দায়িত্ব পালন করতে তারা অনিচ্ছুক, অনেক জনপ্রিয় শিক্ষকেরা ঘোষনা করেছে যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করা আর বাধ্যতামূলক নয়। সেকারণে তারা ঈশ্বরের বাক্যকে বাতিল করে এবং একইভাবে বিশ্রামবারকেও বাতিল করে।

বিশ্রামবার সংস্কারের কাজটি প্রসারিত হবার সাথে সাথে চতুর্থ আদেশটির দাবি এড়াতে ঐশ্বরিক ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যানের ধারনাটি সার্বজনীন হয়ে উঠবে। ধর্মীয় নেতাদের শিক্ষা নাস্তিকতার দ্বারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে, এবং ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থার প্রতি অবজ্ঞার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে; এবং এই নেতাদের উপরে খ্রীষ্টিয় জগতের প্রতি অন্যায়ের একটি ভীতিপূর্ণ দায়বদ্ধতা ন্যস্ত থাকে।

**(১৫)** ***সেই পশুবৎ শক্তি কি পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করে, সেই বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্য কি ভবিষ্যদ্বাণী করে?***

***সে পরাৎপরের বিপরীতে কথা কহিবে, পরাৎপরের পবিত্রগণকে শীর্ণ করিবে, এবং নিরূপিত সময়ের ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিবে, এবং এক কাল, [দুই] কাল ও অর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত তাহারা তাহার হস্তে সমর্পিত হইবে। (দানিয়েল ৭:২৫)***

**(১৬)** ***কোন সূক্ষ্ম মিথ্যাগুলি সত্যের স্থান দখল করে, এমন ছদ্মবেশ থেকে আমরা কি সতর্ক হয়েছি?***

***দেখিও, দর্শনবিদ্যা ও অনর্থক প্রতারণা দ্বারা কেহ যেন তোমাদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া না যায়; তাহা মনুষ্যদের পরম্পরাগত শিক্ষার অনুরূপ, জগতের অক্ষরমালার অনুরূপ, খ্রীষ্টের অনুরূপ নয়; (কলসীয় ২:৮)***

তথাপি এই শ্রেনীটি দাবি করেছে যে এই দ্রুত-বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দুর্নীতির কারণ হল “খ্রীষ্টিয় বিশ্রামবারের” অবমাননা এবং রবিবারে উপাসনার দিন পালন করা কার্যকরভাবে সমাজের নৈতিকতা উন্নত করবে। এই দাবীটির জন্য বিশেষত আমেরিকাতে আহ্বান জানানো হয়েছে, যেখানে প্রকৃত বিশ্রামবারের মতবাদ (সপ্তাহের সপ্তম দিন = যাত্রাপুস্তক ২০:৮-১১) ব্যপকভাবে প্রচার করা হয়েছে। এখানে যে মনোভাব কাজ করে সেটি হল, নৈতিক সংস্কারের অন্যতম বিশিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যা প্রায়শই রবিবারের আন্দোলনের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যায়, এবং আধুনিক প্রতিনিধিরা সমাজের সর্বোচ্চ আগ্রহের বিষয়টিকে সংবর্ধিত করতে ইহার ওকালতি করে; এবং যারা তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে অস্বীকার করে, তাদেরকে ধৈর্য্য ও সংস্কারের শত্রু হিসাবে নিন্দা করা হয়।

কিন্তু ইহা বাস্তব যে, ভ্রান্তি স্থাপন করার জন্য যে আন্দোলন যে কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়, কাজটি ইতিমধ্যেই উত্তম, ইহা ত্রুটির পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা পুষ্টিকর খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে, বিষকে সেই খাবারের মধ্যে লুকিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আমরা সেই বিষের চরিত্র পরিবর্তন করতে পারি না। অন্যদিকে, ইহা আরো বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, কারণ ইহা আমাদের কাছে অজানা।

ইহা শয়তানের একটি অন্যতম ফাঁদ যখন সে মিথ্যাচারের সঙ্গে যথেষ্ট সত্য মিশিয়ে দেয় যা সেই বিষয়টিকে যথার্থতা প্রদানের জন্য যথেষ্ট। রবিবারের আন্দোলনের নেতারা মানুষের সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বলতে পারে, সেই নীতিগুলি বাইবেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে; তবুও সেগুলির মধ্যে একটি প্রয়োজনীয়তা যা ঈশ্বরের ব্যবস্থার বিপরীতে থাকে, তাঁর দাসেরা সেগুলির সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। মানুষের বিধি পালনের জন্য ঈশ্বরের বিধিগুলিকে সরিয়ে দেওয়া কোনমতেই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না।

***(১৭) আংশিক আনুগত্যের শেষ পরিণতি কি?***

***লোকে ভক্তির অবয়বধারী, কিন্তু তাহার শক্তি অস্বীকারকারী হইবে; তুমি এরূপ লোকদের হইতে সরিয়া যাও। (২য় তিমথীয় ৩:৫)***

***আর লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীর দূতকে লিখ;— যিনি আমেন, যিনি বিশ্বাস্য ও সত্যময় সাক্ষী, যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির আদি, তিনি এই কথা কহেন; আমি জানি তোমার কার্য্য সকল, তুমি না শীতল না তপ্ত; তুমি হয় শীতল হইলে, নয় তপ্ত হইলে ভাল হইত। এইরূপে তুমি কদুষ্ণ, না তপ্ত না শীতল, এই জন্য আমি নিজ মুখ হইতে তোমাকে বমন করিতে উদ্যত হইয়াছি। (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪-১৬)***

যারা নিজেদেরকে খ্রিষ্টান হিসাবে দাবি করে এবং অধার্মিক লোকদের মধ্যে পার্থক্যের রেখাটি এখন খুবই ক্ষীণ। মন্ডলীর লোকেরা সেটাই ভালবাসে যেটা জগতের লোকেরা ভালবাসে এবং তারা জগতের সঙ্গে মিশে যাবার জন্য প্রস্তুত, এবং শয়তান তাদেরকে এক দেহে যুক্ত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তার আধ্যাত্মিকতার সমস্ত স্তরে ইহা ছড়িয়ে দিয়ে সে নিজের উদ্দেশ্যকে শক্তিযুক্ত করে।

রোমান ক্যাথলিকরা, প্রকৃত মণ্ডলীর একটি নির্দিষ্ট অলৌকিক চিহ্ন দেখে গর্ববোধ করে, তারা খুব সহজেই মন্দশক্তি দ্বারা পরাজিত হবে; এবং প্রোটেস্টান্টরা, যারা সেই সত্যের ঢাল বর্জন করবে, তারাও প্রতারিত হবে। ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট এবং অন্যান্য জগতনিবাসীরা শক্তিবিহীন ধার্মিকতাকে গ্রহণ করবে, এবং এই ঐক্যের মাধ্যমে তারা জগতের মধ্যে পরিবর্তনের আন্দোলনের একটি বৃহৎ রূপ দেখতে পাবে এবং দীর্ঘ প্রত্যাশিত সহস্রাব্দের সূচনা দেখতে পাবে।

***(১৮) মনুষ্যজাতি যে ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছে – ইহার চূড়ান্ত পরিণতি কি হবে?***

*পৃথিবী শোকান্বিত ও নিস্তেজ হইল, জগৎ ম্লান ও নিস্তেজ হইল, পৃথিবীস্থ লোকদের উচ্চতমেরা ম্লান হইল। আর পৃথিবী আপন নিবাসীদের পদতলে অপবিত্র হইল, কারণ তাহারা ব্যবস্থা সকল লঙ্ঘন করিয়াছে, বিধি অন্যথা করিয়াছে, চিরস্থায়ী নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। (যিশাইয় ২৪:৪-৫)*

শয়তান বিভিন্ন লোকদের ব্যবহার করে যেন অপ্রস্তুত আত্মাগুলিকে নিজের গোলাঘরে সঞ্চয় করতে পারে। সে প্রকৃতির গবেষনাগারের গোপন বিষয়গুলি অধ্যয়ন করে, এবং সে নিজের সমস্ত শক্তিকে ব্যবহার করে যেন তার লোকদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে যতক্ষণ ঈশ্বর তাকে ছাড় দিয়ে রেখেছে ততক্ষণ। যখন তাকে ইয়োবের জীবনে ক্লেশ নিয়ে আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কত দ্রুত সে ইয়োবের পশুপাল, দাসদাসী, গৃহ ও সন্তানদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, সে একের পর এক সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। ঈশ্বর যিনি তাঁর সৃষ্টিকে ঢাল রূপে রক্ষা করেন এবং ধ্বংসকারীদের হাত থেকে তাদেরকে আটকান।

কিন্তু খ্রীষ্টিয় জগত যিহোবার ব্যবস্থার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেছে; এবং প্রভু যেমন বলেছেন সেভাবেই তিনি ন্যায়বিচার করবেন – তিনি পৃথিবী থেকে নিজের আশীর্বাদ উত্তোলন করবেন এবং তাদের উপর থেকে নিজের সুরক্ষা এবং যত্নের হাত তুলে নেবেন যারা তাঁর ব্যবস্থা ও শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং অন্যদেরকে একই কাজ করতে বাধ্য করেছে। শয়তান তাদেরকেই নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর বিশেষ সুরক্ষায় রাখেন নি। শয়তান কিছু লোককে সমৃদ্ধি দান করবে যে সে তার নিজের অভিসন্ধি পূর্ণ করতে পারে, এবং সে কিছু লোকেদের জীবনে ক্লেশ নিয়ে আসে এবং তাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে ঈশ্বর তাদের জীবনে ক্লেশ প্রেরণ করেছেন।

মনুষ্য সন্তানদের সম্মুখে সমস্ত রোগের সুস্থতা দানকারী একজন অলৌকিক মহান চিকিৎসক হিসাবে আবির্ভাব হবার পূর্বে, সে সমস্ত রকমের রোগ ও বিপর্যয় নিয়ে আসবে, যতক্ষণ না জনবহুল শহরগুলি ধ্বংসাত্বক ও নির্জনতায় পরিণত হয়। এমনকি এখনও সে কার্যরত। সমুদ্র ও স্থলে দুর্ঘটনা ও বিপর্যয়ে, মহা বিস্ফোরণে, ভয়াবহ টর্নেডো ও ভয়াবহ শিলাবৃষ্টিতে, মহামারী, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ে, জলোচ্ছ্বাস এবং ভূমিকম্পে, প্রত্যেকটি জায়গায় হাজার রকমের রূপে, শয়তান নিজের শক্তিকে ব্যবহার করে চলেছে। সে দুর্ভিক্ষ এবং দুর্ভোগ প্রেরন করে পাকা ফসল ধ্বংস করে দেয়। সে বাতাসকে মারাত্মক ভাবে দূষিত করে তোলে এবং হাজার হাজার মানুষ মহামারী দ্বারা ধ্বংস হয়। এই ধ্বংসগুলি ধীরে ধীরে আরো ঘন ঘন ঘটবে এবং আরো বিপর্যয়কর হয়ে উঠবে। মানুষ এবং জীবজন্তু সকলের উপরেই ধ্বংস নেমে আসবে। "পৃথিবী শোকান্বিত ও নিস্তেজ হইল," "... পৃথিবীস্থ লোকদের উচ্চতমেরা ম্লান হইল। আর পৃথিবী আপন নিবাসীদের পদতলে অপবিত্র হইল, কারণ তাহারা ব্যবস্থা সকল লঙ্ঘন করিয়াছে, বিধি অন্যথা করিয়াছে, চিরস্থায়ী নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে"। (যিশাইয় ২৪:৪-৫)।

**(১৯)** ***কি ভয়ঙ্কর ফলাফল হবে যখন প্রবঞ্চিত লোকেরা শয়তানের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবে?***

***লোকে তোমাদিগকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিবে; এমন কি, সময় আসিতেছে, যখন যে কেহ তোমাদিগকে বধ করে, সে মনে করিবে, আমি ঈশ্বরের উদ্দেশে উপাসনা-বলি উৎসর্গ করিলাম। (যোহন ১৬:২)***

এবং এরপরে সেই মহান প্রবঞ্চক লোকদের বোঝাবে যে ঈশ্বরের সেবা করে তারা এই মন্দতা ঘটাচ্ছে। যে শ্রেনী স্বর্গের অসন্তুষ্টিকে উস্কে দিয়েছে, তাদের সমস্ত সমস্যা তাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে যারা ঈশ্বরের

আজ্ঞাগুলির প্রতি বাধ্যতা থাকে এবং ঈশ্বরের বাক্য লঙ্ঘনকারীদের দ্বারা তারা তিরস্কৃত হবে। ইহা ঘোষনা করা হবে যে রবিবার বিশ্রামবার উলঙ্ঘন করে মানুষেরা ঈশ্বরকে আঘাত করছে; এবং এই পাপ এমন দুর্যোগ নিয়ে এসেছে যা ততক্ষণ শেষ হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত রবিবার পালনের বিষয়টিকে কঠোরভাবে কার্যকর করা হচ্ছে; এবং যারা চতুর্থ আদেশের দাবিকে প্রতিস্থাপন করে, তারা রবিবারের প্রতি শ্রদ্ধাকে ধ্বংস করে, তারা অন্যদের জীবনে বিপদ নিয়ে আসে, ঐশ্বরিক অনুগ্রহে এবং অস্থায়ী সমৃদ্ধিতে নিজেদের পুনরুদ্ধারকে প্রতিরোধ করে।

সুতরাং ঈশ্বরের দাসদের বিরুদ্ধে পুরাতন অভিযোগের পুনরাবৃত্তি হবে এবং তার উপরে ভিত্তি করে ইহা সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হবেঃ এলিয়ের দেখা পাইবামাত্র আহাব তাঁহাকে কহিলেন, হে ইস্রায়েলের কন্টক, এ কি তুমি? এলিয় কহিলেন, আমি ইস্রায়েলের কন্টক হই নাই, কিন্তু আপনি ও আপনার পিতৃকুল; কেননা আপনারা সদাপ্রভুর আজ্ঞা সকল ত্যাগ করিয়াছেন, এবং আপনি বালবেদগণের অনুগামী হইয়াছেন। ১ম রাজাবলি ১৮:১৭ – ১৮ পদ। জনগণের ক্রোধ যেমন মিথ্যা অভিযোগ দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, তারা সেই একইভাবে ঈশ্বরের প্রতিনিধিদের প্রতি একই পথ অনুসরণ করবে যেভাবে ইস্রায়েলের অধার্মিক লোকেরা এলিয়ের প্রতি করেছিল।

**(২০) *শেষ সময়ে বেশিরভাগ মানুষদের প্রতারনা করে তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শয়তান প্রবঞ্চনার কোন শক্তিশালী উৎসকে ব্যবহার করবে?***

***তাহারা ভূতদের আত্মা, নানা চিহ্ন-কার্য্য করে; তাহারা জগৎ সমুদয়ের রাজাদের নিকটে গিয়া, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সেই মহাদিনের যুদ্ধার্থে তাহাদিগকে একত্র করে। প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৪।***

*কেননা ভাক্ত খ্রীষ্টেরা ও ভাক্ত ভাববাদীরা উঠিবে, এবং এমন মহৎ মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভুত অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইবে যে, যদি হইতে পারে, তবে মনোনীতদিগকেও ভুলাইবে। মথি ২৪:২৪।*

শয়তানের আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে প্রকাশিত অলৌকিক কার্যকরী শক্তি তার প্রভাবকে ব্যবহার করবে তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষকে নয় কিন্তু ঈশ্বরের বাধ্য হওয়াকে বেছে নেবে। মন্দ আত্মাগুলি যোগাযোগ করে ঘোষনা করবে যে ঈশ্বর তাদের প্রেরন করেছেন সেই সমস্ত মানুষদের ভ্রান্তি দূর করার জন্য যারা রবিবারকে প্রত্যাখ্যান করছে, ইহা নিশ্চিত করে যে ঈশ্বরের ব্যবস্থার মত এই পৃথিবীর ব্যবস্থাগুলিকেও আমাদের মেনে চলতে হবে। তারা পৃথিবীর বৃহত্তম পাপাচারের জন্য বিলাপ করবে এবং ধর্মীয় শিক্ষকদের সাক্ষ্যকে ব্যবহার করবে প্রমাণ করবে যে মানুষের নৈতিকতার পতন হয়েছে রবিবারকে অপবিত্রীকরণের কারণে। যারা তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে তাদের বিরুদ্ধে তারা দুর্দান্তভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠবে।

এই চূড়ান্ত দ্বন্দ্বে ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে শয়তানের একই কর্মপন্থা কার্যকরী হবে যার দ্বারা সে স্বর্গে এই মহাবিতর্কের সূচনা করেছিল। সে দাবি করে যে সে ঈশ্বরের পরিচালনার স্থিতিশীলতাকে প্রসারিত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু গোপনে সে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে চলেছে।

**(২১)** ***তার সমস্ত প্রলোভন ও নিয়ন্ত্রণকে ব্যবহার করে, শয়তান এই আসন্ন বিবাদে নিজের কোন লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাইছে?***

***তোমরা প্রবুদ্ধ হও, জাগিয়া থাক; তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। ১ম পিতর ৫:৮***

ঈশ্বর কখনও আমাদের ইচ্ছা বা বিবেককে জোর করে ব্যবহার করেন না; কিন্তু শয়তানের প্রত্যেকদিনের অবলম্বন – সে সকলকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, না পারলে সে তাদেরকে প্রলোভিত করে – কখনও নিষ্ঠুরতার সাথে তাদেরকে বাধ্য করেন। ভয় দ্বারা বা বলপূর্ব্বক সে মানুষের বিবেকের উপরে রাজত্ব করার চেষ্টা করে এবং তাদের দ্বারা নিজের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের চেষ্টা করে। ইহা সম্পন্ন করার জন্য, শয়তান ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ উভয় কর্তৃত্বের মাধ্যমে কাজ করে এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে অমান্য করে মানুষের সৃষ্ট ব্যবস্থাকে প্রণয়ন করার জন্য লোকদের পরিচালিত করে।

**(২২) *ঈশ্বরের অন্তিম দিনে অবশিষ্ট লোকেদের কোন চরিত্র শয়তান এবং তার অনুসরণকারীদের ঘৃণাকে প্রজ্বলিত করে তুলবে?***

***আর সেই স্ত্রীলোকটীর প্রতি নাগ ক্রোধান্বিত হইল, আর তাহার বংশের সেই অবশিষ্ট লোকদের সহিত, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ও যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল। প্রকাশিত ১২:১৭***

যারা বাইবেলে উল্লিখিত বিশ্রামবারকে সমাদর করবে, তাদেরকে ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলার শত্রু বিবেচনা করে নিন্দিত করা হবে, যেন তারা সমাজের নৈতিক নিয়ন্ত্রণকে ভেঙ্গে দিয়েছে, নৈরাজ্য ও দুর্নীতি নিয়ে এসেছে, এবং এই জগতের উপরে ঈশ্বরের বিচারকে নামিয়ে এনেছে। তাদের বিবেকীয় বিভ্রান্তি জেদ, একগুয়েমি এবং কর্তৃত্বের অবমাননা উচ্চারণ করবে। তাদের বিরুদ্ধের ঈশ্বরের পরিচালনার প্রতি অসন্তুষ্টির অভিযোগ উঠবে।

যে সমস্ত পরিচর্য্যাকারীরা ঐশ্বরিক ব্যবস্থার বাধ্যবাধকতাকে অস্বীকার করে তারা সহজেই পুলপিটে প্রচার করার সময়ে জাগতিক কর্তৃত্বের কাছে অবনত হবে

এবং মনে করবে ইহাই ঈশ্বরের আদেশ। আইনগৃহ এবং ন্যায় বিচারের আদালত, আজ্ঞা রক্ষাকারী প্রত্যেককেই ভ্রান্ত ভাবে ব্যাখ্যা করা হবে এবং দোষারোপ করা হবে। তাদের বাক্যে একটি মিথ্যা রং চড়িয়ে দেওয়া হবে; তাদের উদ্দেশ্যের উপরে ভিত্তি করে সর্বনিকৃষ্ট নির্মাণ প্রস্তুত করা হবে।

**(২৩) *জাগতিক কর্তৃত্বগুলি এবং ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা সেই সমস্ত লোকদের নীতিবোধকে বিকৃত করার জন্য কি প্রচেষ্টা করবে যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে?***

***আর ঐ পশুর ছাপ অর্থাৎ নাম কিম্বা নামের সংখ্যা যে কেহ ধারণ না করে, তাহার ক্রয় বিক্রয় করিবার অধিকার বদ্ধ করে। (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৭)***

যেহেতু প্রোটেস্টান্ট মন্ডলীগুলি ঈশ্বরের ব্যবস্থার বিষয়ে বাইবেলের স্পষ্ট যুক্তিগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা সেই সমস্ত লোকদের নীরব করে যাদের বিশ্বাস তারা বাইবেল দ্বারা খন্ডন করতে পারে না। যদিও তারা সত্যের প্রতি নিজেদের চোখকে অন্ধ করে দেয়, তারা এখন এমন একটি গতিধারা গ্রহণ করেছে যা সেই সমস্ত লোকদের উপরে নির্যাতনকে কার্যকর করে যারা বুদ্ধিপূর্ণভাবে সেই বিষয়গুলি অনুসরন করাকে প্রত্যাখ্যান করে যা অবশিষ্ট খ্রীষ্টিয় জগত করে চলেছে, এবং যারা পোপের বিশ্রামবারের দাবিগুলিকে স্বীকার করে।

মন্ডলী এবং রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একত্রিত হবে রবিবারকে সম্মান জানাতে ঘুষ দিতে, তাদেরকে রাজি করাতে বা বাধ্য করতে। ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের অভাব দমনকারী আইন দ্বারা জোগান দেওয়া হবে। রাজনৈতিক দুর্নীতি ন্যায়বিচার এবং সত্যের প্রতি প্রেমকে ধ্বংস করছে; এবং এমনি স্বাধীন আমেরিকাতে, শাসকেরা ও আইনসভার প্রতিনিধিরা, জনগণের আনুকূল্য সুরক্ষিত রাখার জন্য,

রবিবার পালনের আইনের জনপ্রিয় দাবিকে সমর্থন করবে। বিবেকের স্বাধীনতা, যার জন্য মহান বলিদানের মূল্য দেওয়া হয়েছে, আর সম্মানিত হবে না।

শীঘ্র আগত সংঘাতে আমরা ভাববাদীর বাক্যের দৃষ্টান্ত দেখতে পাবঃ “আর সেই স্ত্রীলোকটীর প্রতি নাগ ক্রোধান্বিত হইল, আর তাহার বংশের সেই অবশিষ্ট লোকদের সহিত, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ও যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল।”। প্রকাশিত বাক্য ১২:১৭। [বাইবেলের বিশ্রামবারের ইতিহাসের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য এবং ইহা পরিবর্তনের জন্য মানুষের প্রচেষ্টার বিষয়ে জানতে পরিশিষ্ট খ, গ, ঘ দেখুন]

*আমি এখন অবগত আছি যে ঈশ্বরের বাক্য স্পষ্টরূপে একটি “আসন্ন বিবাদের” বিষয়ে ব্যাখ্যা করে “যেমন আগে কখনও হয়নি” যা এই জগতের ইতিহাসের শেষে আরম্ভ হবে।*

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত*

*আমি উপলব্ধি করেছি যে এই মহাবিতর্কে শয়তানের আক্রমণের মূল লক্ষ্য হল ঈশ্বরের অনন্তকালীন পবিত্র ব্যবস্থা – তাঁর রাজত্বের মূল ভিত্তি।*

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত*

*প্রকাশিত ১২:১৭ পদ প্রকাশ করে যে শয়তানের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ঈশ্বরের ব্যবস্থার মর্যাদাহানি করা, কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল এই পবিত্র নীতিগুলি যেন মানুষ প্রত্যাখ্যান করে।*

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত*

*আমি এখন জানি ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশ করে যে ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পবিত্র এবং চিরন্তন, শয়তান এবং*

মানুষ যতই "সময় এবং ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার চিন্তাভাবনা করুক" দানিয়েল ৭:২৫।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে বাইবেল ঈশ্বরের সমস্ত পবিত্র আজ্ঞাগুলি পালন করার গুরুত্ব শিখিয়েছে এবং এগুলির মধ্যে একটি ভঙ্গ করার অর্থ হল সমস্ত ব্যবস্থাই ভঙ্গ করা। যাকোব ২:১০।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি ঈশ্বরের সেই অনুগত অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে থাকতে চাই যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে এবং যীশুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। প্রকাশিত বাক্য ১৪:১২।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

## পাঠ ৮

## ঈশ্বরের বাক্য হল একটি সুরক্ষাকবচ

*(১) শয়তানের প্রতারনা থেকে রক্ষা পেতে আমাদের রক্ষাকবচ কি হবে?*

*যীশু তাহাকে উত্তর করিলেন, লেখা আছে, "মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচিবে না।" লূক 8:8*

*ব্যবস্থার কাছে ও সাক্ষ্যের কাছে [অন্বেষণ কর]; ইহার অনুরূপ কথা যদি তাহারা না বলে, তবে তাহাদের পক্ষে অরুণোদয় নাই। (যিশাইয় ৮:২০)*

ঈশ্বরের লোকেরা মিথ্যা শিক্ষকদের প্রভাবের বিরুদ্ধে ও অন্ধকারের আত্মার প্রতারিত শক্তির বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বাক্যরূপ রক্ষকবচের দিকে পরিচালিত হয়। শয়তান মানুষকে বাইবেলের জ্ঞান থেকে বিরত রাখতে সমস্ত ধরনের পথ ব্যবহার করে; কারণ বাইবেলের সরল শিক্ষাগুলি শয়তানের প্রতারনাকে প্রকাশ করে। ঈশ্বরের রাজ্যের প্রত্যেকটি উদ্দীপনার কাজের সাথে সাথে শয়তানও আরো

তীব্রভাবে নিজের কাজ করতে শুরু করে; এখন সে খ্রীষ্ট ও তাঁর অনুসরণকারীদের বিরুদ্ধে অন্তিম লড়াইয়ের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অন্তিম মহাভ্রান্তি শীঘ্রই আমাদের সামনে উন্মুক্ত হবে। খ্রীষ্টারিরা আমাদের চোখের সামনেই অদ্ভুত কাজ করবে। নকল বিষয়গুলি সত্যের সাথে এতটাই মিলিত হবে যে পবিত্র বাক্যের জ্ঞান ছাড়া সেগুলির মধ্যের পার্থক্য উপলব্ধি করা অসম্ভব হবে। তাদের সাক্ষ্য দ্বারাই প্রত্যেকটি বিবৃতি এবং অলৌকিক কাজ পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

***(২) মানুষকে উপেক্ষা করে ঈশ্বরের বাধ্য থাকার সামর্থ্য আমরা কোন উৎস থেকে লাভ করতে পারি?***

***আর সমস্ত অনুগ্রহের ঈশ্বর, যিনি তোমাদিগকে খ্রীষ্টে আপনার অনন্ত প্রতাপ প্রদানার্থে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি আপনি তোমাদের ক্ষণিক দুঃখভোগের পর তোমাদিগকে পরিপক্ক, সুস্থির, সবল, বদ্ধমূল করিবেন। (১ম পিতর ৫:১০)***

যারা ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞা মেনে চলার চেষ্টা করে তাদের বিরোধীতা করা হবে ও বিদ্রূপ করা হবে। তারা কেবল ঈশ্বরের শক্তিতেই দাঁড়াতে পারবে। তাদের সম্মুখে আসন্ন পরীক্ষা সহ্য করার জন্য, তাদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছাগুলিকে উপলব্ধি করতে হবে যেভাবে ঈশ্বরের বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে; তারা ঈশ্বরকে তখনই সমাদর করতে সক্ষম হবে যখন তাদের ঈশ্বরের চরিত্র, পরিচালনা, উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক ধারনা থাকস এবং তারা সেই মত কাজ করবে। বাইবেলের সত্য দ্বারা যারা নিজেদের মনকে দুর্ভেদ্য করে রেখেছে, তারা ব্যতীত অন্য কেউ সেই মহা দ্বন্দ্বের মধ্যে দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

প্রত্যেক আত্মার কাছে সেই অনুসন্ধানের পরীক্ষা আসবেঃ আমরা কি মানুষের অনুগত হব না ঈশ্বরের? সিদ্ধান্তের গ্রহণের সময় এখনই আমাদের কাছে উপস্থিত।

আমাদের পদযুগল কি ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় বাক্যের পাথরে রোপিত আছে? আমরা কি ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতিরক্ষায় এবং যীশুর উপরে বিশ্বাসে দৃঢ় থাকতে প্রস্তুত?

### (৩) *ঈশ্বর কেন তাঁর বাক্যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করেছেন?*

***কারণ পূর্ব্বকালে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল, সে সকল আমাদের শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছিল, যেন শাস্ত্রমূলক ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা প্রত্যাশা প্রাপ্ত হই। (রোমীয় ১৫:৪)***

***নিগূঢ় বিষয় সকল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অধিকার; কিন্তু প্রকাশিত বিষয় সকল আমাদের ও যুগে যুগে আমাদের সন্তানদের অধিকার, যেন এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা আমরা পালন করিতে পারি। (২য় বিবরণী ২৯:২৯)***

পরিত্রাতা, তাঁর ক্রুশেতে মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর শিষ্যদের কাছে ব্যখ্যা করেছিলেন যে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং তিনি পুনরায় কবর থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন, এবং স্বর্গদূতেরা তাদের মন ও হৃদয়কে মুগ্ধ করার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিল। কিন্তু শিষ্যেরা রোমের যোয়ালি থেকে সাময়িক মুক্তির প্রত্যাশা করেছিল, এবং তারা এই চিন্তাকে সহ্য করতে পারেনি যে তিনি যার উপরে তাদের সমস্ত আশা কেন্দ্রীভুত হয়ে আছে তিনি এই অসম্মানজনক মৃত্যু ভোগ করবেন। তারা সেই বিষয়টি ভূলে গিয়েছিল যা তাদের স্মরণে রাখা উচিত ছিল; এবং যখন পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়, দেখা যায় যে তারা অপ্রস্তুত ছিলেন। যীশুর মৃত্যুতে তাদের আশা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়, মনে হয় যেন তিনি পূর্বেই এই বিষয়ে কোন ঘোষনাই করেননি। ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে আমাদের সামনে সহজেই ভবিষ্যতের বিষয় উন্মুক্ত করা হয় যেমন খ্রীষ্টের ঘোষনা শিষ্যদের সামনে উন্মুক্ত হয়েছিল।

পরীক্ষার সময়ের সমাপ্তি এবং ক্লেশভোগের সময়ের জন্য প্রস্তুতির কাজের ঘটনাকে স্পষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত করে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যগুলি সম্পর্কে বহু মানুষের কোন উপলব্ধি থাকত না, যদি সেগুলি প্রকাশিত না করা হত। শয়তান তাদেরকে সর্বক্ষেত্রে নজরে রাখে যেন সেই সমস্ত বিষয় থেকে মানুষদের দূরে রাখতে পারে যা তাদেরকে পরিত্রাণের প্রজ্ঞা দান করে, এবং যেন পরীক্ষার সময়ে তাদেরকে অপ্রস্তুত হিসাবে খুঁজে পাওয়া যায়।

*(৪) পরিত্রানের পথে এগোতে আমাদের জাগিয়ে তোলার আহ্বান জানাতে শেষ সময়ে কোন তিনটি সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে?*

*পরে আমি আর এক দূতকে দেখিলাম, তিনি আকাশের মধ্য পথে উড়িতেছেন, তাঁহার কাছে অনন্তকালীন সুসমাচার আছে, যেন তিনি পৃথিবী-নিবাসীদিগকে, প্রত্যেক জাতি ও বংশ ও ভাষা ও প্রজাবৃন্দকে, সুসমাচার জানান; তিনি উচ্চ রবে এই কথা কহিলেন, ঈশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহাকে গৌরব প্রদান কর, কেননা তাঁহার বিচার-সময় উপস্থিত; যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র ও জলের উনুই সকল উৎপন্ন করিয়াছেন, তাঁহার ভজনা কর।*

*পরে তাঁহার পশ্চাৎ দ্বিতীয় এক দূত আসিলেন, তিনি কহিলেন, "পড়িল, পড়িল সেই মহতী বাবিল, যে সমস্ত জাতিকে আপনার বেশ্যাক্রিয়ার রোষমদিরা পান করাইয়াছে।"*

*পরে তৃতীয় এক দূত উহাঁদের পশ্চাৎ আসিলেন, তিনি উচ্চ রবে কহিলেন, যদি কেহ সেই পশু ও তাহার প্রতিমূর্ত্তির ভজনা করে, আর নিজ ললাটে কি হস্তে ছাব ধারণ করে, তবে সেই ব্যক্তিও ঈশ্বরের সেই "রোষ-মদিরা পান করিবে, যাহা তাঁহার কোপের পানপাত্রে*

*অমিশ্রিতরূপে প্রস্তুত হইয়াছে”; এবং পবিত্র দূতগণের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে “অগ্নিতে ও গন্ধকে যাতনা পাইবে। (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৬-১০)*

যখন ঈশ্বর মানুষের কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা প্রেরণ করেন যে তিনি মধ্য আকাশে স্বর্গীয় দূতদের প্রেরণ করেন সেই বার্তা প্রেরণের জন্য, তিনি চান প্রত্যেকের যেন সেই বার্তা গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান থাকে। তাঁর ভয়ঙ্কর বিচার সেই জন্তু এবং তার প্রতিমূর্তির আরাধনাকে বাতিল করে (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৯-১১), যা প্রত্যেককে সেই পশুর চিহ্নের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আরো পরিশ্রমের সাথে অধ্যয়ন করতে পরিচালিত করে, এবং কিভাবে তারা ইহাকে এড়াতে পারবে, তা শিখতে পার। কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরা এই সত্য শ্রবণ থেকে নিজেদের কানকে সরিয়ে নিয়েছে, তারা সেই কল্পিত বিষয়গুলি শ্রবণে ব্যস্ত।

**(৫) *সত্য মতবাদগুলির প্রতি অভিলাষ দ্বারা প্রভাবিত মনোভাবকে পৌল কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?***

***কেননা এমন সময় আসিবে, যে সময় লোকেরা নিরাময় শিক্ষা সহ্য করিবে না, কিন্তু কাণচুল্‌কানিবিশিষ্ট হইয়া আপন আপন অভিলাষ অনুসারে আপনাদের জন্য রাশি রাশি গুরু ধরিবে, এবং সত্য হইতে কাণ ফিরাইয়া গল্পের দিকে বিপথে যাইবে। (২য় তিমথীয় ৪:৩-৪)***

সেই সময় সম্পূর্ন ভাবে উপস্থিত হয়েছে। অধিকাংশ লোকেরাই বাইবেলের সত্যের প্রতি আগ্রহী নয়, কারণ ইহা তাদের পাপপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, জাগতিক বিষয়ে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে হস্তক্ষেপ করে; এবং অন্যদিকে শয়তান সেই প্রবঞ্চনা সরবরাহ করে যা তারা ভালোবাসে।

**(৬) *খ্রীষ্টের প্রকৃত অনুসরণকারীরা কিভাবে সত্য মতবাদগুলিকে নির্ধারন করবে?***

*ব্যবস্থার কাছে ও সাক্ষ্যের কাছে [অন্বেষণ কর]; ইহার অনুরূপ কথা যদি তাহারা না বলে, তবে তাহাদের পক্ষে অরুণোদয় নাই।(যিশাইয় ৮:২০)*

কিন্তু ঈশ্বর পৃথিবীতে এমন লোকদের রাখবেন যারা বাইবেলকে, কেবলমাত্র বাইবেলকে বজায় রাখেবন, কারণ ইহা সমস্ত মতবাদ ও সমস্ত সংস্কারের মূল ভিত্তি। জ্ঞানী লোকদের মতামত, বিজ্ঞানের ছাড়পত্র, ধর্মীয় সংস্থাগুলির নিয়ম বা সিদ্ধান্তগুলি, যেভাবে মন্ডলীগুলি ইহার প্রতিনিধিত্ব করে, এগুলি ততই বহুসংখ্যক এবং বিতর্কিত, ইহাই অধিকাংশ মানুষের মতামত – এই সমস্ত বিষয়গুলি বা সমস্তগুলির মধ্য একটিকেও ধর্মীয় বিশ্বাসের কোন দিক বা বিপক্ষ প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। যেকোন মতবাদ ও আদেশ গ্রহণ করার পূর্বে, আমাদের স্পষ্ট দাবি করা উচিত, ইহার সমর্থনে "সদাপ্রভু ইহা কহেন"।

**(৭) *মানুষের সৃষ্ট শিক্ষাগুলির প্রতি আমাদের কি দায়বদ্ধতা আছে?***

***থিষলনীকীর যিহূদীদের অপেক্ষা ইহারা ভদ্র ছিল; কেননা ইহারা সম্পূর্ণ আগ্রহপূর্ব্বক বাক্য গ্রহণ করিল, আর এ সকল বাস্তবিকই এইরূপ কি না, তাহা জানিবার জন্য প্রতিদিন শাস্ত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল। (প্রেরিত ১৭:১১)***

শয়তান প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের পরিবর্তে তার দিকে মানুষের মনোযোগকে আকর্ষন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে লোকদের পরিচালনা করে যেন তারা ঈশ্বরের বাক্য অনুসন্ধান করে নিজেদের দায়িত্ব শেখার প্রচেষ্টা না করে, বিশপ, পালক, ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপকদের দিকে নিজেদের পথপ্রদর্শক রূপে তাকিয়ে থাকে। এর পরে এই সমস্ত নেতাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, সে বহু মানুষের জীবনে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

***(৮) ঈশ্বরের বাক্য উপলব্ধি করার জন্য যিহুদী জাতি তাদের নেতাদের উপরে নির্ভর করত। ইহার ফলাফল কি ছিল?***

***তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন; লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হইলেন, আর আমরা তাঁহাকে মান্য করি নাই। (যিশাইয় ৫৩:৩)***

যখন খ্রীষ্ট জীবনের বাক্য প্রচার করতে এসেছিলেন, সাধারন মানুষেরা আনন্দের সাথে তাঁর কথা শুনতেন; এবং অনেকে, এমনকি যাজক এবং রাজারাও, তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু মহাযাজক এবং সেই সময়ে দেশের পরিচালকরা তাঁর শিক্ষাকে নিন্দা ও প্রত্যাখ্যান করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল। যদিও খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত অভিযোগ ব্যর্থ হয়েছিল, যদিও তারা তাঁর বাক্যে ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাব এবং প্রজ্ঞা অনুভব করতে পেরেছিল, তথাপি তারা নিজেদেরকে কুসংস্কারে আবদ্ধ করে রেখেছিল; তারা যীশুর মশীহত্বের স্পষ্ট প্রমাণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যাতে তারা যীশুর শিষ্য হতে বাধ্য না হয়।

যীশুর বিরোধী লোকেরা এমন মানুষ ছিলেন যাদেরকে শৈশব থেকে শ্রদ্ধা করতে শেখানো হয়েছিল, তারা কর্তৃত্বের প্রতি মাথা নত করতে অভ্যস্ত ছিল। তারা জিজ্ঞাসা করেছিল, “ইহা কি করে সম্ভব,” “যে আমাদের শাসনকর্ত্তারা ও সুশিক্ষিত লেখকেরা যীশুকে বিশ্বাস করে না? এই ধার্মিক লোকেরা কি তাঁকে গ্রহণ করত না যদি তিনি খ্রীষ্ট হতেন?” ইহাই ছিল যিহুদী জাতির উপরে এই জাতীয় শিক্ষকদের প্রভাব যার কারণে যিহুদী জাতি তাদের পরিত্রাতাকে প্রত্যাখ্যান করতে পরিচালিত হয়েছিল।

যে আত্মা এই মনোভাব যাজক ও শাসকদের মধ্যে তৈরি করেছিল তা এখনও অনেকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে যারা উচ্চ ধর্মীয় স্থানগুলিতে বসে আছে। তারা এই সত্যের

সম্পর্কে শাস্ত্রের সাক্ষ্যকে যাচাই করতে অস্বীকার করে। তারা নিজেদের সংখ্যা, সম্পদ ও জনপ্রিয়তার দিকে ইঙ্গিত করে, এবং সত্যের সমর্থকদের অবজ্ঞার চোখে দেখে, এবং তাদের এই ধরনের বিশ্বাস তাদেরকে এই পৃথিবী থেকে পৃথক করে রাখে।

(৯) *প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার একমাত্র উৎস কি?*

***তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর; এমন কার্য্যকারী হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করিতে জানে। (২য় তিমথীয় ২:১৫)।***

খ্রীষ্ট পূর্বেই অবগত ছিলেন যে ব্যবস্থাপকণ ও ফরিশীদের দ্বারা কর্তৃত্বের অযৌক্তিক ধারনা যিহুদীদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়াকে রোধ করতে পারবে না। মানুষের বিবেকের উপরে রাজত্ব করার জন্য মানুষের কর্তৃত্বকে উচ্চীকৃত করার কাজ সম্পর্কে তাঁর একটি ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ ধারনা ছিল, যা সমস্ত যুগের মন্ডলীগুলির উপরে একটি ভয়ঙ্কর অভিশাপ রূপে নেমে এসেছে। এবং ব্যবস্থাপকগণ ও ফরিশীদের সম্পর্কে তাঁর এই নিন্দা, এবং এই অন্ধ নেতাদেরকে অনুসরণ করার জন্য লোকদের প্রতি তাঁর সতর্কবার্তা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে একটি উপদেশ হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

(১০) *ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী, আমাদের মধ্যে কারা মিথ্যা বা ভ্রান্ত শিক্ষা রোপণ করবে?*

***কিন্তু প্রজাবৃন্দের মধ্যে ভাক্ত ভাববাদিগণও উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই প্রকারে তোমাদের মধ্যেও ভাক্ত গুরুরা উপস্থিত হইবে, তাহারা গোপনে বিনাশজনক দলভেদ উপস্থিত করিবে, যিনি তাহাদিগকে ক্রয় করিয়াছেন, সেই অধিপতিকেও অস্বীকার করিবে, এইরূপে শীঘ্র আপনাদের বিনাশ ঘটাইবে। (২য় পিতর ২:১)***

তবুও বাইবেল ভ্রান্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা দ্বারা পরিপূর্ণ, অনেকেই মণ্ডলীর পালকদের কাছে নিজেদের আত্মা রক্ষা করার জন্য এইভাবে প্রস্তুত হয়েছে। বর্তমানে হাজার হাজার ধর্মীয় অধ্যাপকেরা আছেন যারা তাদের বিশ্বাসের অন্য কোন কারণ দেখাতে পারেন না, তারা ততটুকুই জানেন যতটা তারা নিজেদের ধর্মীয় নেতাদের থেকে নির্দেশ পেয়েছেন। তারা প্রায় অলক্ষিতভাবে মুক্তিদাতার শিক্ষাগুলিকে হস্তান্তর করে, এবং পরিচর্য্যাকারীদের বাক্যের উপরে পুরোপুরি আস্থা রাখে।

কিন্তু সেই পরিচার্যকারীরা কি ভ্রান্ত হতে পারে না? আমরা কি ভাবে আমাদের আত্মাকে তাদের পরিচালনার উপরে নির্ভর করে ছেড়ে দিতে পারি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে সঠিক রূপে জানছি যা আমাদের জীবনে জ্যোতির বাহক? নৈতিক সাহসের অভাবে এই জগতের একটি বিশাল সংখ্যার মানুষ জাগতিক জ্ঞানীদের বাক্য অনুসরণ করে এগিয়ে চলে; এবং তারা নিজেদের শিক্ষার জন্যে বাক্য অনুসন্ধান করার অনিচ্ছার কারনে, তারা হতাশ হয়ে নিজেদের ভূলের শৃঙ্খলে আটকে আছে। তারা দেখে যে এই সময়ের জন্য উপযুক্ত সত্য স্পষ্টভাবে বাইবেলে উল্লেখ করা আছে; এবং তারা পবিত্র আত্মার শক্তিকে অনুভব করে যা এই বিষয়কে ঘোষনা করছে; তবুও তারা সেই আলো থেকে পালকদের বিরোধীতাকে সরিয়ে রাখে। যদিও তাদের যুক্তি এবং বিবেক নিশ্চিত থাকে, এই আত্মাগুলি নিজেদের চিন্তাকে পালকদের ভ্রান্ত শিক্ষা থেকে পরিবর্তন করার সাহস করে না; এবং তাদের ব্যক্তিগত বিচার, তাদের অনন্ত ইচ্ছা, অন্যদের অবিশ্বাস, গর্ব এবং কুসংস্কারের জন্য উৎসর্গ করা হয়।

**(১১)** ***পরিত্রানের সত্য খোঁজার দায়িত্ব কাদের উপরে ন্যস্ত আছে?***

***অতএব, হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্ব্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার সাক্ষাতে***

*যেরূপ কেবল সেইরূপ নয়, বরং এখন আরও অধিকতররূপে আমার অসাক্ষাতে, সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর। (ফিলিপীয় ২:১২)*

ঈশ্বরের সত্য এবং গৌরব অবিচ্ছেদ্য; যখন বাইবেল আমাদের সঙ্গে আছে, ভ্রান্ত মতামত দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অনেকে দাবি করে যে কোন ব্যক্তির জীবনই যদি সঠিক পথে না থাকে, তাহলে তারা কে কি বিশ্বাস করে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু আমাদের জীবন আমাদের বিশ্বাস দ্বারা তৈরি হয়। যদি আলো এবং সত্য আমাদের নাগালের মধ্যে থাকে, এবং আমরা ইহাকে উন্নত করার সুযোগকে অবজ্ঞা করি, আমরা কার্যত এটিকে প্রত্যাখ্যান করি; তাহলে আমরা আলোর থেকে অন্ধকারকে বেছে নিই।

**(১২)** ***কেন ঈশ্বরের বাক্যের অবজ্ঞা আমাদের জীবনে বিপদজনক?***

*একটী পথ আছে, যাহা মানুষের দৃষ্টিতে সরল, কিন্তু তাহার পরিণাম মৃত্যুর পথ। (হিতোপদেশ ১৬:২৫)*

যখন আমাদের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার সমস্ত সুযোগ রয়েছে, তখন অবজ্ঞা ত্রুটি বা পাপ করার কোন অজুহাত হতে পারে না। একজন মানুষ যিনি কোন একটি স্থানে যাচ্ছেন এবং এমন একটি পথে এসে পৌঁছেছেন যেখানে বেশকয়েকটি রাস্তা এবং গাইডবোর্ড রয়েছে যা সেই ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। যদি সেই ব্যক্তি ঐ গাইডবোর্ডকে অগ্রাহ্য করে, এবং নিজের খুশীমত যেকোন পথ বেছে নেয়, সে সততার সঙ্গে এগিয়ে গেলেও, সে কিন্তু ভুল গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছাবে।

ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর বাক্য দিয়েছেন যেন আমরা তাঁর শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হই এবং যেন আমরা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারি যে আমাদের জীবনে কি করণীয়

আছে। যখন সেই ব্যবস্থাবেত্তা তার জিজ্ঞাসা নিয়ে যীশুর কাছে আসলেন, “অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে আমাকে কি করতে হবে?” মুক্তিদাতা ঈশ্বরের বাক্য উদ্ধৃত করে সেই ব্যক্তিকে বললেনঃ “ব্যবস্থায় কি লেখা আছে? তুমি কিভাবে পাঠ কর?” অজ্ঞতা বা অবজ্ঞা কোন যুবক বা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ক্ষমা করবে না বা তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘনের শাস্তি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারবে না; কারণ তাদের হাতে সেই ব্যবস্থা এবং সেগুলির নীতি ও দাবিগুলি বিশ্বস্তভাবে উপলব্ধ ছিল।

উত্তম উদ্দেশ্য থাকাই কিন্তু যথেষ্ট নয়; একজন মানুষ যা সঠিক বলে মনে করে বা তাদের পালক যেটাকে সঠিক বলে মনে করে সেগুলি করাও যথেষ্ট নয়। তার আত্মার পরিত্রাণ ঝুঁকিপূর্ন অবস্থায় আছে, এবং তার উচিত নিজের জন্য শাস্ত্রের অনুসন্ধান করা। তার পালক যে সঠিকটাই জানেন সেই বিষয়ে তার দৃঢ়বিশ্বাস থাকুক না কেন, তার যতই আত্মবিশ্বাস থাকুক না কেন, ইহা তার জীবনে সঠিক ভিত্তি নয়। তার কাছে এমন একটি রেখাচিত্র আছে যা স্বর্গীয় যাত্রায় প্রতিটি পদচিহ্নকে নির্দেশ করে, এবং কোনকিছুতেই তার অনুমান করা উচিত নয়, তার উচিত সেই রেখচিত্রকে অনুসরণ করা।

**(১৩) *ঈশ্বরের বাক্যের পৃষ্ঠাগুলিকে অধ্যয়ন করার জন্য ঈশ্বরের বাক্য আমাদের কি নির্দেশ করে?***

***কেননা বিধির উপরে বিধি, বিধির উপরে বিধি; পাঁতির উপরে পাঁতি, পাঁতির উপরে পাঁতি; এখানে একটুকু, সেখানে একটুকু।’ (যিশাইয় ২৮:১০)***

ইহা প্রত্যেক যুক্তিবাদী ব্যক্তির প্রাথমিক এবং সর্ব্বোচ্চ কর্তব্য যেন তারা ঈশ্বরের বাক্য থেকে সত্য বিষয়গুলির শিক্ষাগ্রহণ করে, এবং যেন তারা সেই আলোকে পথ চলে এবং অন্যদেরকেও সেই উদাহরণ অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করে। আমরা উচিত প্রত্যেকদিন ঈশ্বরের বাক্য

সঠিকভাবে অধ্যয়ন করা এবং শাস্ত্রের একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য বাক্যের তুলনা করি। ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্যে আমরা যেন নিজেদের জন্য ঈশ্বরের বাক্য থেকে মতামত প্রস্তুত করতে পারি, যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে নিজের পক্ষে উত্তর দিতে পারি।

**(১৪)** ***ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্যে অনুসন্ধান করি, তাহলে আমরা কোন প্রতিজ্ঞা দাবি করতে পারি? যদি কেহ তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে ইচ্ছা করে, সে এই উপদেশের বিষয়ে জানিতে পারিবে, ইহা ঈশ্বর হইতে হইয়াছে, না আমি আপনা হইতে বলি। (যোহন ৭:১৭)***

বাইবেলে সবথেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত সত্যগুলিকে জ্ঞানী লোকেরা সন্দেহ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন রেখেছে, যারা ভান করে যে তাদের কাছে মহান জ্ঞান আছে, যারা শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বরের বাক্য একটি গোপন, আধ্যাত্মিক অর্থ প্রকাশ করে যা ভাষায় প্রকাশিত হয় না। এরাই ভ্রান্ত শিক্ষক। এই ধরনের লোকেদের প্রতি যীশু বলেছিলেনঃ ইহাই কি তোমাদের ভ্রান্তির কারণ নয় যে, তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম? মার্ক ১২:২৪।

যতক্ষণ না কোন চিহ্ন বা চিত্রকে ব্যবহার করা হচ্ছে, বাইবেলের ভাষাকে ইহার স্পষ্ট অর্থ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা উচিত। খ্রীষ্ট সেই প্রতিজ্ঞা করেছেনঃ যদি কেহ তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে ইচ্ছা করে, সে এই উপদেশের বিষয়ে জানিতে পারিবে... (যোহন ৭:১৭)। যদি মানুষ বাইবেল যেভাবে পাঠ করে সেইভাবে গ্রহণ করে, তাহলে পৃথিবীতে কোন ভ্রান্ত শিক্ষক থাকত না যারা তাদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারত, এমন এক কার্য সম্পন্ন হতে যাতে স্বর্গদূতেরা খুশী হত এবং হাজার হাজার মানুষ খ্রীষ্টকে সঠিক ভাবে জানতে পারত যারা এখন ভ্রান্তশিক্ষা নিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

***(১৫) কোন পদক্ষেপগুলি খ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞার ফলাফলকে প্রকাশ করবে?***

***আর তোমরা আমাকে আহ্বান করিবে, এবং গিয়া আমার কাছে প্রার্থনা করিবে, আর আমি তোমাদের কথায় কর্ণপাত করিব। আর তোমরা আমার অন্বেষণ করিয়া আমাকে পাইবে; কারণ তোমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আমার অন্বেষণ করিবে; (যিরমিয় ২৯:১২-১৩)***

ঈশ্বরের বাক্যকে অধ্যয়ন করার সময়ে আমাদের মনের সমস্ত শক্তিকে প্রয়োগ করতে হবে এবং যতটা সম্ভব বোঝার চেষ্টা করতে হবে, যতটা একজন নশ্বর মানুষের পক্ষে সম্ভব, ঈশ্বরের সংক্রান্ত গভীর বিষয়গুলি উপলব্ধি করতে হবে; তথাপি আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে একজন শিশুর কর্তব্যপরায়ণতা এবং বশ্যতা স্বীকারই একজন শিক্ষার্থীর প্রকৃত চেতনা। দার্শনিক সমস্যার প্রতি লড়াইয়ে নিযুক্ত পদ্ধতিগুলি দ্বারা আমরা কখনও ঈশ্বরের বাক্যের কঠিন বিষয়গুলিকর করায়ত্ত করতে সক্ষম হতে পারি না।

আমরা কখনই আত্ম-নির্ভর হয়ে ঈশ্বরের বাক্যের অধ্যয়নে যুক্ত হতে পারি না যার কারণে অনেকেই বিজ্ঞানের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, কিন্তু আমাদের উচিত ঈশ্বরের উপরে প্রার্থনাশীল নির্ভরতা এবং তাঁর ইচ্ছা জানার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার সাথে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করা। সেই **মহান আমি**-র থেকে শিক্ষা লাভ করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই একটি নম্র ও শিক্ষণীয় মনোভাব নিয়ে আসতে হবে। অন্যথায়, মন্দ আত্মাগুলি আমাদের মনকে এতটা অন্ধ করে দেবে এবং আমাদের হৃদয়কে কঠিন করে দেবে যে আমরা প্রকৃত সত্য দ্বারা প্রভাবিত হব না।

**(১৬)** ***কাদের প্রতি বাইবেলের প্রজ্ঞার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে?***

*অতএব যে যিহূদীরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিল, তাহাদিগকে যীশু কহিলেন, তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাক, তাহা হইলে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য; আর তোমরা সেই সত্য জানিবে, এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে। (যোহন ৮:৩১-৩২)*

*সদাপ্রভুর ব্যবস্থা সিদ্ধ, প্রাণের স্বাস্থ্যজনক; সদাপ্রভুর সাক্ষ্য বিশ্বসনীয়, অল্পবুদ্ধির জ্ঞানদায়ক। (গীতসংহিতা ১৯:৭)*

ঈশ্বরের বাক্যের অনেক অংশ আছে যেগুলিকে জ্ঞানী লোকেরা রহস্যজনক হিসাবে, অথবা গুরুত্বহীন বিষয় হিসাবে অতিক্রম করে চলে যায়, সেই অংশগুলি তাদের জন্য সান্ত্বনা এবং নির্দেশনায় পরিপূর্ণ যারা খ্রীষ্টের বিদ্যালয়ে পাঠরত। অনেক ঈশ্বরতত্ত্ববিদদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকার একটি অন্যতম কারণ হল, তারা যে বিষয়গুলি পালন করতে ইচ্ছুক থাকে না, তারা সেই সত্যের প্রতি নিজেদের চোখকে বন্ধ করে দেয়। বাইবেলের সত্যের বোধগম্যতার অনুসন্ধান মানুষের বুদ্ধি-শক্তির উপরে এতটা নির্ভর করে না, যেভাবে ইহা ধার্ম্মিকতার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষার উপরে নির্ভর করে।

**(১৭) *আমরা কিভাবে আত্মিক সত্য উপলব্ধি করতে পারি?***

*কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সে সকল মূর্খতা; আর সে সকল সে জানিতে পারে না, কারণ তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়। (১ম করিন্থীয় ২:১৪)*

ঈশ্বরের বাক্য কখনই প্রার্থনা ব্যতীত পাঠ করা উচিত নয়। কেবলমাত্র পবিত্র আত্মা আমাদের সেই সমস্ত বিষয়গুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করে যেগুলি আপাত দৃষ্টিতে সহজ সরল মনে হয়, অথবা যে সমস্ত বাক্য বোঝা কঠিন সেই

বাক্যগুলিকে বিকৃত করা থেকে আমাদের বিরত বাধা দেয়। ঈশ্বরের বাক্যের উপলব্ধি করার জন্য আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করা হল স্বর্গীয় দূতদের কাজ যেন আমরা ইহার সুন্দর্যে মোহিত হয়ে যাই, ইহার সতর্কবাণী থেকে উপদেশ গ্রহণ করি এবং ইহার প্রতিজ্ঞাগুলি দ্বারা সামর্থ্যযুক্ত হই।

আমাদের উচিত আমরা যেন গীতসংহিতার রচয়িতার আবেদনটিকে নিজের মনে করিঃ "আমার নয়ন খুলিয়া দেও, যেন আমি দর্শন করি, তোমার ব্যবস্থায় আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় দেখি"। গীতসংহিতা ১১৯১৮।: আমাদের জীবনে অধিকাংশ সময়ে প্রলোভনগুলি অপ্রতিরোধ্য হয়ে আসে কারণ আমরা প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নকে অবহেলা করি, তারা যখন প্রলোভনের মুখোমুখী হয়, তখন তারা তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলিকে স্মরণ করতে পারে না এবং ঈশ্বরের বাক্যের অস্ত্র দ্বারা শয়তানকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু স্বর্গদূতেরা সেই সমস্ত লোকদের আশেপাশে উপস্থিত থাকেন যারা স্বর্গীর বিষয়ে শিক্ষা লাভ করার জন্য প্রস্তুত থাকে; এবং চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে তারা সেই সমস্ত সত্যগুলিকে স্মরণ করে যেগুলি তাদের প্রয়োজন আছে। "তাহাতে সদাপ্রভুর নাম হইতে পশ্চিম দেশীয়েরা, তাঁহার প্রতাপ হইতে সূর্য্যোদয়স্থানের লোকেরা ভীত হইবে; কারণ তিনি এমন প্রবল বন্যার ন্যায় আসিবেন, যাহা সদাপ্রভুর বায়ু দ্বারা তাড়িত।" যিশাইয় ৫৯:১৯।

**(১৮)** ***ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিগুলিতে আমরা কিভাবে আত্মিক সত্যগুলিকে স্মরণে রাখতে পারি?***

***কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন। (যোহন ১৪:২৬)***

কিন্তু খ্রীষ্টের শিক্ষাগুলিকে আগে থেকেই আমাদেরকে নিজেদের মনে সঞ্চয় করে রাখতে হবে যেন পরীক্ষার সময়গুলিতে ঈশ্বরের আত্মা সেগুলিকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। দায়ুদ বলেছেন, “তোমার বচন আমি হৃদয়মধ্যে সঞ্চয় করে রাখিয়াছি,” “যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি।” গীতসংহিতা ১১৯:১১।

**(১৯)** ***ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সন্দেহপ্রবণতা আমাদের মধ্যে কি দুঃখজনক পরিস্থিতি নিয়ে আসতে পারে?***

***আর যেমন তাহারা ঈশ্বরকে আপনাদের জ্ঞানে ধারণ করিতে সম্মত হয় নাই, তেমনি ঈশ্বর তাহাদিগকে অনুচিত ক্রিয়া করিতে ভ্রষ্ট মতিতে সমর্পণ করিলেন। (রোমীয় ১:২৮)***

***ভ্রাতৃগণ, দেখিও, পাছে অবিশ্বাসের এমন মন্দ হৃদয় তোমাদের কাহারও মধ্যে থাকে যে, তোমরা জীবন্ত ঈশ্বর হইতে সরিয়া পড়। (ইব্রীয় ৩:১২)***

যে কেউ তাদের অনন্ত জীবনকে মূল্য দেয় তাদের উচিত এই সন্দেহপ্রবণতার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা। সত্যের স্তম্ভগুলিকে আক্রমণ করা হবে। আধুনিক নাস্তিকতার কট্টর ও কুসংস্কারমূলক শিক্ষা, ছলনা এবং ক্ষতিকারক শিক্ষার নাগালের বাইরে থাকা সম্ভব নয়। শয়তান সমস্ত শ্রেণীর লোকদের জন্য প্রলোভনকে পরিবর্তন করে নেয়। সে মূর্খদেরকে ঠাট্টা ও বিদ্রুপের দ্বারা জর্জরিত করে, শিক্ষিত লোকদের সামনে সে বৈজ্ঞানিক আপত্তি ও দার্শনিক যুক্তি নিয়ে আসে, একইভাবে তাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অবিশ্বাস ও অবজ্ঞাকে উৎসাহিত করে।

এমনকি স্বল্প-অভিজ্ঞতার যুবকেরাও খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক নীতিগুলি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে বলে মনে করা হয়। এবং এই যৌবনকালের নাস্তিকতা, তাদের জীবনে

প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। সেকারণে অনুগ্রহের আত্মা থাকা সত্ত্বেও অনেকেই তাদের পূর্ব-পুরুষদের বিশ্বাসকে ঠাট্টা করে। ইব্রীয় ১০:২৯।

অনেক জীবন যারা ঈশ্বরকে সমাদর করার এবং এই জগতের জন্য আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসার প্রতিজ্ঞা করেছিল তারা এই নাস্তিকতার জঘন্য শ্বাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। যারা জাগতিক যুক্তির দ্বারা নিজেদের অহংকারী সিদ্ধান্তের প্রতি স্থির থাকে, এবং কল্পনা করে যে তারা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ছাড়াই ঐশ্বরিক রহস্যগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারবে তারা ইতিমধ্যেই শয়তানের ফাঁদে পতিত হয়েছে।

**(২০) *যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে নিজেদের আশ্রয়দূর্গ হিসাবে গ্রহণ করি তাহলে আমাদের পরীক্ষার সময়ে আমরা কি ফলাফল পাব?***

***সেই তৃতীয় অংশকে আমি অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করাইব, যেমন রৌপ্য খাঁটী করা যায়, তেমনি খাঁটী করিব, ও যেমন সুবর্ণ পরীক্ষিত হয়, তেমনি তাহাদের পরীক্ষা করিব; তাহারা আমার নামে ডাকিবে, এবং আমি তাহাদিগকে উত্তর দিব; আমি বলিব, এ আমার প্রজা; আর তাহারা বলিবে, সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর। (সখরিয় ১৩:৯)***

***ধন্য সেই ব্যক্তি, যে সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, যাহার বিশ্বাসভূমি সদাপ্রভু। সে জলের নিকটে রোপিত এমন বৃক্ষের ন্যায় হইবে, যাহা নদীকূলে মূল বিস্তার করে, গ্রীষ্মের আগমনে সে ভয় করিবে না, এবং তাহার পত্র সতেজ থাকিবে; অনাবৃষ্টির বৎসরেও সে নিশ্চিন্ত থাকিবে, ফলদানেও নিবৃত্ত হইবে না। (যিরমিয় ১৭:৭-৮)***

যখন পরীক্ষার সময় উপস্থিত হবে, যারা ঈশ্বরের বাক্যকে নিজেদের জীবনের বিধি হিসাবে গ্রহণ করেছে, তারা প্রকাশিত হবে। গ্রীষ্মকালে চিরসবুজ ও অন্যান্য গাছের মধ্যে

কোন লক্ষনীয় পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায় না; কিন্তু যখন শীতকালের আগমন ঘটে, চিরসবুজ গাছগুলির কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু অন্যান্য গাছগুলির পাতাগুলিকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সেকারণে ভ্রান্ত হৃদয়যুক্ত অধ্যাপকদের থেকে প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানের পার্থক্য নাও দেখা যেতে পারে, কিন্তু সঠিক সময়ে তাদের মধ্যের পার্থক্য ঠিকই প্রকাশিত হবে। বিরোধিতা বেড়ে উঠুক, ধর্মান্ধতা ও অসহিষ্ণুতা সমস্তকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করুক, বিশ্বাসীদের উপরে নির্যাতন প্রজ্বলিত হয়ে উঠুক, কপটীরা নিজেদের উপরে লোকদের বিশ্বাসকে অর্জন করবে; কিন্তু প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানরা সমৃদ্ধির দিনের থেকেও এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিগুলিতে একটি কঠিন পাথরের ন্যায় দন্ডায়মান থাকবে, তার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হবে, তাদের আশা আরো উজ্জ্বল হবে।

*আমি উপলব্ধি করেছি যে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্তিম সময়ে শয়তান নিজের সমস্ত পন্থাকে ব্যবহার করবে যেন মানুষকে ঈশ্বরের বাক্যের জ্ঞান লাভ থেকে বিরত রাখতে পারে।*

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত*

*আমি জানি যে যারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মেনে চলার চেষ্টা করে তাদের বিরোধিতা করে ও উপহাস করা হবে এবং তারা কেবলমাত্র ঈশ্বরের বাক্য দ্বারাই দৃঢ়রূপে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হবে।*

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত*

*আমি উপলব্ধি করেছি যে সেইদিন উপস্থিত যখন অধিকাংশ লোকেরা নিজেদের অভিলাষ দ্বারা প্রভাবিত হবে হবে এবং বাইবেলের সত্যকে গ্রহণ করবে না কারণ ইহা পাপীদের পাপে এবং জাগতিক প্রেমের হৃদয়ে হস্তক্ষেপ করে। তারা আনন্দের সঙ্গে*

শয়তানের প্রবঞ্চনাকে গ্রহণ করছে কারণ তারা ইহাই ভালোবাসে।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি ঈশ্বরের বাক্যে দেখতে পাই যে অন্তিম সময়ে অনেক ভাক্ত-প্রচারকরা ভ্রান্ত শিক্ষা দেবে। আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ তিনি ভবিষ্যৎবাণী প্রদানের মাধ্যমে আমাদেরকে পরিত্রাণের বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করেছেন।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে ঈশ্বরের সাহায্যে আমি প্রত্যেকদিন নিজে বাইবেল অধ্যয়ন করব এবং অন্য কোন ব্যক্তির বাইবেল ব্যাখ্যার উপরে নির্ভরশীল হব না।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই পরীক্ষার সময়ে আমার জন্য বাক্যের আশ্রয়দূর্গ প্রদানের জন্য এবং তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা আমি সেই লোকদের মধ্যে একজন হব যারা ঈশ্বরের বাক্যের অনুগত এবং তার আগমনের দিনে উচ্চ মস্তকে দণ্ডায়মান থাকব।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

# পাঠ ৯

# অন্তিম সতর্কবার্তা

(১) *প্রকাশিত বাক্য ১৪:৮ পদে "স্বর্গদূতেরা" অন্তিম দিনের কি বার্তা বা সতর্কবার্তা ঘোষনা করেছেন?*

*পরে তাঁহার পশ্চাৎ দ্বিতীয় এক দূত আসিলেন, তিনি কহিলেন, "পড়িল, পড়িল সেই মহতী বাবিল, যে সমস্ত জাতিকে আপনার বেশ্যাক্রিয়ার রোষমদিরা পান করাইয়াছে।" (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৮)*

*এই সকলের পরে আমি স্বর্গ হইতে আর এক দূতকে নামিয়া আসিতে দেখিলাম; তিনি মহাক্ষমতাপন্ন এবং তাঁহার প্রতাপে পৃথিবী দীপ্তিময় হইল। তিনি প্রবল রবে ডাকিয়া কহিলেন, 'পড়িল, পড়িল মহতী বাবিল; সে ভূতগণের আবাস, সমস্ত অশুচি আত্মার কারাগার, ও সমস্ত অশুচি ও ঘৃণার্হ পক্ষীর কারাগার হইয়া পড়িয়াছে। (প্রকাশিত বাক্য ১৮:১-২)*

(২) *যখন এই সতর্কবার্তাগুলি যোহনের দ্বারা প্রকাশিত বাক্য ১৮ অধ্যায়ে পুনরায় উল্লেখ করা হল, তখন*

*ঈশ্বরের অনুগত অনুসরণকারীদের জন্য কোন বার্তা প্রদান করা হল?*

**পরে আমি স্বর্গ হইতে এইরূপ আর এক বাণী শুনিলাম, 'হে আমার প্রজাগণ, উহা হইতে বাহিরে আইস, যেন উহার পাপ সকলের সহভাগী না হও, এবং উহার আঘাত সকল যেন প্রাপ্ত না হও। (প্রকাশিত বাক্য ১৮:৪)**

ঈশ্বরের বাক্যের এই অংশটি সেই সময়ের দিকে ইঙ্গিত করে যখন ব্যাবিলনের পতনের ঘোষনাটি প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন প্রকাশিত বাক্য ১৪:৮ পদে ইহা স্বর্গদূতদের দ্বারা পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছিল, ইহার সঙ্গে আরো উল্লেখ করা হয়েছিল যে দুর্নীতি ব্যাবিলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল, যে ক্ষেত্রে গুলি ব্যবিলনকে গঠন করেছিল, সেই সময় থেকে যখন প্রথম ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে প্রথম এই বার্তা প্রেরণ করা হয়েছিল। এখানে ধর্মীয় বিশ্বের এক ভয়াবহ পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সত্যের প্রত্যাখানের সাথে সাথে মানুষের হৃদয় আরো অন্ধাকারে পরিপূর্ণ হবে, তাদের হৃদয় আরো কঠিন হয়ে যাবে, যতক্ষণ না তারা নাস্তিকতার কাঠিন্যতায় নিজেদেরকে বদ্ধ করে।

ঈশ্বর যে সতর্কবাণী দিয়েছেন তা অমান্য করে, তারা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলির কোন একটিকে পদদলিত করে চলবে, যতক্ষণ না তারা সেই সমস্ত লোকদের নির্যাতনের করার পথে পরিচালিত হয় যারা ইহাকে পবিত্র বলে মান্য করে। যারা খ্রীষ্টের বাক্য এবং তাঁর লোকদের অবমাননা করেন, খ্রীষ্টের কাছে তারা ঘৃণিত।

আধ্যাত্মিকতার শিক্ষাগুলি মন্ডলীর দ্বারা গৃহীত হওয়ায়, মাংসিক হৃদয়ের উপর থেকে থেকে সমস্ত সংযম সরিয়ে দেওয়া হবে, ধর্মের পেশা মূল পাপগুলিকে ঢেকে দেওয়ার চাদর হয়ে উঠবে। মন্দ আধ্যাত্মিক প্রকাশের উপরে বিশ্বাস আত্মার এবং শয়তানের মতবাদকে প্ররোচিত করার দ্বারকে

উন্মুক্ত করে, এবং এইভাবে মন্ডলীতে মন্দ আত্মাগুলির প্রভাব অনুভূত হয়।

***(৩) ব্যবিলনের “পাপ” কোন স্তর পর্যন্ত তীব্রতর হয়েছিল?***

***কেননা উহার পাপ আকাশ পর্য্যন্ত সংলগ্ন হইয়াছে এবং ঈশ্বর উহার অপরাধ সকল স্মরণ করিয়াছেন। (প্রকাশিত বাক্য ১৮:৫)***

সে তার অপরাধের পরিমাণ পরিপূর্ণ করেছে, এবং তার উপরে ধ্বংসের ঘটনা ঘটতে চলেছে। কিন্তু এখনও ঈশ্বরের লোকেরা ব্যবিলনে আছেল এবং সেখানে তাঁর বিচার উপস্থিত হবার পূর্বে, সেই বিশ্বস্ত লোকদের অবশ্যই সেখান থেকে বাইরে আহ্বান করা হবে, যেন তারা তার পাপের অংশীদার না হয় এবং “তার উপরে আগত আঘাত দ্বারা আক্রান্ত না হয়।” সুতরাং স্বর্গ থেকে আগত স্বর্গদূতদের প্রতীকী আন্দোলনটি ঈশ্বরের গৌরবের দ্বারা পৃথিবীকে আলোকিত করে এবং ব্যবিলনের পাপের বিষয়ে ঘোষনা করে দৃঢ় কণ্ঠে কাঁদতে থাকে। এই বার্তা থেকে যে আহ্বান শোনা যায় সেটি হলঃ “আমার লোকেরা, তাহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এস।” এই ঘোষনাগুলি, তৃতীয় দূতের বার্তার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ, যা পৃথিবীর বাসিন্দাদের দেওয়া চূড়ান্ত সতর্কবার্তাকে গঠন করে।

***(৪) সেই পশুবৎ শক্তির প্রতিমূর্ত্তি ঈশ্বরের অবশিষ্ট লোকদের উপরে কি কি দণ্ড নিয়ে আসে যারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদে অংশগ্রহণ করতে রাজি হয় না?***

***আর ঐ পশুর ছাব অর্থাৎ নাম কিম্বা নামের সংখ্যা যে কেহ ধারণ না করে, তাহার ক্রয় বিক্রয় করিবার অধিকার বদ্ধ করে। (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৭)***

***আর তাহাকে এই ক্ষমতা দত্ত হইল যে, সে ঐ পশুর প্রতিমার মধ্যে নিশ্বাস প্রদান করে, যেন ঐ পশুর***

*প্রতিমা কথা কহিতে পারে, ও এমন করিতে পারে যে, যত লোক সেই পশুর প্রতিমার ভজনা না করিবে, তাহাদিগকে বধ করা হয়। (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৫)*

পৃথিবীকে একটি ভয়াবহ বিষয়ের সম্মুখে আনা হবে। জাগতিক শক্তিগুলি, ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, তারা "সমস্ত ক্ষুদ্র ও মহান্‌, ধনী ও দরিদ্র, স্বাধীন ও দাস"দের আদেশ দেবে (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৬), মিথ্যা বিশ্রামবার পালন করে মন্ডলীর নিয়মগুলি পালন করতে। যারা এই বিষয়ে সম্মতি জানাতে অস্বীকার করবে তাদেরকে নাগরিক দণ্ডের মুখোমুখি হতে হবে, পরিশেষে ইহা ঘোষনা করা হবে যে তারা মৃত্যুর যোগ্য।

***(৫) যারা সেই পশুর আরাধনা করবে তাদের জন্য ঈশ্বর তৃতীয় স্বর্গদূতদের মাধ্যমে কি সতর্কবার্তা ঘোষনা করেছেন?***

***পরে তৃতীয় এক দূত উহাঁদের পশ্চাৎ আসিলেন, তিনি উচ্চ রবে কহিলেন, যদি কেহ সেই পশু ও তাহার প্রতিমূর্ত্তির ভজনা করে, আর নিজ ললাটে কি হস্তে ছাব ধারণ করে, তবে সেই ব্যক্তিও ঈশ্বরের সেই "রোষ-মদিরা পান করিবে, যাহা তাঁহার কোপের পানপাত্রে অমিশ্রিতরূপে প্রস্তুত হইয়াছে"; এবং পবিত্র দূতগণের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে "অগ্নিতে ও গন্ধকে যাতনা পাইবে। (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৯-১০)***

অন্যদিকে, ঈশ্বরের ব্যবস্থা স্রষ্টার বিশ্রাম দিনের নির্দেশ দিয়েছিল (যাত্রাপুস্তক ২০:৮-১১; ইব্রীয় ৪:১-১১) যা আনুগত্য দাবি করে এবং যারা সেই আজ্ঞাগুলিকে লঙ্ঘন করে তাদের বিরুদ্ধে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে সতর্কবার্তা প্রদান করেন। সেকারণে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে তার সম্মুখে আনা হয়েছিল, যে কেউ মানুষের আইনকে গ্রহণ করার জন্য ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে পদদলিত করে, তারা সেই পশুর ছাব

গ্রহণ করেছে; ঈশ্বরের পরিবর্তে সে যে শক্তির অনুসরণকারী হতে চায়, সে সেই শক্তিরই আনুগত্যের চিহ্ন গ্রহণ করে।

ঈশ্বরের ক্রোধ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে ক্লেশ প্রদান করে না যে পর্যন্ত তারা তাদের মনে এবং চেতনায় সেই সত্যের মুখোমুখী হয় এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করে। এমন অনেক মানুষ আছেন যারা এই সময় পর্যন্ত সেই সত্য শোনার সুযোগ পাননি। চতুর্থ আজ্ঞার নৈতিকতা এখনও পর্যন্ত তার সত্যের আলোকে তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়নি। যিনি প্রত্যেক হৃদয়কে জানেন এবং প্রত্যেক হৃদয়ের অভিপ্রায় জানেন তিনি কখনই এমন কাউকে ছেড়ে দেবেন না যার সত্যের প্রজ্ঞা লাভ করার ইচ্ছা আছে। ঈশ্বরের বিধিগুলি জোর করে অন্ধের মত মানুষের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয় না। প্রত্যেকে যথেষ্ট আলোকে বুদ্ধিপূর্ণভাবে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

**(৬)** ***ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী, চতুর্থ আজ্ঞার বিশ্রাম দিন বলতে কি বোঝানো হয়েছে?***

***আর আমার বিশ্রামদিন পবিত্র কর, তাহাই আমার ও তোমাদের মধ্যে চিহ্নস্বরূপ হইবে, যেন তোমরা জানিতে পার যে, আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। (যিহিষ্কেল ২০:২০)***

***আর আমিই যে তাহাদের পবিত্রকারী সদাপ্রভু, ইহা জানাইবার জন্য আমার ও তাহাদের মধ্যে চিহ্নস্বরূপে আমার বিশ্রামদিন সকলও তাহাদিগকে দিলাম। (যিহিষ্কেল ২০:১২)***

***ইস্রায়েল-সন্তানগণ চিরস্থায়ী নিয়ম বলিয়া পুরুষানুক্রমে বিশ্রামদিন মান্য করিবার জন্য বিশ্রামদিন পালন করিবে। আমার ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে ইহা চিরস্থায়ী চিহ্ন; কেননা সদাপ্রভু ছয় দিনে***

*আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আর সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়া আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। (যাত্রাপুস্তক ৩১:১৬-১৭)*

বিশ্রামবার হল আনুগত্যের মহাপরীক্ষা, কারণ ইহা সত্যের দিকে বিশেষত বিরোধীতামূলক। যখন মানুষের সম্মুখে চূড়ান্ত পরীক্ষা উপস্থিত হবে, তখন যারা ঈশ্বরের সেবা এবং যারা ঈশ্বরের সেবা করে না, তাদের মধ্যে একটি পার্থক্যের রেখা অঙ্কন করা হবে। যখন জাগতিক ব্যবস্থা পালনের মাধ্যমে মিথ্যা বিশ্রামবার পালন করা হবে, যা চতুর্থ আজ্ঞার বিপরীত, ইহা প্রকৃত বিশ্রামবার পালনের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বিরোধীতায় অন্য একটি শক্তির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে। যারা প্রকৃতপক্ষে বিশ্রামবার পালন করবে তারা স্রষ্টার প্রতি অনুগত থাকবে। একটি শ্রেনী পার্থিব শক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে, পশুটির চিহ্ন গ্রহণ করবে, অন্যেরা ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্যের প্রতীক বেছে নিয়ে, ঈশ্বরের সীলমোহর গ্রহণ করবে।

এখানে যারা তৃতীয় দূতের বার্তাকে উপস্থাপন করেছিল, তারা প্রায়শই নিছক বিপদাশঙ্কার মুখোমুখী হবে। তাদের ভবিষ্যদ্বাণী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা নিয়ন্ত্রণ অর্জন করবে, যে মন্ডলী এবং রাজ্যগুলি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে তাদের উপরে অত্যাচার করতে এরা একত্রিত হবে, এবং সেই মন্ডলীগুলিকে ভিত্তিহীন এবং অযৌক্তিক বলে ঘোষনা করা হবে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ইহা ঘোষনা করা হয়েছে যে এই দেশ যেভাবে পূর্বে – ধর্মীয় স্বাধীনতার রক্ষক ছিল, তা ছাড়া আর অন্য কিছুতে পরিণত হতে পারে না। তবে যেমন রবিবার পালন কার্যকর করার প্রশ্নটি ব্যপকভাবে উদ্বেগিত হয়েছে, সেকারণেই এই বিষয়ে সন্দেহ ও অবিশ্বাসিত ঘটনাটি ঘনিয়ে আসতে দেখা যায়, এবং তৃতীয় বার্তা ইহার এমন প্রভাব ফেলবে, যেভাবে এর আগে কখনও ঘটেনি।

***(৭) "ইস্রায়েলের সন্তান" হবার জন্য ঈশ্বর কি বিবেচনা করেন?***

*কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য যে বিফল হইয়া পড়িয়াছে, এমন নহে; কারণ যাহারা ইস্রায়েল হইতে উৎপন্ন, তাহারা সকলেই যে ইস্রায়েল, তাহা নয়; আর অব্রাহামের বংশ বলিয়া তাহারা যে সকলেই সন্তান, তাহাও নয়, কিন্তু "ইস্‌হাকেই তোমার বংশ আখ্যাত হইবে।" ইহার অর্থ এই, যাহারা মাংসের সন্তান, তাহারা যে ঈশ্বরের সন্তান, এমন নয়, কিন্তু প্রতিজ্ঞার সন্তানগণই বংশ বলিয়া গণিত হয়। (রোমীয় ৯:৬-৮)*

*যেমন তিনি হোশেয়-গ্রন্থেও বলেন, "যাহারা আমার প্রজা নয়, তাহাদিগকে আমি নিজ প্রজা বলিব, এবং যে প্রিয়তমা ছিল না, তাহাকে প্রিয়তমা বলিব। আর যে স্থানে তাহাদিগকে বলা গিয়াছিল, 'তোমরা আমার প্রজা নও,' সেই স্থানে তাহাদিগকে বলা যাইবে 'জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র'।" আর যিশাইয় ইস্রায়েলের বিষয়ে এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলেন, "ইস্রায়েল-সন্তানগণের সংখ্যা যদি সমুদ্রের বালুকার ন্যায়ও হয়, অবশিষ্টাংশই পরিত্রাণ পাইবে; (রোমীয় ৯:২৫-২৭)*

**(৮)** *অন্তিম সময়ে অধিকাংশ জাগতিক অভিলাষী লোকেরা আত্মিক নেতৃত্বের জন্য কোনদিকে ফিরবে?*

*কেননা এমন সময় আসিবে, যে সময় লোকেরা নিরাময় শিক্ষা সহ্য করিবে না, কিন্তু কাণচুল্‌কানিবিশিষ্ট হইয়া আপন আপন অভিলাষ অনুসারে আপনাদের জন্য রাশি রাশি গুরু ধরিবে, এবং সত্য হইতে কাণ ফিরাইয়া গল্পের দিকে বিপথে যাইবে। (২য় তিমথীয় ৪:৩-৪)*

**(৯)** *ঈশ্বরের শেষ সময়ের বার্তাটি আমাদের কিভাবে প্রচার করা উচিত?*

*তুমি বাক্য প্রচার কর, সময়ে অসময়ে কার্য্যে অনুরক্ত হও, সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতা ও শিক্ষাদান-পূর্ব্বক অনুযোগ কর, ভর্ৎসনা কর, চেতনা দেও। (২য় তিমথীয় ৪:২)*

ঈশ্বরের প্রত্যেক প্রজন্মেই তাঁর দাসদের প্রেরন করেছেন যারা জগতে এবং মন্ডলীতে, উভয় ক্ষেত্রেই পাপকে ধমক দিয়েছেন। কিন্তু লোকেরা চায় যেন তাদের সঙ্গে মিষ্টভাষায় কথা বলা হয়, এবং তাদের কাছে শুদ্ধ, অনুজ্জ্বল সত্য গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক সংস্কারক, নিজেদের কাজে প্রবেশ করার সময় মন্ডলী ও মানুষদের পাপকে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করে। তারা আশা করে, কোন শুদ্ধ খ্রিষ্টীয় জীবন যাপনের উদাহরণ দিয়ে তারা লোকদেরকে বাইবেলের চিন্তাধারার পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা তাদের উপরে আসলেই, যেভাবে এলিয়ের উপরে নেমে এসেছিল, তিনি সেই দুষ্ট রাজা এবং অধার্মিক লোকদের পাপগুলিকে ভর্তসনা করতে শুরু করেছিলেন; তারা বাইবেলের স্পষ্ট শিক্ষা গুলি প্রচার করার থেকে বিরত থাকতে পারেনি – যে শিক্ষাগুলি ইহার পূর্বে প্রচার করতে তারা নারাজ ছিল। তারা সেই সত্য এবং বিপদের বিষয়ে ঘোষনা করতে প্ররোচিত হয়েছিল যা আত্মার প্রতি ভীতিপ্রদর্শন করে। সদাপ্রভু তাদেরকে যে বাক্য দিয়েছিলেন তারা সেই বাক্য উচ্চারণ করেছিল, যেকোন পরিণতি থেকে নির্ভীক হয়ে, এবং লোকেরা সেই সাবধানবাণী শুনতে বাধ্য হয়েছিল।

***(১০) প্রকাশিত বাক্য ১৪ অধ্যায়ে জগতের প্রতি তিনজন দূতের বাক্যকে প্রচার করতে ঈশ্বর কাকে ব্যবহার করবেন?***

*আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু আজ্ঞা দিতেছি, তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার বন্ধু। আমি তোমাদিগকে আর দাস বলি না, কেননা প্রভু কি করেন, দাস তাহা জানে না; কিন্তু তোমাদিগকে আমি*

*বন্ধু বলিয়াছি, কারণ আমার পিতার নিকটে যাহা যাহা শুনিয়াছি, সকলই তোমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি। তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ, এমন নয়, কিন্তু আমিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি; আর আমি তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা গিয়া ফলবান্ হও, এবং তোমাদের ফল যেন থাকে; যেন তোমরা আমার নামে পিতার নিকটে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা তিনি তোমাদিগকে দেন। (যোহন ১৫:১৪-১৬)*

*যখন আমি দুষ্ট লোককে বলি, তুমি মরিবেই মরিবে, তখন তুমি যদি তাহাকে চেতনা না দেও, এবং তাহার প্রাণরক্ষার্থে চেতনা দিবার জন্য সেই দুষ্ট লোককে তাহার কুপথের বিষয় কিছু না বল, তবে সেই দুষ্ট লোক নিজ অপরাধে মরিবে, কিন্তু তাহার রক্তের প্রতিশোধ আমি তোমার হস্ত হইতে লইব। কিন্তু তুমি দুষ্টকে চেতনা দিলে সে যদি আপন দুষ্টতা ও কুপথ হইতে না ফিরে, তবে সে নিজ অপরাধে মরিবে, কিন্তু তুমি আপন প্রাণ রক্ষা করিলে। (যিহিষ্কেল ৩:১৮-১৯)*

*কারণ আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারি না। (প্রেরিত ৪:২০)*

এভাবে তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা ঘোষনা করা হবে। যখন সঠিক সময় উপস্থিত হবে তখন তাদের অধিক শক্তি প্রদান করা হবে, ঈশ্বর নম্রদের মাধ্যমে তাঁর কাজ করবেন, সেই সমস্ত লোকদের মনকে পরিচালনা করবেন যারা তাঁর কাজের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। যোগ্য শ্রমিকদের নির্বাচন করা হবে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ প্রাপ্য হয়েছে বলে নয় কিন্তু তাঁর আত্মার কার্য্যের দ্বারা। বিশ্বাস এবং প্রার্থনার দ্বারা প্রশিক্ষিত লোকেরা পবিত্র আগ্রহে

এগিয়ে যাবে, ঈশ্বরের তাদের যে বাক্য দান করেন সেই বাক্য তারা ঘোষনা করবে।

**(১১)** ***যখন ব্যবিলনের মিথ্যা মতবাদ গুলি প্রকাশিত হয়, তখন সেই সমস্ত লোকেরা কোন প্রতিজ্ঞাকে আন্তরিকভাবে যাচ্ঞা করবে যারা খ্রীষ্টের দাবিকৃত সত্য শিক্ষাগুলিকে অনুসরণ করে?***

***অতএব যে যিহূদীরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিল, তাহাদিগকে যীশু কহিলেন, তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাক, তাহা হইলে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য; আর তোমরা সেই সত্য জানিবে, এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে। (যোহন ৮:৩১-৩২)***

ব্যবিলনের পাপগুলিকে প্রকাশ করা হবে। জাগতিক কর্তৃত্বের নিয়ম অনুযায়ী মন্ডলীর রীতিনীতি পালন করার ভয়ংকর ফলাফল, মন্দ আধ্যাত্মিকতার অন্তর্নিহিত পথ, পোপের শক্তির গোপন অথচ দ্রুত বৃদ্ধি, সমস্তকিছুই অনাবৃত হবে। এই গুরুতর সতর্কবার্তা দ্বারা মানুষ আলোড়িত হবে। হাজার হাজার মানুষ ইহা শুনবে যা তারা এর পূর্বে কখনও শোনেনি। বিস্ময়ে অবাক হয়ে তারা শুনবে যে ব্যবিলন হল সেই মণ্ডলী, যে নিজের পাপ এবং ত্রুটির কারণে পতিত হয়েছে, কারণ সে স্বর্গ থেকে প্রেরিত সত্যগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

লোকেরা আগ্রহী হয়ে তাদের প্রাক্তন শিক্ষকদের কাছে অনুসন্ধান করতে যাবে এবং জিজ্ঞাসা করবে, এই বিষয়গুলি কি সত্য? তখন সেই পরিচর্য্যাকারী বা শিক্ষকরা তাদের ভয়কে প্রশমিত করার জন্য, এবং জাগ্রত চেতনাকে শান্ত করার জন্য বিভিন্ন উপকথা তাদেরকে শোনাবে। কিন্তু যেহেতু অনেকে মানুষের নিছক সত্য দ্বারা সন্তুষ্ট হতে অস্বীকার করবে এবং স্পষ্ট শিক্ষার দাবি করবে “প্রভু বলেছেন,” জনপ্রিয় সেবাকাজগুলি, পুরাতন নিয়মের ফরিশীদের মত, কারণ যখন তাদের কর্তৃত্বের বিষয়ে প্রশ্ন

করা হয় তারা ক্রোধান্বিত হবে, এবং ঈশ্বরের বাক্যকে শয়তানের বাক্য বলে নিন্দা করবে এবং পাপ-প্রেমী জনতাকে প্ররোচিত করবে যেন তারা ঈশ্বরের বাক্য ঘোষনাকারীদের উপরে নিন্দা ও তাড়না করে।

**(১২) *এই পদগুলিতে সেই সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ হবে যারা ব্যবিলনের মিথ্যা মতবাদের পরিবর্তে ঈশ্বরের আজ্ঞার অনুগত থাকাকে বেছে নিয়েছিল?***

***আর সেই স্ত্রীলোকটীর প্রতি নাগ ক্রোধান্বিত হইল, আর তাহার বংশের সেই অবশিষ্ট লোকদের সহিত, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ও যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল। (প্রকাশিত বাক্য ১২:১৭)***

***তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান। লোকে তোমাদিগকে বিচার-সভায় সমর্পণ করিবে, এবং তোমরা সমাজ-গৃহে প্রহারিত হইবে; আর আমার জন্য তোমরা দেশাধ্যক্ষ ও রাজাদের কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইবে। আর অগ্রে সর্ব্বজাতির কাছে সুসমাচার প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু লোকে যখন তোমাদিগকে সমর্পণ করিতে লইয়া যাইবে, তখন কি বলিবে, অগ্রে সে জন্য ভাবিত হইও না; বরং সেই দণ্ডে যে কথা তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে, তাহাই বলিও; কেননা তোমরাই যে কথা বলিবে, তাহা নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মাই বলিবেন। (মার্ক ১৩:৯-১১)***

যেহেতু এই বিতর্ক নতুন ক্ষেত্রগুলিতে প্রসারিত হয় এবং এবং মানুষের মন ঈশ্বরের ব্যবস্থার দিকে আহূত হয়, তখন শয়তান উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এই মন্দ শক্তি তাদেরকে

উন্মাদ করে তুলবে যারা শয়তানের বিরোধীতা করবে। পুরোহিতেরা অমানবীয় প্রচেষ্টা করবে যেন ঈশ্বরের বাক্যের আলো তাদের মণ্ডলীর লোকদের উপরে আলোকিত না হয়। তাদের প্রত্যেকটি আদেশে যেকোন উপায়ে তারা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির আলোচনাকে দমন করতে উদ্যত হবে। মণ্ডলী জাগতিক শক্তিপূর্ণ বাহুগুলির কাছে আবেদন করবে, এবং এই কাজে পোপের অনুসরণকারী এবং প্রোটেস্টান্টরা ঐক্যবদ্ধ হবে।

রবিবারের আন্দোলনটিকে প্রণয়ন করার জন্য যখন আরো সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তখন ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাদেরকে জরিমানা এবং জেলবন্দী করে সতর্ক করা হব এবং কাউকে কাউকে প্রভাবশালী পদ প্রদান করার, এবং অন্যায় উপহার এবং সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব দেওয়া হবে, যেন তারা প্ররোচিত হয়ে নিজেদের বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু তাদের অবিচল উত্তরটি হবেঃ "ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমাদের ভূলগুলি দেখানো হোক" – এই একই পরিস্থিতিতে লুথার এই একই আবেদন করেছিলেন। যারা বিচারসভায় দন্ডিত হবে, তারা সত্যের দৃঢ় প্রতিপত্তি স্থাপন করবে, এবং অনেকেই তাদের কথা শুনে ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞা পালনের অবস্থান গ্রহণ করবে। এইভাবে হাজার হাজার মানুষের সামনে আলো প্রকাশিত হবে, অন্যথায় তারা কোনদিন এই সত্য সম্পর্কে অবগত হত না।

**(১৩)** ***এমনকি পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও কি ঘটতে চলেছে, কারণ একটি পরিবারের কেউ কেউ সত্যের আজ্ঞাকারী হওয়াকে নির্বাচন করবে?***

***তখন ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা সন্তানকে মৃত্যুতে সমর্পণ করিবে; এবং সন্তানেরা আপন আপন মাতাপিতার বিপক্ষে উঠিয়া তাহাদিগকে বধ করাইবে। (মার্ক ১৩:১২)***

ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আন্তরিক আনুগত্যকে বিদ্রোহ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। শয়তান দ্বারা অন্ধ হয়ে, পিতা-মাতারা নিজেদের বিশ্বাসী সন্তানদের প্রতি কঠোর ও তীব্র ব্যবহার করবে; মালিক বা মালকিনরা আজ্ঞা পালনকারী দাসের উপরে অত্যাচার করবে। তাদের স্নেহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে; শিশুরা হতাশ হয়ে পড়বে এবং তাদের গৃহ থেকে বিতাড়িত হবে। পৌলের বাক্যগুলি আক্ষরিক অর্থে সম্পূর্ণ হবেঃ "আর যত লোক ভক্তিভাবে খ্রীষ্ট যীশুতে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই সকলের প্রতি তাড়না ঘটিবে" ২য় তিমথীয় ৩:১২। সত্যের সমর্থকেরা যখন রবিবারের বিশ্রামবারকে সমাদর করতে অস্বীকার করবে, তাদের মধ্যে কাউকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে, কিছু লোকদের নির্বাসনে পাঠানো হবে, কিছু লোকদের সঙ্গে দাসের ন্যায় ব্যবহার করা হবে। মানুষের জ্ঞানের পক্ষে এখন এই সমস্তকিছুই অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে; কিন্তু যখন ঈশ্বরের প্রতিরোধকারী আত্মা মানুষের মধ্যে থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে, এবং তারা পুরোপুরি শয়তানের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, যে ঐশ্বরিক আজ্ঞাগুলিকে ঘৃণা করে, সেখানে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটবে। ঈশ্বরের প্রেম এবং ভয়কে সরিয়ে দিলে মানুষের হৃদয় অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে।

***(১৪) সত্যের জ্ঞানের সাথে আমাদের কাছে এমন কি থাকা প্রয়োজন, যা আমাদেরকে ইহার সবথেকে বড় শত্রু হওয়া থেকে বিরত রাখে?***

*যে ব্যক্তি বলে, আমি তাঁহাকে জানি, তথাপি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন না করে, সে মিথ্যাবাদী এবং তাহার অন্তরে সত্য নাই।কিন্তু যে তাঁহার বাক্য পালন করে, তাহার অন্তরে সত্যই ঈশ্বরের প্রেম সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতেই আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহাতে আছি; (১ম যোহন ২:৪-৫)*

ঝড় যতই ঘনিয়ে আসে, একটি বৃহৎ শ্রেনী যারা তৃতীয় দূতের বার্তাকে বিশ্বাস করে বলে দাবি করেছিল, কিন্তু সেই সত্যের প্রতি আনুগত্য দ্বারা নিজেদের পরিস্রুত করেনি, তারা নিজেদের অবস্থান ত্যাগ করে এবং বিরোধীদের দলে যোগ দেয়। এই জগতের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং জাগতিক আত্মার কাজে অংশগ্রহণ করে, তারা সেই একই আলোকে বিষয়গুলিকে দেখতে শুরু করে; এবং যখন পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়, তারা সহজ, জনপ্রিয় পথটিকে বেছে নেবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

প্রতিভাপূর্ণ এবং মনোরম স্বভাবের মানুষেরা যারা একসময় সত্যের কারণে আনন্দিত হত, তারা অন্যদের আত্মাকে প্রতারনা ও বিভ্রান্ত করার জন্য নিজেদের শক্তিকে প্রয়োগ করে। তারা তাদের পূর্বের ভ্রাতাদের সবথেকে তিক্ত শত্রুতে পরিণত হয়। যখন বিশ্রামবার পালনকারীদের বিচারকের সামনে তাদের বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করার জন্য ডাকা হয়, তখন এই অধার্ম্মিক লোকেরাই শয়তানের সবচেয়ে কার্যকরী এজেন্ট হিসাবে কাজ করে এবং মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে তাদের বিরুদ্ধে শাসকদের প্ররোচনা করার জন্য উৎসাহিত করে।

**(১৫) *পিতর এবং যোহনের মত, তাদের সিদ্ধান্ত কি হবে যারা সত্যকে ঘোষনা করার জন্য নির্যাতিত হবে ও ক্লেশভোগ করবে?***

***কিন্তু পিতর ও যোহন উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের কথা অপেক্ষা আপনাদের কথা শুনা ঈশ্বরের সাক্ষাতে বিহিত কি না, আপনারা বিচার করুন; 20কারণ আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারি না। (প্রেরিত 8:১৯-২০)***

এই নির্যাতনের সময়ে সদাপ্রভুর দাসদের বিশ্বাস পরীক্ষিত হবে। তারা বিশ্বস্ত ভাবে, কেবলমাত্র ঈশ্বরের দিকে এবং তাঁর বাক্যের দিকে দৃষ্টি রেখে এই সতর্কবার্তা গ্রহণ

করেছে। ঈশ্বরের আত্মা, তাদের হৃদয়ে চলাচল করবে, এবং তাদেরকে অস্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে সাহায্য করবে, এবং পবিত্র প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, তারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করার জন্য এই যুদ্ধে প্রবেশ করেছে এবং তারা ঈশ্বরের বাক্যকে বলার জন্য মানুষদের বাক্যকে অবজ্ঞা করে, শীতল হয়ে কোন পরিণতির তোয়াক্কা করেনি। তারা নিজেদের সাময়িক স্বার্থের জন্য, নিজেদের খ্যাতি বা জীবন রক্ষা করতে কারোর কোন পরামর্শ গ্রহণ করেনি। তথাপি যখন বিরোধীতার ও তিরষ্কারের ঝড় তাদের উপরে আছড়ে পড়ে, তখন কেউ কেউ উদ্বিগ্ন হয়ে বলতে প্রস্তুতঃ "আমরা যদি আমাদের পরিণতির কথা পূর্বেই অবগত থাকতাম, আমরা তথাপি শান্তিতে অবস্থান করতাম।" তারা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে অবরুদ্ধ থাকে। শয়তান ভীষন প্রলোভন দ্বারা তাদেরকে আটকানোর চেষ্টা করে। তার যে দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য শপথ গ্রহণ করেছে, মনে হয় সেগুলি তাদের ক্ষমতার অতীত। তাদেরকে ধ্বংসের হুমকি প্রদান করা হয়। তাদের উৎসাহ তাদেরকে পরিত্যাগ করে; তথাপি তারা ফিরে যেতে পারে না। এরপরে, তাদের অসহায়ত্বকে অনুভব করে, তারা সর্বশক্তিমানের কাছে সামর্থ্য লাভের জন্য পলায়ন করে। তারা জানে যে তারা যে বাক্য উচ্চারণ করেছে সেগুলি তাদের বাক্য নয়, তবে যিনি তাদের নিষেধ করেছেন, এগুলি তাঁরই সতর্কবার্তা। ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে সত্যকে স্থাপন করেন, এবং তারা সেই সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে না।

**(১৬)** ***এই ধরনের ভয়ানক মুহুর্ত্তে আমরা কোথা থেকে নিজেদের সামর্থ্য লাভ করতে পারি?***

***তুমি কি শুন নাই? অনাদি অনন্ত ঈশ্বর, সদাপ্রভু, পৃথিবীর প্রান্ত সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ক্লান্ত হন না, শ্রান্ত হন না; তাঁহার বুদ্ধির অনুসন্ধান করা যায় না। তিনি ক্লান্ত ব্যক্তিকে শক্তি দেন, ও শক্তিহীন লোকের বল বৃদ্ধি করেন। তরুণেরা ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়, যুবকেরা স্খলিত, স্খলিত হয়; কিন্তু***

*যাহারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তাহারা উত্তরোত্তর নূতন শক্তি পাইবে; (যিশাইয় ৪০:২৮-৩১)*

বিরোধীতা যখন তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে, ঈশ্বরের দাসেরা আবার হতবাক হয়ে যায়; কারণ তারা মনে করে যে তারাই এই সঙ্কটকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু তাদের চেতনা এবং ঈশ্বরের বাক্য তাদেরকে নিশ্চয়তা দেয় যে তাদের পথ সঠিক; এবং যদিও সেই পরীক্ষা অনবরত চলতে থাকে, তারা ইহা সহ্য করার জন্য শক্তিযুক্ত । এই প্রতিযোগিতা আরো ঘনিষ্ট ও তীব্রতর হয়ে ওঠে, কিন্তু তাদের বিশ্বাস ও সাহস জরুরীকালীন ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাদের সাক্ষ্য হলঃ "আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে বিকৃত করার স্পর্ধা করতে পারি না, তাঁর পবিত্র ব্যবস্থাকে বিভাজন করতে পারি না; আমরা এই জগতের অনুগ্রহ লাভ করার জন্য, বাক্যের একটি অংশকে প্রয়োজনীয় এবং আরেকটি অংশকে অপ্রয়োজনীয় বলতে পারি না। আমরা যে ঈশ্বরের সেবা করি তিনি আমাদেরকে উদ্ধার করতে সামর্থ্যযুক্ত। খ্রীষ্ট এই জগতের সমস্ত শক্তির উপরে বিজয় লাভ করেছেন; তাহলে আমরা কি সেই জগতের ভয়ে ভীত হব, যে জগত ইতিমধ্যেই পরাজয় স্বীকার করেছে?"

**(১৭) *যখন আমরা সম্পূর্নভাবে খ্রীষ্টের সেবায় রত থাকি, তখন এই জগতের থেকে কি ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করতে পারি?***

*সেই সময়ে লোকেরা ক্লেশ দিবার জন্য তোমাদিগকে সমর্পণ করিবে, ও তোমাদিগকে বধ করিবে, আর আমার নাম প্রযুক্ত সমুদয় জাতি তোমাদিগকে দ্বেষ করিবে। (মথি ২৪:৯)*

নির্যাতন বা ক্লেশভোগ একটি নীতির বৃদ্ধি যার অস্তিত্ব ততদিন থাকবে, যতদিন শয়তানের অস্তিত্ব থাকবে ও খ্রীষ্টিয় সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ন শক্তি বজায় থাকবে। কোন মানুষ

নিজের বিরুদ্ধে অন্ধকারের শক্তির তালিকাভূক্ত না হয়ে ঈশ্বরের সেবা করতে পারে না। মন্দ আত্মা তাদের আক্রমণ করবে, কারণ তারা ভাববে যে তার শিকার তার হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। মন্দ লোকেরা, ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার সামনে লোভনীয় প্ররোলোভন নিয়ে আসবে যেন তাকে ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে পৃথক করে দেওয়া যায়। যখন তাদের এই প্রচেষ্টা সফল হয় না, তাদের চেতনাকে প্রভাবিত করার জন্য একটি বাধ্যকারী শক্তি প্রেরণ করা হয়।

**(১৮) *এমনকি সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিগুলিতেও, জাগতিক কর্তৃপক্ষগুলিকে কে নিয়ন্ত্রণ করে?***

***সদাপ্রভুর হস্তে রাজার চিত্ত জলপ্রণালীর ন্যায়; তিনি যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকে তাহা ফিরান। (হিতোপদেশ ২১:১)***

***প্রত্যেক প্রাণী প্রাধান্যপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষদের বশীভূত হউক; কেননা ঈশ্বরের নিরূপিত ব্যতিরেকে কর্ত্তৃত্ব হয় না; এবং যে সকল কর্ত্তৃপক্ষ আছেন, তাঁহারা ঈশ্বর-নিযুক্ত। (রোমীয় ১৩:১)***

কিন্তু যতক্ষণ যীশু স্বর্গে মানুষের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে রয়েছেন, ততদিন জাগতিক কর্তৃপক্ষ এবং লোকেরা পবিত্র আত্মার প্রতিরোধকারী প্রভাবকে অনুভব করতে পারে। ইহা এখনও অনেকাংশে জগতের বিচার-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। যদি ইহা না হত, তাহলে পৃথিবীর অবস্থা এখনকার চেয়ে আরো খারাপ হতে পারত।

যখন আমাদের অধিকাংশ জাগতিক কর্তৃপক্ষগুলি শয়তানের প্রতিনিধি, পৃথিবীর প্রধান নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরেরও প্রতিনিধিত্ব করে। শত্রু তার কর্মীদের উপরে এমন পদক্ষেপের প্রস্তাব দেয়, যার দ্বারা ঈশ্বরের কাজকে ব্যপকভাবে বাধা দেওয়া যায়; কিন্তু যে সমস্ত নেতৃবর্গ ঈশ্বর ভয়শীল, তারা পবিত্র দূতদের দ্বারা প্রভাবিত হয় এই সমস্ত অযোগ্য যুক্তির বিরোধীতা করে। একইভাবে

কিছু লোক দুষ্টতার একটি শক্তিশালী স্রোতকে ধরে রাখে। সত্যের শত্রুদের বিরোধিতা নিয়ন্ত্রণ করা হবে যেন তৃতীয় দূতের বার্তা নিজের কাজ সম্পন্ন করতে পারে। যখন অন্তিম সতর্কবার্তা দেওয়া হবে, ইহা সেই নেতৃস্থানীয় লোকদের দৃষ্টি আকর্ষন করবে যদের মাধ্যমে সদাপ্রভু এখন কাজ করছেন, এবং তাদের মধ্যে কেউ ইহা গ্রহণ করবে, এবং সঙ্কটের সময়ে ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে দন্ডায়মান হবে।

**(১৯)** ***ঈশ্বরের অন্তিম দিনের সাবধান বানী স্বীকার করার জন্য, মানুষের হৃদয়কে পরিবর্তন করতে কাকে পাঠাবেন?***

***আর তৎপরে এইরূপ ঘটিবে, আমি মর্ত্ত্যমাত্রের উপরে আমার আত্মা সেচন করিব, তাহাতে তোমাদের পুত্রকন্যাগণ ভাববাণী বলিবে তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে; (যোয়েল ২:২৮)***

কাজটি পঞ্চাশত্তমীর দিনের মত হবে। সুসমাচার প্রচারের শুরুর সময়ে পবিত্র আত্মার প্রবাহে যেমন ‘‘পূর্বের বৃষ্টি’’ দেওয়া হয়েছিল যেন মূল্যবান বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়, একই ভাবে ফসল কাটার জন্য পরিশেষে ‘‘পরবর্তী বৃষ্টি’’ দেওয়া হবে। ‘‘আইস, আমরা সদাপ্রভুকে জ্ঞাত হই, জ্ঞাত হইবার জন্য অনুধাবন করি; অরুণোদয়ের ন্যায় তাঁহার উদয় নিশ্চিত; আর তিনি আমাদের নিকটে বৃষ্টির ন্যায় আসিবেন, ভূমি-সেচনকারী শেষ বর্ষার ন্যায় আসিবেন’’। (হোশেয় ৬:৩)। ‘‘আর হে সিয়োন-সন্তানগণ, তোমরা উল্লাসিত হও, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে আনন্দ কর, কেননা তিনি তোমাদিগকে যথাপরিমাণে অগ্রিম বৃষ্টি দিলেন, এবং প্রথমতঃ তোমাদের নিমিত্ত অগ্রিম ও উত্তর বর্ষার জল বর্ষাইলেন।‘‘ (যোয়েল ২:২৩)।

সুসমাচারের মহান কাজটি ঈশ্বরের শক্তির স্বল্প প্রকাশের মাধ্যমে শেষ হয়ে যায় না। সুসমাচার প্রচারের শুরুতে পূর্বের

বৃষ্টির দ্বারা যে ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ হয়েছিল, একইভাবে যখন এই কাজ শেষ হবে তখন পরবর্তী বৃষ্টির মাধ্যমে পুনরায় ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ হবে। এখানে "উজ্জীবিত হবার সময়" রয়েছে যে বিষয়ে প্রেরিত পিতর বলেছিলেনঃ অতএব তোমরা মন ফিরাও, ও ফির, যেন তোমাদের পাপ মুছিয়া ফেলা হয়, যেন এইরূপে প্রভুর সম্মুখ হইতে তাপশান্তির সময় উপস্থিত হয়, এবং তোমাদের নিমিত্ত পূর্ব্বনিরূপিত খ্রীষ্টকে, যীশুকে, তিনি যেন প্রেরণ করেন। (প্রেরিত ৩:১৯,২০)

**(২০)** ***ঈশ্বরের সাবধান বাণীর প্রভাব বিস্তারের জন্য যেভাবে তাঁর চিহ্ন ও অলৌকিক কাজগুলি ঘটে, একইভাবে ঈশ্বরের আত্মার কাজকে খণ্ডন করার জন্য ও লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রতারিত করার জন্য শয়তান তার প্রতিনিধিদের কিভাবে ব্যবহার করবে?***

***আর সে মহৎ মহৎ চিহ্ন-কার্য্য করে; এমন কি মনুষ্যদের সাক্ষাতে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অগ্নি নামায়। (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৩)***

ঈশ্বরের দাসেরা, তাদের উজ্জ্বল মুখ নিয়ে এবং পবিত্র উৎসর্গের দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে, স্বর্গে থেকে আগত বার্তা প্রচারের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ত্বরান্বিত হবে। সমস্ত পৃথিবীতে, হাজার হাজার কণ্ঠস্বর দ্বারা, সেই সতর্কবার্তা প্রদান করা হবে। অলৌকিক কাজ সম্পন্ন হবে, অসুস্থরা সুস্থ হবে, এবং চিহ্ন ও অদ্ভুত কাজ বিশ্বাসীদের অনুসরণ করবে (প্রেরিত ২:১৯)। শয়তানও কর্মরত, মিথ্যা চিহ্ন দ্বারাএমনকি সে মানুষের সামনে স্বর্গ থেকে আগুনও , নামিয়ে আনতে পারে। সুতারাং পৃথিবীর নিবাসীদের সঠিক ভাবে নিজেদের অবস্থান উপস্থিত করা হবে।

**(২১)** ***ঈশ্বরের আত্মা অন্তিম সাবধান বার্তার দ্বারা মানুষের হৃদয়কে দোষীকৃত করবে, ইহার ফলাফল কি হবে?***

*“শেষ কালে এইরূপ হইবে, ইহা ঈশ্বর বলিতেছেন, আমি মর্ত্ত্যমাত্রের উপরে আপন আত্মা সেচন করিব; তাহাতে তোমাদের পুত্রগণ ও তোমাদের কন্যাগণ ভাববাণী বলিবে, আর তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে, আর তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে। আবার আমার দাসদের উপরে এবং আমার দাসীদের উপরে সেই সময়ে আমি আমার আত্মা সেচন করিব, আর তাহারা ভাববাণী বলিবে। আমি উপরে আকাশে নানা অদ্ভুত লক্ষণ এবং নীচে পৃথিবীতে নানা চিহ্ন রক্ত, অগ্নি ও ধূম-বাষ্প দেখাইব। প্রভুর সেই মহৎ ও প্রসিদ্ধ দিনের আগমনের পূর্ব্বে সূর্য্য অন্ধকার হইয়া যাইবে, চন্দ্র রক্ত হইয়া যাইবে; আর এইরূপ হইবে, যে কেহ প্রভুর নামে ডাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।” (প্রেরিত ২:১৭-২১)*

এই বার্তাটি তর্কের দ্বারা প্রচারিত হবে না কিন্তু ঈশ্বরের আত্মার প্রতি গভীর বিশ্বাসের দ্বারা প্রচারিত হবে। বিতর্কগুলি উপস্থাপিত হয়েছে। বীজ ইতিমধ্যেই বপন করা হয়েছে, এবং এখন ইহা বৃদ্ধি পাবে এবং ফল ধারন করবে। মিশনারীদের মাধ্যমে যে প্রকাশগুলি বিতরণ করা হয়েছে সেগুলি তাদেরকে প্রভাবিত করেছে, তথাপি অনেকেই আছেন যাদের মন প্রভাবিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই সত্যকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এখন সেই আলোর রশ্মি সর্বত্র প্রবেশ করছে, সত্যকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, এবং ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তানেরা সমস্ত মন্দ বিষয়কে ছিন্ন করছে। পরিবারের সম্পর্ক, মণ্ডলীগত সম্পর্ক এখন শক্তিহীন হয়ে গেছে এবং এগুলি তাদের সঙ্গে আর থাকতে পারে না। সত্য সমস্তকিছুর থেকে মূল্যবান। বিভিন্ন এজেন্সী সত্যের বিরুদ্ধে একত্রিত হলেও, বিপুল সংখ্যার লোক ঈশ্বরের পক্ষ গ্রহণ করবে।

আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ তিনি প্রকাশিত বাক্য ১৪ অধ্যায়ে আমাদেরকে সাবধান বাণী প্রদান করেছেন যেন আমরা প্রতারনার বিরুদ্ধে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারি।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি প্রার্থনা করি যেন পবিত্র আত্মা আমাকে পরিচালনা করেন এবং যেকোন প্রাক-ধারনাকে অপসারণ করেন যা আমার সত্যের গ্রহণযোগ্যতায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

এই সতর্কবার্তা গুলি প্রকাশ করে যে এই মহা বিতর্ক হল ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। যাই হোক না কেন, আমি প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের আজ্ঞাকে অনুসরণ করার জন্য তিনি যেম আমাকে সামর্থ্য এবং সাহসিকতা প্রদান করেন।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

এখন যখন আমি এই সত্যগুলির শিক্ষা গ্রহণ করছি, আমি উপলব্ধি করেছি যে আমার দায়িত্ব হল এই জীবনদায়ী বার্তা অন্যদেরকেও অবগত করা।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

# পাঠ ১০

# দুর্ভোগের সময়

**(১) স্বর্গের পবিত্র স্থান থেকে খ্রীষ্টের কোন ঘোষনা নিশ্চিত করবে যে ইহাই মনুষ্যজাতির পরীক্ষাকালের সমাপ্তি?**

***যে অধর্ম্মাচারী, সে ইহার পরেও অধর্ম্মাচরণ করুক; এবং যে কলুষিত, সে ইহার পরেও কলুষিত হউক; এবং যে ধার্ম্মিক, সে ইহার পরেও ধর্ম্মাচরণ করুক; এবং যে পবিত্র, সে ইহার পরেও পবিত্রীকৃত হউক। (প্রকাশিত বাক্য ২২:১১)***

যখন তৃতীয় দূতের বার্তা বন্ধ হবে (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৯, ১০), তখন পৃথিবীর দোষী বাসিন্দাদের জন্য আর অনুগ্রহ প্রার্থনা করা যাবে না। ঈশ্বরের লোকেরা নিজেদের কাজ সম্পন্ন করেছে। তারা সেই "পরবর্তী বৃষ্টি" গ্রহণ করেছে, সেটি হল "ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে প্রাপ্ত উজ্জীবতা" এবং তারা আগামী পরীক্ষার সময়ের মুখোমুখী হবার জন্য প্রস্তুত। স্বর্গদূতেরা স্বর্গে দ্রুত কাজ করার চেষ্টা করছে। একজন স্বর্গদূত পৃথিবীতে ফিরে এসে ঘোষনা করে যে তার কাজ সমাপ্ত হয়েছে; পৃথিবীর উপরে অন্তিম পরীক্ষা নিয়ে আসা

হয়েছে, এবং যারা স্বর্গীয় আজ্ঞাগুলির প্রতি নিজেদেরকে অনুগত হিসাবে প্রমাণ করেছে (প্রকাশিত বাক্য ১৪:১২), তারা “জীবন্ত ঈশ্বরের শীলমোহর গ্রহণ করেছে”। এরপরে যীশু উপরের পবিত্র স্থানে নিজের মধ্যস্থতা বন্ধ করেন। তিনি নিজের হাত উত্তোলন করেন এবং উচ্চরবে ঘোষনা করেন, “সমাপ্ত হইল;” এবং সমস্ত স্বর্গদূতদের সেনা নিজেদের মুকুট খোলেন যখন তিনি এই গম্ভীর ঘোষনাটি করেনঃ “যে অধর্ম্মাচারী, সে ইহার পরেও অধর্ম্মাচরণ করুক; এবং যে কলুষিত, সে ইহার পরেও কলুষিত হউক; এবং যে ধার্ম্মিক, সে ইহার পরেও ধর্ম্মাচরণ করুক; এবং যে পবিত্র, সে ইহার পরেও পবিত্রীকৃত হউক”। (প্রকাশিত বাক্য ২২:১১)। প্রতিটি ক্ষেত্রেরি জীবন বা মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্ট নিজে তাঁর লোকদের জন্য বলি হয়েছেন এবং তাদের পাপসকল মুছে দিয়েছেন। তাঁর প্রজাদের সংখ্যা গঠন করা হয়েছেঃ “রাজ্য এবং রাজত্ব, এবং সমস্ত আকাশের অধীনে রাজ্যের মহিমা” পরিত্রাণের উত্তরাধীকারীদের দেওয়া হবে এবং যীশু রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু হয়ে রাজত্ব করতে চলেছেন (প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৪)।

**(২) পরীক্ষার সময়ের সমাপ্তি ও প্রথম পুনরুত্থানের মাঝখানে কোন আকস্মিক ঘটনা ঘটতে চলেছে?**

***তৎকালে যে মহান্ অধ্যক্ষ তোমার জাতির সন্তানদের পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকেন, সেই মীখায়েল উঠিয়া দাঁড়াইবেন, আর এমন সঙ্কটের কাল উপস্থিত হইবে, যাহা মনুষ্যজাতির স্থিতিকাল অবধি সেই সময় পর্য্যন্ত কখনও হয় নাই; কিন্তু তৎকালে তোমার স্বজাতীয় যে কাহারও নাম পুস্তকে লিখিত পাওয়া যাইবে, সে উদ্ধার পাইবে। (দানিয়েল ১২:১)***

যখন তিনি সেই পবিত্র স্থান পরিত্যাগ করেন, তখন অন্ধাকার সমস্ত পৃথিবীবাসীদের আচ্ছন্ন করে। এই ভয়ঙ্কর

সময়ে কোন মধ্যস্থতা ছাড়াই ধার্ম্মিক লোকদের পবিত্র ঈশ্বরের দৃষ্টিতে থেকে নিজেদের জীবন যাপন করতে হবে। দুষ্টদের উপরে যে নিয়ন্ত্রণ ছিল তা অপসারিত করা হবে, এবং অনুতাপহীন লোকদের উপরে শয়তানের সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রণ থাকবে। ঈশ্বরের দীর্ঘ-ক্লেশ সমাপ্ত হয়েছে। এই জগত তাঁর দয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছে, প্রেমকে অবজ্ঞা করেছে এবং তাঁর ব্যবস্থাকে পদতলে দলিত করেছে। দুষ্টেরা তাদের পরীক্ষার গন্ডিকে অতিক্রম করেছে; ঈশ্বরের আত্মা, অনবরত প্রতিরুদ্ধ হয়েছে, পরিশেষে তা তুলে নেওয়া হয়েছে। যারা ঐশ্বরিক অনুগ্রহের আশ্রয়ে নেই, তারা মন্দলোকদের থেকে সুরক্ষিত থাকবে না। শয়তান পৃথিবীর বাসিন্দাদের একটি দুর্দান্ত সমস্যায় ডুবিয়ে দেবে।

**(৩) ঈশ্বরের লোকদের শীলমোহর না পাওয়া অবধি শত্রুতার এই ভীষন বায়ুকে কোন স্বর্গীয় প্রতিনিধি ধরে রাখবে?**

***তার পরে আমি দেখিলাম, পৃথিবীর চারি কোণে চারি দূত দাঁড়াইয়া আছেন; তাঁহারা পৃথিবীর চারি বায়ু ধরিয়া রাখিতেছেন, যেন পৃথিবীর কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা কোন বৃক্ষের উপরে বায়ু না বহে। (প্রকাশিত বাক্য ৭:১)***

যখনই ঈশ্বরের দূতেরা মানুষের আবেগের তীব্র বায়ুকে আর ধরে রাখবে না, শত্রুর সমস্ত শক্তিগুলি বাঁধন মুক্ত হয়ে যাবে। পুরাতন যিরুশালেমের উপরে যা ঘটেছিল, তার থেকে মারাত্বক ধ্বংসের মুখোমুখী হবে সমস্ত জগত।

একজন স্বর্গদূত এককভাবে সমস্ত মিশরের প্রথমজাতকে হত্যা করেছিল এবং সমস্ত দেশ শোকাচ্ছন্ন হয়েছিল। যখন দায়ুদ লোক গণনা করে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, একজন স্বর্গদূত সেই ভয়াবহ ধ্বংস নিয়ে এসেছিল যার দ্বারা তার পাপের শাস্তি হয়েছিল। যখন ঈশ্বর আদেশ করেন তখন সেই একই ধবংসাত্বক আত্মা কার্যকরী

হয়, সেই মন্দ দূতেরাও কাজ করতে শুরু করবে যখন তিনি অনুমতি দেবেন। উভয় শক্তি এখন প্রস্তুত, তারা কেবলমাত্র স্বর্গীয় অনুমতির জন্য অপেক্ষা করে আছে, যেন সর্বত্র ধ্বংস ছড়াতে পারে।

**(৪) ঈশ্বরের লোকেদের কোনদুটি চরিত্র দুষ্টলোকদের হৃদয়ে ক্রোধ এবং নির্যাতনকে প্রজ্বলিত করে?**

***এস্থলে সেই পবিত্রগণের ধৈর্য্য দেখা যায়, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ও যীশুর বিশ্বাস পালন করে। (প্রকাশিত বাক্য ১৪:১২)***

যারা ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে সমাদর করে তাদেরকে জগতের উপরে বিচার আনয়ন করার দোষে দোষীকৃত করা হবে, এবং তাদেরকে প্রকৃতির ভীতিমূলক সংঘাত এবং পৃথিবীতে দুর্দশা নিয়ে আসছে এমন লোক হিসাবে বিবেচিত করা হবে যারা কলহ ও রক্তপাতের জন্য দায়ী। সর্বশেষ সতর্কবার্তায় উপস্থিত হওয়ার শক্তি দুষ্টদেরকে রুদ্ধ করেছিল; তাদের ক্রোধ সেই সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে প্রজ্বলিত হয় যারা সেই বার্তাকে গ্রহণ করে, এবং শয়তান আরো তীব্র ঘৃণা ও তাড়নার আত্মাকে উৎসাহিত করবে।

**(৫) অন্তিম দিনে অধিকাংশ স্বঘোষিত আত্মিক লোকেরা এমন কোন আত্মিক অবস্থানের বিষয়ে ঘোষনা করে যা খ্রীষ্টের দিনে দেখতে পাওয়া যায়?**

***“এই লোকেরা ওষ্ঠাধরে আমার সমাদর করে, কিন্তু ইহাদের অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে থাকে; এবং ইহারা অনর্থক আমার আরাধনা করে, মনুষ্যদের আদেশ ধর্ম্মসূত্র বলিয়া শিক্ষা দেয়।” (মথি ১৫:৮-৯)***

যিহুদী জাতির উপর থেকে পরিশেষে ঈশ্বরের উপস্থিতি তুলে নেওয়া হয়েছিল, যাজক এবং লোকেরা ইহা জানত না। যদিও শয়তানের নিয়ন্ত্রণে, এবং সবচেয়ে ভয়াবহ ও

মারাত্মক আবেগের দ্বারা ছড়িয়ে পড়েছিল, তবুও তারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের মনোনীত হিসাবে বিবেচনা করত। মন্দিরের পরিচর্য্যা কাজ চলছিল; অশুচি বেদীগুলির উপরেই বলিদান করা হত, এবং প্রতিদিন স্বর্গীয় আশীর্বাদ সেই সমস্ত লোকদের জন্য আহ্বান করা হত যারা ঈশ্বরের প্রিয় পুত্রের রক্তের জন্য দায়ী এবং তাঁর পরিচর্যাকারী ও প্রেরিতদের হত্যা করার জন্য আকাঙ্ক্ষী।

সুতরাং যখন পবিত্র স্থানের অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্তটি ঘোষনা করা হবে এবং পৃথিবীর অন্তিম নিয়তি স্থির করা হবে, পৃথিবীর বাসিন্দারা ইহা জানতে পারবে না। ধর্মের ধরনগুলি এমন লোকদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকবে যাদের থেকে ঈশ্বরের আত্মা অবশেষে প্রত্যাহার করা হয়েছে; এবং শয়তানের উৎসাহের সাথে মন্দের রাজপুত্র তার দুষ্ট নকশাগুলিকে সম্পাদন করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে, ঈশ্বরের প্রতি আবেগের প্রতীক বহন করবে।

**(৬) ঈশ্বরের সেবার কাজ ভেবে, দুষ্টলোকেরা কি করার প্রচেষ্টা করবে?**

***আর বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল, কেননা তিনি রোগীদের উপরে যে সকল চিহ্নকার্য্য করিতেন, সে সকল তাহারা দেখিত। (যোহন ১৬:২)***

***আর তাহাকে এই ক্ষমতা দত্ত হইল যে, সে ঐ পশুর প্রতিমার মধ্যে নিশ্বাস প্রদান করে, যেন ঐ পশুর প্রতিমা কথা কহিতে পারে, ও এমন করিতে পারে যে, যত লোক সেই পশুর প্রতিমার ভজনা না করিবে, তাহাদিগকে বধ করা হয়। (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৫)***

যেহেতু বিশ্রামবার খ্রীষ্টিয় জগতের একটি বিশেষ বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষগুলি রবিবার পালনকে কার্যকর করার জন্য একত্রিত হয়েছে, তাই সকলের দাবিতে, সংখ্যালঘুদের এই

অবিচলিত দাবিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং এর কারণে তাদের সার্বজনীন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দাবি উঠবে।

ইহা অনুরোধ করা হবে যে কোন ব্যক্তি যদি মন্ডলীর কোন প্রতিষ্ঠান বা রাজ্যের কোন আইনের বিরোধীতা করে, তাহলে সেই ব্যক্তিদের সহ্য করা উচিত নয়; সমস্ত জাতির বিশৃঙ্খলা এবং অব্যবস্থায় ক্লেশভোগ করার থেকে সেই ব্যক্তিদের ক্লেশভোগ করা শ্রেয় যারা মন্ডলীর বিরোধীতা করে। আঠেরোশ বছর আগে এই একই যুক্তি "জাগতিক বিচারকেরা" খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে নিয়ে এসেছিল। ধূর্ত্ত কায়াফা বলেছিল, "ইহা আমাদের পক্ষে সমীচীন" যে "জনগণের জন্য একজন লোক মারা যায় এবং সমগ্র জাতি বিনষ্ট না হয়" (যোহন ১১:৫০)।

এই বিতর্ক সমাপ্তিমূলক হবে; এবং যারা চতুর্থ আজ্ঞার বিশ্রামবারকে পবিত্র রূপে প্রকাশ করবে তাদের বিরুদ্ধে পরিশেষে একটি আদেশ জারি করা হবে (যাত্রাপুস্তক ২০:৮-১১), তাদেরকে কঠোর শাস্তির যোগ্য হিসাবে অভিহিত করা হবে, একটি নির্দিষ্ট সময় পরে, তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দন্ডিত করা হবে। পুরাতন জগতে রোমানরা এবং নতুন জগতে প্রোটেস্টান্টরা তাদের বিরুদ্ধে একই ধরনের ব্যবস্থা নেবে যারা সমস্ত স্বর্গীয় বিধিগুলির সমাদর করবে।

**(৭) ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে ধ্বংসের ঘটনার সঙ্গে শেষ সময়ের কোন ভয়ঙ্কর ঘটনার তুলনা করা হয়েছে?**

***হায়! সেই দিন মহৎ, তাহার তুল্য দিন আর নাই; এ যাকোবের সঙ্কটকাল, কিন্তু ইহা হইতে সে নিস্তার পাইবে। (যিরমিয় ৩০:৭)***

ঈশ্বরের লোকেরা তখন দুঃখ ও সঙ্কটের সেই দৃশ্যে নিমগ্ন হবেন যাকে যাকোবের ক্লেশের যুগ বলে ভাববাদীরা ব্যাখ্যা করেছেন। "সদাপ্রভু এই কথা কহেন; আমরা ভয়ের,

কম্পনের শব্দ শুনিয়াছি, শান্তির নয়। তোমরা একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, পুরুষের কি প্রসববেদনা হয়? প্রসবকালে যেমন স্ত্রীলোকের, তেমনি আমি প্রত্যেক পুরুষের কটিদেশে হস্ত ও সকলের মুখ বিষাদে ম্লান কেন দেখিতেছি? হায়! সেই দিন মহৎ, তাহার তুল্য দিন আর নাই; এ যাকোবের সঙ্কটকাল, কিন্তু ইহা হইতে সে নিস্তার পাইবে...” (যিরমিয় ৩০:৫-৭)। যাকোবের দুঃখের রাত, যখন তিনি এষৌর হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (আদিপুস্তক ৩২:২৪-৩০), যা সঙ্কটের সময়ে ঈশ্বরের লোকদের অভিজ্ঞতাকে উপস্থাপিত করে.

**(৮) সেই মহানাগ কে?**

***আর সেই মহানাগ নিক্ষিপ্ত হইল; এ সেই পুরাতন সর্প, যাহাকে দিয়াবল [অপবাদক] এবং শয়তান [বিপক্ষ] বলা যায়, সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়; সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহার দূতগণও তাহার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল। (প্রকাশিত বাক্য ১২:৯)***

**(৯) যারা ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি অনুগত তাদের প্রতি সেই মহানাগের প্রতিক্রিয়া কি?**

***আর সেই স্ত্রীলোকটীর প্রতি নাগ ক্রোধান্বিত হইল, আর তাহার বংশের সেই অবশিষ্ট লোকদের সহিত, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ও যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল। (প্রকাশিত বাক্য ১২:১৭)***

শয়তান যেমন এষৌকে যাকোবের বিরুদ্ধে যাবার জন্য প্রভাবিত করেছিল, একইভাবে সে সঙ্কটের সময়ে দুষ্টদের আলোড়িত করবে যেন তারা ঈশ্বরের লোকদের ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। এবং যেভাবে সে যাকোবকে দোষারোপ করেছিল, সে ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধেও দোষারোপ নিয়ে

আসবে। সেই জগতকে নিজের প্রজা হিসাবে বিবেচনা করবে; কিন্তু যে ক্ষুদ্র জনসমষ্টি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে তারাই শয়তানের আধিপত্যকে প্রতিহত করবে। যদি সে তাদেরকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে পারে, তার জগৎ-জয় সম্পূর্ণ হবে। সে দেখে যে পবিত্র স্বর্গদূতেরা তাদের সুরক্ষা দিচ্ছে, এবং সে অনুমান করে যে তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে; কিন্তু সে উপলব্ধি করতে পারে না যে তাদের বিষয়গুলি উপরোস্থ পবিত্র স্থানে নির্ধারণ করা হয়েছে। শয়তান তাদেরকে যে পাপগুলি করতে প্ররোচিত করেছিল, সে সম্পর্কে তার সঠিক জ্ঞান রয়েছে, এবং সে সেগুলিকে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত আলোকে ঈশ্বরের সামনে পেশ করে, এবং এই লোকদেরকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করার জন্য উপযুক্ত বিতর্কও পেশ করে। সে ঘোষনা করে যে ঈশ্বরের তাদের পাপ ক্ষমা করলে তা ন্যায়বিচার হবে না এবং তথাপি ঈশ্বর শয়তান এবং তার দূতদের ধ্বংস করবেন। শয়তান সেই লোকদেরকে নিজের শিকার হিসাবে দাবি করে এবং আরো দাবি করে যেন তাদের ধ্বংস করার জন্য তার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

**(১০) সঙ্কটের দিনে খ্রিষ্টীয় চরিত্রের কোন গুরুত্বপূর্ণ দিকটি পরীক্ষিত হবে?**

***যেন, সে সুবর্ণ নশ্বর হইলেও অগ্নি দ্বারা পরীক্ষিত হয়, তাহা অপেক্ষাও মহামূল্য তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশকালে প্রশংসা, গৌরব ও সমাদরজনক হইয়া প্রত্যক্ষ হয়। (১ম পিতর ১:৭)***

***জানিও, তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা ধৈর্য্যসাধন করে। (যাকোব ১:৩)***

যখন শয়তান ঈশ্বরের লোকদের তাদের পাপের জন্য দোষারোপ করে, ঈশ্বর শয়তানকে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী সর্বাত্মক চেষ্টা করার অনুমতি দেন। ঈশ্বরের উপরে তাদের

নির্ভরতা, তাদের বিশ্বাস এবং তাদের দৃঢ়তা কঠিনভাবে পরিক্ষীত হবে। তারা যখন নিজেদের অতীতকে পর্যালোচনা করে, তাদের আশা ডুবতে থাকে; কারণ তাদের সম্পূর্ণ জীবনে তারা অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণ উত্তমতা দেখতে পায়। তারা সম্পূর্ণ ভাবে নিজেদের দুর্বলতা এবং অযোগ্যতার বিষয়ে অবগত থাকে। শয়তান তাদের নিরাশ করার জন্য তাদের আতঙ্কিত করতে থাকে, যেন তাদের পাপের দাগ কখনই না ধুয়ে ফেলা যায়। সে আশা করে এইভাবে সে তাদের বিশ্বাসকে ধ্বংস করবে যেন তারা তার প্রলোভনের শিকার হয় এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের আনুগত্য বিনষ্ট হয়।

**(১১) ঈশ্বর তাদের সন্তানদের প্রতি কি প্রতিজ্ঞা প্রদান করেছেন, যারা বিশ্বাসে স্থির থাকে?**

***তুমি আমার ধৈর্য্যের কথা রক্ষা করিয়াছ, এই কারণ আমিও তোমাকে সেই পরীক্ষাকাল হইতে রক্ষা করিব, যাহা পৃথিবীনিবাসীদের পরীক্ষা করিবার জন্য সমস্ত জগতে উপস্থিত হইবে। (প্রকাশিত বাক্য৩:১০)***

***আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘৃণিত হইবে; কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে। (মথি ১০:২২)***

যদিও ঈশ্বরের লোকেদের শত্রুরা ঘিরে রাখবে যারা নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঝুঁকে আছে, তথাপি তারা যে যন্ত্রণা ভোগ করছে তা সত্যের জন্য নিপীড়নের ভয় নয়; তারা ভয় পায় হয়ত তাদের প্রত্যেক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি, এবং তাদের নিজেদের ত্রুটির কারণে তারা ত্রানকর্ত্তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হবেঃ “তুমি আমার ধৈর্য্যের কথা রক্ষা করিয়াছ, এই কারণ আমিও তোমাকে সেই পরীক্ষাকাল হইতে রক্ষা করিব, যাহা পৃথিবীনিবাসীদের পরীক্ষা করিবার জন্য সমস্ত জগতে উপস্থিত হইবে” (প্রকাশিত বাক্য ৩:১০)। তাদের কাছে যদি ক্ষমার আশ্বাস

থাকে, তাহলে তারা নির্যাতন ও মৃত্যুর সম্মুখে সঙ্কুচিত হত না; কিন্তু যদি তারা অযোগ্য প্রমাণিত হত, এবং তাদের চরিত্রের ত্রুটির কারণে নিজেদের জীবন হারাত, তাহলে ঈশ্বরের পবিত্র নাম নিন্দিত হত।

তারা ঈশ্বরের সম্মুখে নিজেদের প্রাণকে নির্যাতন করেছে, তাদের অনেক পাপের জন্য তাদের অতীতের দিকে ইঙ্গিত করে নিজেদের কষ্ট দিয়েছে, এবং মুক্তিদাতার প্রতিজ্ঞার অনুরোধ করেছেঃ "সে বরং আমার পরাক্রমের শরণ লউক, আমার সহিত মিলন করুক, আমার সহিত মিলনই করুক" (যিশাইয় ২৭:৫)। তাদের প্রার্থনা তাৎক্ষনিক ভাবে উত্তর না পাওয়ায় তাদের বিশ্বাস ব্যর্থ হয়ে যায় না। প্রচণ্ড উদ্বেগ, সন্ত্রাস ও সঙ্কটের শিকার হলেও তারা প্রার্থনা করা বন্ধ করে না। তারা ঈশ্বরের শক্তিকে ধরে রাখে যেভাবে যাকোব ঈশ্বরের দূতকে ধরে রেখেছিলেন; এবং তাদের আত্মার ভাষা হলঃ "আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করলে, আমি আপনাকে যেতে দেব না"।

**(১২) যারা অনবরত ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করে এবং পাপ স্বীকার না করেই জীবন যাপন করে, তাদের প্রার্থনাকে ঈশ্বর কিভাবে বিবেচনা করবেন?**

***যে ব্যবস্থা শ্রবণ হইতে আপন কর্ণ ফিরাইয়া লয়, তাহার প্রার্থনাও ঘৃণাস্পদ। (হিতোপদেশ ২৮:৯)***

***এই জন্য যে ব্যক্তি অগ্রাহ্য করে, সে মনুষ্যকে অগ্রাহ্য করে তাহা নয়, বরং ঈশ্বরকেই অগ্রাহ্য করে, যিনি নিজ পবিত্র আত্মা তোমাদিগকে প্রদান করেন। (১ম থিষলনীকীয় ৪:৮)***

যাকোব যদি পূর্বে প্রবঞ্চনার মাধ্যমে জন্মের অগ্রাধিকার গ্রহণ করার জন্য পাপের ক্ষেত্রে অনুতপ্ত না হতেন, তবে ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনা শুনতেন না এবং নিজ করুণায় যাকোবের

জীবন রক্ষা করতেন না। সেকারণে, সঙ্কটের সময়ে, যদি ঈশ্বরের লোকেরা নিজেদের স্বীকার না করা পাপগুলিকে নিয়ে নির্যাতনের সময়ে ভয় ও যন্ত্রণার সময়ে উপস্থিত হত, তাহলে তারা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ত; হতাশা তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, এবং তারা প্রত্যয়ের সাথে ঈশ্বরের কাছে নিজেদের উদ্ধারের জন্য আবেদন করার জন্যেও আস্থা রাখতে পারে না। কিন্তু যখন তাদের অযোগ্যতা নিয়ে তাদের গভীর চেতনা থাকে, তাদের কাছে প্রকাশ করার মত আর কোন মন্দতা থাকে না। তাদের পাপগুলি বিচার অতিক্রম করেছে এবং সেগুলি মুছে ফেলা হয়েছে, এবং তারা সেগুলিকে আর স্মরণে রাখতে পারে না।

**(১৩) যারা অল্পবিষয়ে কৃতজ্ঞ থাকবে, ঈশ্বর তাদের কিভাবে পুরষ্কৃত করবেন?**

***তাহার প্রভু তাহাকে কহিলেন, বেশ, উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করিব; তুমি আপন প্রভুর আনন্দের সহভাগী হও। (মথি ২৫:২১)***

শয়তান অনেককে বিশ্বাস করতে পরিচালিত করে যে ঈশ্বর তাদের জীবনের ক্ষুদ্র অবিশ্বাসের বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করবেন; কিন্তু যাকোবের ক্ষেত্রে ঈশ্বর দেখান যে তিনি কোনভাবেই মন্দকে অনুমোদন বা সহ্য করবেন না। যারা নিজেদের পাপকে অজুহাত বা আড়াল করার চেষ্টা করে, তাদেরকে অনুমতি দেয় স্বর্গের পুস্তকগুলির উপরে অবস্থিতি করতে, যারা পাপ স্বীকার করবে না এবং ক্ষমা লাভ করবে না, শয়তান তাদের উপরে বিজয় লাভ করবে। তাদের স্বীকারোক্তি যতই উচ্চীকৃত হবে, তারা ততই মর্যাদাযুক্ত পদে অধিষ্টিত হবে,  ঈশ্বরের চোখে তাদের পথ যত কষ্টদায়ক হবে, তাদের শত্রুর জয় ততই নিশ্চিত হবে। ঈশ্বরের দিনের প্রস্তুতির জন্য যারা বিলম্ব করে, তাদেরকে

ঈশ্বর সঙ্কটের সময়ে গ্রহণ করতে পারেন না। তাদের জীবন সম্পূর্ণ আশাহীন হয়ে পড়বে।

**(১৪) প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের ফলগুলি কি কি?**

***আমি আপন অপরাধ স্বীকার করিব, আমার পাপের নিমিত্ত খেদ করিব। (গীতসংহিতা ৩৮:১৮)***

***তখন তোমরা আপনাদের মন্দ আচরণ ও অসৎক্রিয়া সকল স্মরণ করিবে, এবং আপনাদের অপরাধ ও জঘন্য কার্য্য প্রযুক্ত আপনাদের দৃষ্টিতে আপনাদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিবে। (যিহিষ্কেল ৩৬:৩১)***

যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান হিসাবে দাবি করে, যারা ভয়ঙ্কর সংঘাতে অপ্রস্তুত হয়ে উপস্থিত হবে, তারা হতাশ হয়ে, জ্বলন্ত যন্ত্রণার মধ্যে তাদের পাপ স্বীকার করবে, আর মন্দলোকেরা তাদের দুর্দশায় আনন্দিত হবে। এই পাপস্বীকারগুলি এষৌ ও যিহুদার মত একই চরিত্রের। যারা এইরূপ স্বীকারোক্তি করে, তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘনের জন্য বিলাপ করে, কিন্তু নিজেদের পাপের জন্য বিলাপ করে না। তারা প্রকৃতভাবে কোন অনুশোচনা অনুভব করে না, কোন মন্দকাজকে ঘৃণা করে না। তারা শাস্তির ভয়ে, নিজেদের পাপকে স্বীকার করে; কিন্তু, পুরাতন সময়ে ফ্যারাও-এর মত, তারা পুনরায় নিজের পাপের পথে ফিরে যায় যখন স্বর্গ থেকে তাদের উপরের আগত বিচারকে অপসারণ করা হয়।

**(১৫) আমরা যদি প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের সাথে সদাপ্রভুর কাছে ফিরি, তাহলে ক্লেশের আগুনের ফলাফল কি হবে?**

***যেন, সে সুবর্ণ নশ্বর হইলেও অগ্নি দ্বারা পরীক্ষিত হয়, তাহা অপেক্ষাও মহামূল্য তোমাদের বিশ্বাসের***

*পরীক্ষাসিদ্ধতা যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশকালে প্রশংসা, গৌরব ও সমাদরজনক হইয়া প্রত্যক্ষ হয়। (১ম পিতর ১:৭)*

যাকোবের ইতিহাস আমাদেরকে একটি আশ্বাস দেয় যে ঈশ্বর সেই সমস্ত লোকদের বিতাড়িত করবেন না যারা প্রলোভিত, প্রবঞ্চিত এবং পাপের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে, কিন্তু তিনি তাদের রক্ষা করেন যারা প্রকৃত অনুতাপ নিয়ে তার কাছে ফেরে। যখন শয়তান এই ধরনের লোকদের ধ্বংস করার চেষ্টা করে, ঈশ্বর এদেরকে রক্ষা করার জন্য এবং সান্ত্বনা দেবার জন্য সঙ্কটের সময়ে নিজের দূতদেরকে প্রেরন করবেন। শয়তানের আক্রমণগুলি হিংস্র ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তার বিভ্রান্তিগুলি ভয়ানক; কিন্তু সদাপ্রভুর চক্ষু তাঁর লোকদের উপরে উন্মুক্ত আছে, এবং তাঁর কর্ণ তাদের ক্রন্দণ শুনছে। তাদের ক্লেশ অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অগ্নিকুন্ডের শিখাগুলি তাদের গ্রাস করার চেষ্টা করে; কিন্তু একজন পরিশোধক যেমন আগুনে খাঁটি সোনা তৈরি করে, একইভাবে ঈশ্বর তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তাঁর সন্তানদের প্রতি তাঁর প্রেম যেরকম উজ্জ্বল সমৃদ্ধির দিনে কার্যকরী থাকে, একইভাবে সবচেয়ে কঠোর পরীক্ষার সময়েও তাঁর প্রেম কার্যকর থাকে। কিন্তু তাদেরকে অগ্নিকুণ্ডের শিখার মধ্যে থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আবশ্যক; যেন তাদের জাগতিক চরিত্র শেষ হয়, এবং খ্রীষ্টের প্রতিমূর্ত্তি তাদের মধ্যে থেকে নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়।

**(১৬) কোন ধরনের প্রার্থনা সবচেয়ে অধিক গৃহীত হয়?**

*অতএব তোমরা এক জন অন্য জনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর, ও এক জন অন্য জনের নিমিত্ত প্রার্থনা কর, যেন সুস্থ হইতে পার। ধার্ম্মিকের বিনতি কার্য্যসাধনে মহাশক্তিযুক্ত। (যাকোব ৫:১৬)*

আমাদের সম্মুখে আসন্ন দুর্দশা ও যন্ত্রণার সময়ের মুখোমুখী হবার জন্য আমাদের এমন বিশ্বাসের প্রয়োজন যা আমাদেরকে ক্লান্তি, বিলম্ব এবং ক্ষুধা সহ্য করতে সাহায্য করবে – এমন বিশ্বাস যা কঠোর পরীক্ষার মধ্যেও মূর্ছিয়ে পড়বে না। প্রত্যেকের জীবনেই পরীক্ষার সময় ধার্য্য করা হয়েছে, সেকারণে প্রত্যেককেই সেই সময়ের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। যাকোব জয়লাভ করেছিলেন কারণ তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অটল ছিলেন। অনুরোধযুক্ত প্রার্থনার শক্তির একটি প্রমাণ হল যাকোবের জয়লাভ। যেভাবে যাকোব করেছিল, সেভাবে যতজন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার উপরে নির্ভর করবে, এবং যাকোবের মত যতজন আন্তরিক ও অটল হবেন, তারা প্রত্যেকেই যাকোবের মত সফল হবেন। যারা নিজেদেরকে অস্বীকার করতে, ঈশ্বরের জন্য যন্ত্রণা ভোগ করতে এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভের জন্য আন্তরিক ভাবে যাচ্ঞ্রা করতে অনিচ্ছুক, তারা ইহা লাভ করতে পারবে না। ঈশ্বরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ – অনেক স্বল্প সংখ্যক মানুষই জানে ইহা কি! কতজন লোক ঈশ্বরের জন্য নিজেদের আত্মার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায় পৌঁছেছে যতক্ষণ না তাদের প্রত্যেক শক্তি চূড়ান্ত ভাবে ব্যবহার হয়। যখন হতাশার ঢেউ যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, একজন শরনার্থী বা প্রার্থনাকারীকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কতজন নিজেদের অবিশ্বাস্য বিশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলিকে ধরে রাখতে পারে।

**(১৭) এখন এবং আসন্ন সঙ্কটের সময়, উভয়ক্ষেত্রে একজন প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানের লাইফলাইন কি?**

***কারণ ঈশ্বর-দেয় এক ধার্ম্মিকতা সুসমাচারে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা বিশ্বাসমূলক ও বিশ্বাসজনক, যেমন লেখা আছে, “কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস হেতু বাঁচিবে”। (রোমীয় ১:১৭)***

*কিন্তু ব্যবস্থার দ্বারা কেহই ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্ম্মিক গণিত হয় না, ইহা সুস্পষ্ট, কারণ "ধার্ম্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস হেতু বাঁচিবে"। (গালাতীয় ৩:১১)*

যাদের অল্পবিশ্বাস, তারা শয়তানের বিভ্রান্তিতে ও তার আদেশে নিজের বিবেককে বাধ্য করে পতিত হবার সবেথেকে ঘোরতর বিপদের মধ্যে রয়েছে। এমনকি যদিও তারা তাদের পরীক্ষাকে পার করে নেয়, তবুও তারা সঙ্কটের সময়ে গভীর সঙ্কট ও যন্ত্রণায় ডুবে থাকবে, কারণ ঈশ্বরের উপরে নির্ভরশীল থাকার অভ্যাস তাদের কখনও ছিল না। বিশ্বাসের যে শিক্ষাগুলিকে তারা উপেক্ষা করেছে, তারা নিরুৎসাহের এক ভয়াবহ চাপের মধ্যে পড়ে থাকতে বাধ্য হবে।

**(১৮) আমাদের বিশ্বাসের লাইফলাইনকে বজায় রাখার মূল চাবিকাঠি কি?**

*...অবিরত প্রার্থনা কর; (১ম থিষলনীকীয় ৫:১৭)*

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলি প্রমাণ করার মাধ্যমে আমাদের উচিত এখন নিজেদের সাথে পরিচিত হয়ে যাওয়া। স্বর্গদূতেরা প্রত্যেকটি আন্তরিক এবং ছলনাহীন প্রার্থনাকে রেকর্ড করে রাখে। ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতাকে অবহেলা করার থেকে আমাদের উচিত স্বার্থপর সন্তুষ্টি থেকে অব্যাহতি লাভ করা। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কহীন, ধন-সম্পত্তি, সমাদর, সহজ জীবন যাপনের থেকে ঈশ্বরের অনুমতিতে, চরম দরিদ্রতা, আত্ম-ত্যাগী জীবন উত্তম। আমাদের উচিত প্রার্থনায় সময় অতিবাহিত করা। আমরা যদি আমাদের মনকে পার্থিব স্বার্থে আকৃষ্ট হতে দিই, তাহলে ঈশ্বর হয়ত আমাদের জীবন থেকে স্বর্ণের প্রতিমা, ঘড়বাড়ি, অথবা উর্বর জমিগুলিকে সরিয়ে দেবেন এবং তারপরে আমাদের সময় দেবেন।

**(১৯) আমাদের আত্মিক লাইফলাইন বজায় রাখার জন্য আমরা কেন আমাদের পরিবার, বন্ধুবান্ধব,**

**অথবা আমাদের ধর্মীয় নেতাদের উপরে নির্ভরশীল হতে পারি না?**

***অতএব, হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্ব্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেইরূপ নয়, বরং এখন আরও অধিকতররূপে আমার অসাক্ষাতে, সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর। (ফিলিপীয় ২:১২)***

আমাদের উপরে এমন এক "সঙ্কটের সময়" আসতে চলেছে যা আগে কখনও আসেনি; এবং আমাদের সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এমন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন যে অভিজ্ঞতা এখনও আমাদের নেই এবং আমরা অনেকেই সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে আগ্রহী নই। ইহা প্রায়শই ঘটে যে যে আগত সঙ্কটের পূর্বাভাস বাস্তবে ইহার গুরুত্ব অপেক্ষা অধিক; তবে ইহা আমাদের জন্য সঙ্কটের বিষয়ে সত্য নয়। সবচেয়ে স্পষ্ট উপস্থাপনা পরীক্ষার সর্বাধিক মাত্রা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। সেই পরীক্ষার সময়ে, প্রত্যেক আত্মাকে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। "যদিও নোহ, দানিয়েল, এবং ইয়োব" নিজের দেশেই ছিলেন, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার জীবনের দিব্য, তাহারাও পুত্র কিম্বা কন্যাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না; আপন আপন ধার্ম্মিকতায় আপন আপন প্রাণমাত্র উদ্ধার করিবে (যিহিষ্কেল ১৪:২০)।

**(২০) যদি আমরা ঈশ্বরের সামর্থ্যের সঙ্গে নিজেদের দুর্বলতাকে ঐক্যবদ্ধ করি, তাহলে আমাদের পক্ষে কি ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব হতে পারে?**

***আর ঐ গৌরবে ও উৎকর্ষে তিনি আমাদিগকে মহামূল্য অথচ অতি মহৎ প্রতিজ্ঞা সকল প্রদান করিয়াছেন, যেন তদ্দ্বারা তোমরা অভিলাষমূলক***

*সংসারব্যাপী ক্ষয় হইতে পলায়ন করিয়া, ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী হও। (২য় পিতর ১:৪)*

খ্রীষ্টের বলিকৃত রক্তের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে, আমাদেরকে এই জীবনেই আমাদের সমস্ত পাপ থেকে পৃথক হতে হবে। আমাদের মহান মুক্তিদাতা আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে আহ্বান করছেন, যেন আমরা আমাদের দুর্বলতাগুলিকে তাঁর সামর্থ্যের সাথে, অবহেলাকে তাঁর প্রজ্ঞার সাথে, আমাদের অযোগ্যতাকে তাঁর জ্ঞানের সাথে যুক্ত করতে পারি। ঈশ্বরের পরিচালনা হল এমন একটি বিদ্যালয়ের মত যেখানে আমরা যীশুর নম্রতা ও বিনীত স্বভাব লাভ করতে পারি। আমরা কিভাবে কোন পথ নির্বাচন করব, বা আমাদের পক্ষে কি সহজ এবং আরামদায়ক হবে, সেগুলি ঈশ্বর আমাদের সামনে রাখবেন না, তিনি জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যগুলিকে আমাদের সামনে রাখবেন। ইহা আমাদের উপরে নির্ভর করে যে আমরা কিভাবে নিজেদের চরিত্রকে স্বর্গীয় চরিত্রের মত প্রস্তুত করতে, স্বর্গপ্রদত্ত প্রতিনিধিগুলির সঙ্গে সহভাগিতা করি। এই কাজকে কেউ স্থগিত রাখতে পারে না বা অবহেলা করতে পারে না, তবে ইহা হবে তাদের আত্মার পক্ষে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদ।

**(২১) বিস্তর লোকদের প্রতারিত করার জন্য শয়তান এবং তার মন্দ প্রতিনিধিরা কোন তিনটি কৌশল ব্যবহার করবে?**

*সেই ব্যক্তির আগমন শয়তানের কার্য্যসাধন অনুসারে মিথ্যার সমস্ত পরাক্রম ও নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ সহকারে হইবে, (২য় থিষলনীকীয় ২:৯)*

অলৌকিক চরিত্রের ভয়ঙ্কর দর্শনগুলি খুব শীঘ্রই স্বর্গে প্রকাশিত হবে, এগুলিই অলৌকিক কার্যকারী অশুভ শক্তির প্রমাণ। শয়তানের আত্মাগুলি পৃথিবীর রাজাদের কাছে এবং সমস্ত জগতের কাছে যাবে, যেন তাদেরকে প্রতারনার দ্বারা

বদ্ধ করা যায়, এবং তাদেরকে ঈশ্বরের পরিচালনার বিরুদ্ধে শেষ লড়াইয়ে শয়তানের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টায়। এই শয়তানের প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসক ও প্রজারা উভয়ই প্রতারিত হবে। এমন লোকেরা উঠবে যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্ট বলে দাবি করবে, এবং জগতের উদ্ধারকর্তা হিসাবে খ্রীষ্টের অধিকার ও আরাধনা দাবি করবে। তারা অদ্ভুত অলৌকিক কাজ করবে এবং স্বর্গ থেকে প্রাপ্ত এমন বিষয়ের দাবি করবে যা ঈশ্বরের বাক্যের সাক্ষ্যের বিপরীত।

**(২২) প্রতারনার সর্বাধিক রূপটি কি হবে?**

***কেননা ভাক্ত খ্রীষ্টেরা ও ভাক্ত ভাববাদীরা উঠিবে, এবং এমন মহৎ মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভুত অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইবে যে, যদি হইতে পারে, তবে মনোনীতদিগকেও ভুলাইবে। (মথি ২৪:২৪)***

প্রতারনা করার এই মহাবিতর্কিত নাটকে, শয়তান স্বয়ং খ্রীষ্টের রূপ ধারন করার চেষ্টা করবে। মন্ডলী দীর্ঘদিন ধরে দাবি করেছে যে আমাদের আশা পূর্ন করার জন্য খ্রীষ্টের আগমনের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। এখন এই মহাপ্রবঞ্চক ছল করে বলবে যে খ্রীষ্ট এসে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে, শয়তান নিজেকে দ্যুতিময় উজ্জ্বলতার এক মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রকাশ করবে, যা প্রকাশিত বাক্য ১:১৩-১৫ পদে ঈশ্বরের পুত্রের বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ন। তার চারপাশে এমন গৌরব রয়েছে যা এই এই পৃথিবীর কোন চোখ আজ পর্যন্ত দেখেনি। বাতাসের উপরে বিজয়ের চিৎকার শোনা যাচ্ছেঃ “খ্রীষ্ট এসেছেন! খ্রীষ্ট এসেছেন!” লোকেরা উপাসনা করার জন্য তার সম্মুখে উপুড় হয়ে পড়ছে, খ্রীষ্ট জগতের থাকার সময়ে যেভাবে তাঁর শিষ্যদের উপরে হস্ত বিস্তার করতেন, সে নিজের হাত উত্তোলন করে তাদের জন্য আশীর্বাদের বাক্য উচ্চারণ করছে। তার রব নরম এবং বশীভূত, তথাপি ইহা সুরযুক্ত।

মৃদু, সহানুভূতিশীল সুরে সে একই অনুগ্রহজনক কিছু স্বর্গীয় সত্যের উপস্থাপন করে যা ত্রাণকর্ত্তা উচ্চারণ করতেন। সে লোকদের রোগব্যাধি সুস্থ করে, এবং সে তার কল্পিত খ্রীষ্টের চরিত্রের আড়ালে থেকে, সে বিশ্রামবারকে রবিবারে পরিবর্তন করার দাবি করে, এবং সে প্রত্যেককে আদেশ করে যেন সেই দিনটিকে পবিত্র হিসাবে মান্য করা হয় কারণ সে এই দিনকে আশীর্বাদযুক্ত করেছে। সে ঘোষনা করে যে যারা সপ্তম দিনটিকে পবিত্র হিসাবে মান্য করে, তারা তার এবং তার দূতদের সত্য ও জ্যোতির বাক্য মান্য না করে, তার নিন্দা করছে। ইহা অত্যন্ত শক্তিশালী, এবং পরাভূতকারী প্রতারণা। যেভাবে শিমোনের দ্বারা শমরীয়রা প্রতারিত হয়েছিল, ছোট থেকে বড় সমস্ত জনগণ, এই যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করে বলেছিলঃ ইহাই হল "ঈশ্বরের মহান শক্তি" প্রেরিত ৮:১০।

**(২৩) ঈশ্বরের লোকদের প্রবঞ্চিত হওয়া থেকে কোন বিষয়টি সুরক্ষা প্রদান করতে পারে?**

***ব্যবস্থার কাছে ও সাক্ষ্যের কাছে [অন্বেষণ কর]; ইহার অনুরূপ কথা যদি তাহারা না বলে, তবে তাহাদের পক্ষে অরুণোদয় নাই। (যিশাইয় ৮:২০)***

কিন্তু ঈশ্বরের লোকেরা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে না। কারণ এই মিথ্যা খ্রীষ্টের শিক্ষা ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী হয় না। সেই খ্রীষ্টারির আশীর্বাদ সেই পশু ও তার প্রতিমূর্ত্তির উপাসকদের উপরে বর্তিত হয়, সেই শ্রেণীর প্রতি যাদের বিষয়ে বাইবেল বলে যে ঈশ্বরের ক্রোধ তাদের উপরে আছড়ে পড়বে।

**(২৪) সত্য খ্রীষ্ট কিভাবে ফিরে আসবেন?**

***আর তখন মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে, আর তখন পৃথিবীর সমুদয় গোষ্ঠী বিলাপ করিবে, এবং***

*“মনুষ্যপুত্রকে আকাশীয় মেঘরথে পরাক্রম ও মহা প্রতাপে আসিতে” দেখিবে। আর তিনি মহা তূরীধ্বনি সহকারে আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন; তাঁহারা আকাশের এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত চারি বায়ু হইতে তাঁহার মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন। (মথি ২৪:৩০-৩১)*

খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের পদ্ধতিকে নকল করার অনুমতি শয়তানকে দেওয়া হয়নি। মুক্তিদাতা এই সকল প্রতারণার বিরুদ্ধে তার লোকদের সতর্ক করেছেন, এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনের পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। “কেননা ভাক্ত খ্রীষ্টেরা ও ভাক্ত ভাববাদীরা উঠিবে, এবং এমন মহৎ মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভুত অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইবে যে, যদি হইতে পারে, তবে মনোনীতদিগকেও ভুলাইবে… অতএব লোকে যদি তোমাদিগকে বলে, ‘দেখ, তিনি প্রান্তরে,’ তোমরা বাহিরে যাইও না; ‘দেখ, তিনি অন্তরাগারে,’ তোমরা বিশ্বাস করিও না। কারণ বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব্বদিক্ হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমদিক পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে” মথি ২৪:২৪-২৭, ৩১; ২৫:৩১; প্রকাশিত বাক্য ১:৭; ১ম থিষলনীকীয় ৪:১৬, ১৭। এই আগমনের নকল হয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ইহা প্রত্যেকে জানতে পারবে – সমস্ত জগত ইহা প্রত্যক্ষ করবে।

**(২৫) কেন অধিকাংশ লোকেরাই প্রবঞ্চিত হবে?**

***এবং যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে অধার্ম্মিকতার সমস্ত প্রতারণা সহকারে হইবে; কারণ তাহারা পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সত্যের প্রেম গ্রহণ করে নাই। (২য় থিষলনীকীয় ২:১০)***

কেবলমাত্র যারা কঠোর পরিশ্রম করে ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষা গ্রহন করে এবং যারা সত্যের প্রতি প্রেমকে গ্রহণ

করেছে তারাই কেবলমাত্র এই বিশ্বকে বন্দীকারী মায়াবী শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে। বাইবেলের সাক্ষ্য দ্বারা তারা প্রতারকদের ছদ্মবেশকে সনাক্ত করতে পারবে।

**(২৬) কোন তিনটি ফাঁদকে এড়িয়ে চলার জন্য আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে?**

***কেননা জগতে যে কিছু আছে, মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ, ও জীবিকার দর্প, এ সকল পিতা হইতে নয়, কিন্তু জগৎ হইতে হইয়াছে। (১ম যোহন ২:১৬)***

প্রত্যেকের জীবনেই এই পরীক্ষার সময় উপস্থিত হবে। এই প্রলোভনের উপরে বিজয় লাভ করে প্রকৃত খ্রীষ্টানরা নিজেদেরকে প্রকাশ করবে। ঈশ্বরের লোকেরা কি এখনও তাঁর বাক্যের উপরে এতটাই দৃঢ়ভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত রেখেছে যে তারা নিজেদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাপ্ত প্রমাণে নির্ভর করবে না? এই সঙ্কটের সময়ে, তারা কি বাইবেল এবং কেবলমাত্র বাইবেলের উপরে নির্ভরশীল থাকবে? যদি সম্ভব হয়, শয়তান তাদেরকে সেই সঙ্কটের দিনের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে। সে এমন সমস্ত বিষয় তাদের সামনে নিয়ে আসবে যেন তাদের পথ অবরুদ্ধ হয়, তাদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদে জড়িয়ে রাখবে, তাদেরকে একটি ভারী, ক্লান্তিকর বোঝা বহন করতে বাধ্য হবেন, যেন তাদের হৃদয় নিজেদের জীবনের যত্নে ব্যস্ত থাকে এবং পরীক্ষার সময় তাদের সামনে চোরের মত আকস্মিকভাবে উপস্থিত হবে।

**(২৭) মহাসঙ্কটের সময়ে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত লোকেরা কোথায় আশ্রয় খুঁজবে?**

***সেই ব্যক্তি উচ্চস্থানে বাস করিবে, শৈলগণের দুরাক্রম স্থান তাহার দুর্গস্বরূপ হইবে; তাহাকে ভক্ষ্য দেওয়া যাইবে, সে নিশ্চয়ই জল পাইবে। (যিশাইয় ৩৩:১৬)***

খ্রীষ্টিয়ান জগতের বিভিন্ন নেতাদের মাধ্যমে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনকারীদের বিরুদ্ধে আদেশ জারি করা হবে যেন তাদের উপর থেকে দেশের সরকারের সুরক্ষা তুলে নেওয়া হয় এবং তাদেরকে সেই সমস্ত লোকদের হাতে পরিত্যক্ত করা হয় যারা তাদের ধ্বংস করে দিতে চায়, ঈশ্বরের লোকেরা গ্রাম থেকে শহরে পালিয়ে বেড়াবে এবং অন্যান্য ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনকারীদের সঙ্গে বাস করবে, সবথেকে নির্জন স্থানে গিয়ে তারা বাস করবে। অনেকে পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেবে। পাইডমন্ট উপত্যকার খ্রীষ্টিয়ানদের মত, তারা পৃথিবীর উচ্চস্থানগুলিতে নিজেদের জন্য পবিত্র স্থান প্রস্তুত করবে এবং "পাহাড়ের যুদ্ধোপকরণের" জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবে।

**(২৮) যতলোক তাদের বিশ্বাসের জন্য কারাবন্দী হবে, তারা নিজেদের জন্য কোন প্রতিজ্ঞাকে দাবি করতে পারে?**

***স্ত্রীলোক কি আপন স্তন্যপায়ী শিশুকে ভুলিয়া যাইতে পারে? আপন গর্ভজাত বালকের প্রতি কি স্নেহ করিবে না? বরং তাহারা ভুলিয়া যাইতে পারে, তথাপি আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব না। দেখ, আমি আপন হস্তের তালুতে তোমার আকৃতি লিখিয়াছি, তোমার প্রাচীর সর্ব্বদা আমার সম্মুখে আছে। (যিশাইয় ৪৯:৫১-১৬)***

***অতএব ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন, আমি নিশ্চয় বলিয়াছিলাম; তোমার কুল ও তোমার পিতৃকুল যুগে যুগে আমার সম্মুখে গমনাগমন করিবে, কিন্তু এখন সদাপ্রভু কহেন, তাহা আমা হইতে দূরে থাকুক। কেননা যাহারা আমাকে গৌরবান্বিত করে, তাহাদিগকে আমি গৌরবান্বিত করিব; কিন্তু যাহারা আমাকে তুচ্ছ করে, তাহারা তুচ্ছীকৃত হইবে। (১ম শমূয়েল ২:৩০)***

কিন্তু সমস্ত জাতি এবং সমস্ত শ্রেনীর, উচ্চ ও নিম্ন, ধনী এবং দরিদ্র, কালো এবং সাদা, প্রত্যেককে অন্যায়ভাবে এবং সবথেকে কঠোর বন্দীদশায় নিক্ষেপ করা হবে। ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা হতাশার দিন কাটাবে, শিকলে আবদ্ধ থাকবে, কারাগারে বন্দী থাকবে, তাদেরকে হত্যা করার আদেশ দেওয়া হবে, তাদের মধ্যে কিছু লোকদের অন্ধকার ও ঘৃণিত অন্ধকূপে অনাহারে মারা যাবার জন্য পরিত্যক্ত করা হবে। কোন মনুষ্যের কান তাদের কান্না শোনার জন্য খোলা থাকবে না; কোন মানুষ তাদেরকে সাহায্য করার জন্য নিজেদের হাত বাড়াবে না।

ঈশ্বর কি এই সঙ্কটের সময়ে তাঁর লোকদের ভুলে যাবেন? তিনি কি মহাপ্লাবনের পূর্ববর্তী সময়ে মানুষের বিচারের সময়ে নোহের বিষয়ে ভুলে গিয়েছিলেন? যখন সমতল ভূমির শহরগুলিকে পুড়িয়ে ফেলার জন্য স্বর্গ থেকে অগ্নি পতিত হয়েছিল, তখন কি তিনি লোটকে ভুলে গিয়েছিলেন? তিনি কি মিশরে প্রতিমাপূজকদের দ্বারা বেষ্টিত যোষেফকে ভুলে গিয়েছিলেন? ঈষেবল যখন হূমকি দিয়েছিলেন তখন কি তিনি এলিয়কে ভুলে গিয়েছিলেন? তিনি কি যিরমিয়কে তার গৃহ-কারাগারের অন্ধকারে ও বিরক্তিকর অবস্থায় ভুলে গিয়েছিলেন? তিনি কি দানিয়েলের তিন বন্ধুকে সেই অগ্নিকুন্ডে ভুলে গিয়েছিলেন? অথবা দানিয়েলকে কি সিংহের গুহায় ভুলে গিয়েছিলেন?

যদিও শত্রুরা তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করতে পারে, তথাপি সেই অন্ধকার কারাগারের দেওয়াগুলি তাদের আত্মা ও খ্রীষ্টের মধ্যের যোগাযোগকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। যিনি তাদের সমস্ত দুর্বলতা দেখেন, যিনি সমস্ত পরীক্ষা সম্পর্কে অবগত আছে, যিনি সমস্ত জাগতিক কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণকারী; এবং স্বর্গদূতেরা সেই কারাগারে একাকী তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবে, এবং স্বর্গ থেকে জ্যোতি ও শান্তি নিয়ে আসবে। সেই কারাগার একটি অট্টালিকায় পরিণত হবে; কারণে বিশ্বাসের ধনী লোকেরা

সেখানে বাস করে, সেখানকার সেই গুমোট দেওয়াল স্বর্গীয় জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠবে যেভাবে পৌল ও সিলাসের প্রার্থনা ও প্রশংসা সঙ্গীতে মধ্যরাতে ফিলিপীয় অন্ধকার কারাগার আলোকিত হয়েছিল।

**(২৯) দুষ্টদের বিচার করার বিষয়ে এই পদটি ঈশ্বরের কাজকে কিভাবে ব্যাখ্যা করে?**

***বস্তুতঃ সদাপ্রভু উঠিবেন, যেমন পরাসীম পর্ব্বতে উঠিয়াছিলেন; তিনি ক্রোধ করিবেন, যেমন গিবিয়োনের তলভূমিতে করিয়াছিলেন; এইরূপে তিনি আপন কার্য্য, আপন অসম্ভব কার্য্য সিদ্ধ করিবেন; আপন ব্যাপার, আপন বিজাতীয় ব্যাপার সম্পন্ন করিবেন। (যিশাইয় ২৮:২১)***

সেই সমস্ত লোকদের উপরে ঈশ্বরের বিচার নেমে আসবে যারা ঈশ্বরের লোকদের উপরে অত্যাচার করে এবং তাদের ধ্বংস করার চেষ্টা করে। দুষ্টদের প্রতি তাঁর দীর্ঘ-সহনশীলতা লোকদের মধ্যে তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রবণতাকে বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু তাদের উপরে শাস্তিও সুনির্দিষ্ট এবং ভয়ানক হবে, কারণ ইহাও দীর্ঘ বিলম্বিত হবে...। আমাদের করুণাময় ঈশ্বরের জন্য শাস্তির কাজটি একটি অস্বাভাবিক কাজ। "তুমি তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, দুষ্ট লোকের মরণে আমার সন্তোষ নাই; ..." যিহিষ্কেল ৩৩:১১।

সদাপ্রভু "করুণাময় এবং অনুগ্রহকারী, সহনশীল, এবং সত্য ও উত্তমতায় পরিপূর্ন,... অন্যায় ও পাপের ক্ষমা দানকারী"। তথাপি তিনি "কোনমতেই তাদের পাপ ক্ষমা করবেন না"। "সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান্" যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬, ৭; নহূম ১:৩।

ধার্মিকতার ভয়াবহ বিষয়গুলি দ্বারা তিনি তাঁর উপেক্ষিত ব্যবস্থাগুলির কর্তৃত্বকে প্রমাণ করবেন। পাপীদের উচিত শাস্তি দেবেন সদাপ্রভু এবং নিজের ন্যায় স্থাপন করবেন। যে জাতিকে তিনি দীর্ঘকাল সহ্য করেছেন, এবং ঈশ্বরের কাছে তাদের পাপের পরিমাপ পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাদের আঘাত করবেন না, পরিশেষে তিনি করুণার সাথে মিশ্রিত ক্রোধের পেয়ালা পান করবেন।

**(৩০) যাদের জীবনে অবাধ্যতার চিহ্ন পাওয়া যাবে তাদের উপরে কোন সাতটি দুর্দশাগ্রস্ত আঘাত আসবে?**

*পরে প্রথম দূত গিয়া পৃথিবীর উপরে আপন বাটি ঢালিলেন, তাহাতে সেই পশুর ছাববিশিষ্ট ও তাহার প্রতিমার ভজনাকারী মনুষ্যদের গাত্রে ব্যথাজনক দুষ্ট ক্ষত জন্মিল। (প্রকাশিত বাক্য ১৬:২)*

*পরে দ্বিতীয় দূত সমুদ্রের উপরে আপন বাটি ঢালিলেন, তাহাতে তাহা মৃত লোকের রক্তের তুল্য হইল, এবং সমস্ত জীবিত প্রাণী, সমুদ্রচর জীবগণ, মরিল। (প্রকাশিত বাক্য ১৬:৩)*

*পরে তৃতীয় দূত নদনদী ও জলের উনুই সকলের উপরে আপন বাটি ঢালিলেন, তাহাতে সে সকল রক্ত হইয়া গেল। (প্রকাশিত বাক্য ১৬:৪)*

*পরে চতুর্থ দূত সূর্য্যের উপরে আপন বাটি ঢালিলেন; তাহাতে অগ্নি দ্বারা মনুষ্যদিগকে তাপিত করিবার ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইল। (প্রকাশিত বাক্য ১৬:৮)*

*পরে পঞ্চম দূত সেই পশুর সিংহাসনের উপরে আপন বাটি ঢালিলেন; তাহাতে তাহার রাজ্য*

*অন্ধকারময় হইল, এবং লোকেরা বেদনা প্রযুক্ত আপন আপন জিহ্বা চর্ব্বণ করিতে লাগিল; (প্রকাশিত বাক্য ১৬:১০)*

*পরে ষষ্ঠ দূত ইউফ্রেটীস মহানদীতে আপন বাটি ঢালিলেন; তাহাতে নদীর জল শুষ্ক হইয়া গেল, যেন সূর্য্যোদয় স্থান হইতে আগমনকারী রাজাদের জন্য পথ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। (প্রকাশিত বাক্য ১৬:১২)*

*'হইয়াছে'। আর বিদ্যুৎ ও শব্দ ও মেঘধ্বনি হইল, এবং এক মহাভূমিকম্প হইল, পৃথিবীতে মনুষ্যের উৎপত্তিকাল অবধি যেমন কখনও হয় নাই, এমন প্রচণ্ড মহাভূমিকম্প হইল। (প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৮)*

খ্রীষ্ট যখন উপাসন গৃহগুলিতে নিজের মধ্যস্থতা বন্ধ করেন, তখন যারা সেই পশু ও তার মূর্ত্তির আরাধনা করে এবং তার চিহ্নকে গ্রহণ করে, তখন তাদের উপরে ক্রোধের সতর্কবার্তা এসে পড়বে (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৯, ১০)। ঈশ্বর যখন ইস্রায়েলকে উদ্ধার করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন তখন মিশ্রীয়দের উপরে যে আঘাত নেমেছিল, তা ঈশ্বরের লোকদের চূড়ান্ত উদ্ধারের ঠিক আগে, বিশ্ব জুড়ে যে আরো ভয়ঙ্কর বিচার আসতে চলেছে, তার চরিত্রের সাথে একই রকম।

… এই ক্ষতগুলি যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি ঈশ্বরের ন্যায়বিচার পুরোপুরি প্রমাণিত। ঈশ্বরের দূতেরা ঘোষনা করেনঃ "…হে সাধু, তুমি আছ ও তুমি ছিলে, তুমি ন্যায়পরায়ণ, কারণ এরূপ বিচারাজ্ঞা করিয়াছ; কেননা উহারা পবিত্রগণের ও ভাববাদীদের রক্তপাত করিয়াছিল; আর তুমি উহাদিগকে পানার্থে রক্ত দিয়াছ; তাহারা ইহার যোগ্য" (প্রকাশিত বাক্য ১৬:২-৬)। ঈশ্বরের লোকদের উপরে মৃত্যুর জন্য দোষারোপ করার মাধ্যমে, তারা সত্যই নিজেদের উপরে রক্তের দোষ গ্রহণ করেছে। ঠিক একইভাবে খ্রীষ্ট

তাঁর সময়ের যিহূদীদের উপরে পবিত্র লোকদের রক্তের দায়ী হিসাবে দোষারোপ করেছিলেন যে রক্তপাত হেবলের সময় থেকে শুরু হয়েছিল; কারণ তারা সেই একই আত্মার অধিকারী ছিল এবং তারা ভাববাদীদের হত্যাকারীদের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

এই আঘাতগুলি সার্বজনীন নয়, অথবা এর ফলে পৃথিবীর সমস্ত বাসিন্দারা পৃথিবী থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। কিন্তু ইহা সর্বকালের সর্বাধিক ভয়াবহ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হবে। পরীক্ষার সময়ের পূর্বে, মানুষের উপরে আগত সমস্ত বিচার অনুগ্রহে পরিপূর্ণ থাকত। খ্রীষ্টের রক্তের কারণে পাপী তার পাপের যোগ্য শাস্তি থেকে রক্ষা পেত; কিন্তু অন্তিম বিচারে, যখন ঈশ্বরের ক্রোধ উপনীত হবে, সেখানে কোন অনুগ্রহ মিশ্রিত থাকবে না।

**(৩১) যখন দুষ্টেরা ক্ষুধায় ক্লেশভোগ করবে তখন বিশ্বস্ত লোকেরা কিভাবে নিজেদের জীবনকে বজায় রাখবে?**

***যে জন ধার্ম্মিকতার পথে চলে, ও সরল ভাবের কথা কহে, যে উপদ্রবজাত লাভ ঘৃণা করে, যে উৎকোচের স্পর্শ হইতে হস্ত ঝাড়িয়া ফেলে, যে বধ করিবার পরামর্শ শুনিলে কর্ণ রোধ করে ও দুষ্কর্ম্মের দর্শন হইতে চক্ষু মুদ্রিত করে; 16সেই ব্যক্তি উচ্চস্থানে বাস করিবে, শৈলগণের দুরাক্রম স্থান তাহার দুর্গস্বরূপ হইবে; তাহাকে ভক্ষ্য দেওয়া যাইবে, সে নিশ্চয়ই জল পাইবে। (যিশাইয় ৩৩:১৫-১৬)***

ঈশ্বরের লোকেরাও ক্লেশভোগ থেকে স্বাধীন থাকবে না; কিন্তু যখন তারা হতাশ হবে ও নির্যাতিত হবে, যখন তারা অভাব সহ্য করবে এবং খাদ্যাভাবে ক্লেশভোগ করবে, যে ঈশ্বর এলিয়ের প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন তিনি তাঁর কোন আত্ম-ত্যাগী সন্তানের ক্লেশকে এড়িয়ে যাবেন না। তিনি যিনি তাদের মাথার কেশের সংখ্যা জানেন তিনি তাদের যত্ন

নেবেন, এবং দুর্ভিক্ষের সময়েও তারা সন্তুষ্ট থাকবে। যখন দুষ্টেরা ক্ষুধা এবং মহামারীতে মারা যাবে, স্বর্গদূতেরা ধার্ম্মিক লোকদের সুরক্ষা প্রদান করবে এবং তাদের প্রয়োজন মেটাবেন। যে "ন্যায়পরায়নতা অবলম্বন করে" তার প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাঃ "তাকে রুটি দেওয়া হবে; তার জল অবশ্যই নিশ্চিত হবে"।

**(৩২) যখন সমস্ত আশা শেষ হয়ে যায়, যেভাবে যাকোবের সামনে সঙ্কটের সময় উপস্থিত হয়েছিল, এই রকমের সঙ্কটের সময়ে ধার্ম্মিকদের প্রার্থনা কিরূপ হবে?**

***পরে সেই পুরুষ কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেননা প্রভাত হইল। যাকোব কহিলেন, আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না। (আদিপুস্তক ৩২:২৬)***

যদিও মানুষের আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে যে ঈশ্বরের লোকদের সাক্ষ্যকে তাদের রক্ত দ্বারা মোহর লাগাতে হবে যেভাবে তাদের পূর্বের শহীদরা করেছিলেন। তারা নিজেরাই ভয় করতে শুরু করে ইহা ভেবে যে সদাপ্রভুই তাদেরকে শত্রুদের হাতে পতিত হতে নিক্ষেপ করেছেন। তাই ইহা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার সময়। তারা দিবারাত্র উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে।

দুষ্টেরা আনন্দিত হয়, এবং তাদের তীব্র চিৎকার শোনা যায়ঃ "এখন তোমাদের বিশ্বাস কোথায়? যদি তোমরা প্রকৃতই ঈশ্বরের সন্তান হও তাহলে কেন তিনি তোমাদের আমাদের হাত থেকে উদ্ধার করছেন না?" কিন্তু সেই অপেক্ষাকৃত লোকেরা যীশুর কালভেরী ক্রুশে মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং প্রধান যাজক ও রাজাদের উপহাস মূলক চিৎকারকে স্মরণ করে বলেঃ "ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করিত, আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না; ও ত

ইস্রায়েলের রাজা! এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আইসুক; তাহা হইলে আমরা উহার উপরে বিশ্বাস করিব” (মথি ২৭:৪২)।

যাকোবের মত, প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে ব্যস্ত। তাদের অস্বস্তি তাদের আভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে প্রকাশ করে। হতাশা তাদের মুখ থেকে প্রকাশিত হয়। তবুও তারা তাদের আন্তরিক মধ্যস্থতাকে বন্ধ করে না।

**(৩৩) বিশ্বস্ত লোকদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য ঈশ্বর কাদেরকে আজ্ঞা প্রদান করেছেন?**

***কারণ তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন, যেন তাঁহারা তোমার সমস্ত পথে তোমাকে রক্ষা করেন। (গীতসংহিতা ৯১:১১)***

মানুষেরা যদি স্বর্গীয় দর্শন দেখতে পেত, তারা দেখতে পেত যে স্বর্গদূতদের বাহিনী তাদের সামর্থ্য যোগাতে প্রস্তুত থাকে যারা খ্রীষ্টের বাক্যের প্রতি নিজেদের ধৈর্য্য বজায় রেখেছে। সহানুভূতিশীল কোমলতায়, তারা তাদের কষ্ট দেখে এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ করে। তাদেরকে বিপদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তারা ঈশ্বরের আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু তাদেরকে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ঈশ্বরের লোকেরা যেন সেই পেয়ালা গ্রহণ করে এবং বাপ্তাইজিত হয়। এই বিলম্ব, তাদের পক্ষে বেদনাদায়ক, ইহাই তাদের প্রার্থনার সর্ব্বোত্তম উত্তর। যখন তারা আধ্যাত্মিকভাবে প্রভুর কাজের উপরে নির্ভর করে, তখন তারা বিশ্বাস, আশা এবং ধৈর্য্যের প্রতি পরিচালিত হয়, যা তারা ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের সময় খুব কমই ব্যবহার করেছে। তথাপি মনোনীত লোকদের ক্ষেত্রে এই সঙ্কটের সময়কে হ্রাস করা হবে। “তবে ঈশ্বর কি আপনার সেই মনোনীতদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতীকার করিবেন না, যাহারা দিবারাত্র তাঁহার কাছে রোদন করে, ...আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তিনি শীঘ্রই তাহাদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার করিবেন...” লূক ১৮:৭-৮। মানুষের প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত

শেষ সময় এসে উপস্থিত হবে। গম সংগ্রহ করা হবে এবং ঈশ্বরের শষ্য সংগ্রহকারীরা শ্যামাঘাসগুলির আঁটি বাধবেন যেভাবে পোড়ানোর জন্য জ্বালানি একত্রে বেঁধে রাখা হয়।

**(৩৪) ঈশ্বর পিতার আদেশে, কোন অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ হবে?**

***পড়িবে তোমার পার্শ্বে সহস্র জন, তোমার দক্ষিণে দশ সহস্র জন, কিন্তু উহা তোমার নিকটে আসিবে না। (গীতসংহিতা ৯১:৭)***

স্বর্গীয় প্রহরীরা, যাদের উপরে বিশ্বস্তভাবে নির্ভর করা যায়, তাদের নিরীক্ষণের কাজ চালিয়ে যান। যদিও একটি বিশেষ আদেশে একটি আজ্ঞা পালনকারীর মৃত্যুর সময় নির্ধারন করা হয়েছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের শত্রুরা সেই আদেশের পূর্ণ হবার আশা করবে, হয়ত নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই, তাদের জীবন নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু প্রত্যেকটি বিশ্বস্ত আত্মার উপরে থাকা শক্তিশালী অভিভাবককে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। কাউকে কাউকে শহর থেকে গ্রামে যাত্রাকালে গ্রেপ্তার করা হবে; কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে আসা খড়্গ গুলি ভেঙ্গে যাবে এবং শক্তিহীন হয়ে পড়বে। অন্যেরা যোদ্ধাদের রূপে আসা স্বর্গদূতদের দ্বারা সুরক্ষা লাভ করবে।

ঈশ্বরের চক্ষু, যুগ যুগ ধরে সেই সমস্ত সঙ্কটগুলির উপরে রয়েছে, যেগুলি তাঁর লোকদের সম্মুখে আসবে, যখন জাগতিক শক্তিগুলি তাদের বিরুদ্ধে উঠবে। নির্বাসিত বন্দীদের মত, তারা অনাহার অথবা হিংসার দ্বারা মৃত্যুভয়ে জীবন যাপন করবে। কিন্তু সেই পবিত্র ঈশ্বর যিনি ইস্রায়েলের সম্মুখে লোহিত সাগর ভাগ করেছিলেন, তিনি নিজের সামর্থ্য দেখাবেন এবং তাদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করবেন। “আর তাহারা আমারই হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন; আমার কার্য্য করিবার দিনে তাহারা আমার নিজস্ব

হইবে; এবং কোন মনুষ্য যেমন আপন সেবাকারী পুত্রের প্রতি মমতা করে, আমি তাহাদের প্রতি তেমনি মমতা করিব।” (মালাখি ৩:১৭)।

যদি সেই সময়ে খ্রীষ্টের বিশ্বস্তদের রক্ত ঝরত, তাহলে ইহা শহীদদের রক্তের মত, ঈশ্বরের পক্ষে ফসল কাটার জন্য বপন করার বীজের মত হত না। তাদের বিশ্বস্ততা অন্যদের সামনে সত্য হিসাবে প্রমাণিত হত না; কারণ দুর্বল হৃদয়গুলি ফিরে না আসা পর্যন্ত করুণার ঢেউ তাদের অনুসরণ করে। ধার্ম্মিকদেরকে যদি এখন তাদের শত্রুদের কাছে শিকার হিসাবে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে ইহা অন্ধকারের রাজপুত্রের জন্য জয় হিসাবে বিবেচিত হবে। গীতসংহিতার রচয়িতা বলেছেনঃ “কেননা বিপদের দিনে তিনি আপন আশ্রমে আমাকে সঙ্গোপন করিবেন, আপন তাম্বুর অন্তরালে আমাকে লুকাইয়া রাখিবেন...” গীতসংহিতা ২৭:৫।

খ্রীষ্ট বলেছেনঃ “হে আমার জাতি, চল, তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ কর, তোমার দ্বার সকল রুদ্ধ কর; অল্পক্ষণ মাত্র লুক্কায়িত থাক, যে পর্য্যন্ত ক্রোধ অতীত না হয়। কেননা দেখ, সদাপ্রভু আপন স্থান হইতে নির্গমন করিতেছেন, পৃথিবী-নিবাসীদের অপরাধের প্রতিফল দিবার নিমিত্ত; পৃথিবী আপনার [উপরে পাতিত] রক্ত প্রকাশ করিবে, আপনার নিহতদিগকে আর আচ্ছাদিত রাখিবে না।” (যিশাইয় ২৬:২০, ২১)। তাদের উদ্ধারের কাজ গৌরবময় হবে যারা তাঁর আগমনের জন্য অপেক্ষা করবে এবং যাদের নাম জীবন পুস্তকে লিখিত আছে।

***আমি সদাপ্রভুকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রেম করি। আমি প্রার্থনা করি যেন আমি তাঁর পক্ষে গণিত হতে পারি যখন তিনি ঘোষনা করবেনঃ “যে ধার্ম্মিক, সে ধার্ম্মিক হিসাবেই বিবেচিত হোক।”***

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি এখন উপলব্ধি করেছি যে শয়তান, একটি গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায়, অপেক্ষা করে আছে কাউকে গ্রাস করার জন্য। আমি ঈশ্বরের প্রজ্ঞার জন্য প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন ও গ্রহণ করতে পারি যেন পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ সময়ে শয়তানের প্রদর্শিত সমস্ত প্রবঞ্চনাকে এড়িয়ে চলতে পারি।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি ঈশ্বরের কাছে তাঁর সতর্কবার্তাগুলির জন্য কৃতজ্ঞ কারণ তিনি "সঙ্কটের সময়ে" তাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন যারা তাঁর স্বর্গীয় বিধিগুলিকে সমাদর করে।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন আমার চরিত্রকে পরিস্রুত করে এবং আমার বিশ্বাসকে শক্তিযুক্ত করেন, যেন তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা, আমি সমস্ত তাঁর গৌরবের জন্য জয় করতে পারি।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

প্রেমে ও বিশ্বাসে, আমি সমস্তকিছুই বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করি। আমি প্রার্থনা করি যে জীবনকে অলৌকিক ভাবে সংরক্ষণ করে অথবা একজন শহীদের মৃত্যুর মত, তিনি আমাকে তাঁর নামের গৌরবের জন্য ব্যবহার করবেন।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

________________________________________

________________________________________

________________________________________

# পাঠ ১১

## ঈশ্বরের লোকদের উদ্ধার

যখন মানুষের সুরক্ষার ব্যবস্থাগুলিকে তাদের জন্য বাতিল করে দেওয়া হবে যারা ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে সমাদর করে, তখন বিভিন্ন দেশে, তাদের ধ্বংস করার জন্য একযোগে আন্দোলন শুরু হবে। আদেশেতে নির্ধারিত সময় যতই নিকটে আসবে, লোকেরা তাদের এই ঘৃণ্য সম্প্রদায়কে নির্মূল করার ষড়যন্ত্র করবে। একটি রাতের মধ্যে একটি আঘাত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, যা তাদের দ্বিমত ও তিরষ্কারের কণ্ঠকে পুরোপুরি নিঃশব্দ করে তুলবে।

**(১) যারা বিশ্বস্ত থাকবে, তারা কোন প্রতিজ্ঞাকে নিজেদের জন্য দাবি করতে পারবে?**

***তুমি আমার ধৈর্য্যের কথা রক্ষা করিয়াছ, এই কারণ আমিও তোমাকে সেই পরীক্ষাকাল হইতে রক্ষা করিব, যাহা পৃথিবীনিবাসীদের পরীক্ষা করিবার জন্য সমস্ত জগতে উপস্থিত হইবে। (প্রকাশিত বাক্য ৩:১০)***

ঈশ্বরের লোকেরা – কেউ কারাগারে বন্দী, কেউ জঙ্গলে ও পাহাড়ের নির্জন স্থানে লুকিয়ে আছে – তথাপি স্বর্গীয় সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করছে, যেখানে প্রত্যেক সশস্ত্র বাহিনীর চতুর্থ অংশ, মন্দ দূতগণের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে, মৃত্যুর কাজ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখন, এই চূড়ান্ত সময়ে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাঁর মনোনীত লোকদের উদ্ধারের জন্য মধ্যস্থতা করবেন। সদাপ্রভু বলেন; "পবিত্র উৎসব-রাত্রির ন্যায় তোমাদের গীত হইবে, এবং লোকে যেমন সদাপ্রভুর পর্ব্বতে ইস্রায়েলের শৈলের কাছে গমন কালে বাঁশী বাজায়, তদ্রূপ তোমাদের চিত্তের আনন্দ হইবে।

সদাপ্রভু প্রচণ্ড ক্রোধ, সর্ব্বগ্রাসক অগ্নিশিখা, বাত্যা, ঝটিকা ও করকা দ্বারা আপনার প্রতাপান্বিত রব শুনাইবেন, ও আপনার হস্তাবতারণ দেখাইবেন" যিশাইয় ৩০:২৯-৩০।

বিজয়, বিদ্রূপ ও ধিক্কার পূর্ণ চিৎকার করে মন্দ লোকেদের ভিড় তাদের শিকারের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে, যখন একটি গভীর অন্ধকার, রাতের অন্ধকারের থেকেও গাঢ় অন্ধকার পৃথিবীর উপরে পড়বে। তারপরে ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে মহিমান্বিত উজ্জ্বল একটি মেঘধনুক আকাশকে বিস্তৃত করে এবং প্রত্যেকটি প্রার্থনাকারী দলকে ঘিরে রাখে। ক্রুদ্ধ লোকদের হঠাৎ করে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিদ্রুপের চিৎকার রুদ্ধ হয়ে যায়। তাদের হত্যার ক্ষোভের বিষয়গুলি তারা ভুলে গেছে। ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে তারা ঈশ্বরের নিয়মের প্রতীকটির দিকে তাকিয়ে থাকে এবং অত্যাধিক শক্তিশালী উজ্জ্বলতা থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করে।

**(২) আনন্দের কোন শব্দগুলি বিশ্বস্ত লোকদের ওষ্ঠ থেকে উচ্চারিত হবে?**

***সেই দিন লোকে বলিবে, এই দেখ, ইনিই আমাদের ঈশ্বর; আমরা ইহাঁরই অপেক্ষায় ছিলাম, ইনি আমাদিগকে ত্রাণ করিবেন; ইনিই সদাপ্রভু; আমরা***

*ইহাঁরই অপেক্ষায় ছিলাম, আমরা ইহাঁর কৃত পরিত্রাণে উল্লাসিত হইব, আনন্দ করিব। (যিশাইয় ২৫:৯)*

ঈশ্বরের লোকদের দ্বারা স্বচ্ছ ও সুরযুক্ত একটি কণ্ঠস্বর শোনা যায়, তারা বলে, "ঊর্ধে দেখ," এবং স্বর্গের দিকে চোখ তুলে তারা প্রতিজ্ঞার ধনুকটি দেখল। কালো, ক্রুদ্ধ মেঘ যা মহাকাশকে আচ্ছাদিত করেছিল, সেগুলি পৃথকীকৃত হল, স্তিফানের মত তারা দৃঢ়ভাবে স্বর্গের দিকে তাকাল এবং ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পেল এবং তারা দেখল যে মনুষ্যপুত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট আছে। তাঁর ঐশ্বরিক আকারে, তারা তাঁর নম্রতার চিহ্নগুলি সনাক্ত করল; এবং তাঁর ওষ্ঠ থেকে তারা তাঁর পিতা ও পবিত্র স্বর্গদূতদের সামনে উপস্থাপিত প্রার্থনা শুনতে পেলঃ "পিতঃ, আমার ইচ্ছা এই, আমি যেখানে থাকি, তুমি আমায় যাহাদিগকে দিয়াছ, তাহারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে…" (যোহন ১৭:২৪)।

পুনরায় একটি সুরময় ও বিজয়ী রব শোনা যাচ্ছে, যা বলছেঃ "তারা আসে! তারা আসে! পবিত্র, নিরীহ এবং নিখুঁত। তারা আমার ধৈর্য্যের বাক্য পালন করেছে; তারা স্বর্গদূতদের সঙ্গে চলাচল করবে;" এবং যারা বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে, তাদের ফ্যাকাসে, কাঁপা কাঁপা ওষ্ঠ বিজয়ের চিৎকার করে।

**(৩) ঈশ্বরের মুখ থেকে কি বাক্য নির্গত হয়?**

*পরে সপ্তম দূত আকাশের উপরে আপন বাটি ঢালিলেন, তাহাতে মন্দিরের মধ্য হইতে, সিংহাসন হইতে, এই মহাবাণী বাহির হইল, 'হইয়াছে'। (প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৭)*

ইহা মধ্যরাত্রি যখন ঈশ্বর তাঁর লোকদের উদ্ধারের জন্য নিজের শক্তি প্রকাশ করবেন। সূর্য উদয় হয়, নিজের সামর্থ্যে উজ্জ্বলতা প্রকাশ করে। চিহ্ন এবং অদ্ভুতকার্য্যগুলি দ্রুত

ধারাবাহিকভাবে দেখতে পাওয়া যায়। মন্দ লোকেরা এই দৃশ্য দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে, যেখানে ধার্ম্মিকেরা আনন্দের সাথে নিজেদের উদ্ধারের চিহ্নগুলি দেখতে থাকে। মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত কিছু তার গতিপথ থেকে সরে গেছে। স্রোতগুলি প্রবাহিত হওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। অন্ধকার, ভারী মেঘগুলো একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। ক্রুদ্ধ আকাশের মাঝখানে একটি অবর্ণনীয় গৌরবের স্পষ্ট প্রকাশ, যেখান থেকে ঈশ্বরের বাক্য উচ্চারিত হয় একটি বৃহৎ জলস্রোতের শব্দের মতঃ “হইয়াছে”।

**(৪) ঈশ্বরের মুখের বাক্য কোন অদ্ভুত ঘটনা ঘটাবে?**

***আর বিদ্যুৎ ও শব্দ ও মেঘধ্বনি হইল, এবং এক মহাভূমিকম্প হইল, পৃথিবীতে মনুষ্যের উৎপত্তিকাল অবধি যেমন কখনও হয় নাই, এমন প্রচণ্ড মহাভূমিকম্প হইল। (প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৮)***

সেই রব স্বর্গ ও পৃথিবীকে কম্পিত করে তোলে…মনে হচ্ছে মহাকাশ উন্মুক্ত হচ্ছে আর বন্ধ হচ্ছে। ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে গৌরব বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বাতাসে যেভাবে একটি কল কেঁপে ওঠে, মনে হচ্ছে পর্বতগুলিও সেইভাবে কাঁপছে, এবং পাথরগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। একটি আসন্ন ঝড়ের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে। সমুদ্র ক্রোধান্বিত হয়ে আঘাত করছে। ধ্বংসের মিশন নিয়ে আসন্ন শয়তানদের কণ্ঠ হ্যারিকেন ঝড়ের আওয়াজের মত শোনা যাচ্ছে। সমস্ত পৃথিবী সাগরের ঢেউয়ের মত ফুলে উঠছে। পৃথিবী পৃষ্ঠ ভেঙ্গে যাচ্ছে। ইহার মূল ভিত্তি আত্ম-সমর্পণ করছে। পর্বতমালাগুলি ডুবে যাচ্ছে। বাসিন্দাদের দ্বীপগুলি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দুষ্টতার কারণে সদোমের মত সমুদ্র বন্দরগুলিকে ক্রোধান্বিত জলরাশিগুলি গ্রাস করে নিয়েছে।

মহতী বাবিলকে ঈশ্বরের সম্মুখে স্মরণ করা হল, “যেন ক্রোধের রোষমদিরাতে পূর্ণ পানপাত্র তাহাকে

দেওয়া হয়”। আর আকাশ থেকে মনুষ্যদের উপরে বৃহৎ বৃহৎ শিলাবর্ষণ হল “আর তাহার এক এক তালন্ত পরিমিত,” আর তাদের আঘাত অত্যন্ত ভারী। ১৯, ২১ পদ। পৃথিবীর গর্বিত শহরগুলি নিম্নভিমুখী হয়েছে। পৃথিবীর মহান মানবেরা নিজেদের গৌরব অর্জ্জনের জন্য নিজেদের ধন-সম্পদকে ব্যবহার করে যে সমস্ত বিশাল রাজপ্রাসাদে বাস করত, সেগুলি তাদের চোখের সামনে নষ্ট করা হচ্ছে। কারাগারের দেওয়ালগুলিকে পৃথক করা হচ্ছে, এবং ঈশ্বর লোকেরা, যারা তাদের বিশ্বাসের জন্য বন্দী ছিল, তাদেরকে মুক্ত করা হচ্ছে।

**(৫) কারা খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সাক্ষী হবে?**

***দেখ, তিনি “মেঘ সহকারে আসিতেছেন,” আর প্রত্যেক চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে, এবং “যাহারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহারাও দেখিবে;” আর পৃথিবীর “সমস্ত বংশ তাঁহার জন্য বিলাপ” করিবে। হাঁ, আমেন। (প্রকাশিত বাক্য ১:৭)***

কবর খুলে গেছে, এবং “তাদের অনেকেই যারা পৃথিবীর ধূলায় ঘুমাচ্ছে···তারা জেগে ওঠে, কেউ অনন্ত জীবনে, এবং কেউ লজ্জা ও চিরন্তন অবজ্ঞায়।” যতজন তৃতীয় দূতের বার্তায় বিশ্বাস করে মৃত্যু বরন করেছে তারা কবর থেকে গৌরবান্বিত হয়ে উত্থিত হচ্ছে, যেন তারা ঈশ্বরের শান্তির নিয়ম শুনতে পারে কারণ তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে পালন করেছে। তাহারাও উঠবে, “যাহারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছিল” (প্রকাশিত বাক্য ১:৭), যারা খ্রীষ্টের মৃত্যু যন্ত্রণাকে উপহাস করেছে, এবং যারা তাঁর সত্যের ও তাঁর লোকেদের সবচেয়ে হিংস্র বিরোধী, তাদেরকেও তোলা হবে যেন তারা ঈশ্বরকে তাঁর গৌরবে দেখতে পান এবং যেন তারা দেখতে পায় যে তাঁর অনুগত ও বাধ্য সন্তানদের কতটা সমাদৃত করা হয়েছে।

**(৬) দুষ্টলোকেদের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হবে যখন তারা উপলব্ধি করবে যে তারা খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সাক্ষী হতে চলেছে?**

***আর পর্ব্বত ও শৈল সকলকে কহিতে লাগিল, আমাদের উপরে পতিত হও, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখ হইতে এবং মেষশাবকের ক্রোধ হইতে আমাদিগকে লুকাইয়া রাখ; (প্রকাশিত বাক্য ৬:১৬)***

ঘন মেঘ এখনও আকাশকে আবৃত করে; তথাপি সূর্য এখন এবং সেই সময়েও ভেঙ্গে পড়ে, যা দেখে মনে হয় যিহোবার প্রতিহিংসাপূর্ন চক্ষু। পৃথিবীকে একটি আগুনের শিখার চাদরে আবৃত করে, আকাশ থেকে প্রচণ্ড বাজ পড়বে। বজ্রের ভয়াবহ গর্জ্জন, আওয়াজ, রহস্যময়তা ও ভয়াবহতা দুষ্টদের ধ্বংসকে ঘোষনা করবে। কথিত সেই বাক্যগুলি সবাই উপলব্ধি করতে পারবে না; কিন্তু ভ্রান্ত শিক্ষকেরা সেগুলি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে। যারা কিছু পূর্বেই বেপরোয়া, গর্ব্বিত ও অবজ্ঞাপূর্ণ ছিল, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনকারীদের উপরে নিষ্ঠুর অত্যাচার করত, তারা এখন আতঙ্কিত ও ভর য়ে কাঁপছে। এই  পৃথিবীর সমস্ত শব্দের ঊর্দ্ধে তাদের আর্ত্তনাদ শোনা যাচ্ছে। দিয়াবলেরা খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বকে স্বীকার করছে এবং তাঁর শক্তির সম্মুখে সন্ত্রস্ত হয়ে আছে, যেখানে লোকেরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করছে এবং এই দুর্দশাগ্রস্ত আতঙ্ককে ঘৃণা করছে।

**(৭) ধার্ম্মিকদের মধ্যে থেকে কোন বিজয়সঙ্গীত শুনতে পাওয়া যাবে?**

***ঈশ্বর আমাদের পক্ষে আশ্রয় ও বল। তিনি সঙ্কটকালে অতি সুপ্রাপ্য সহায়। অতএব আমরা ভয় করিব না— যদ্যপি পৃথিবী পরিবর্ত্তিত হয়, যদ্যপি পর্ব্বতগণ টলিয়া***

*সমুদ্রের গর্ভে পড়ে। তাহার জল গর্জ্জন করুক, উচ্চণ্ড হউক, তাহার আস্ফালনে পর্ব্বতগণ কম্পিত হউক। সেলা (গীতসংহিতা ৪৬:১-৩)*

মেঘের মধ্যে একটি ফাটলের মধ্য থেকে একটি তারার আলোকরশ্মি দেখতে পাওয়া যার যার উজ্জ্বলতা অন্ধকারের থেকে চারগুণ বেশি। ইহা বিশ্বস্তদেরকে আশা এবং আনন্দের কথা বলে, কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনকারীদের ঈশ্বরের কোপ ও ক্রোধের কথা বলে। যারা খ্রীষ্টের জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগস্বীকার করেছে তারা এখন সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, সদাপ্রভুর গুপ্ত ভবনে লুক্কায়িত আছে। তারা পরীক্ষিত হয়েছে, এবং এই জগত ও সত্যের তুচ্ছজ্ঞানকারীদের সামনে তাঁর প্রতি নিজেদের ধার্ম্মিকতাকে প্রমাণ করেছে যিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। যারা মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েও নিজেদের সততাকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছেন তাদের জীবনে একটি দুর্দান্ত পরিবর্তন এসেছে। তারা আকস্মিকভাবে অন্ধকারের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছেন এবং দিয়াবলে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া লোকেদের নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়েছেন। তাদের মুখগুলি, তাই এখন, ফ্যাকাসে ও উদ্বিগ্ন, এখন তারা আশ্চর্য বিশ্বাস ও প্রেমে উজ্জ্বল হয়ে গেছে। বিজয়ী সঙ্গীতে তাদের কণ্ঠস্বর ভরে উঠেছে।

**(৮) স্বর্গ থেকে কি ঘোষনা করা হবে?**

***আর স্বর্গ তাঁহার ধর্ম্মশীলতা জ্ঞাত করিবে, কেননা ঈশ্বর স্বয়ং বিচারকর্ত্তা। সেলা। (গীতসংহিতা ৫০:৬)***

পবিত্র নির্ভরতার এই শব্দগুলি ঈশ্বরের দিকে আরোহণের সময়ে, মেঘগুলি পিছনদিকে সরে যায় এবং তারায় পূর্ণ আকাশ দেখতে পাওয়া যায়, উভয়পক্ষের কালো ও ক্রোধান্বিত মহাকাশের থেকে পৃথক এক অবর্ণনীয় গৌরব প্রকাশিত হচ্ছে। কিঞ্চিৎ খোলা দ্বারের মধ্যে থেকে স্বর্গীয় নগরগুলির গৌরব প্রকাশিত হচ্ছে। তারপরে আকাশের

উপরে একটি হাত আবির্ভূত হয় যা একটি পাথরের দুটি টেবিলকে একত্রে ভাঁজ করে রেখেছে। ভাববাদী বলেনঃ “স্বর্গ তাঁর ধার্মিকতাকে ঘোষনা করেঃ কারণ ঈশ্বর স্বয়ং বিচারকর্ত্তা”...যে পবিত্র ব্যবস্থা, ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা, যা বিদ্যুতের সাথে ও আগুনের শিখার মধ্যে দিয়ে জীবনের পাথেয় হিসাবে সিনয় পর্ব্বতে ঘোষনা করা হয়েছিল, সেগুলি এখন মানুষের কাছে বিচারের নিয়মাবলী হিসাবে প্রকাশিত হল।

সেই হাতটি টেবিলগুলিকে খোলে, এবং সেখানে সেই আদেশমালায় আজ্ঞাগুলি দেখতে পাওয়া যায়, যা আগুনের কলম দ্বারা লেখা হয়েছে। সেই শব্দগুলি এতটাই স্পষ্ট যে প্রত্যেকেই ইহা পাঠ করতে সক্ষম। স্মৃতি জাগ্রত হয়, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত-শিক্ষার অন্ধকার প্রত্যেকের মন থেকে দূরীভুত হয়, এবং ঈশ্বরের দশটি শব্দ, সংক্ষিপ্ত, উপলব্ধিপূর্ণ এবং কর্তৃত্বকারী রূপে উপস্থাপন করা হয় যান পৃথিবীর সমস্ত বাসিন্দারা ইহা দেখতে পায়।

**(৯) ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি সম্বন্ধীয় কোন সত্য দুষ্টদের হৃদয়ে ভীতিপূর্ন আঘাত নিয়ে আসবে?**

***তোমার বাক্যের সমষ্টি সত্য, তোমার ধর্ম্মময় প্রত্যেক শাসন চিরস্থায়ী। (গীতসংহিতা ১১৯:১৬০)***

যারা ঈশ্বরের পবিত্র প্রয়োজনকে পদদলিত করেছে তাদের হতাশা ও ভয়াবহতার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। ঈশ্বর তাদেরকে নিজের ব্যবস্থা প্রদান করেছেন; তাদের উচিত ছিল তাদের চরিত্রকে ইহার সঙ্গে তুলনা করা এবং প্রায়শ্চিত্ত ও পরিবর্তনের সুযোগ থাকতে থাকতে নিজেদের ভূলগুলি শুধরে নেওয়া; কিন্তু এই জগতের সুবিধা ভোগ করার জন্য, তারা এই আজ্ঞা থেকে নিজেরা পৃথক ছিল এবং অন্যদেরকেও ইহা লঙ্ঘন করতে শিক্ষা দিয়েছে। তারা ঈশ্বরের লোকদের বিশ্রামবারকে অপমান করতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছে। এখন তারা সেই ব্যবস্থা দ্বারা দোষীকৃত যা

তারা একদা অবজ্ঞা করেছে। ভয়াবহতার সাথে তারা এখন দেখতে পায় যে তাদের কাছে আর কোন অজুহাত নেই। তারা ঠিক করেছিল যে তারা কার সেবা করবে এবং আরাধনা করবে। “তখন তোমরা ফিরিয়া আসিবে, এবং ধার্ম্মিক ও দুষ্টের মধ্যে, যে ঈশ্বরের সেবা করে, ও যে তাঁহার সেবা না করে, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিবে।” মালাখি ৩:১৮।

**(১০) সত্যের জ্ঞান লাভ করার ফলাফল কি হয় এবং এই সত্য হারিয়ে যাওয়ার লোকদেরকে না জানানোর ফলাফল কি হতে পারে?**

***যখন আমি দুষ্ট লোককে বলি, তুমি মরিবেই মরিবে, তখন তুমি যদি তাহাকে চেতনা না দেও, এবং তাহার প্রাণরক্ষার্থে চেতনা দিবার জন্য সেই দুষ্ট লোককে তাহার কুপথের বিষয় কিছু না বল, তবে সেই দুষ্ট লোক নিজ অপরাধে মরিবে, কিন্তু তাহার রক্তের প্রতিশোধ আমি তোমার হস্ত হইতে লইব। কিন্তু তুমি দুষ্টকে চেতনা দিলে সে যদি আপন দুষ্টতা ও কুপথ হইতে না ফিরে, তবে সে নিজ অপরাধে মরিবে, কিন্তু তুমি আপন প্রাণ রক্ষা করিলে। (যিহিষ্কেল ৩:১৮-১৯)***

ঈশ্বরের ব্যবস্থার শত্রুরা, তাদের মধ্যে সবথেকে নিম্নশ্রেনীর পরিচর্যাকারীদের মধ্যেও সত্য এবং তাদের কর্তব্য সম্পর্কে একটি নতুন ধারনা রয়েছে। অনেক দেরীতে তারা দেখেছে যে চতুর্থ আদেশের বিশ্রামবার পালনের বিষয়টিতে জীবন্ত ঈশ্বরের সীলমোহর রয়েছে (পরিশিষ্ট খ, গ, ঘ দেখুন)। অনেক দেরীতে তারা বিশ্রামবারের প্রকৃত প্রকৃতি দেখতে পেয়েছে এবং আরো দেখেছে যে তারা যেখানে নিজেদের গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন করেছে তা বালুকাময়। তারা উপলব্ধি করেছে যে তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এতদিন যুদ্ধ করে চলে আসছে। ধর্মীয় শিক্ষকেরা স্বর্গের দ্বারের দিকে পরিচালিত করার নাম করে আত্মাগুলিকে ধ্বংসের দিয়ে নিয়ে গেছে। শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত ইহা

সম্পূর্ণভাবে জানা যাবে না যে পবিত্র কার্য্যালয়ে মানুষের দায়বদ্ধতা কত বেশি এবং তাদের অবিশ্বস্ততার ফলাফল কত ভয়াবহ। কেবলমাত্র অনন্তকালের আমরা একটিমাত্র হারিয়ে যাওয়া আত্মার জন্য সঠিক ক্ষতির অনুমান করতে পারি। তার ধ্বংস ভয়ঙ্কর হবে যাকে ঈশ্বর বলবেনঃ দূর হও, হে দুষ্ট দাস!

**(১১) খ্রীষ্টের আগমনের সময়ে তাঁকে কোথায় দেখতে পাওয়া যাবে?**

***যীশু উত্তর করিলেন, তুমিই বলিলে; আরও আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এখন অবধি তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘরথে আসিতে দেখিব। (মথি ২৬:৬৪)***

শীঘ্রই পূর্বদিকে একটি ছোট কালো রঙের মেঘ আবির্ভূত হবে, যা মানুষের হাতের প্রায় অর্ধের আকারের। ইহা সেই মেঘ যা ত্রাণকর্ত্তাকে ঘিরে রেখেছে এবং যা দূর থেকে দেখে মনে হবে অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ঈশ্বরের লোকেরা জানে যে ইহাই মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন। তারা নিবিড় নীরবতায় ইহার দিকে তাকিয়ে আছে যে ইহা কখন পৃথিবীর কাছে এগিয়ে আসবে, ইহা আরো হালকা ও মহিমাময় হয়ে ওঠে, যতক্ষণ ইহা একটি সাদা মেঘে পরিবর্তিত হয়, ইহার ভিত্তি হল গৌরব যা আগুনের মত, এবং ইহার উপরে ঈশ্বরের নিয়মের মেঘধনুক।

যীশু একজন সামর্থ্যপূর্ন বিজয়ী হিসাবে এগিয়ে যান। এখন একজন "দুঃখের মানব" হিসাবে নয় যিনি লজ্জা ও হতাশার তিক্ত পেয়ালা গ্রহণ করবেন, তিনি আসবেন, স্বর্গ ও পৃথিবীর বিজেতা হিসাবে, যেন জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে পারেন। "বিশ্বস্ত এবং সত্য," "ধার্ম্মিকতায় তিনি বিচার করেন এবং যুদ্ধ শুরু করেন" এবং "স্বর্গের বাহিনীও" এই যুদ্ধে তাঁকে অনুসরণ করেন (প্রকাশিত বাক্য ১৯:১১,

১৪)। স্বর্গীয় পবিত্র দূতদের সুরময় সঙ্গীতের সাথে, একটি বৃহৎ, অগণিত ভিড়, তাঁকে তাঁর পথে স্বাগত জানায়। মহাকাশ উজ্জ্বল আলোতে পরিপূর্ন বলে মনে হয় – "দশ হাজার গুণ দশ হাজার, হাজার গুণ হাজার"।

**(১২) ভাববাদী হবক্‌কুক কিভাবে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনকে ব্যাখ্যা করেছেন?**

***ঈশ্বর তৈমন হইতে আসিতেছেন, পারণ পর্ব্বত হইতে পবিত্রতম আসিতেছেন। সেলা। আকাশমণ্ডল তাঁহার প্রভায় সমাচ্ছন্ন, পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ। তাহার তেজ দীপ্তির তুল্য, তাঁহার হস্ত হইতে কিরণ নির্গত হয়; ঐ স্থান তাঁহার পরাক্রমের অন্তরাল। (হবক্‌কুক ৩:৩-৪)***

কোন মানবের কলমই এই দৃশ্যকে চিত্রিত করতে পারে না; কোন মরণশীল মানুষ এই সমারোহকে সম্পূর্ণভাবে কল্পনা করতে পারে না...। যখন সেই জীবন্ত মেঘ নিকটে আসে, প্রত্যেক চক্ষু জীবনের রাজপুত্রকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। কোন কাঁটার মুকুট এখন আর সেই পবিত্র মস্তকের ক্ষতিসাধন করছে না; কিন্তু গৌরবের একটি মুকুট তাঁর পবিত্র মস্তককে ভূষিত করে। তাঁর মুখশ্রী মধ্যাহ্নের ঝলমলে সূর্য্যের মত উজ্জ্বল। "আর তাঁহার পরিচ্ছদে ও ঊরুদেশে এই নাম লেখা আছে,— "**রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু।**" প্রকাশিত বাক্য ১৯:১৬।

**(১৩) এই মহান ঘটনার প্রতি মনুষ্যজাতির প্রতিক্রিয়াকে ভাববাদী যিরমিয় কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?**

***তোমরা একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, পুরুষের কি প্রসববেদনা হয়? প্রসবকালে যেমন স্ত্রীলোকের, তেমনি আমি প্রত্যেক পুরুষের কটিদেশে হস্ত ও***

*সকলের মুখ বিষাদে ম্লান কেন দেখিতেছি? হায়! সেই দিন মহৎ, তাহার তুল্য দিন আর নাই; এ যাকোবের সঙ্কটকাল, কিন্তু ইহা হইতে সে নিস্তার পাইবে। (যিরমিয় ৩০:৬-৭)*

তাঁর উপস্থিতির সামনে "সমস্ত মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়;" ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে অনন্ত হতাশার ত্রাস এসে পড়ে। "আর তাদের হৃদয় গলিত হয় ও জানুতে জানুতে ঠেকাঠেকি হয়,...তাদের সকলের মুখ বিষাদে ম্লান দেখতে পাওয়া যায়" যিরমিয় ৩০:৬; নহূম ২:১০। ধার্ম্মিকেরা কম্পিত হয়ে কেঁদে ওঠেঃ "কে দাঁড়াতে সক্ষম হবে?" স্বর্গদূতদের গান থেমে যায়, এবং এক ভয়ঙ্কর নীরবতা উপস্থিত হয়। তখন যীশুর রব শুনতে পাওয়া যায়, তিনি বলেনঃ "আমার অনুগ্রহ তোমার জন্য যথেষ্ট"। ধার্ম্মিকদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এবং তাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। এবং স্বর্গদূতেরা আরো উচ্চ স্বরে গান শুরু করে যখন তারা পৃথিবীর আরো নিকটে এসে পৌঁছায়।

**(১৪) যারা যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশারোপনের ঘটনার সাথে জড়িত ছিল বা যারা ক্রুশারোপনের জন্য দায়ী ছিল তাদের জন্য খ্রীষ্টের কোন ভাববাণী সম্পূর্ন হবে?**

***যীশু উত্তর করিলেন, তুমিই বলিলে; আরও আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এখন অবধি তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘরথে আসিতে দেখিব। (মথি ২৬:৬৪)***

এমন মানুষেরা আছে যারা খ্রীষ্টের অবমাননার সময়ে তাঁকে উপহাস করেছে। একটি শক্তিতে ক্লেশভোগী খ্রীষ্টের বাক্য তাদের মনে প্রবেশ করে, যখন, ইহা মহাযাজক দ্বার ঘোষিত হয়েছিল, তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষনা করেছিলেনঃ "এখন অবধি তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে

বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘরথে আসিতে দেখিব"। এখন তারা তাঁকে তাঁর মহিমায় দেখতে পায়, এবং এখনও তাঁকে সিংহাসনের দক্ষিণ পাশে তাঁকে বসে থাকতে দেখা তাদের বাকি আছে।

যারা তাঁর ঈশ্বরের পুত্র হবার দাবিকে উপহাস করেছিল তারা এখন নির্বাক হয়ে গেছে। সেই অহংকারী হেরোদ যে তাঁর রাজার উপাধিকে বিদ্রূপ করেছিল এবং বিদ্রুপকারী সৈন্যদের তাঁকে রাজার মুকুট পরাতে বলেছিল। এমন অনেক লোক আছে যারা তাদের অপবিত্র হাত দিয়ে তাঁর বেগুনী বস্ত্র স্পর্শ করে, তাঁর পবিত্র মস্তকে সেই কাঁটার মুকুট স্পর্শ করে, এবং তাঁর অপ্রতিরোধ্য হাতে ব্যঙ্গ করে রাজদন্ড তুলে দিয়ে, এবং তাঁর সামনে বিদ্রুপের সাথে প্রণিপাত করে তাঁর নিন্দা করেছিল। জীবনের রাজপুত্রকে যে আঘাত করেছিল, যে তাঁর গায়ে থুতু দিয়েছিল তারা এখন তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাঁর উপস্থিতির অপ্রতিরোধ্য গৌরব থেকে পালানোর চেষ্টা করছে। যারা তাঁর হাত ও পায়ে পেরেক মেরেছিল, যে সৈনিক তাঁর কুক্ষিদেশে বর্শার আঘাত করেছিল, তারা এখন সেই চিহ্নগুলি দেখে সন্ত্রস্ত এবং অনুশোচনা করছে।

সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারীদের জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত্ত আসে যখন তাদের চেতনা জাগ্রত হয়, স্মৃতি যখন কপটতার জীবনের অত্যাচারের বিষয়গুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাদের আত্মা বৃথা অনুশোচনা করে হয়রান হয়। কিন্তু এগুলি কি সেই দিনের অনুশোচনাগুলির সাথে তুলনা করা যায় যখন "ভয় ধ্বংসের মত আসে," যখন "ধ্বংস আসে ঘূর্ণিঝড়ের মত"! হিতোপদেশ ১:২৭। যারা খ্রীষ্ট ও তাঁর বিশ্বস্ত লোকদের ধ্বংস করত, এখন তারা বিশ্বস্ত লোকদের উপরে আসা সেই গৌরবকে প্রত্যক্ষ করছে। তাদের সন্ত্রাসের মধ্যেও তারা আনন্দিত প্রান্তে সাধুদের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়ঃ "এই দেখ, ইনি আমাদের ঈশ্বর; আমি ইহারই অপেক্ষায় ছিলাম, ইনি আমাদিগকে ত্রাণ করবেন" যিশাইয় ২৫:৯।

**(১৫) কোন ক্রন্দনে স্বর্গ পরিপূর্ণ হবে যখন খ্রীষ্ট মৃত ধার্ম্মিকদের জীবনে আহ্বান করবেন?**

*"মৃত্যু জয়ে কবলিত হইল"। "মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়?" (১ম করিন্থীয় ১৫:৫৫)*

এই টলমল পৃথিবীর মধ্যে, বিদ্যুতের ঝলকানি, বজ্রের গর্জনের মধ্যে, মনুষ্যপুত্রের রব সেই ঘুমন্ত সাধুদের আহ্বান করে। তিনি ধার্মিকদের কবরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, ইহার পরে, স্বর্গের দিকে নিজের হাত তুলে দিলেন,, তিনি ক্রন্দন করে বললেনঃ "জাগ্রত হও, জাগ্রত হও, জাগ্রত হও, তোমরা যারা ধূলিতে নিদ্রিত আছ, জাগ্রত হও"! পৃথিবীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জুড়ে সমস্ত মৃতেরা সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে, এবং যারা সেই রব শুনবে তারা জীবিত হবে। এবং সমস্ত পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির, আত্মিয়ের, জিহ্বার এবং লোকেরা সেই মহান সেনাবাহিনীর পদধ্বনিতে কেঁপে উঠবে। মৃত্যুর কারাগার থেকে তারা আসে, অবিনশ্বর গৌরবের বস্ত্র পরিহিত, ক্রন্দন করেঃ "মৃত্যু, তোমার হূল কোথায়? মৃত্যু তোমার জয় কোথায়?" এবং জীবিত ধার্মিকেরা এবং উত্থিত সাধুরা নিজেদের রব একত্রিত করে একটি দীর্ঘ, বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠে।

**(১৬) ধার্ম্মিকদের মধ্যে কি পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যাবে?**

***এই মুহূর্ত্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে, শেষ তূরীধ্বনিতে হইব; কেননা তূরী বাজিবে, তাহাতে মৃতেরা অক্ষয় হইয়া উত্থাপিত হইবে, এবং আমরা রূপান্তরীকৃত হইব। কারণ এই ক্ষয়ণীয়কে অক্ষয়তা পরিধান করিতে হইবে, এবং এই মর্ত্ত্যকে অমরতা পরিধান করিতে হইবে। (১ম করিন্থীয় ১৫:৫২-৫৩)***

প্রত্যেকে যেভাবে কবরে প্রবেশ করেছিল একইভাবে কবর থেকে বেরিয়ে আসবে। আদম, যিনি উত্থিত জনগণের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি চমৎকার উচ্চতায় এবং মহিমান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পুত্রের মর্যাদা থেকে নিম্নে অবস্থান করছেন। তিনি স্পষ্টত পরবর্তী প্রজন্মের লোকদের থেকে ভিন্নরূপে চিহ্নিত হচ্ছেন; এই একটি ক্ষেত্রে মনুষ্যজাতির অবক্ষয় দেখানো হয়। কিন্তু প্র্যতেকেই অনন্ত যৌবনের সতেজতা ও সক্রিয় শক্তি নিয়ে উত্থিত হয়।

শুরুতে, মানুষ কেবলমাত্র চরিত্রেই নয়, কিন্তু ঈশ্বরের রূপে ও বৈশিষ্ট্যেও তৈরি হয়েছিল। পাপ সেই স্বর্গীয় প্রতিমূর্ত্তিকে বিকৃত করে দেয়।; কিন্তু সেই হারিয়ে যাওয়া প্রতিমূর্ত্তিকে পুনঃস্থাপিত করার জন্য খ্রীষ্ট এসেছিলেন। তিনি আমাদের দুর্বল দেহগুলিকে পরিবর্তন করবেন এবং তাঁর গৌরবময় দেহের মত আমাদের আকারকে পরিবর্তন করবেন।

মরনশীল, কলুষিত রূপ, সৌন্দর্যবিহীন রূপ, যা একদা পাপের কারণে দূষিত হয়ে গেছে, এখন নিখুঁত, সুন্দর এবং অমরত্বের জীবনে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সমস্ত দাগ এবং বিকৃত অংশ কবরে পড়ে থাকে। দীর্ঘকালে পূর্বে হারিয়ে যাওয়া এদন উদ্যানের জীবন বৃক্ষের কাছে তারা ফিরে আসে, উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকেরা “বৃদ্ধি লাভ করে” (মালাখি ৪:২) এবং তাদের প্রাথমিক গৌরবের পূর্ণ মর্যাদায় পরিণত হয়।

পাপের অভিশাপের শেষ বিলম্বিত চিহ্নগুলি মুছে ফেলা হবে, এবং খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত লোকেরা তাদের মনে ও আত্মায় “আমাদের সদাপ্রভু ঈশ্বরের সৌন্দর্যকে” এবং সদাপ্রভুর নিখুঁত প্রতিমূর্ত্তিকে স্মরণ করবে। কত অদ্ভুত উদ্ধার! দীর্ঘ আলোচিত, দীর্ঘ প্রত্যাশিত, আন্তরিক ভাবে যার জন্য অপেক্ষা করে থাকা, কিন্তু কখনই ইহা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায় নি।

**(১৭) এই পরিবর্তনের পরেই মনোনীত লোকেদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে।**

***পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সকসঙ্গে তাহাদের সহিত মেষযোগে নীত হইব; আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব। (১ম থিষলনীকীয় ৪:১৭)***

"এক মূহুর্ত্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে" জীবিত ধার্ম্মিক লোকেরা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। ঈশ্বরের রবে তারা গৌরবান্বিত হবে; এখন তারা অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়েছে এবং আকাশে মেঘযোগে প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য উপনীত হয়েছে। স্বর্গদূতেরা "চারি বায়ুর মধ্যে থেকে তাঁর মনোনীতদের একত্রিত করে" স্বর্গের এক দিকে থেকে অন্যদিকে নিয়ে যায়। পবিত্র দূতেরা ছোট শিশুদের বহন করে এনে তাদের মায়ের হাতে তুলে দেয়। মৃত্যুর কারণে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থাকা বন্ধুরা একে অপরের সঙ্গ পায়, তারা আর কখনও পৃথক থাকবে না, এবং আনন্দের গানের সঙ্গে তারা একত্রে ঈশ্বরের নগরের দিকে এগিয়ে যায়।

**(১৮) খ্রীষ্ট, আমাদের ধার্ম্মিক বিচারক তাঁর উদ্ধারকৃত প্রত্যেক জনকে কি প্রদান করবেন?**

***তাহাতে প্রধান পালক প্রকাশিত হইলে তোমরা অম্লান প্রতাপমুকুট পাইবে। (১ম পিতর ৫:৪)***

ঈশ্বরের নগরে প্রবেশ করার পূর্বে, ত্রাণকর্ত্তা তাঁর অনুসরণকারীদেরকে বিজয়ের প্রতীক প্রদান করবেন এবং তাদের উপরে রাজকীয় রাজ্যের চিহ্ন দ্বারা সম্মানিত করবেন। উজ্জ্বল পদমর্যাদাগুলি তাদের রাজার সম্পর্কে একটি খালি বর্গাকার রূপে আঁকা হয়, যার রূপ সাধু এবং স্বর্গদূতের উর্দ্ধে মহিমাতে উত্থিত হয়, যার মুখমন্ডল তাদের প্রতি দয়াপূর্ণ ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়। উদ্ধারপ্রাপ্ত অগণিত

বাহিনীর প্রত্যেকের নজর তাঁর উপরে স্থির থাকে, প্রত্যেক চক্ষু তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করে যার মুখমন্ডল যেকোন মানুষের থেকে অধিক উজ্জ্বল ছিল, এবং তাঁর রূপ মনুষ্যপুত্রের চেয়েও অধিক"।

যীশু নিজের হাতে, সেই বিজয়ীদের মাথায় গৌরবের মুকুট পরিয়ে দেন। সেখানে প্রত্যেকের জন্য একটি মুকুট আছে, প্রত্যেকটিতে তাদের "নতুন নাম" লেখা আছে (প্রকাশিত বাক্য ২:১৭), এবং সেখানে খোদিত করে লেখা আছে, "প্রভুর পবিত্রতা"। প্রত্যেক বিজয়ী হাতে একটি করে উজ্জ্বল বীণা দেওয়া হয়। ইহার পরে, যখনই প্রধান দূত সঙ্গীতের সুর দেয়, প্রত্যেক হাত দক্ষ স্পর্শে সেই বীণা বাজাতে শুরু করে, সুরময়ী মিষ্টি সঙ্গীত জাগিয়ে তোলে। একটি পরম আনন্দপূর্ন ও অবিশ্বাস্য বিষয় প্রত্যেকের হৃদয়কে শিহরিত করে, এবং প্রত্যেকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রশংসা উত্তোলন করেঃ "...যিনি আমাদিগকে প্রেম করেন, ও নিজ রক্তে আমাদের পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে রাজ্যস্বরূপ ও আপন ঈশ্বর ও পিতার যাজক করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা ও পরাক্রম যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে হউক। আমেন।" প্রকাশিত বাক্য ১:৫-৬।

**(১৯) খ্রীষ্ট তাঁর উদ্ধারপ্রাপ্তদের প্রতি কোন আনন্দের আমন্ত্রণ প্রসারিত করবেন?**

***তখন রাজা আপনার দক্ষিণ দিকে স্থিত লোকদিগকে বলিবেন, আইস, আমার পিতার আশীর্ব্বাদ পাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও। (মথি ২৫:৩৪)***

মুক্তিপ্রাপ্ত ভিড়ের সম্মুখে সেই পবিত্র শহর। যীশু মনিমুক্তাখচিত দরজাটি প্রশস্ত করে খুলে দিয়েছেন, এবং যে সমস্ত জাতি সত্যকে নিজেদের জীবনে বজায় রেখেছে,

তারা সেখানে প্রবেশ করে। সেখানে তারা ঈশ্বরের পরমদেশ দেখতে পায়, ইহাই ছিল আদমের গৃহ যখন সে নিষ্পাপ ছিল। তখন সেই রব, মরণশীল মানুষের কর্ণে আসা যেকোন সঙ্গীতের থেকে অধিক আনন্দদায়ক, সে বলছেঃ “তোমাদের বিরোধের দিন শেষ হয়েছে”। “আমার পিতার আশীর্ব্বাদ পাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও”।

এখন তাঁর শিষ্যদের জন্য তাদের ত্রাণকর্ত্তার প্রার্থনা পরিপূর্ণ হলঃ “আমি যেখানে থাকি, তুমি আমায় যাহাদিগকে দিয়াছ, তাহারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে”। “আপন প্রতাপের সাক্ষাতে নির্দ্দোষ অবস্থায় সানন্দে উপস্থিত করিতে পারেন” (যিহূদা ২৪), খ্রীষ্ট পিতার কাছে তাঁর রক্তে ক্রীতদের জন্য এই ঘোষনা করেছিলেনঃ “এই আমি, এবং সেই সন্তানেরা যাদেরকে তুমি আমায় দিয়েছ।” “তুমি যাদেরকে আমায় দিয়েছ, আমি তাদেরকে রেখেছি”। কত মহান ত্রাণকর্ত্তার ভালোবাসা! কত মহানন্দ হবে যখন অসীম পিতা, সেই উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন, তারা তাঁর মুখশ্রী দেখতে পাবে, পাপের বিচ্ছিন্নতা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, ইহার ধ্বংস অপসারিত হবে, এবং মানুষেরা পুনরায় ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করবে!

অবর্ণনীয় প্রেমের দ্বারা, যীশু তাঁর প্রতি বিশ্বস্তদের সদাপ্রভুর আনন্দে প্রবেশ স্বাগত জানাবেন। রাজ্যের গৌরবেই, মুক্তিদাতার আনন্দ দেখতে পাওয়া যায়, তাঁর আনন্দ হল যে এই আত্মাগুলি যন্ত্রণা ও অপমান থেকে রক্ষা পেয়েছে। এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকেরা তাঁর আনন্দ ভাগ করে নেবে, যখন তারা দেখবে যে তাদের প্রার্থনা, পরিশ্রম এবং তাদের প্রেমপূর্ণ বলিদানের কারণে খ্রীষ্ট তাদেরকে ধন্য লোকদের মধ্যে গণিত করেছেন। যখন তারা সেই মহান শুক্ল সিংহাসনের চারিদিকে একত্রিত হয়, অবর্ণনীয় আনন্দ তাদের হৃদয়কে ভরে তোলে, যখন তারা সেই সমস্ত লোকদের দেখতে পায় যাদের তারা খ্রীষ্টের জন্য জয় করেছে, এবং তারা অন্যদেরকে জয় করেছে, এবং তারা

আরো অন্যদেরকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে এসেছে, তাদের প্রত্যেককে বিশ্রামের স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়, তারা সেখানে যীশুর চরণে নিজেদের মুকুট খুলে দেয় এবং অনন্তকালের জন্য তাঁর আরাধনা করতে থাকে।

**(২০) কোন দল তাদের মুক্তিদাতার জন্য একটি অনন্য বা নতুন প্রশংসার গীত পরিবেশন করার সুযোগ পাবে?**

***আর তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও সেই চারি প্রাণীর ও প্রাচীনবর্গের সম্মুখে নূতন একটী গীত গান করে; পৃথিবী হইতে ক্রীত সেই এক লক্ষ চোয়াল্লিশ সহস্র লোক ব্যতিরেকে আর কেহ সেই গীত শিখিতে পারিল না। (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৩)***

সিংহাসনের সামনে স্বচ্ছ সমুদ্রের উপরে, কাঁচের সেই সমুদ্র আগুনের সঙ্গে মিশে যায়, - যা ঈশ্বরের মহিমায় মহিমান্বিত, - সেখানে যে বাহিনী একত্রিত হয়েছে যারা “সেই পশু, তার প্রতিমূর্ত্তি, তার চিহ্ন ও তার নামের সংখ্যার উপরে জয়লাভ করেছে।” সিয়োন পর্বতে সেই মেষশাবকের সাথে “ঈশ্বরের বীণা” নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে, লোকেদের মধ্যে থেকে যে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার উদ্ধার লাভ করেছে তারাও রয়েছে; এবং সেখানে অনেক জলরাশির শব্দের ন্যায় আওয়াজ শোনা যায়, বিশাল বজ্রের শব্দের মত রব শোনা যায়, “বীণাবাদকদের রব যারা বীণা বাজাচ্ছে।” এবং তারা সিংহাসনের সামনে গান করছে “একটি নতুন গান,” যা কোন মানুষ শিখতে পারবে না, কেবলমাত্র সেই ১ লক্ষ ৪৪ হাজার লোক। ইহা মোশি এবং সেই মেষশাবকের সঙ্গীত – একটি উদ্ধারের সঙ্গীত। কেবলমাত্র সেই ১ লক্ষ ৪৪ হাজার লোক সেই সঙ্গীতটি শিখতে পারে; কারণ ইহা তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গীত – এমন এক অভিজ্ঞতা যা অন্য কোন দল পায়নি। “এরা সেই দল যারা মেষশাবককে সর্বত্র অনুসরণ করে, যেখানেই সে যায়

তারাও তাঁর পিছনে যায়।” ইহা জীবিতদের থেকে, পৃথিবীর মধ্যে থেকে অনুবাদ করা হয়েছে, যাদেরকে বলা হয় “ঈশ্বরের এবং মেষশাবকের প্রথমজাত”। প্রকাশিত বাক্য ১৫:২,৩; ১৪:১-৫।

**(২১) উদ্ধারপ্রাপ্ত বিশাল ভিড় থেকে এই দলটিকে কোন বিষয়টি পৃথক করে?**

***পরে প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক জন আমাকে কহিলেন, শুক্লবস্ত্রপরিহিত এই লোকেরা কে, ও কোথা হইতে আসিল? আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে আমার প্রভু, তাহা আপনিই জানেন। তিনি আমাকে কহিলেন, ইহারা সেই লোক, যাহারা সেই মহাক্লেশের মধ্য হইতে আসিয়াছে, এবং মেষশাবকের রক্তে আপন আপন বস্ত্র ধৌত করিয়াছে, ও শুক্লবর্ণ করিয়াছে। (প্রকাশিত বাক্য ৭:১৩-১৪)***

***ইহারা রমণীদের সংসর্গে কলুষিত হয় নাই, কারণ ইহারা অমৈথুন। যে কোন স্থানে মেষশাবক গমন করেন, সেই স্থানে ইহারা তাঁহার অনুগামী হয়। ইহারা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের নিমিত্ত অগ্রিমাংশ বলিয়া মনুষ্যদের মধ্য হইতে ক্রীত হইয়াছে। (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৪)***

“ইহারা সেই লোক যাহারা মহাক্লেশের মধ্য হইতে আসিয়াছে;” তারা এমন এক সঙ্কটের সময়ের মধ্যে দিয়ে এসেছে যা নগর পত্তনের সময় থেকে আর কখনও দেখা যায়নি; তারা যাকোবের সঙ্কটের সময়ের ক্লেশ সহ্য করেছে; ঈশ্বরের চূড়ান্ত বিচারের সময়েও তারা কোন মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই লড়াই করেছে। কিন্তু এখন তারা উদ্ধারপ্রাপ্ত, কারণ তারা “বস্ত্র ধৌত করেছে, এবং মেষশাবকের রক্তে সেগুলি শুক্ল করেছে।” “তাদের মুখে কোন প্রতারণা খুঁজে পাওয়া যায়নিঃ কারণ তারা ঈশ্বরের সম্মুখে নির্দ্দোষ। “সেকারণে

তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে আছে, এবং তাঁর মন্দিরে দিবারাত্রি সেবা করছেঃ এবং যিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তিনি তাদের মধ্যে চলাচল করেন”।

তারা পৃথিবীকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বিনষ্ট হতে দেখেছে, সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে লোকদের ঝলসে দেবার শক্তি রয়েছে, এবং তারা নিজেরাই ক্লেশ, ক্ষুধা, এবং পিপাসা সহ্য করেছে। কিন্তু “...ইহারা আর কখনও ক্ষুধিত হইবে না, আর কখনও তৃষ্ণার্ত্তও হইবে না, এবং ইহাদিগেতে রৌদ্র বা কোন উত্তাপ লাগিবে না; কারণ সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবক ইহাদিগকে পালন করিবেন, এবং জীবন-জলের উনুইয়ের নিকটে গমন করাইবেন, আর ঈশ্বর ইহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবে” প্রকাশিত বাক্য ৭:১৪-১৭।

**(২২) বাইবেলের এই অংশে কোন নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকদের অনুপ্রাণিত করে যেন তারা তাদের উদ্ধারের সাক্ষ্য সমস্ত জগতের সামনে প্রচার করে?**

***তাহাদের পরিশোধ করিবার সঙ্গতি না থাকাতে তিনি উভয়কেই ক্ষমা করিলেন। ভাল, তাহাদের মধ্যে কে তাঁহাকে অধিক প্রেম করিবে? শিমোন উত্তর করিল, আমার বোধ হয়, যাহার অধিক ঋণ ক্ষমা করিলেন, সেই। তিনি তাহাকে কহিলেন, যথার্থ বিচার করিলে। (লূক ৭:৪২-৪৩)***

প্রত্যেক যুগেই মুক্তিদাতার মনোনীত লোকদের পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হয় ও তাদের শৃঙ্খলাযুক্ত করা হয়। তারা এই পৃথিবীতে সংকীর্ণ পথ দিয়ে এগিয়ে চলে; তাদেরকে ক্লেশের আগুনে জ্বালিয়ে শুচি করা হয়। কেবলমাত্র যীশুর কারনে তারা বিরোধীতা, ঘৃণা, মন্দ আচরণ সহ্য করে। তারা বিভিন্ন সংঘাতের মধ্যে থেকেও তাঁকেই অনুসরণ করে; তারা আত্ম-ত্যাগ সহ্য করে এবং তিক্ত

হতাশার অভিজ্ঞতা লাভ করে। তাদের নিজস্ব দুঃখপূর্ন অভিজ্ঞতা দ্বারা তারা পাপের মন্দতা,পাপের শক্তি, দোষ, ইহার দুর্দশার বিষয়ে জানতে পারে; এবং তারা পাপকে ঘৃণার চোখে দেখে। পাপের নিরাময়ের জন্য যে অসীম ত্যাগ স্বীকার করা হয়েছে তার চেতনা তাদেরকে নম্র করে এবং তাদের হৃদয়কে কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসায় পরিপূর্ণ করে। তারা অধিক প্রেম করে কারণ তাদের অধিক পাপ ক্ষমা করে হয়েছে। খ্রীষ্টের ক্লেশের সঙ্গে অংশগ্রহণ করার কারনে, তারা তাঁর গৌরবের সঙ্গে যুক্ত হবার যোগ্যতাও লাভ করেছে।

**(২৩) ধার্ম্মিকদের উপর থেকে কোন তিরষ্কার অপসারণ করে নেওয়া হবে?**

***তিনি মৃত্যুকে অনন্তকালের জন্য বিনষ্ট করিয়াছেন, ও প্রভু সদাপ্রভু সকলের মুখ হইতে চক্ষুর জল মুছিয়া দিবেন; এবং সমস্ত পৃথিবী হইতে আপন প্রজাদের দুর্নাম দূর করিবেন; কারণ সদাপ্রভুই এই কথা কহিয়াছেন। (যিশাইয় ২৫:৮)***

ঈশ্বরের উত্তরাধিকারীরা অন্ধকার থেকে, ক্ষুদ্র বাসা থেকে, অন্ধকূপ থেকে, ফাঁসির মঞ্চ থেকে, পর্ব্বত থেকে, মরুভূমি থেকে, পৃথিবীর গুহা থেকে, সামুদ্রিক সুরঙ্গ থেকে এসেছে। পৃথিবীতে তারা ছিল “নিঃস্ব, নিপীড়িত, নির্যাতিত”। লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারাক্রান্ত হয়ে কুখ্যাত হয়ে কবরে নেমে গেছে কারণ তারা অবিচলভাবে শয়তানের প্রতারণাপূর্ণ দাবিগুলি অস্বীকার করেছিল। মানুষের বিচারে তারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু এখন “ঈশ্বর স্বয়ং বিচারক”। গীতসংহিতা ৫০:৬। এখন পৃথিবীর সিদ্ধান্তগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে। “সমস্ত পৃথিবী থেকে আপন প্রজাদের দুর্নাম তিনি দূর করবেন” যিশাইয় ২৫:৮। “আর তাহাদিগকে বলা যাইবে, ‘পবিত্র প্রজা’, ‘সদাপ্রভুর মুক্ত লোক’; যেন তাহাদিগকে ভস্মের পরিবর্ত্তে শিরোভূষণ, শোকের পরিবর্ত্তে

আনন্দতৈল, অবসন্ন আত্মার পরিবর্ত্তে প্রশংসারূপ পরিচ্ছদ দান করি; যিশাইয় ৬২:১২; ৬১:২। তারা আর দুর্বল, দুর্দশগ্রস্ত, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া, এবং নিপীড়িত নয়। এখন তারা চিরকাল সদাপ্রভুর সাথে থাকবে। তারা পৃথিবীর সমস্ত পোশাকের থেকে সমৃদ্ধ পোশাক পরিধান করে সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারা পৃথিবীর রাজাদের মস্তকে ভূষিত মুকুটের চেয়ে গৌরবময় মুকুট পরিধান করবে। ক্লেশ এবং রোদনের দিনগুলি অনন্তকালের জন্য শেষ হয়ে যাবে। গৌরবময় রাজা তাদের চোখের জল মুছিয়ে দেবেন; প্রত্যেক দুঃখের কারণ অপসারিত করা হবে।

খর্জ্জুর পত্রের নাড়ানো হবে এবং তার মধ্যে থেকে স্পষ্ট, মিষ্ট, এবং সুরযুক্ত প্রশংসার সঙ্গীত বেড়িয়ে আসবে; প্রত্যেক রব সেই সঙ্গীতে যোগদান করবে, যতক্ষণ না সেই সঙ্গীত স্বর্গের কক্ষের মধ্যে থেকে প্রবাহিত হয়ঃ "পরিত্রাণ আমাদের ঈশ্বরের, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এবং মেষশাবকের দান।" এবং প্রত্যেক স্বর্গের বাসিন্দা এই আরোপণের প্রতিক্রিয়া জানাবেঃ "'আমেন; ধন্যবাদ ও গৌরব ও জ্ঞান ও প্রশংসা ও সমাদর ও পরাক্রম ও শক্তি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বর্ত্তুক। আমেন।'" প্রকাশিত বাক্য ৭:১০, ১২।

**(২৪) উদ্ধারের পরিকল্পনাকে বাইবেল কিভাবে ব্যাখ্যা করে?**

***আর ভক্তির নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ, ইহা সর্ব্বসম্মত, যিনি মাংসে প্রকাশিত হইলেন, আত্মাতে ধার্ম্মিক প্রতিপন্ন হইলেন, দূতগণের নিকট দর্শন দিলেন, জাতিগণের মধ্যে প্রচারিত হইলেন, জগতে বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত হইলেন, সপ্রতাপে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন। (১ম তিমথীয় ৩:১৬)***

এই জীবনে আমরা উদ্ধারের বিষয়টির মহানতাকে উপলব্ধি করা শুরু করতে পারি। আমাদের সীমিত জ্ঞানের

মাধ্যমে আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা লজ্জা, এবং গৌরব, জীবন ও মৃত্যু, ন্যায় ও অনুগ্রহ, ক্রুশেতে মিলন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করতে পারি; তবুও আমাদের মানসিক শক্তিগুলিকে সম্পূর্নভাবে প্রসারের মাধ্যমেও আমরা ইহার সম্পূর্ন তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হই।

ঈশ্বরের উদ্ধারের প্রেমের দৈর্ঘ ও প্রস্থ, গভীরতা ও উচ্চতা সম্পর্কে আমরা কমই উপলব্ধি করতে পারি। উদ্ধারের পরিকল্পনা আমরা সম্পূর্ণভাবে বোধগম্য করতে পারিনা, তারা ততটাই দেখতে পায় যতটা তাদের দেখানো হয় এবং তততাই জানতে পারে যতটা তাদের জানানো হয়; কিন্তু অনন্তকাল ধরে আশ্চর্যকৃত ও আনন্দিত মনাদের জন্য নতুন নতুন সত্য উন্মোচিত হবে। যদিও এই পৃথিবীর ক্লেশ, দুঃখ এবং প্রলোভন শেষ হয়ে গেছে এবং সেগুলির কারণকেও অপসারণ করা হয়েছে, তথাপি ঈশ্বরের লোকেরা তাদের মুক্তির জন্য যে মূল্য দিয়েছে তার একটি স্পষ্ট, বুদ্ধিপূর্ণ ধারনা তারা লাভ করবে।

**(২৫) উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকেদের সঙ্গীত ও বিজ্ঞানের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কি?**

***সমস্ত পবিত্রগণের সহিত বুঝিতে সমর্থ হও যে, সেই প্রশস্ততা, দীর্ঘতা, উচ্চতা, ও গভীরতা কি, এবং জ্ঞানাতীত যে খ্রীষ্টের প্রেম, তাহা যেন জানিতে সমর্থ হও, এই প্রকারে যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশে পূর্ণ হও। (ইফিষীয় ৩:১৮-১৯)***

অনন্ত যুগ ধরে খ্রীষ্টের ক্রুশই হবে পরিত্রানপ্রাপ্ত লোকেদের বিজ্ঞান এবং সঙ্গীত। খ্রীষ্টের গৌরবে তারা খ্রীষ্টকে ক্রুশারোপিত অবস্থায় দেখতে পাবে। ইহা কখনই কেউ ভুলবে না যে তাঁর শক্তিতে এই শক্তিহীন মহাকাশে অগণিত পৃথিবী সৃষ্টি করেছে, ঈশ্বরের পরমপ্রিয়, স্বর্গেতে মহিমান্বিত, যাকে করূব এবং সেরাফগণ আনন্দের সাথে

উপাসনা করত – তিনি পতিত মানুষকে উন্নত করার জন্য নিজেকে নম্র করলেন; তিনি সমস্ত দোষ ও পাপের লজ্জা বহন করলেন, এবং তাঁর পিতা নিজের মুখ লুকিয়েছিলেন, যতক্ষণ না এই হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর দুঃখ তাঁর হৃদয়কে ভেঙ্গে ফেলে এবং কালভেরীর ক্রুশে তাঁর জীবনকে চূর্ণ করে। যেন সমস্ত পৃথিবীর নির্ম্মাতা, সমস্ত কিছুর অধিকারী, নিজেদের গৌরবকে ত্যাগ করে এবং মানুষকে ভালোবাসার জন্য নিজেকে অবমাননার মধ্যে থেকে নিয়ে গিয়ে এই বিশ্বের বিস্ময় ও শ্রদ্ধাকে আলোড়িত করে। যখন পরিত্রানপ্রাপ্তদের জাতিগুলি নিজেদের উদ্ধারকর্তার দিকে তাকায় এবং দেখে যে তাঁর মুখে ঈশ্বরের অনন্ত গৌরব প্রকাশিত হচ্ছে; যখন তারা তাঁর সিংহাসন দেখে, যা অনন্তকাল চিরস্থায়ী, এবং তারা জানে যে তাঁর রাজ্যের কোন সমাপ্তি নেই, তারা পরমানন্দে গান করতে শুরু করেঃ "যোগ্য, যোগ্য, মেষশাবক যিনি হত হইয়াছিলেন, এবং তাঁর অমুল্য রক্ত দ্বারা আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি উদ্ধার করেছেন!"

ক্রুশের রহস্য অন্যান্য সমস্ত রহস্যগুলিকে ব্যাখ্যা করে। কালভেরী আলো যা আমাদেরকে ভয়ে ও ভীতিতে পরিপূর্ণ করেছিল তা এখন আমাদের সুন্দর ও আকর্ষনীয় বলে মনে হয়। করুণা, কোমলতা এবং পিতার প্রেম পবিত্রতা, ন্যায় বিচার ও শক্তির সঙ্গে মিশ্রিত হতে দেখা যায়। যখন আমরা তাঁর সিংহাসনের মহিমা উর্ধে, উচ্চীকৃত হতে দেখতে পাই, আমরা তাঁর গৌরবের চরিত্রের প্রকাশকে দেখতে পাই, এবং তা উপলব্ধি করতে পারি, যেভাবে আগে কখনও করতে পারিনি, সেই প্রিয়তম উপাধির তাৎপর্য হল "আমাদের পিতা"।

ইহা দেখা যাবে যে যার জ্ঞান অসীম তিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য আর কোন পন্থা ব্যবহার না করে নিজের পুত্রের বলিদানকে বেছে নিলেন। এই বলিদানের ক্ষতিপূরণ হল পৃথিবীর লোকদের আনন্দ যারা এখন পবিত্র, আনন্দিত এবং অবিনশ্বর। অন্ধকারের শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তিদাতার

সংঘাতের ফলাফল হল পরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকদের আনন্দ, অনন্তকালের জন্য ঈশ্বরের গৌরব দিয়ে তাদের গিরে রাখা। এবং একটি আত্মা এতটাই মূল্যবান যে পিতা ইহার মুল্যের জন্য যে বলিদান দিয়েছেন, সেই বিষয়ে তিনি সন্তুষ্ট; এবং খ্রীষ্ট নিজেও, তাঁর মহান বলিদানের ফলাফল দেখছেন, এবং তিনিও সন্তুষ্ট।

***আমি সেই মহান দিনের জন্য অপেক্ষা করে আছি যখন খ্রীষ্ট মেঘের মধ্যে দিয়ে আবির্ভূত হবেন তাঁর লোকদের এই দুষ্ট জগত থেকে উদ্ধার করতে এবং তাদের সম্মুখে আসা সেই সঙ্কটের সময় থেকে তাদের বাঁচাতে।***

***বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত***

***আমি অধীর আগ্রহে খ্রীষ্টের আনন্দপূর্ণ আহ্বানকে গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করে আছি, যখন তিনি বলবেন, "আমার পিতার আশীর্ব্বাদ পাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও"।***

***বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত***

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

# পাঠ ১২

## পৃথিবীর ধ্বংস

(১) সেই সমস্ত লোকদের প্রতি স্বর্গ থেকে কোন অনুগ্রহের বার্তা প্রদান করা হয়েছে যারা অজান্তে ব্যবিলনের মিথ্যা শিক্ষা অনুসরণ করছে?

*পরে আমি স্বর্গ হইতে এইরূপ আর এক বাণী শুনিলাম, 'হে আমার প্রজাগণ, উহা হইতে বাহিরে আইস, যেন উহার পাপ সকলের সহভাগী না হও, এবং উহার আঘাত সকল যেন প্রাপ্ত না হও। (প্রকাশিত বাক্য ১৮:৪)*

(২) ব্যবিলন এবং যারা তার শিক্ষার আসক্ত তাদের উপরে কোন বিচার নেমে আসবে?

*এই জন্য একই দিনে তাহার আঘাত সকল—মৃত্যু, শোক ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে; এবং তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া যাইবে; কারণ তাহার বিচারকর্ত্তা প্রভু ঈশ্বর শক্তিমান্। (প্রকাশিত বাক্য ১৮:৮)*

ঈশ্বরের ক্রোধের আগমনের দিন ব্যবিলনের উপরে এই ধরনের বিচার নেমে আসবে। সে তার পাপের পরিমাণ পূর্ণ করেছে; তার সময় উপস্থিত হয়েছে; সে ধ্বংসের জন্য পরিপক্ক হয়ে আছে। যখন ঈশ্বরের রব তাঁর লোকদের বন্দীদশাকে পরিবর্তন করে দেয়, তখন তাদের জীবনে ভয়ঙ্কর জাগরণ আসে যারা জীবনের মহান সংঘর্ষে সমস্তকিছু হারিয়েছে। পরীক্ষার সময়ে তারা শয়তানের প্রবঞ্চনায় অন্ধ হয়ে যায়, এবং তারা তাদের পাপকে সমর্থন করার চেষ্টা করে। ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের কারণে গর্ব্বিত বোধ করে কারণ তাদের থেকে অনেকে কম অনুগ্রহ লাভ করেছে; কিন্তু তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে লঙ্ঘন করে নিজেদের ধন অর্জ্জন করেছিল।

**(৩) যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংসের দিকে যায় তাদের জন্য কোন প্রাথমিক নীতি কার্যকরী হয়?**

***অতিথি হইয়াছিলাম, আর আমাকে আশ্রয় দেও নাই; বস্ত্রহীন হইয়াছিলাম, আর আমাকে বস্ত্র পরাও নাই; পীড়িত ও কারাগারস্থ হইয়াছিলাম, আর আমার তত্ত্বাবধান কর নাই। তখন তাহারাও উত্তর করিবে, বলিবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধিত, কি পিপাসিত, কি অতিথি, কি বস্ত্রহীন, কি পীড়িত, কি কারাগারস্থ দেখিয়া আপনার পরিচর্য্যা করি নাই? তখন তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে বলিবেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা এই ক্ষুদ্রতমদিগের কোন এক জনের প্রতি যখন ইহা কর নাই, তখন আমারই প্রতি কর নাই। (মথি ২৫:৪৩-৪৫)***

তারা ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্য দান করাকে, উলঙ্গকে বস্ত্রদান করাকে, ন্যায্য ব্যবহার করাকে, এবং অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করাকে অবহেলা করেছে। তারা নিজেদের প্রশংসিত করতে এবং সঙ্গী-সাথীদের থেকে শ্রদ্ধা লাভ করার চেষ্টা করেছে।

এখন সেই সমস্ত কিছুই ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে যেগুলি তাদের মহত্বকে প্রকাশ করত এবং এখন তারা বঞ্চিত ও প্রতিরক্ষাহীন। এখন তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে সেই মূর্ত্তিগুলির ধ্বংসের দিকে তাকিয়ে আছে, যেগুলিকে তারা সৃষ্টিকর্ত্তার পরিবর্তে নিজেদের জীবনে স্থান দিয়েছিল। তারা জাগতিক সম্পদ এবং অভিলাষের জন্য নিজেদের আত্মাকে বিক্রী করে দিয়েছে, এবং তারা ঈশ্বরীয় ধন লাভ করার চেষ্টা করেনি। এর ফলাফল হল, তাদের জীবন ব্যর্থ হয়েছে; তাদের আনন্দ এখন তিক্ততায় ও ধন-সম্পদ দুর্নীতিতে পরিণত হয়েছে। তাদের সমস্ত জীবনের লভ্যাংশ এক মূহুর্ত্তে ভেসে গেছে। ধনীরা এখন তাদের রাজপ্রাসাদের মত গৃহগুলির ধবংসে এবং তাদের স্বর্ন ও রৌপ্যের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ায় শোক প্রকাশ করছে। কিন্তু তাদের বিলাপ ভয়ে নীরব হয়ে গেছে কারণ তারা নিজেরাই তাদের প্রতিমাগুলির সাথে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

**(8) যখন দুষ্টেরা প্রকৃতপক্ষে অনুশোচনা করে তখন তাদের জীবনে কি পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়?**

***আমার প্রজারা, যাহাদের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে, এবং আপনাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব। (২য় বংশাবলি ৭:১৪)***

দুষ্টলোকেরা অনুশোচনায় পরিপূর্ণ হয়, এইজন্য নয় যে তারা তাদের পাপের কারণে ঈশ্বরকে এবং তাদের সঙ্গী লোকদেরকে অবহেলা করেছে, তারা অনুশোচনা করে কারণ ঈশ্বর সমস্তকিছুতে জয়লাভ করেছে। তারা এই ফলাফলের কারণে বিলাপ করে; কিন্তু তারা তাদের পাপের জন্য অনুশোচনা করে না। যদি তাদের জয়লাভ করা সম্ভব

হতে তাহলে তারা কোনমতেই সেই সুযোগ হাতছাড়া করত না।

**(৫) ধার্ম্মিকদের প্রতি কোন আশ্চর্য প্রতিজ্ঞাগুলি পরিপূর্ণ হয়?**

***হাঁ, তিনিই তোমাকে ব্যাধের ফাঁদ হইতে, ও সর্ব্বনাশক মারী হইতে রক্ষা করিবেন। তিনি আপন পালখে তোমাকে আবৃত করিবেন, তাঁহার পক্ষের নীচে তুমি আশ্রয় পাইবে; তাঁহার সত্য ঢাল ও তনুত্রাণস্বরূপ। (গীতসংহিতা ৯১:৩-৪)***

জগত সেই লোকের মান দেখতে পায় যাকে তারা উপহাস ও নিন্দা করেছিল, এবং ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল, তারা সমস্ত রকম ব্যাধি, প্রলোভন, এবং ভূমিকম্প থেকে কোনরকম ক্ষতি ছাড়াই বেরিয়ে এসেছে। যে তাঁর ব্যবস্থাকে লঙ্ঘন করে তিনি তাদের আগ্রাসী অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু তাঁর মনোনীত লোকদের সুরক্ষিত ভবনে আশ্রয় দেন।

**(৬) সেই সমস্ত আত্মিক নেতাদের উপরে কোন বিচার নেমে আসবে যারা সত্যকে অবহেলা করে তাদের মেষদেরকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করেছে?**

***সদাপ্রভু কহেন, ধিক্ সেই পালকদিগকে যাহারা আমার পালের মেষদিগকে নষ্ট ও ছিন্নভিন্ন করে। এই জন্য সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, যে পালকেরা আমার প্রজাগণকে চরায়, তাহাদের বিরুদ্ধে এই কথা কহেন, তোমরা আমার মেষদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছ, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছ, তাহাদের তত্ত্বাবধান কর নাই; দেখ, আমি তোমাদের আচরণের দুষ্টতার প্রতিফল তোমাদিগকে দিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন। (যিরমিয় ২৩:১-২)***

যে সমস্ত পরিচর্য্যাকারীরা মানুষের চোখে অনুগ্রহ লাভ করার জন্য সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেয়, সে এখন নিজের শিক্ষার প্রভাব ও চরিত্রকে উপলব্ধি করতে পারে। ইহা স্পষ্টত যে সর্বত্রবিরাজমান চোখ তাকে অনুসরণ করছিল যখন সে পুলপিটে দাঁড়িয়েছিল, যখন সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, যখন সে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকদের সঙ্গে মিশেছে। তার আত্মার প্রত্যেক আবেগ, তার লিখিত প্রত্যেকটি লাইন, প্রত্যেকটি উচ্চারিত শব্দ, তার প্রত্যেকটি কাজ যা লোকদেরকে মিথ্যার আশ্রয়ের প্রতি পরিচালিত করেছে, মিথ্যার বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে; এবং এখন, দুর্দশাপূর্ণ অবস্থায়, সে নিজের ফসল দেখতে পায়, চারিদকে হারিয়ে যাওয়া আত্মা।

**(৭) এই অবিশ্বস্ত নেতারা কোন বিষয়টি স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছে?**

***তোমার বাক্যের সমষ্টি সত্য, তোমার ধর্ম্মময় প্রত্যেক শাসন চিরস্থায়ী। (গীতসংহিতা ১১৯:১৬০)***

***তোমার ধর্ম্মশীলতা চিরস্থায়ী ধর্ম্মশীলতা, আর তোমার ব্যবস্থা সত্য। (গীতসংহিতা ১১৯:১৪২)***

এই পরিচর্য্যাকারীরা এবং লোকেরা দেখতে পায় যে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখেনি। তারা দেখে যে তারা ব্যবস্থার ন্যায্য এবং ধার্ম্মিক স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিরোধীতা করেছে। ঐশ্বরিক বিধিগুলিকে দূরে সরিয়ে দেবার ফলে পৃথিবী এক বিশাল কলহের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে এবং দুর্নীতিতে ডুবে যাবার আগে পর্যন্ত হাজার হাজার মন্দ, বিভেদ, ঘৃণা, অন্যায়ের সৃষ্টি করে। এই দৃশ্যটি তাদের সামনে অবতীর্ণ হয় যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং মন্দ বিষয়ে আনন্দিত হওয়াকে বেছে নিয়েছিল। অবাধ্য এবং বিশ্বাসঘাতক লোকেরা যা অনুভব করে তা কোন ভাষাতেই প্রকাশ করা সম্ভব নয়, যার কারণে তারা চিরকালের জন্য –

অনন্ত জীবন হারিয়েছে। যে সমস্ত লোকদের তাদের প্রতিভা ও বাকপটুতার কারণে সমস্ত জগত প্রশংসা করেছে, তারা এখন এই বিষয়গুলিকে প্রকৃত সত্যের আলোতে দেখতে পাচ্ছে। তারা উপলব্ধি করে যে তারা আজ্ঞা লঙ্ঘনের ফলে কত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং তারা সেই সমস্ত লোকেদের চরণে পতিত হয় যাদের ধার্ম্মিকতাকে তারা তুচ্ছ ও বিদ্রূপ করেছে, এবং স্বীকার করেছে যে ঈশ্বর তাদের ভালোবাসেন।

**(৮) হারিয়ে যাওয়া লোকেরা সেই সমস্ত লোকদের প্রতি কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাবে যারা তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?**

***আর সেই দিন তাহাদের মধ্যে সদাপ্রভু হইতে মহাকোলাহল হইবে; তাহারা প্রত্যেক জন আপন আপন প্রতিবাসীর হস্ত ধরিবে, এবং প্রত্যেকের হস্ত আপন আপন প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে উত্তোলিত হইবে। (সখরিয় ১৪:১৩)***

লোকেরা দেখেছে যে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। তারা একে অপরকে ধ্বংসের দিকে পরিচালনা করার জন্য দোষারোপ করে; কিন্তু সবাই পরিচর্যাকারীদের প্রতি নিজেদের নিন্দা জানাতে ঐক্যবদ্ধ হয়। অবিশ্বস্ত পালকেরা সহজাত বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন; তারা তাদের শ্রোতাদের এমনভাবে পরিচালিত করেছিলেন যেন তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে বাতিল হিসাবে বিবেচনা করে এবং সেই সমস্ত লোকদের উপরে নির্যাতন করে যারা ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে পবিত্র হিসাবে বিবেচনা করেছিল। এখন, তারা হতাশায় পূর্ণ হয়ে, এই ভ্রান্ত শিক্ষকেরা সমস্ত জগতের সম্মুখে নিজেদের প্রতারণার বিষয়গুলি স্বীকার করে। জনতার ভিড় প্রচন্ড ক্রোধে ভরে ওঠে। তারা ক্রন্দন করে ও বলে, "আমরা প্রাজিত হয়েছি!" "এবং তোমরা আমাদের ধ্বংসের কারণ;" এবং তারা মিথ্যা মেষপালকদের দিকে ফেরে।

যারা একসময়ে তাদের সবচেয়ে বড় প্রশংসক ছিল, তারাই তাদের উপরে সবচেয়ে ভয়াবহ অভিশাপ উচ্চারণ করে।যে হাত তাদেরকে একসময়ে মুকুট পরিয়েছিল, তা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। যে তরবারি দ্বারা ঈশ্বরের লোকদের হত্যা করা হত এখন সেগুলি তাদের শত্রুদের ধ্বংস করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। সর্বত্রই রক্তপাত ও কলহ দেখতে পাওয়া যায়।

**(৯) সঙ্কটের সময় সমাপ্ত হবার পরে ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যের এই মহাবিতর্ক বিস্তৃত হয়ে কাকে ইহার অন্তর্ভূক্ত করবে?**

***পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত নির্ঘোষ ব্যাপিবে, কেননা জাতিগণের সহিত সদাপ্রভুর বিবাদ আছে; তিনি মর্ত্ত্যমাত্রের বিচার করিবেন; যাহারা দুষ্ট, তাহাদিগকে তিনি খড়্গে সমর্পণ করিবেন, ইহা সদাপ্রভু কহেন। (যিরমিয় ২৫:৩১)***

প্রায় ছয় হাজার বছর ধরে এই মহাদ্বন্দ্ব চলে আসছে; ঈশ্বরের পুত্র এবং তাঁর স্বর্গীয় বার্তাবাহকেরা মন্দশক্তির সঙ্গে এই সংঘাতে যুক্ত, যেন তারা মনুষ্য সন্তানদের সতর্ক করতে পারে, জ্ঞান প্রদান করতে পারে ও তাদের উদ্ধার করতে পারে। এখন সকলে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে; দুষ্টেরা সম্পূর্ণভাবে শয়তানের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেছে। সময় এসেছে যখন ঈশ্বর তাঁর পদদলিত হয়ে যাওয়া ব্যবস্থার কর্তৃত্বের যথার্থতাকে তুলে ধরবেন। যখন এই মহাদ্বন্দ্ব কেবলমাত্র শয়তানের সঙ্গে নয়, কিন্তু মানুষের বিরুদ্ধেও। “সদাপ্রভুর এই সংঘাত জাতিগণের সঙ্গে;” “তিনি দুষ্টলোকদের তরবারির উপরে সমর্পণ করবেন”।

**(১০) দুষ্টরা যখন খ্রীষ্টকে মেঘরথে আসতে দেখবে তখন তাদের কি অবস্থা হবে?**

*আর তখন সেই অধর্ম্মী প্রকাশ পাইবে, যাহাকে প্রভু যীশু আপন মুখের নিশ্বাস দ্বারা সংহার করিবেন, ও আপন আগমনের প্রকাশ দ্বারা লোপ করিবেন। (২য় থিষলনীকীয় ২:৮)*

*আর পর্ব্বত ও শৈল সকলকে কহিতে লাগিল, আমাদের উপরে পতিত হও, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখ হইতে এবং মেষশাবকের ক্রোধ হইতে আমাদিগকে লুকাইয়া রাখ; কেননা তাঁহাদের ক্রোধের মহাদিন আসিয়া পড়িল, আর কে দাঁড়াইতে পারে? (প্রকাশিত বাক্য ৬:১৬-১৭)*

খ্রীষ্টের আগমনের সময়ে দুষ্টলোকদের এই পৃথিবীর উপর থেকে মুছে ফেলা হবে – তারা মুখের আত্মায় তারা দগ্ধ হয়ে যাবে এবং তাঁর গৌরবের উজ্জ্বলতায় তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। খ্রীষ্ট তাঁর লোকদেরকে ঈশ্বরের নগরীতে নিয়ে যাবেন, এবং পৃথিবী বাসিন্দাশূন্য হয়ে যাবে।। "দেখ, সদাপ্রভু পৃথিবীকে শূন্য করিতেছেন, উৎসন্ন করিতেছেন, উল্টাইয়া ফেলিতেছেন, ও তাহার নিবাসীদিগকে ছড়াইয়া ফেলিতেছেন।" "পৃথিবী শূন্যীকৃত, শূন্যীকৃত হইবে, ও লুটিত, লুটিত হইবে, কেননা সদাপ্রভু এই কথা বলিয়াছেন।" (যিশাইয় ২৪:১, ৩)

**(১১) দুষ্টদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার মূল কারণ কি?**

***আর পৃথিবী আপন নিবাসীদের পদতলে অপবিত্র হইল, কারণ তাহারা ব্যবস্থা সকল লঙ্ঘন করিয়াছে, বিধি অন্যথা করিয়াছে, চিরস্থায়ী নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। এই কারণ অভিশাপ পৃথিবীকে গ্রাস করিল, ও তন্নিবাসিগণ দোষী সাব্যস্ত হইল; এই কারণ পৃথিবীনিবাসীরা দগ্ধ - হইল, অল্প লোকই অবশিষ্ট আছে। (যিশাইয় ২৪:৫-৬)***

...এই কারণ অভিশাপ পৃথিবীকে গ্রাস করিল, ও তন্নিবাসিগণ দোষী সাব্যস্ত হইল; এই কারণ পৃথিবীনিবাসীরা - দগ্ধ হইল...। [অনন্ত নিয়ম, দেখুন যাত্রাপুস্তক ৩১:১৬, ১৭; ২০:৮, ১১; যিহিস্কেল ২০:১২; যিশাইয় ৬৬:২২, ২৩]।

**(১২) যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সময়ে পৃথিবীর উপরে কি শারিরীক প্রভাব পড়বে?**

***কিন্তু প্রভুর দিন চোরের ন্যায় আসিবে; তখন আকাশমণ্ডল হূহূ শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইবে, এবং মূলবস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া বিলীন হইবে, এবং পৃথিবী ও তাহার মধ্যবর্ত্তী কার্য্য সকল পুড়িয়া যাইবে। (২য় পিতর ৩:১০)***

সমস্ত পৃথিবী নির্জ্জন মরুভূমির মত হয়ে যাবে। ভূমিকম্পের ফলে গ্রাম ও শহরগুলির ধবংসাবশেষ পড়ে থাকবে, ভূমি থেকে উচ্ছিন্ন বৃক্ষগুলি, সমুদ্রে থেকে ছুঁড়ে দেওয়া অথবা পৃথিবীর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা পাথর, পৃথিবীর উপরে ছড়িয়ে থাকবে, যখন বিশাল গুহাগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করবে যে পর্বতগুলির অবস্থান কোথায় ছিল বা তাদের উৎস কোথা থেকে হয়েছিল।

**(১৩) যীশুর দ্বিতীয় আগমনের পরে শয়তানের পরিণতি কি হবে?**

***তিনি সেই নাগকে ধরিলেন; এ সেই পুরাতন সর্প, এ দিয়াবল [বিপক্ষ] এবং শয়তান [অপবাদক]; তিনি তাহাকে সহস্র বৎসর বদ্ধ রাখিলেন, আর তাহাকে অগাধলোকের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানের মুখ বদ্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলেন; যেন ঐ সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ না হইলে সে জাতিবৃন্দকে আর ভ্রান্ত করিতে না পারে; তৎপরে অল্প কালের নিমিত্ত তাহাকে মুক্ত হইতে হইবে। (প্রকাশিত বাক্য ২০:২-৩)***

এখন সেই ঘটনাটি ঘটে যার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল প্রায়শ্চিত্তের দিনে।পবিত্র তাম্বুতে উপাসনার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে, পাপার্থক বলির রক্তের দ্বারা ইস্রায়েলের পাপকে সেই পবিত্র স্থান থেকে অপসারিত করা হত। এর পরে সেই জীবন্ত বলির ঘাগটিকে সদাপ্রভুর সম্মুখে পেশ করা হত; এবং মণ্ডলীর উপস্থিতিতে মহাযাজক তার উপরে পাপস্বীকার করত "ইস্রায়েল সন্তানগণের সমস্ত অপরাধ ও তাহাদের সমস্ত অধর্ম্ম অর্থাৎ তাহাদের সর্ব্ববিধ পাপ তাহার উপরে স্বীকার করিয়া সে সমস্ত ঐ ছাগের মস্তকে অর্পণ করিবে; " লেবীয়পুস্তক ১৬:২১।

ঠিক একইভাবে, যখন স্বর্গীয় পবিত্র স্থানে প্রায়শ্চিত্তের কাজ সম্পূর্ণ হবে, তখন ঈশ্বর, পবিত্র স্বর্গদূত এবং পরিত্রানপ্রাপ্ত লোকেদের সম্মুখে, ঈশ্বরের লোকেদের পাপ শয়তানের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে; তাকে সমস্ত পাপের দোষী হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে যে পাপগুলি সে মানুষদেরকে করতে বাধ্য করেছে। এবং যেভাবে বলির ছাগকে এমন স্থানে পাঠান হয় যেখানে কোন বাসিন্দা নেই, শয়তানকে নির্জ্জন, জনশূন্য ও ভয়ঙ্কর পৃথিবীতে নির্বাসিত করা হবে।

**(১৪) শয়তানের ১০০০ বছরের বন্দীত্বের সময়ে তার গতিবিধির উপরে ঈশ্বর কি বাধানিষেধ প্রণয়ন করবেন?**

***আর তাহাকে অগাধলোকের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানের মুখ বদ্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলেন; যেন ঐ সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ না হইলে সে জাতিবৃন্দকে আর ভ্রান্ত করিতে না পারে; তৎপরে অল্প কালের নিমিত্ত তাহাকে মুক্ত হইতে হইবে। (প্রকাশিত বাক্য ২০:৩)***

এখানে ১০০০ বছর ধরে শয়তান তার মন্দ দূতদেরকে নিয়ে বাস করবে। পৃথিবীর মধ্যে সে সীমাবদ্ধ থাকবে, আর অন্য কোন জগতে প্রবেশ করে এমন কাউকে প্রলোভিত বা বিরক্ত করার অধিকার তার থাকবে না যে লোকেরা কখনও

পাপে পতিত হয়নি। এই অর্থেই সে বন্দী থাকবেঃ কেউ অবশিষ্ট নেই, যার উপরে সে নিজের শক্তিকে ব্যবহার করতে পারে। প্রতারণা ও ধ্বংসের কাজ থেকে তাকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা যাবে, বহু শতাব্দী ধরে একমাত্র যে কাজ করে সে আনন্দিত হত।

ছয় হাজার বছর ধরে, শয়তানের বিদ্রোহের কারণে “পৃথিবী বিকম্পিত হয়েছে।” সে “এই পৃথিবীকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে, এবং সেকারণে সমস্ত শহরগুলিকে ধ্বংস করেছে।” ছয় হাজার বছর ধরে তার কারাগার কেবলমাত্র ঈশ্বরের লোকদের বন্দী করেছে, এবং সে তাদেরকে অনন্তকালের জন্য বন্দী করে রাখতে চেয়েছিল; কিন্তু খ্রীষ্ট তার বন্দীত্বকে ভঙ্গ করে সমস্ত বন্দীদের মুক্ত করেছেন।

এখন এমনকি দুষ্টদেরকেও শয়তানের শক্তির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবং সে তার মন্দদূতদের সাথে একত্রে পাপের নিয়ে আসা অভিশাপকে উপলব্ধি করে। “জাতিগণের সমুদয় রাজা, সকলেই সসম্মানে, প্রত্যেকে স্ব স্ব আগারে শয়ন করিতেছেন; কিন্তু তুমি আপন কবর-স্থান হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত, কুৎসিত পল্লবের সদৃশ,… তুমি উহাঁদের সহিত কবরস্থ হইবে না; কারণ তুমি স্বদেশ উচ্ছিন্ন করিয়াছ, আপন লোকদিগকে বধ করিয়াছ; দুরাচারদের বংশের নাম কোন কালে লওয়া হইবে না।” যিশাইয় ১৪:১৮-২০।

এক হাজার বছর ধরে, ঈশ্বরের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফলাফল হিসাবে শয়তান এই নির্জ্জন পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে। এই সময়ে তার ক্লেশভোগ তীব্র হবে। যেহেতু তার পতনের পর থেকে তার কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গেছে; কিন্তু এখন সে তার শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে এবং স্বর্গের পরিচালনার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সে যে বিরোধীতা করেছে সেই বিষয়ে চিন্তা করছে, এবং ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের অপেক্ষায় রয়েছে যখন তাকে তার সমস্ত মন্দ কাজের জন্য এবং তার কারণে ঘটা সমস্ত পাপের জন্য ক্লেশভোগ করতে হবে।

**(১৫) এই ১০০০ বছর ধরে পরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকেদের কি ক্রিয়াকলাপ থাকবে?**

***পরে আমি কয়েকটী সিংহাসন দেখিলাম; সেগুলির উপরে কেহ কেহ বসিলেন, তাঁহাদিগকে বিচার করিবার ভার দত্ত হইল। আর যীশুর সাক্ষ্য ও ঈশ্বরের বাক্যের নিমিত্ত যাহারা কুঠার দ্বারা হত হইয়াছিল, এবং যাহারা সেই পশুকে ও তাহার প্রতিমাকে ভজনা করে নাই, আর আপন আপন ললাটে ও হস্তে তাহার ছাব ধারণ করে নাই, তাহাদের প্রাণও দেখিলাম; তাহারা জীবিত হইয়া সহস্র বৎসর খ্রীষ্টের সহিত রাজত্ব করিল। (প্রকাশিত বাক্য ২০:৪)***

এই হাজার বছরের মাঝখানে প্রথম ও দ্বিতীয় পুনরুত্থানে দুষ্টদের বিচার সম্পন্ন হবে। প্রেরিত পৌল এই বিচারের বিষয়টিকে একটি ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করেছেন যা দ্বিতীয় আগমনের পরে পরেই ঘটবে। "অতএব তোমরা সময়ের পূর্ব্বে, যে পর্য্যন্ত প্রভু না আইসেন, সেই পর্য্যন্ত কোন বিচার করিও না; তিনিই অন্ধকারের গুপ্ত বিষয় সকল দীপ্তিতে আনিবেন, এবং হৃদয়সমূহের মন্ত্রণা সকল প্রকাশ করিবেন; আর তৎকালে প্রত্যেক জন ঈশ্বর হইতে আপন আপন প্রশংসা পাইবে" ১ম করিন্থীয় ৪:৫। দানিয়েল ঘোষনা করে যে যখন সেই প্রাচীন দিন এসেছিল "...আর পরাৎপরের পবিত্রগণের হস্তে বিচার-ভার দত্ত হইল, এবং পবিত্রগণের রাজত্ব-ভোগের সময় উপস্থিত হইল..." দানিয়েল ৭:২২।

এই সময়ে ধার্মিকেরা ঈশ্বরের কাছে রাজা এবং যাজক হিসাবে রাজত্ব করবে...ইহাই সেই সময়, যেভাবে পৌল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "পবিত্রগণ জগতের বিচার করবেন" ১ম করিন্থীয় ৬:২। খ্রীষ্টের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা দুষ্টদের বিচার করে, তারা দুষ্টদের কাজগুলির সঙ্গে বাইবেলের শিক্ষার তুলনা করে, তাদের দৈহিক কাজকর্ম অনুযায়ী প্রত্যেকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারপরে দুষ্টদের কর্ম

অনুযায়ী তাদের ক্লেশের পরিমাপ করা হবে, এবং ইহা তাদের বিরুদ্ধে মৃত্যুর পুস্তকে লিখে রাখা হবে।

**(১৬) কারা এই বিচারের মধ্যে অন্তর্গত থাকবে?**

***অথবা তোমরা কি জান না যে, পবিত্রগণ জগতের বিচার করিবেন? আর জগতের বিচার যদি তোমাদের দ্বারা হয়, তবে তোমরা কি যৎসামান্য বিষয়ের বিচার করিবার অযোগ্য? তোমরা কি জান না যে, আমরা দূতগণের বিচার করিব? ইহজীবন সংক্রান্ত বিষয় ত সামান্য কথা। (১ম করিন্থীয় ৬:২-৩)***

শয়তান এবং তাঁর মন্দ আত্মাগুলিরও বিচার করবেন খ্রীষ্ট এবং তাঁর লোকেরা। পৌল বলেনঃ "তোমরা কি জান না যে, আমরা দূতগণের বিচার করিব?" ৩ পদ। এবং যিহুদা ঘোষনা করে যে "আর যে স্বর্গদূতেরা আপনাদের আধিপত্য রক্ষা না করিয়া নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি মহাদিনের বিচারার্থে ঘোর অন্ধকারের অধীনে অনন্তকালীয় শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়াছেন।" (যিহূদা ৬)।

**(১৭) ১০০০ বছরের শেষে কি ঘটনা ঘটবে?**

***যে পর্য্যন্ত সেই সহস্র বৎসর সমাপ্ত না হইল, সে পর্য্যন্ত অবশিষ্ট মৃতেরা জীবিত হইল না। ইহা প্রথম পুনরুত্থান। (প্রকাশিত বাক্য ২০:৫)***

১০০০ বছর শেষ হয়ে যাওয়ার পরে দ্বিতীয় পুনরুত্থান ঘটবে। তখন দুষ্টদেরকেও কবর থেকে তোলা হবে এবং ঈশ্বরের সম্মুখে পেশ করা হবে যেন তাদের বিরুদ্ধে "লিখিত বিচার" কার্যকর করা হয়। এইভাবেই প্রকাশক, ধার্মিকদের পুনরুত্থানের ব্যাখ্যা দেবার পরে, বলেনঃ "যে পর্য্যন্ত সেই সহস্র বৎসর সমাপ্ত না হইল, সে পর্য্যন্ত অবশিষ্ট মৃতেরা জীবিত হইল না" প্রকাশিত বাক্য ২০:৫। এবং এই দুষ্টগনের বিষয়ে যিশাইয় ঘোষণা করেনঃ "তাহাতে তাহারা কূপে

একত্রীকৃত বন্দিগণের ন্যায় একত্রীকৃত হইবে, ও কারাগারে বদ্ধ হইবে, পরে অনেক দিত গত হইলে তাহাদের তত্ত্ব লওয়া যাইবে।” যিশাইয় ২৪:২২।

*ঈশ্বরের বাক্য আমার সামনে সেই মুহুর্ত্তের ঘটনাগুলি প্রকাশ করে যে এই মহাবিতর্ক বা মহাদ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটবে। আমি উপলব্ধি করেছি যে এই দ্বন্দ্বের সমাপ্তির পূর্বে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা কার প্রতি অনুগত থাকবে।*

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত*

*আমি উপলব্ধি করেছি যে আমাকে ধ্বংস করার জন্য শয়তানের কাছে থাকা সমস্ত পন্থা সে ব্যবহার করবে এবং যখন সমস্তকিছু ব্যর্থ হয়ে যাবে, আমার উপরে নির্যাতন আসতে পারে।*

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত*

*আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই কারণ তিনি তাঁর প্রেম ও অনুগ্রহের কারণে লোকদেরকে আহ্বান করছেন যেন তারা ব্যবিলনের মিথ্যা শিক্ষা থেকে বেরিয়ে আসে এবং সেই সত্যকে অনুসরণ করে যা তাদেরকে প্রতারণা থেকে সুরক্ষা দেবে। আমি পবিত্র আত্মার পরিচালনার জন্য প্রার্থনা করি যেন আমরা ক্রুটির মধ্যে থেকে প্রকৃত সত্যকে বেছে নিতে আপ্রি যেন আমি প্রবঞ্চিত লোকদের মধ্যে না থাকি।*

*বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত*

*আমি উপলব্ধি করেছি যে সমস্ত মানবজাতির ঈশ্বরের বিচারের প্রতি আনুগত্য সমস্ত পৃথিবীতে ধ্বংস নিয়ে আসবে। আমি যেকোন মুল্যে তাঁর প্রতি অনুগত*

থাকতে চাই যেন আমার উদ্ধারের জন্য তাঁর প্রতিজ্ঞা কার্যকর হয়।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

# পাঠ ১৩

## বিতর্কের সমাপ্তি

এই হাজার বছরের পরে, খ্রীষ্ট পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরে আসেন। তাঁর সঙ্গে আছে পরিত্রানপ্রাপ্ত লোকদের বাহিনী এবং এক বৃহৎ স্বর্গদূতদের দল। যখন তিনি প্রচন্ড মহিমায় অবতরণ করেন, তিনি দুষ্টদেরকে মৃত্যু থেকে জীবন দেন যেন তারা তাদের শাস্তি পায়। তারা এগিয়ে আসে, একটি শক্তিশালী বাহিনী, যারা সমুদ্রের বালির মত অগণিত। প্রথম পুনরুত্থানে যারে উঠেছিল তাদের সঙ্গে ইহা তুলনামূলক ভাবে বিপরীর! ধার্ম্মিকেরা অনন্ত যৌবন ও সৌন্দর্য্য পরিহিত ছিল। কিন্তু দুষ্টেরা ব্যাধি ও মৃত্যুর চিহ্ন বহন করে।

**(১) সত্যের শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে অনিচ্ছুক ওষ্ঠগুলি থেকে কি ধরনের বাক্য বেরিয়ে আসবে?**

***দেখ, তোমাদের সেই গৃহ তোমাদের নিমিত্ত উৎসন্ন পড়িয়া রহিল। আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে সময় পর্য্যন্ত তোমরা না বলিবে, "ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন," সেই সময় পর্য্যন্ত তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইবে না। (লূক ১৩:৩৫)***

সেই বিশাল জনসমুদ্রের প্রত্যেকটি চোখ ঈশ্বরের পুত্রের গৌরব দেখার জন্য দৃষ্টিপাত করে আছে। দুষ্টবাহিনীর এক রব বিস্ময়ে বলেঃ "ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসিতেছে"! তাদের এই বাক্য উচ্চারনের কারণ যীশুর প্রতি তাদের প্রেম নয়। সত্যের শক্তি সেই অনিচ্ছুক জিহ্বাকে বাধ্য করে এই বাক্য উচ্চারণ করতে। যেভাবে দুষ্টেরা কবরে গমন করেছিল, তারা খ্রীষ্টের প্রতি সেই একই শত্রুতা এবং বিদ্রোহের আত্মা নিয়ে বেরিয়ে আসে। তাদের অতীত জীবনের পাপের নিরাময় লাভ করার জন্য আর নতুন কোন সুযোগ তারা পাবে না। এই বাক্য উচ্চারণ করে তাদের কোন লাভ হবে না। সমস্ত জীবন ধরে ঈশ্বরের বাক্য লঙ্ঘন করার ফলে তাদের হৃদয় আর কোমল হতে পারে না। যদি তাদেরকে কোন দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হত, তাহলে প্রথমবারের মত এবারেও তারা কৌশলে ঈশ্বরের প্রয়োজনের বিরুধে বিদ্রোহ ঘোষনা করত।

**(২) যেভাবে "বরের জন্য কন্যা প্রস্তুত হয়" সেভাবে স্বর্গ থেকে কিসের অবতরণ হবে?**

***আর আমি দেখিলাম, "পবিত্র নগরী, নূতন যিরূশালেম," স্বর্গ হইতে, ঈশ্বরের নিকট হইতে, নামিয়া আসিতেছে; সে আপন বরের নিমিত্ত বিভূষিতা কন্যার ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল। (প্রকাশিত বাক্য ২১:২)***

খ্রীষ্ট জৈতুন পর্বতের উপরে অবতরণ করবেন, যেভাবে, তাঁর পুনরুত্থানের সময়ে, তিনি সেখান থেকে আরোহণ করেছিলেন, এবং যেখানে স্বর্গদূতেরা তাঁর দ্বিতীয় আগমণের প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। ভাববাদী বলেনঃ "আর আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আসিবেন, সঙ্গে পবিত্রগণ সকলেই আসিবেন।" "আর সেই দিন তাঁহার চরণ সেই জৈতুন পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইবে, যাহা যিরূশালেমের সম্মুখে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত; তাহাতে জৈতুন পর্ব্বতের মধ্যদেশ পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে বিদীর্ণ হইয়া অতি বৃহৎ উপত্যকা হইয়া যাইবে..."। "আর সদাপ্রভু সমস্ত দেশের উপরে রাজা হইবেন; সেই দিন সদাপ্রভু অদ্বিতীয় হইবেন, এবং তাঁহার নামও অদ্বিতীয় হইবে" (সখরিয় ১৪:৫, ৪, ৯)। যেভাবে নতুন যিরুশালেম, তার উজ্জ্বলতায়, জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে

স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল, ইহা পবিত্র স্থানের উপরে অবস্থিতি করেছিল এবং সেই স্থানকে ইহাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল, এবং খ্রীষ্ট, তাঁর সমস্ত লোক এবং স্বর্গদূতেরা, সেই পবিত্র নগরে প্রবেশ করেছিল।

**(৩) ১০০০ বছর শেষ হয়ে যাবার পরে এবং যখন দুষ্টেরা পুনরুত্থিত হবে, শয়তান তার কোন কাজকে পুনরায় শুরু করবে?**

***সেই সহস্র বৎসর সমাপ্ত হইলে শয়তানকে তাহার কারা হইতে মুক্ত করা যাইবে। তাহাতে সে "পৃথিবীর চারি কোণে স্থিত জাতিগণকে, গোগ ও মাগোগকে", ভ্রান্ত করিয়া যুদ্ধে একত্র করিবার জন্য বাহির হইবে; তাহাদের সংখ্যা সমুদ্রের বালুকার তুল্য। (প্রকাশিত বাক্য ২০:৭-৮)***

এখন শয়তান তার আধিপত্যের জন্য একটি শেষ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হবে। তার সমস্ত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে ও সমস্ত প্রতারণা থেকে বঞ্চিত থাকাকালীন এই মন্দের রাজকুমার দুঃখিত ও হতাশ হয়ে পড়েছিল; কিন্তু যখন সেই দুষ্ট লোকেরা মৃত্যু থেকে উঠেছে এবং সে তার পক্ষে বিপুল সংখ্যক লোককে দেখতে পেয়েছে, তার আশা পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে, তখন সে সেই মহা-সংঘাত ত্যাগ করতে রাজি হয় না। সে তার অধীনে থাকা সমস্ত সেনাবাহিনীকে একত্রিত করবে এবং তাদের মাধ্যমে নিজের অভিসন্ধিগুলোকে পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করবে। দুষ্টেরা এখনও শয়তানের কাছে বন্দী। খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে তারা সেই বিদ্রোহী নেতার রাজত্বকেই গ্রহণ করেছে। তারা তার পরামর্শ গ্রহণ করতে ও তার আদেশ পালন করতে প্রস্তুত।

এই সময়ে, তার পূর্বের ধূর্ততার মত, এবারেও সে নিজেকে শয়তান হিসাবে স্বীকার করে না। সে নিজেকে একজন রাজপুত্র হিসাবে দাবি করে যে সমস্ত পৃথিবীর ন্যায্য

মালিক এবং যার উত্তরাধিকার অন্যায়ভাবে তার থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সে তার বিভ্রান্ত প্রজাদের কাছে নিজেকে তাদের মুক্তিদাতা হিসাবে পেশ করে, তাদেরকে নিশ্চিত করে যে তার শক্তিতেই তারা কবর থেকে উত্থিত হয়েছে এবং সে খুব শীঘ্রই তাদেরকে সবচেয়ে কঠোর অত্যাচার থেকে উদ্ধার করতে চলেছে। খ্রীষ্টের উপস্থিতি এখন অপসারিত হয়েছে, শয়তান তার দাবিকে প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন অদ্ভুত চিহ্নকার্য্য করতে থাকে। সে দুর্বলকে সবল করে এবং প্রত্যেকে তার আত্মা ও শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত করে। সে তার লোকদেরকে পবিত্রগণের তাম্বুর বিরুদ্ধে এবং ঈশ্বরের নগরীর দখল নিতে পরিচালনা করে। পৈশাচিক উচ্ছ্বাসের সাথে সে অগণিত লক্ষ লক্ষ লোকদের পরিচালনা করে যারা মৃতগনের মধ্যে থেকে উঠেছে এবং সে তাদের নেতা হিসাবে ঘোষনা করে যে সে ঈশ্বরের নগরকে উৎখাত করবে এবং তার রাজ্য ও সিংহাসন পুনরায় দখল করবে।

**(8) ঈশ্বরের বাক্য সেই হারিয়ে যাওয়া লোকদের ভিড়ের সঙ্গে কিসের তুলনা করেন?**

***তাহাতে সে "পৃথিবীর চারি কোণে স্থিত জাতিগণকে, গোগ ও মাগোগকে", ভ্রান্ত করিয়া যুদ্ধে একত্র করিবার জন্য বাহির হইবে; তাহাদের সংখ্যা সমুদ্রের বালুকার তুল্য। (প্রকাশিত বাক্য ২০:৮)***

সেই বিশাল ভিড়ের মধ্যে দীর্ঘজীবি সেই জাতি ছিল যারা মহাপ্লাবনের পূর্বে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল; দীর্ঘ উচ্চতা ও মহান বুদ্ধিপূর্ণ লোকেরা, যারা, পতিত স্বর্গদূতদের বশ্যতাস্বীকার করেছিল, এবং নিজেদের উচ্চীকৃত করার জন্য সমস্ত দক্ষতা ও জ্ঞান সমর্পণ করেছিল; লোকেরা যাদের অসাধারণ শিল্পকর্মের ফলে জগতের লোকেরা তাদের প্রতিভার উপাসনা করতে শুরু করেছিল, কিন্তু যাদের নিষ্ঠুরতা ও মন্দ আবিষ্কার, পৃথিবীকে দূষিত করেছে

এবং ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে বিকৃত করেছে, এই সমস্তের কারণে ঈশ্বর তাদেরকে এই জগতের সৃষ্টি থেকে মুছে ফেলেছেন। এমন অনেক রাজা এবং সেনাধ্যক্ষ আছেন যারা বিভিন্ন জাতি জয় করেছেন, এমন অনেক বীরপুরুষ আছেন যারা কখনও যুদ্ধে পরাজিত হননি, কিছু গর্ব্বিত উচ্চাভিলাষী যোদ্ধারা ছিল যাদের পদক্ষেপে রাজ্য কেঁপে উঠত। মৃত্যুর কারণে এগুলির কোনকিছুই পরিবর্তন হয়নি। যখন তারা কবর থেকে বেরিয়ে আসে, তারা তাদের চিন্তা সেখান থেকেই শুরু করে যেখানে এই সমস্ত বন্ধ হয়েছিল। তারা জয় করার সেই একই আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত হয় যে তাদের পতনের সময়েও অনুসরণ করত।

শয়তান প্রথেম তার দূতদের সঙ্গে আলোচনা করে, এবং তারপরে এই রাজা এবং যোদ্ধা ও সেই শক্তিশালী লোকদের সঙ্গে আলোচনা করে। তার দেখে যে তাদের পক্ষে কত শক্তি ও সংখ্যার সেনাদল রয়েছে, এবং ঘোষনা করে যে ঈশ্বরের শহরের সেনাদল তাদের সেনাদলের তুলনায় কম এবং তারা তাদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। তারা নতুন যিরূশালেমের সম্পদ ও গৌরবকে অধিকার করার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করে। প্রত্যেকে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। দক্ষ কারিগররা যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে। সামরিক নেতারা, তাদের সাফল্যের জন্য খ্যাতিমান, সেই ভিড়কে পরিচালনা করে এবং যুদ্ধের মত সেই লোকদেরকে বিভিন্ন বাহিনী ও শ্রেণীতে বিভাজিত করে।

**(৫) শয়তানের আদেশের নিয়ন্ত্রণে এই বিশাল সেনাবাহিনী কি করার প্রচেষ্টা করে?**

*তাহারা পৃথিবীর বিস্তার দিয়া আসিয়া পবিত্রগণের শিবির এবং প্রিয় নগরটী ঘেরিল; তখন "স্বর্গ হইতে অগ্নি পড়িয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল।" (প্রকাশিত বাক্য ২০:৯)*

অবশেষে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়, এবং অগণিত বাহিনী এগোতে শুরু করে – এমন একটি বাহিনী যাকে জগতের যোদ্ধারা কখনও পরিচালিত করেনি, পৃথিবীতে যুদ্ধ শুরু হওয়া থেকে এমন সম্মিলিত শক্তির যুদ্ধ এর আগে কেউ দেখিনি। শয়তান, সর্বশক্তিমান যোদ্ধা, সেই বাহিনীকে পরিচালনা করে, এবং তার দূতেরা এই চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয়। রাজা এবং যোদ্ধারা তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, এবং বিশাল বাহিনী বিভিন্ন শ্রেনীতে বিভক্ত হয়ে নিজেদের নির্ধারিত নেতার অধীনে এগিয়ে চলেছে। সামরিক শক্তি নিয়ে বিভিন্ন পদমর্যাদার লোকেরা ভগ্ন পৃথিবীর মধ্যে দিয়ে এবং অমসৃণ ভূপৃষ্ঠ দিয়ে ঈশ্বরের নগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যীশুর আদেশে, নতুন যিরূশালেমে দ্বার রুদ্ধ করা হয়েছে, এবং শয়তানের বাহিনী যিরূশালমে ঘিরে রাখে এবং আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়।

এখন খ্রীষ্ট পুনরায় তাঁর শত্রুদের সম্মুখে আবির্ভূত হন। শহরের অনেক উপরে, একটি জ্বলন্ত স্বর্ণের ভিত্তির উপরে, একটি সিংহাসন, যা উঁচুতে এবং উচ্চীকৃত হচ্ছে। সেই সিংহাসনের উপরে ঈশ্বরের পুত্র বিরাজ করেন, এবং তাঁর চারিদিকে তাঁর রাজ্যের প্রজারা। খ্রীষ্টের শক্তি এবং মহিমা কোন ভাষায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, কোন কলম সেই দৃশ্য বর্ণনা করতে পারে না। অনন্ত পিতার গৌরব তাঁর পুত্রকে সম্পূর্ণ রূপে আচ্ছাদিত করেছে। তাঁর উপস্থিতির উজ্জ্বলতা ঈশ্বরের নগরীকে পরিপূর্ণ করেছে, এবং সেই উজ্জ্বলতা নগরদ্বার থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তার আলোকসজ্জা সমগ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করেছে।

**(৬) ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কারা সেই বিশাল সেনাবাহিনীর সংখ্যা গণনা করবে?**

***আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে আমার প্রভু, তাহা আপনিই জানেন। তিনি আমাকে কহিলেন, ইহারা সেই লোক, যাহারা সেই মহাক্লেশের মধ্য হইতে আসিয়াছে,***

*এবং মেষশাবকের রক্তে আপন আপন বস্ত্র ধৌত করিয়াছে, ও শুক্লবর্ণ করিয়াছে। (প্রকাশিত বাক্য ৭:১৪)*

সিংহাসনের কাছে সেই লোকেরা আছে একদা শয়তানের কারণে ঈর্ষান্বিত ছিল, কিন্তু যাদেরকে জ্বলন্ত দাগ থেকে তোলা হয়েছে, যারা গভীরভাবে ও আন্তরিক আরাধনায় তাদের মুক্তিদাতাকে অনুসরণ করেছিল। পরবর্তী তারা থাকবে যারা মিথ্যা এবং অধার্ম্মিকতার মধ্যেও সঠিক খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে জীবন যাপন করেছে, যারা ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে সর্বদা সমাদর করেছে যখন সমগ্র খ্রীষ্টিয় জগত এই ব্যবস্থাকে বাতিল বলে বিবেচনা করেছে, এবং সমস্ত যুগ ধরে, সেই সমস্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ থাকবে, যারা খ্রীষ্টের প্রতি তাদের বিশ্বাসের জন্য শহীদ হয়েছেন। এবং ইহার পরে থাকবে "সমস্ত জাতির, সমস্ত ধরনের, সমস্ত শ্রেনীর, সমস্ত ভাষার লোকেদের "প্রকান্ড ভিড়," যাদেরকে কোন মানুষ গণনা করতে পারে না, এবং মেষশাবকের সম্মুখে, তারা শুক্লবস্ত্র পরিহিত এবং তাদের হস্তে খর্জ্জুর পত্র" প্রকাশিত বাক্য ৭:৯। তাদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে, তারা বিজয় লাভ করেছে। তারা নিজেদের যুদ্ধে দৌড়েছে এবং তাদের পুরষ্কার লাভ করেছে। তাদের হাতে যে খর্জ্জুর পত্র আছে তা তাদের বিজয়চিহ্ন, শুক্লবস্ত্র হল খ্রীষ্টের নিষ্কলঙ্ক ধার্মিকতার একটি চিহ্ন, যে চিহ্ন এখন তাদের।

**(৭) উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকদের ওষ্ঠ থেকে কোন আরাধনার বাক্য শুনতে পাওয়া যাবে?**

*এবং তাহারা উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া কহিতেছে, 'পরিত্রাণ আমাদের ঈশ্বরের, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এবং মেষশাবকের দান।' (প্রকাশিত বাক্য ৭:১০)*

উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকেরা একটি সঙ্গীত উত্থাপন করেন এবং ইহা স্বর্গের উপর থেকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে... এবং স্বর্গদূত ও সেরাফরা তাঁর উপাসনায় নিজেদের রবকে ঐক্যবদ্ধ করে।

যেহেতু উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকেরা শয়তানের শক্তি এবং কুৎসা দেখেছিল, তারা দেখেছে, যেমন আগে কখনও দেখা যায়নি, যে তার শক্তির উপরে কেবলমাত্র খ্রীষ্টই বিজয় লাভ করতে পারেন। এই উজ্জ্বল ভিড়ের মধ্যে এমন কেউ নেই যারা নিজেরা নিজেদের জন্য পরিত্রাণ নিয়ে আসতে পারে, মনে হয় যে তারা নিজেদের শক্তি ও উত্তমতার দ্বারা বিজয় লাভ করেছিল। তারা কি করেছে বা কি ক্লেশ ভোগ করেছে সে বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি; কিন্তু প্রত্যেকটি সঙ্গীতের ভার, প্রত্যেকটি গানের মূলসুর প্রকাশ করেঃ পরিত্রাণ আমাদের ঈশ্বরের যিনি সিংহাসনে বসিয়াছেন, এবং মেষশাবকের দান।

**(৮) কোন মহান ঘটনার জন্য অধার্ম্মিক মৃতেরাও পুনরুত্থিত হবে?**

***আর আমি দেখিলাম, ক্ষুদ্র ও মহান্ সমস্ত মৃত লোক সেই সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; পরে "কয়েকখান পুস্তক খোলা গেল", এবং আর একখানি পুস্তক, অর্থাৎ জীবন-পুস্তক খোলা গেল, এবং মৃতেরা পুস্তকসমূহে লিখিত প্রমাণে "আপন আপন কার্য্যানুসারে" বিচারিত হইল। আর সমুদ্র আপনার মধ্যবর্ত্তী মৃতগণকে সমর্পণ করিল, এবং মৃত্যু ও পাতাল আপনাদের মধ্যবর্ত্তী মৃতগণকে সমর্পণ করিল, এবং তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন কার্য্যানুসারে বিচারিত হইল। (প্রকাশিত বাক্য ২০:১২-১৩)***

পৃথিবী ও স্বর্গের একত্রিত বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে ঈশ্বরের পুত্রের অন্তিম রাজ্যাভিষেক সংঘটিত হয়। এবং এখন, নিজের মহিমা এবং সামর্থ্য নিয়ে, রাজাদের রাজা তার পরিচালনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের বিচার ঘোষনা করেন এবং যারা তাঁর ব্যবস্থা লঙ্ঘন করেছে এবং তাঁর লোকদের উপরে অত্যাচার করেছে তাদের উপরে ন্যায়বিচার কার্যকরী করেন। ঈশ্বরের ভাববাদী বলেনঃ "পরে আমি "এক বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সিংহাসন ও যিনি তাহার উপরে বসিয়া আছেন,"

তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম; তাঁহার সম্মুখ হইতে পৃথিবী ও আকাশ পলায়ন করিল; "তাহাদের নিমিত্ত আর স্থান পাওয়া গেল না"। আর আমি দেখিলাম, ক্ষুদ্র ও মহান্ সমস্ত মৃত লোক সেই সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; পরে "কয়েকখান পুস্তক খোলা গেল", এবং আর একখানি পুস্তক, অর্থাৎ জীবন-পুস্তক খোলা গেল, এবং মৃতেরা পুস্তকসমূহে লিখিত প্রমাণে "আপন আপন কার্য্যানুসারে" বিচারিত হইল।"

**(৯) সেই মহান বিচারের দিনে কি প্রকাশিত হবে?**

***কারণ আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে, যেন সৎকার্য্য হউক, কি অসৎকার্য্য হউক, প্রত্যেক জন আপনার কৃত কার্য্য অনুসারে দেহ দ্বারা উপার্জ্জিত ফল পায়। (২য় করিন্থীয় ৫:১০)***

যখনই সেই পুস্তকের লিখিত বিবরণগুলি খোলা হয়, এবং যীশুর চোখ সেই দুষ্টদের উপরে পড়ে, তারা নিজেদের সমস্ত পাপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে যায়। তারা দেখতে পায় যেখান থেকে তাদের পা শুচি ও পবিত্রতার পথ থেকে সরে গেছে, তাদের দাম্ভিকতা ও বিদ্রোহ ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে লঙ্ঘন করে কত দূরে তাদেরকে নিয়ে গেছে। পাপের প্রবৃত্ত দ্বারা তাদের প্ররোচিত প্রলোভনগুলি, আশীর্ব্বাদকে বিকৃত করে, ঈশ্বরের দূতগণকে তুচ্ছ করে, তাদের সতর্কবার্তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের হঠকারী ও অনুশোচনাহীন হৃদয় থেকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের ঢেউ ফিরে আসে – এগুলির সমস্তকিছুই মনে হয় আগুনের পত্র দ্বারা লিখিত হয়েছে।

**(১০) বাইবেলের এই অংশে কোন সত্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা বিচারদিনে হারিয়ে যাওয়া লোকদের হৃদয়ে ভয়ের আঘাত করবে?**

***তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন; লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হইলেন,***

***আর আমরা তাঁহাকে মান্য করি নাই। কিন্তু তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল। (যিশাইয় ৫৩:৩, ৫)***

সিংহাসনের উপরে ক্রুশটি প্রকাশিত হচ্ছে; এবং একটি প্যানোরোমিক দৃশ্যের মত আদমের প্রলোভন ও পতন থেকে শুরু করে, উদ্ধারের মহান পরিকল্পনা পর্যন্ত প্রত্যেকটি ধাপ প্রদর্শিত করা হচ্ছে। উদ্ধারকর্ত্তার নম্র জন্ম; তাঁর প্রাথমিক জীবনের সরলতা ও আনুগত্য; জর্দ্দন নদীতে তাঁর বাপ্তিষ্ম; প্রান্তরে তাঁর উপবাস ও পরীক্ষা, তাঁর জাগতিক পরিচর্য্যা কাজ, মানুষের কাছে স্বর্গের মূল্যবান আশীর্বাদের বিষয়গুলি উন্মুক্ত করা, প্রেম ও অনুগ্রহে পরিপূর্ণ তাঁর অলৌকিক কাজের দিনগুলি, প্রার্থনার রাত্রিগুলি ও পর্বতের নির্জনতায় মধ্যে জেগে থাকা; হিংসা, ঘৃণা ও কুৎসার চক্রান্ত যা তাঁর উপকারগুলিকে পরিশোধ করেছে; সমস্ত বিশ্বের পাপের নিষ্পেষণ ভারের নীচে গেৎশিমানী বাগানের ভয়ানক ও রহস্যময় যন্ত্রণা; হত্যাকারী জনতার হাতে বিশ্বাসঘাতকতা; সেই ভয়ার্ত্ত রাতের ভীতিপূর্ণ ঘটনাগুলি – সেই অপ্রতিরোধী বন্দী, তাঁর প্রিয় শিষ্যদের দ্বারা পরিত্যক্ত, যাকে নিষ্ঠুরভাবে যিরূশালেমের পথে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; ঈশ্বরের পুত্র উল্লাসিত হয়ে আনাসের সম্মুখে প্রদর্শিত হয়েছিল, মহাযাজকের প্রাসাদে, পীলাতের বিচারকক্ষে, নিষ্ঠুর ও কাপুরুষ হেরোদের সম্মুখে, নিন্দিত, অপমানিত, নির্যাতিত এবং মৃত্যুর জন্য দোষীকৃত – সমস্তকিছুই সম্পূর্ণভাবে চিত্রিত হয়েছে।

এখন সেই প্রভাবিত ভিড়ের সম্মুখে চূড়ান্ত দৃশ্যগুলি প্রকাশিত হতে চলেছে – সেই ধৈর্য্যপূর্ণ ক্লেশভোগকারী কালভেরীর পথে এগিয়ে চলেছে; স্বর্গের রাজপুত্র ক্রুশকাঠে ঝুলছেন; অহংকারী যাজকেরা এবং বিদ্রূপকারী জনতা তাঁর উপচে পড়া যন্ত্রণাকে উপহাস করছে; সেই অদ্ভুত অন্ধকার;

উত্তেজনাপূর্ণ পৃথিবী, সেই পাথরগুলি, সেই উন্মুক্ত কবরগুলি, সেই সময়কে চিহ্নিত করে রাখছে যখন উদ্ধারকর্ত্তা তাঁর জীবনকে সমর্পণ করবেন।

ভয়াবহ সেই স্থানটি যেভাবে দেখার মত ছিল সেভাবেই প্রদর্শিত হল। শয়তান, তাঁর দূতেরা, এবং তাঁর প্রজাদের নিজেদের কাজকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। প্রত্যেকজন নিজের নিজের অংশগুলি স্মরণ করে। হেরোদ, যে বেথলেহেমের নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করেছিল যেন শে ইস্রায়েলের রাজাকে হত্যা করতে পারে; সেই নীচ হেরোদিয়া, যার দোষী আত্মার উপরে যোহন বাপ্তাইজকের রক্তের দায় রয়েছে; সেই দুর্বল, কালজয়ী পীলাত; সেই উপহাসকারী সৈন্যরা, সেই যাজক, রাজা এবং উন্মাদ জনতা যারা চিৎকার করে বলেছিল, "তাঁর রক্তের দায় যেন আমাদের উপরে, এবং আমাদের সন্তানদে উপরে বর্ত্তায়!" – প্র্যতেকে নিজেদের অপরাধের তীব্রতা দেখতে পায়। তারা বৃথাই ঈশ্বরের মুখের স্বর্গীয় মহিমা থেকে নিজেদের আড়াল করার চেষ্টা করে, সেই মহিমা সূর্য্যের আলোকেও আচ্ছাদন করে, যখন উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকেরা তাদের মুকুটগুলি উদ্ধারকর্ত্তার চরণে নিক্ষেপ করে বলেঃ "তিনি আমার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন!"

### (১১) দুষ্টদের শেষ পরিণতি কি হবে?

***আর জীবন-পুস্তকে যে কাহারও নাম লিখিত পাওয়া গেল না, সে অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল। (প্রকাশিত বাক্য ২০:১৫)***

***ফলতঃ আপন মাংসের উদ্দেশে যে বুনে, সে মাংস হইতে ক্ষয়রূপ শস্য পাইবে; কিন্তু আত্মার উদ্দেশে যে বুনে, সে আত্মা হইতে অনন্ত জীবনরূপ শস্য পাইবে। (গালাতীয় ৬:৮)***

সমস্ত অধার্মিক জগত স্বর্গের পরিচালনার বিরুদ্ধে উচ্চ বিশ্বাসঘাতকার অভিযোগে ঈশ্বরের বিচারের বিরোধীতা করে। তাদের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করার কোন জায়গা নেই;

তাদের কাছে কোন অজুহাত নেই; এবং তাদের বিরুদ্ধে অনন্ত মৃত্যুর শাস্তি ঘোষনা করা হয়েছে।

এখন ইহা প্রত্যেকের জন্য স্পষ্ট যে পাপের বেতন দয়ায় প্রাপ্ত স্বাধীনতা এবং অনন্ত জীবন নয়, কিন্তু দাসত্ব, ধ্বংস এবং মৃত্যু। দুষ্টেরা দেখতে পায় যে তাদের বিদ্রোহের কারণে তারা কি কি হারিয়েছে।

এই চূড়ান্ত এবং অনন্ত গৌরব যখন তাদের প্রদান করা হয়েছিল তখন ইহাকে লোকেরা তুচ্ছজ্ঞান করেছিল; কিন্তু ইহা এখন কতটা আকাঙ্ক্ষিত। হারিয়ে যাওয়া ক্রন্দন করে বলে, "এই সমস্তই," "আমিও সেই গৌরব পেতে পারতাম; কিন্তু আমি নিজে ইহাকে আমার থেকে দূরে সরিয়েছে। একটি আজব মোহ! আমি মন্দতা, কুখ্যাতি ও হতাশার জন্য শান্তি, সুখ এবং সম্মান হারিয়ে ফেলেছি!" প্রত্যেকেই দেখতে পাবে যে তাদের স্বর্গ থেকে বাদ দেওয়া ন্যায়সঙ্গত। তাদের জীবন দিয়ে তারা ঘোষনা করেছেঃ "আমরা এই মানুষটিকে [যীশু] নিজেদের উপরে রাজত্ব করতে দিতে চাই না"।

**(১২) উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকেরা কোন প্রশংসার সঙ্গীত ঘোষনা করবে?**

***আর তাহারা ঈশ্বরের দাস মোশির গীত ও মেষশাবকের গীত গায়, বলে, "মহৎ ও আশ্চর্য্য তোমার ক্রিয়া সকল, হে প্রভু ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্; ন্যায্য ও সত্য তোমার মার্গ সকল, হে জাতিগণের রাজন্! (প্রকাশিত বাক্য ১৫:৩)***

অভিভূত হয়ে, দুষ্টলোকেরা ঈশ্বরের পুত্রের অভিষেকের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা তার হস্তে স্বর্গীয় ব্যবস্থার ফলকগুলি দেখতে পায়, যে ব্যবস্থাকে তারা তুচ্ছ করেছে এবং লঙ্ঘন করেছে। তারা উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকেদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উপাসনাকে প্রত্যক্ষ করে; এবং একটি সুরের

ঢেউ নগর ব্যতীত সেই ভিড়ের উপর থেকে প্রবাহিত হয়, এবং প্রত্যেকে এক সুরে উচ্চারণ করে, "মহৎ ও আশ্চর্য্য তোমার ক্রিয়া সকল, হে প্রভু ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্; ন্যায্য ও সত্য তোমার মার্গ সকল, হে জাতিগণের রাজন্!," এবং তারা তাঁকে প্রণাম করে, জীবনের রাজপুত্রের আরাধনা করে।

**(১৩) শয়তানের কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরিশেষে সমগ্র মহাবিশ্বের সামনে প্রকাশিত হবে?**

***তোমার সৃষ্টি দিন অবধি তুমি আপন আচারে সিদ্ধ ছিলে; শেষে তোমার মধ্যে অন্যায় পাওয়া গেল। তোমার বাণিজ্যবাহুল্যে তোমার অভ্যন্তর দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ হইল, তুমি পাপ করিলে, তাই আমি তোমাকে ঈশ্বরের পর্ব্বত হইতে ভ্রষ্ট করিলাম, এবং হে আচ্ছাদক করূব, তোমাকে অগ্নিময় প্রস্তর সকলের মধ্য হইতে লুপ্ত করিলাম। তোমার চিত্ত তোমার সৌন্দর্য্যে গর্ব্বিত হইয়াছিল; তুমি নিজ দীপ্তি হেতু আপন জ্ঞান নষ্ট করিয়াছ; আমি তোমাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলাম, রাজগণের সম্মুখে রাখিলাম, যেন তাহারা তোমাকে দেখিতে পায়। (যিহিষ্কেল ২৮:১৫-১৭)***

এই মহাবিদ্রোহীর সর্বকালের লক্ষ্য ছিল নিজেকে ন্যায্য হিসাবে প্রমাণ করা এবং তার বিদ্রোহের কারণ হিসাবে ঈশ্বরের পরিচালনাকে দোষারোপ করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সে তার সমস্ত বুদ্ধি ও ক্ষমতা ব্যবহার করেছে। সে দুর্দান্তভাবে এবং প্রতিনিয়ত কাজ করেছে, এবং অনেক সাফল্যও লাভ করেছে, এবং অনেক মানুষ ও দূতেরা তার এই মহাবিতর্কের কারণকে স্বীকার করেছে যা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। হাজার হাজার বছর ধরে এই ষড়যন্ত্রের প্রধান সত্যের পরিবর্তে মিথ্যাকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এখন সময় উপস্থিত হয়েছে যখন শয়তানের বিদ্রোহ একেবারে পরাজিত হবে এবং শয়তানের ইতিহাস এবং চরিত্র চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে। খ্রীষ্টকে সিংহাসনচ্যুত করার, তাঁর লোকদের ধ্বংস করার, ঈশ্বর নগরী দখল করার

তার এই শেষ বিশাল প্রচেষ্টায়, এই প্রবঞ্চকের মুখোশ পুরোপুরি খুলে যাবে। যারা তার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তারা তাদের ব্যর্থতার কারণ দেখতে পাবে। খ্রীষ্টের অনুসরণকারী ও তাঁর অনুগত স্বর্গদূতেরা ঈশ্বরের পরিচালনার বিরুদ্ধে তার ষড়যন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিধি দেখতে পাবে। সে সমগ্র বিশ্বজগতের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠবে।

**(১৪) সেই সময়ে প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর প্রতিক্রিয়া কি হবে?**

***যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল-নিবাসীদের "সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে" যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন। (ফিলিপীয় ২:১০-১১)***

শয়তান দেখতে পায় যে তার এই স্বেচ্ছায় বিদ্রোহ তাকে স্বর্গের জন্য অযোগ্য করে তুলেছে। সে তার শক্তিকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রশিক্ষিত করেছে; স্বর্গের শুচিতা, শান্তি, এবং সঙ্গতি তার জন্য চরম নির্যাতন হয়ে উঠবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও ন্যায়ের প্রতি তার দোষারোপ সম্পূর্ণভাবে নীরব হয়ে যাবে। যিহোবার উপরে সে যে নিন্দা প্রদান করেছিল, এখন সেই সমস্তই তার উপরে বর্ত্তাবে। এবং এখন শয়তান মাথা নত করবে এবং নিজের শাস্তির বিচার স্বীকার করবে।

**(১৫) ঈশ্বরের শাসন ও চরিত্র সম্পর্কে কোন সত্যগুলি সমগ্র বিশ্বজগতের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে?**

***মেঘ ও অন্ধকার তাঁহার চারিদিকে বিদ্যমান, ধর্ম্মশীলতা ও বিচার তাঁহার সিংহাসনের ভিত্তিমূল। (গীতসংহিতা ৯৭:২)***

দীর্ঘদিনের এই বিতর্কের সমস্ত সত্যতা ও ত্রুটির প্রশ্ন এখন স্পষ্ট করে প্রকাশ করা হবে। ঈশ্বরের বিরোধীতা করার ফল, স্বর্গীয় বিধিগুলিকে অবজ্ঞা করে সরিয়ে দেওয়ার ফল, সমস্ত

কিছুই সৃষ্ট মানুষের বোধগম্য করে প্রকাশ করা হবে। ঈশ্বরের ব্যবস্থার পরিচালনা এবং শয়তানের রাজত্বের মধ্যে যে পার্থক্য তা সমস্ত বিশ্বজগতের সম্মুখে উপস্থাপন করা হবে। শয়তানের নিজের কাজ তাকে দোষারোপ করবে। ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, তার ন্যায়বিচার, এবং তাঁর উত্তমতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হবে। ইহা স্পষ্ট দেখা যাবে যে এই মহাবিতর্কে বা মহাদ্বন্দ্বে তাঁর সমস্ত কাজ, তাঁর লোকদের অনন্ত কল্যাণ ও সমস্ত জগতের মঙ্গলকে স্মরণে রেখে সংগঠিত হয়েছে। “হে সদাপ্রভু, তোমার সমস্ত পদার্থ তোমার প্রশংসা করে, এবং তোমার সাধুগণ তোমার ধন্যবাদ করে।” গীতসংহিতা ১৪৫:১০।
পাপের সমগ্র ইতিহাস সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকবে যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা সর্বদা তাঁর সৃষ্ট সমস্ত প্রানীর সুখকে আবদ্ধ করে রেখেছে। এই মহাবিতর্কের সমস্ত সত্যগুলিকে বিবেচনা করে, সমস্ত বিশ্বজগৎ, অনুগত ও অবাধ্য উভয় প্রকৃতির লোকেরাই, এক সুরে ঘোষনা করেঃ “হে প্রভু ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্; ন্যায্য ও সত্য তোমার মার্গ সকল, হে জাতিগণের রাজন্!”।

**(১৬) যখন শয়তানের প্রকৃত চরিত্র ও অভিসন্ধি সকলের সামনে প্রকাশিত হবে, তখন সেই সমস্ত লোকদের কি প্রতিক্রিয়া হবে যারা শয়তানের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়েছে?**

***জাতিগণের মধ্যে যত লোক তোমাকে জানে, তাহারা সকলে তোমার বিষয়ে বিস্ময়াপন্ন হইল; তুমি ত্রাসস্বরূপ হইলে, এবং তুমি কোন কালে আর হইবে না। (যিহিষ্কেল ২৮:১৯)***

যদিও শয়তান ঈশ্বরের ন্যায়বিচারকে স্বীকার করতে ও তাঁর আধিপত্যের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল, তথাপি তাঁর চরিত্রের পরিবর্তন হয়নি। শক্তিশালী জলধারার মত তার

বিদ্রোহের চেতনা পুনরায় প্রকাশিত হল। উন্মাদনায় পরিপূর্ণ হয়ে, সে স্থির করল যে সে এই মহাদ্বন্দ্ব ত্যাগ করবে না।

স্বর্গের বিরুদ্ধে একটি শেষ মরিয়া যুদ্ধ ঘোষনা করার সময় উপস্থিত হয়েছে। সে তার প্রজাদের মধ্যে ছুটে যায় এবং তাদের নিজের ক্রোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ও সত্বর যুদ্ধে যোগদান করার জন্য উৎসাহিত করার জন্য প্রচেষ্টা করে। কিন্তু সেই অগণিত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিরা যাদেরকে সে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করেছিল, তারা আর কেউ তার আধিপত্যকে স্বীকার করে না। তার সমস্ত শক্তি সমাপ্ত হয়েছে।

দুষ্টদের মধ্যেও ঈশ্বরের প্রতি একই ঘৃণার মনোভাব দেখতে পাওয়া যায় যা শয়তানকে প্ররোচিত করেছিল; কিন্তু তারা দেখতে পায় যে তাদের জয়ের কোন আশা নেই, যে তারা যিহোবার বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না। তাদের ক্রোধ শয়তান ও সেই সমস্ত শয়তানের বিরুদ্ধে প্রজ্বলিত হয় যারা তাদের প্রবঞ্চনা করেছিল।

**(১৭) শয়তানের চূড়ান্ত পরিণতিকে প্রকাশ করে ঈশ্বর কোন ন্যায় বিচার প্রদান করেন?**

***তোমার অপরাধের বাহুল্যে তুমি নিজ বাণিজ্যবিষয়ক অন্যায় দ্বারা আপনার পবিত্র স্থান সকল অপবিত্র করিয়াছ; এই জন্য আমি তোমার মধ্য হইতে অগ্নি বাহির করিলাম, সে তোমাকে গ্রাস করিল; এবং আমি তোমাকে দর্শনকারী সকলের সাক্ষাতে ভস্ম করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলাম। জাতিগণের মধ্যে যত লোক তোমাকে জানে, তাহারা সকলে তোমার বিষয়ে বিস্ময়াপন্ন হইল; তুমি ত্রাসস্বরূপ হইলে, এবং তুমি কোন কালে আর হইবে না। (যিহিষ্কেল ২৮:১৮, ১৯)***

**(১৮) যাদের নাম জীবনপুস্তকে লেখা নেই তাদের জন্য কি শাস্তির বিচার প্রদান করা হবে?**

*আর জীবন-পুস্তকে যে কাহারও নাম লিখিত পাওয়া গেল না, সে অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল। (প্রকাশিত বাক্য ২০:১৫)*

“বস্তুতঃ তুমুল যুদ্ধে সজ্জিত ব্যক্তির সমস্ত সজ্জা ও রক্তে লুণ্ঠিত বস্ত্র সকল জ্বলনীয় দ্রব্য হইবে, অগ্নির ভক্ষ্যস্বরূপ হইবে।” “কেননা জাতিমাত্রের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ, তাহাদের সৈন্য সামন্তের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রচণ্ড কোপ প্রজ্বলিত হইল; তিনি তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন, তাহাদিগকে বধে সমর্পণ করিলেন।” “তিনি দুষ্টদের উপরে পাঁশ বর্ষণ করিবেন, অগ্নি, গন্ধক ও উত্তপ্ত বায়ু তাহাদের পানপাত্রের পেয় দ্রব্য।” যিশাইয় ৯:৫; ৩৪:২; গীতসংহিতা ১১:৬। ঈশ্বর থেকে অগ্নি স্বর্গ  থেকে নীচে নেমে আসবে। পৃথিবী ভেঙ্গে যাবে। পৃথিবীর গভীরতায় লুকিয়ে থাকা অস্ত্রগুলি সামনে টেনে আনা হবে। প্রতিটি জ্বলন্ত গহ্বর থেকে গ্রাসকারী অগ্নিশিখা বেরিয়ে আসবে। পাথরগুলি আগুনে জ্বলতে থাকবে। এমন দিন এসেছে যা চুলার মত জ্বলতে থাকবে। পৃথিবী এবং ইহার মধ্যে সমস্ত কিছু প্রচন্ড উত্তাপে গলে যাবে। মালাখি ৪:১; ২য় পিতর ৩:১০। পৃথিবীপৃষ্ঠ দেখে মনে হবে এটি একটি জ্বলন্ত স্তূপ – একটি বিশাল আগুনের হ্রদ। এই সময়ই হল অধার্ম্মিক লোকেদের বিচার ও ধ্বংসের সময় – “কেননা এ সদাপ্রভুর প্রতিশোধের দিন, এ সিয়োনের বিবাদ সম্বন্ধীয় প্রতিফলদানের বৎসর।” যিশাইয় ৩৪:৮।

**(১৯) ঈশ্বরের বিচার এবং তার ন্যায়ের প্রণয়নের মূল ভিত্তি কি?**

*তিনি ত প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার কার্য্যানুযায়ী ফল দিবেন, (রোমীয় ২:৬)*

দুষ্টেরা এই পৃথিবীতেই তাদের প্রতিফল পাবে। হিতোপদেশ ১১:৩১। তারা “সেই দিন আসিতেছে, তাহা

হাপরের ন্যায় জ্বলিবে, এবং দর্পী ও দুষ্টাচারীরা সকলে খড়ের ন্যায় হইবে; আর সেই যে দিন” মালাখি ৪:১। কিছু কিছু সেই মুহুর্ত্তের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায়, আবার অনেকে বহুদিন ধরে ক্লেশভোগ করতে থাকে। প্রত্যেকে “নিজের নিজের কর্ম অনুযায়ী” শাস্তি পাবে। ধার্ম্মিকদের পাপগুলি শয়তানের উপরে স্থানান্তরিত হবে, সে কেবল নিজের বিদ্রোহের জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের লোকদের পাপের জন্যেও সে শাস্তি পাবে। যাদেরকে সে প্রবঞ্চিত করেছে তাদের থেকে অনেক অধিক মাত্রায় শাস্তি সে পাবে। যারা তার প্রবঞ্চনায় পতিত হয়েছিল তাদের প্রত্যেকের ধ্বংস হয়ে যাবার পরেও, শয়তানকে জীবিত থাকতে হবে এবং ক্লেশভোগ করতে হবে।

**(২০) পরিস্রুতকারী অগ্নিশিখা থেকে যাবার পরে শয়তান ও অন্যান্য সমস্ত মন্দ আত্মাদের কোন অংশটি অবশিষ্ট থাকবে?**

***তোমার অপরাধের বাহুল্যে তুমি নিজ বাণিজ্যবিষয়ক অন্যায় দ্বারা আপনার পবিত্র স্থান সকল অপবিত্র করিয়াছ; এই জন্য আমি তোমার মধ্য হইতে অগ্নি বাহির করিলাম, সে তোমাকে গ্রাস করিল; এবং আমি তোমাকে দর্শনকারী সকলের সাক্ষাতে ভস্ম করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলাম। (যিহিস্কেল ২৮:১৮)***

পরিস্রুতকারী অগ্নিশিখায় শেষ পর্যন্ত দুষ্টেরা, তাদের মূল এবং শাখা-প্রশাখা সমস্তকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে – শয়তান হল মূল, তার অনুসরণকারীরা হল শাখা-প্রশাখা। ব্যবস্থার সম্পূর্ণ জরিমানা তাকে দিতে হয়েছে; ন্যায়বিচারের দাবি পূর্ণ হয়েছে; এবং স্বর্গ ও পৃথিবী, দেখছে, সদাপ্রভুর ধার্ম্মিকতার বিষয়ে ঘোষনা করছে।

**(২১) ঈশ্বরের বাক্য কিভাবে শয়তানের অন্তিম পরিণতির বিষয়ে ব্যাখ্যা করে?**

*পাপিগণ পৃথিবী হইতে উচ্ছিন্ন হউক, দুষ্টগণ আর না থাকুক। হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর। তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। (গীতসংহিতা ১০৪:৩৫)*

**(২২) সেই সকল লোকেরা আনন্দের সঙ্গে কোন প্রতিজ্ঞাকে দাবি করবে যারা পাপের ধবংসাত্বক অবস্থার অভিজ্ঞতা করেছে?**

*তোমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে কি চিন্তা করিতেছ? তিনি একেবারে শেষ করিবেন, দ্বিতীয় বার সঙ্কট উপস্থিত হইবে না। (নহূম ১:৯)*

শয়তানের ধ্বংসের কাজ অনন্তকালের জন্য শেষ হয়ে যাবে। ছয় হাজার বছর ধরে সে তার নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করেছে, পৃথিবীকে দুঃখ প্রদান করেছে এবং বিশ্বজুড়ে শোকের কারণ হয়েছে। সমস্ত বিশ্ব একসঙ্গে বেদনায় আর্তনাদ করেছে। এখন ঈশ্বরের সৃষ্ট লোকেরা তার উপস্থিতি ও প্রলোভন থেকে চিরকালের জন্য উদ্ধার লাভ করেছে। “সমস্ত পৃথিবী শান্ত ও সুস্থির হইয়াছে, সকলে উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান করিতেছে” যিশাইয় ১৪:৭। এবং সমগ্র অনুগত মহাবিশ্বের মধ্যে থেকে প্রশংসার ও বিজয়ের রব উঠে এসেছে। “বৃহৎ লোকেরণ্যের রব,” “বহু জলের কল্লোল ও প্রবল মেঘগর্জ্জনের ন্যায়,” এই বাণী শোনা গেলঃ “হাল্লিলূয়া, কেননা আমাদের ঈশ্বর প্রভু, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি রাজত্ব গ্রহণ করিলেন” প্রকাশিত বাক্য ১৯:৬।

**(২৩) কোন বিষয় অতীত হয়ে গেছে এবং নতুন এসে ইহা প্রতিস্থাপিত করেছে?**

*পরে আমি “এক নূতন আকাশ ও এক নূতন পৃথিবী” দেখিলাম; কেননা প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছে; এবং সমুদ্র আর নাই। (প্রকাশিত বাক্য ২১:১)*

সেই আগুন যা দুষ্টদের গ্রাস করে কিন্তু পৃথিবীকে পরিস্রুত করে। অভিশাপের প্রত্যেকটি চিহ্ন মুছে গেছে। কোন অনন্তকালীন জ্বলন্ত নরক পাপের ভয়ঙ্কর পরিণতি নিয়ে আসতে পারবে না।

**(২৪) পাপের কোন স্মারকটি খ্রীষ্ট চিরকাল বহন করবেন?**

***অতএব অন্য শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, আমরা প্রভুকে দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি যদি তাঁহার দুই হাতে প্রেকের চিহ্ন না দেখি, ও সেই প্রেকের স্থানে আমার অঙ্গুলি না দিই, এবং তাঁহার কুক্ষিদেশ মধ্যে আমার হাত না দিই, তবে কোন মতে বিশ্বাস করিব না। (যোহন ২০:২৫)***

একটি চিহ্ন চিরকাল বজায় থাকবেঃ আমাদের মুক্তিদাতা চিরকাল তাঁর ক্রুশারোপনের চিহ্নগুলি বহন করবেন। তাঁর আক্রান্ত মস্তকে, তাঁর কুক্ষিদেশে, তাঁর হাতে ও পায়ে, নিষ্ঠুর পাপের চিহ্নগুলি এখনও রয়েছে। খ্রীষ্টকে তাঁর গৌরবে দেখে, ভাববাদী বলেনঃ "তাহার তেজ দীপ্তির তুল্য, তাঁহার হস্ত হইতে কিরণ নির্গত হয়; ঐ স্থান তাঁহার পরাক্রমের অন্তরাল।" হবক্কুক ৩:৪। সেই ক্ষতস্থান যেখান থেকে লাল টকটকে রক্তের প্রবাহ প্রবাহিত হয়েছিল, যা মানুষের সাথে ঈশ্বরের মিল করিয়ে দিয়েছিল – সেখানে উদ্ধারকর্ত্তার গৌরব রয়েছে, সেখানেই "তাঁর শক্তি লুকিয়ে আছে।" "শক্তিশালী উদ্ধারকর্তা," উদ্ধারকারী বলিদানের মাধ্যমে, তিনি সেখানে তাদের বিচার করার জন্য ছিলেন যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহকে তুচ্ছজ্ঞান করেছিল। এবং তাঁর অবমাননার প্রমাণ হল তাঁর সর্বোচ্চ সমাদর; কালভেরীর সেই ক্ষতস্থানগুলি অনন্তকাল ধরে তাঁর প্রশংসা করবে এবং তাঁর শক্তিকে ঘোষনা করবে।

**(২৫) খ্রীষ্ট বিশ্বস্ত লোকদের জন্য কি প্রস্তুত করছেন?**

***আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত, তোমাদিগকে বলিতাম; কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। (যোহন ১৪:২)***

ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারকে অত্যাধিক জাগতিক বলে মনে করার ভীতি অনেককে সত্য থেকে দূরে গিয়ে আধ্যাত্মিক হবার জন্য পরিচালনা করেছে যা আমাদেরকে পরিচালনা করে যেন আমরা ইহাকে আমাদের গৃহ হিসাবে বিবেচনা করি। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে নিশ্চিত করেছেন যে তিনি পিতার গৃহে তাদের জন্য অট্টালিকা প্রস্তুত করতে যাচ্ছেন। যারা ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষাগুলিকে গ্রহণ করে তারা স্বর্গীয় বাসস্থান সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ নয়। এবং তবুও, “চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের  দয়াকাশে যাহা উঠে নাই। যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন” ১ম করিন্থীয় ২:৯। ধার্মিকদের পুরষ্কারের বিষয়ে ব্যাখ্যা করা মানুষের ভাষায় সম্ভব নয়। ইহা কেবলমাত্র তারাই উপলব্ধি করতে পারবে যারা ইহা দেখেছে। কোন মানুষের সীমিত মন ঈশ্বরের পরমদেশের গৌরবকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারে না।

**(২৬) উত্তরাধিকারীদের ভূমিকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?**

***কারণ যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা যে নিজ দেশের অন্বেষণ করিতেছেন, ইহাই স্পষ্ট ব্যক্ত করেন। (ইব্রীয় ১১:১৪)***

***যে জয় করে, তাহাকে আমি আমার ঈশ্বরের মন্দিরে স্তম্ভস্বরূপ করিব, এবং সে আর কখনও তথা হইতে বাহিরে যাইবে না; এবং তাহার উপরে আমার ঈশ্বরের***

*নাম লিখিব, এবং আমার ঈশ্বরের নগরী যে নূতন যিরূশালেম স্বর্গ হইতে, আমার ঈশ্বরের নিকট হইতে নামিবে, তাহার নাম এবং আমার নূতন নাম লিখিব। (প্রকাশিত বাক্য ৩:১২)*

বাইবেলে উদ্ধারপ্রাপ্ত উত্তরাধিকারীদের বলা হয় "একটি দেশ"... সেখানে স্বর্গীয় মেষপালক তাঁর মেষদেরকে জীবন্ত জলের উনুইয়ের দিকে নিয়ে যাবে। জীবনবৃক্ষ প্রত্যেক মাসে ফল উৎপাদন করে, এবং সেই বৃক্ষের পত্রগুলি জাতিগণের সেবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। অনন্তকালের জন্য নদী প্রবাহিত হচ্ছে, যার জল কাঁচের মত স্বচ্ছ, সেই নদীর দুই উভয় প্রান্তের গাছগুলি প্রভূর লোকদের পথে ছায়া দেবার জন্য প্রস্তুত। সেখানে সুবিস্তৃত সমতলভূমি পাহাড়ের সৌন্দর্যে গিয়ে মিশে যায়, এবং ঈশ্বরের পর্বতের পশ্চাদ্‌ভাগ তাদের শৃঙ্গগুলিকে সুউচ্চ করে। সেই শান্তিপূর্ন সমভূমিতে, জীবন্ত নদীর পার্শে, ঈশ্বরের লোকেরা, তীর্থ যাত্রীরা এবং ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো লোকেরা, নিজেদের গৃহ খুঁজে পাবে।

**(২৭) নতুন যিরূশালেম কিভাবে আবির্ভূত হবে?**

*সে ঈশ্বরের প্রতাপবিশিষ্ট; তাহার জ্যোতিঃ বহুমূল্য মণির, স্ফটিকবৎ নির্ম্মল সূর্য্যকান্তমণির তুল্য। (প্রকাশিত বাক্য ২১:১১)*

**(২৮) আমাদের বাসস্থানের পরিস্থিতি বা পরিবেশ কিরূপ হবে?**

*আর আমার প্রজাগণ শান্তির আশ্রমে, নিঃশঙ্কতার আবাসে ও নিশ্চিন্ততার বিশ্রাম-স্থানে বাস করিবে। (যিশাইয় ৩২:১৮)*

সেখানে, "প্রান্তর ও জলশূন্য স্থান আমোদ করিবে, মরুভূমি উল্লাসিত হইবে, গোলাপের ন্যায় উৎফুল্ল হইবে।" "কন্টকবৃক্ষের পরিবর্তে দেবদারু, শ্যাকুলের পরিবর্তে

গুলমেঁদি উৎপন্ন হইবে; আর তাহা সদাপ্রভুর কীর্ত্তিস্বরূপ হইবে, লোপহীন নিত্যস্থায়ী চিহ্ন হইবে।” “আর কেন্দুয়াব্যাঘ্র মেষশাবকের সহিত একত্র বাস করিবে; চিতাব্যাঘ্র ছাগবৎসের সহিত শয়ন করিবে; গোবৎস, যুবসিংহ ও হৃষ্টপুষ্ট পশু একত্র থাকিবে;” “সে সকল আমার পবিত্র পর্ব্বতের কোন স্থানে হিংসা কিম্বা বিনাশ করিবে না; কারণ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভু-বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে।” যিশাইয় ৩৫:১; ৫৫:১৩; ১১:৬, ৯।

**(২৯) কোন অদ্ভুত কার্যাবলির দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকেরা নতুন পৃথিবীতে আনন্দ লাভ করবে?**

***আর লোকেরা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বসতি করিবে, দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল ভোগ করিবে। (যিশাইয় ৬৫:২১)***

**(৩০) পাপের কোন চারটি প্রভাবের আর কোন অস্তিত্বই থাকবে না?**

***আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্যু আর হইবে না; শোক বা আর্ত্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না; কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল। (প্রকাশিত বাক্য ২১:৪)***

স্বর্গের পরিবেশে ব্যাথা থাকতে পারে না। সেখানে আর অশ্রু থাকবে না, মৃত্যু থাকবে না, অথবা কোন শোক থাকবে না। ...পুরাতন সকল বিষয় অতীত হয়ে যাবে। “আর নগরবাসী কেহ বলিবে না, আমি পীড়িত; তন্নিবাসী প্রজাদের অপরাধের ক্ষমা হইবে।”

**(৩১) ঈশ্বরের নগরীকে আলোকিত করার উৎস কি হবে?**

*সেখানে রাত্রি আর হইবে না, এবং প্রদীপের আলোকে কিম্বা সূর্য্যের আলোকে লোকদের কিছু প্রয়োজন হইবে না, কারণ "প্রভু ঈশ্বর তাহাদিগকে আলোকিত করিবেন; এবং তাহারা যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবে"। (প্রকাশিত বাক্য ২২:৫)*

ঈশ্বরের নগরীতে "রাত্রি হইবে না।" কারোর বিশ্রামের প্রয়োজন হবে না বা কেউ বিশ্রাম করতে ইচ্ছাও করবে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে এবং তাঁর নামের প্রশংসা করতে কেউ শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে যাবে না। আমরা সর্বদা সকালের সতেজতা অনুভব করব এবং কখনই ইহা থেকে বঞ্চিত হব না। ...সূর্য্যের আলো এমনভাবে আলোক প্রদান করবে যা আমাদের জন্য বেদনাদায়ক হবে না, তথাপি ইহা আমাদের দুপুরের আলোর উজ্জ্বলতাকে অতিক্রম করবে। ঈশ্বর এবং মেষশাবকের মহিমা দ্বারা সেই শহর প্লাবিত হবে। উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকেরা চিরদিন রৌদ্রহীন গৌরবে চলাচল করবে।

**(৩২) কার স্বর্গীয় উপস্থিতির ফলে জাগতিক মন্দিরের আচ্ছাদন আর থাকবে না?**

***আর আমি নগরের মধ্যে কোন মন্দির দেখিলাম না; কারণ সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু ঈশ্বর এবং মেষশাবক স্বয়ং তাহার মন্দিরস্বরূপ। (প্রকাশিত বাক্য ২১:২২)***

ঈশ্বরের লোকদের কাছে সুযোগ রয়েছে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সরাসরি একটি উন্মুক্ত সম্পর্কে আবদ্ধ হতে। "কারণ এখন আমরা দর্পণে অস্পষ্ট দেখিতেছি..." ১ম করিন্থীয় ১৩:১২। দর্পণের মত, তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে ও মানুষের প্রতি তাঁর ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির প্রতিফলন দেখতে পাই; কিন্তু যখন কোন ম্লান পর্দার আড়াল ছাড়াই, আমরা তাঁকে মুখোমুখী দেখতে পাই।

আমরা তখন তাঁর উপস্থিতিতে দাঁড়িয়ে থাকি এবং তাঁর মুখের গৌরব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি।

সেখানেই উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকেরা জানবে, যেভাবে তিনি তাদের জানেন। ঈশ্বর নিজেই তাদের আত্মায় যে প্রেম ও সহানুভূতি স্থাপন করেছেন সেগুলির একটি সত্য ও মধুরতম ব্যবহার সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে। পবিত্র লোকদের সাথে শুচি সংযোগ, স্বর্গদূতদের সাথে শান্তিপূর্ণ সামাজিক জীবন, এবং সমস্ত যুগের বিশ্বস্ত লোকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক যারা নিজের বস্ত্র ধৌত করেছে এবং সেগুলিকে মেষশাবকের রক্ত দ্বারা শুক্ল করেছে। একটি পবিত্র বন্ধন "স্বর্গ ও পৃথিবীর সম্পূর্ণ পরিবারকে" একসঙ্গে বেঁধে রাখে (ইফিষীয় ৩:১৫) – ইহা উদ্ধারপ্রাপ্তদের আনন্দ প্রস্তুত করতে সাহায্য করে।

সেখানে, অনন্ত মনগুলি সৃজনশীল শক্তির অদ্ভুত কাজের অব্যর্থ আনন্দ ও মুক্তিদানকারী প্রেমের রহস্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে। ঈশ্বরের লোকদের প্রলোভিত করার জন্য কোন নিষ্ঠুর, প্রবঞ্চক থাকবে না। প্রত্যেক শক্তি বিকশিত হবে, প্রত্যেক সামর্থ্য বৃদ্ধি পাবে। জ্ঞান অর্জ্জন করার ফলে মন ক্লান্ত হবে না অথবা তাদের শক্তিগুলি নিঃশেষ করবে না। অভিজাত উদ্যোগগুলি এগিয়ে যাবে, উচ্চতর আকাঙ্ক্ষাগুলি পৌঁছাবে, সর্বোচ্চ উচ্চাশাগুলি উপলব্ধি করবে; এবং এখনও অস্তিত্বের নতুন উচ্চতা তৈরি হবে, নতুন প্রশংসনীয় বিস্ময়কর বিষয়গুলি উঠবে, নতুন সত্যগুলি উপলব্ধি করা যাবে, এবং সতেজ বিষয়গুলি মন, আত্মা ও শরীরের শক্তিকে আহ্বান করবে।

**(৩৩) অনন্ত কাল ধরে উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকদের মুখে থেকে কোন সাক্ষ্য শুনতে পাওয়া যাবে?**

***তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, 'মেষশাবক, যিনি হত হইয়াছিলেন, তিনিই পরাক্রম ও ধন ও জ্ঞান ও শক্তি ও***

*সমাদর ও গৌরব ও ধন্যবাদ, এই সকল গ্রহণ করিবার যোগ্য।' (প্রকাশিত বাক্য ০৫:১২)*

এই জগতের সমস্ত সম্পদ ঈশ্বরের উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকেদের অধ্যয়ন করার জন্য উন্মুক্ত করা হবে। মরণশীলতা থেকে কারামুক্ত হয়ে, তারা নিজেদের ক্লান্তিহীন উড়ানে দূরের পৃথিবীতে পাড়ি দেয় – সেই পৃথিবী যেখানে মানবিক দুর্দশাগ্রস্ত ঘটনায় দুঃখ নিয়ে রোমাঞ্চিত ছিল এবং উদ্ধারের আত্মার আনন্দে গান গেয়েছিল। অবর্ণনীয় আনন্দের সাথে পৃথিবীর সন্তানেরা আনন্দ এবং পতিত না হওয়া ব্যক্তিদের প্রজ্ঞা লাভের জন্য প্রবেশ করে। তারা যুগে যুগে ঈশ্বরের হাতের কাজের বিষয়ে গভীর চিন্তা করে জ্ঞান ও উপলব্ধির সম্পদ তাদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়। নির্বিঘ্ন দৃষ্টি নিয়ে তারা সৃষ্টির গৌরবের দিকে তাকিয়ে থাকে – সূর্য এবং তারকা এবং সমস্ত পদ্ধতি, নির্দিষ্ট উপায়ে তাদের দেবতার সিংহাসনের প্রদক্ষিন করতে থাকে। সমস্তকিছুর উপরে, সর্বনিম্ন থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যন্ত, সমস্ত ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার নাম লেখা আছে, এবং সমস্ত সম্পদের দ্বারা তাঁর শক্তি প্রদর্শিত হচ্ছে।

**(৩৪) ঈশ্বরের উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকদের ওষ্ঠ থেকে কোন গীত শুনতে পাওয়া যাবে যখন তারা এই মহাবিতর্ক বা মহাদ্বন্দ্বের পরিণতির বিষয়ে বিবেচনা করে দেখবে?**

*পরে স্বর্গে ও পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচে ও সমুদ্রের উপরে যে সকল সৃষ্ট বস্তু, এবং এই সকলের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সমস্তেরই এই বাণী শুনিলাম, 'যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার প্রতি ও মেষশাবকের প্রতি ধন্যবাদ ও সমাদর ও গৌরব ও কর্ত্তৃত্ব যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে বর্ত্তুক।' (প্রকাশিত বাক্য ০৫:১৩)*

এবং অনন্তকালীন বছর ধরে, যখন সময় অতিবাহিত হয়, আরো সম্পদ এবং ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের আরো গৌরবময় প্রকাশ সকলের সামনে প্রকাশিত হবে। যেভাবে জ্ঞান প্রগতী লাভ করে, প্রেম, শ্রদ্ধা ও সুখও বৃদ্ধি পাবে। মানুষ যত ঈশ্বরের বিষয়ে শিখবে, তারা ততই তাঁর চরিত্রের আরাধনা করতে শুরু করবে। যেভাবে যীশু তাদের সামনে উদ্ধারের সম্পদগুলি শয়তানের সাথে বিবাদের দুর্দান্ত কৃতিত্বগুলি তাদের সামনে উন্মুক্ত করেন, তৎক্ষণাৎ উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকদের হৃদয় তাঁর আরাধনা করার জন্য আরো শিহরিত হয়ে ওঠে, এবং আরো অনাবিল আনন্দে তারা সোনার বীণাগুলি বাজাতে শুরু করে; এবং দশ সহস্র গুণ দশ সহস্র এবং সহস্র সহস্র রব ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রশংসার মহান গীত শুরু করে।

মহাদ্বন্দ্ব ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। পাপ এবং পাপীরা আর নেই। সমস্ত বিশ্বজগত এখন পরিষ্কার। সম্প্রীতি এবং আনন্দের এক বন্ধন সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বিস্তৃত হচ্ছে। যিনি সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর মধ্যে থেকে, জীবন এবং জ্যোতি এবং আনন্দ, পৃথিবীর সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে। সর্বনিম্নতম পরমাণু থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ব পর্যন্ত, সমস্ত কিছু, জীবন্ত ও জড়, তাদের সৌন্দর্য ও নিখুঁত আনন্দে ঘোষনা করে যে ঈশ্বর প্রেম।

***আমি কৃতজ্ঞ যে, প্রেমে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের দ্বারা মহাদ্বন্দ্বের জীবন-দায়ী জ্ঞান প্রকাশ করেছেন। আমি উপলব্ধি করেছি যে এই লড়াইয়ের শেষ যুদ্ধক্ষেত্র হল আমার এবং এই মহাদ্বন্দ্বের চূড়ান্ত বিষয়টি হল আমার আনুগত্য।***

***বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত***

***আমি এখন উপলব্ধি করেছি যে কিভাবে এই মহাদ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, ইহার মধ্যে কি কি নীতি অন্তর্গত আছে,***

ইহা কতদিন চলবে, এবং ইহা কিভাবে শেষ হবে। আমি ধন্যবাদ দিই যে আমি এখন শয়তানের প্রবঞ্চনা সম্পর্কে অবগত আছি এবং সঙ্কটের সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য প্রস্তুত যা আমার অনন্ত গন্তব্যস্থলকে নির্ধারন করবে।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমি অনন্তকালীন বছরের জন্য অপেক্ষা করে আছি যা আমার জীবনে খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের জ্ঞানের সম্পদ ও আরো গৌরবময় প্রকাশ নিয়ে আসবে।

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত

আমার আন্তরিক প্রার্থনা হল, "প্রিয় প্রভু, আমি আমার জীবনকে নম্রভাবে তোমার কাছে উৎসর্গ করি। আমাকে তোমার অনুগ্রহের দ্বারা তোমার প্রতিমূর্ত্তিতে পরিবর্তন কর। আমাকে আত্মবিশ্বাস দাও যেন আমি এই জীবনদায়ী বাক্য অপরকে বলতে পারি। আমাকে প্রজ্ঞা ও অনুগ্রহ দাও যেন আমি তোমার পবিত্র ব্যবস্থার বাধ্য হয়ে চলতে পারি। আমাকে শক্তি দাও যেন আমি যেকোন পরিস্থিতিতে বিশ্বস্ত থাকতে পারি। প্রভু যীশু তোমার আগমন শীঘ্র হোক!"

বৃত্ত তৈরি করুনঃ হ্যাঁ অনিশ্চিত